অনুবাদ-স্বত্ব : দীপ্তি চ্যাটার্জি

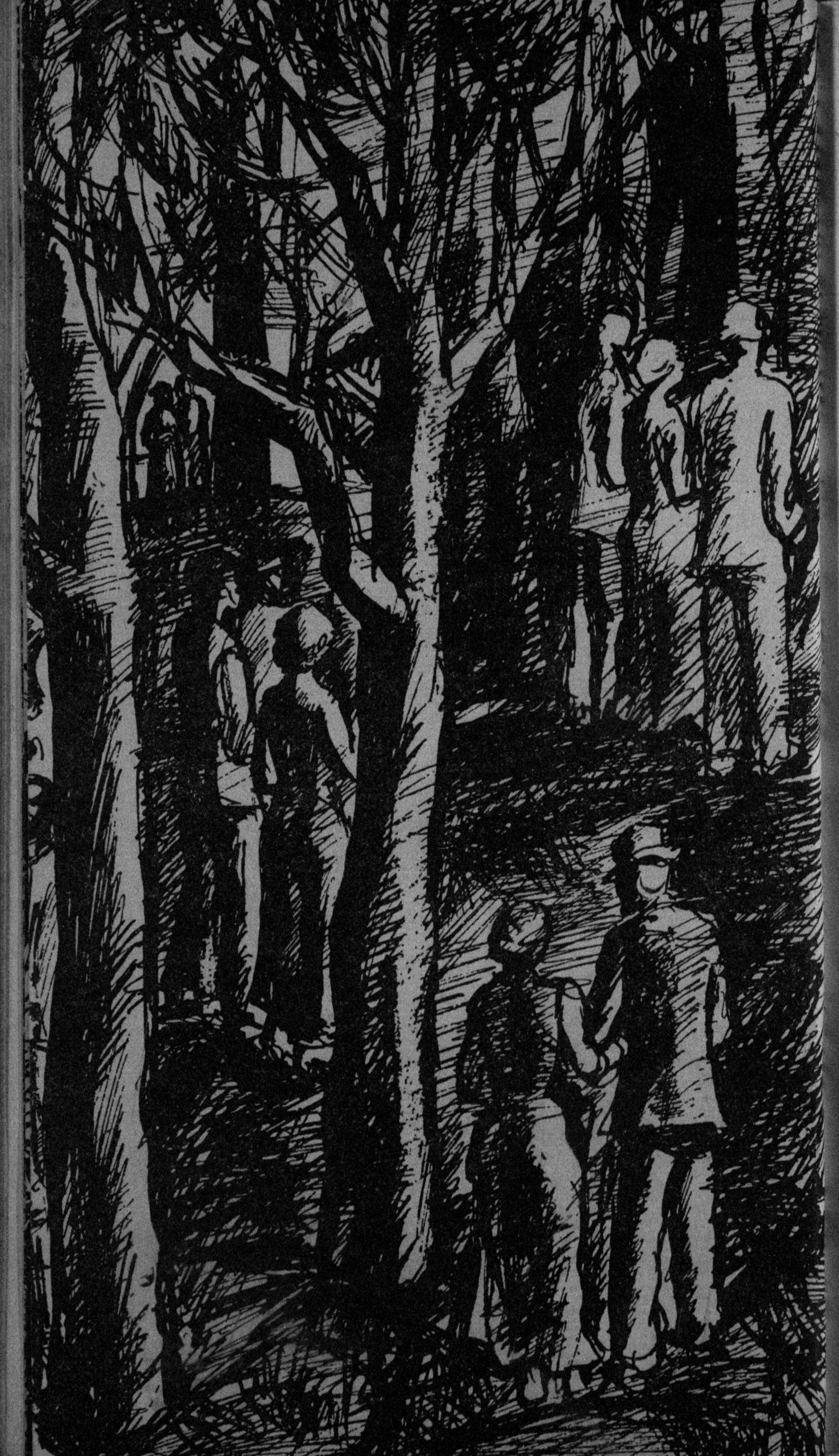
প্রচ্ছদ : চার্লস হোয়াইট
প্রচ্ছদলিপি : অরুণ গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল, ১৯৫৭

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি. রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

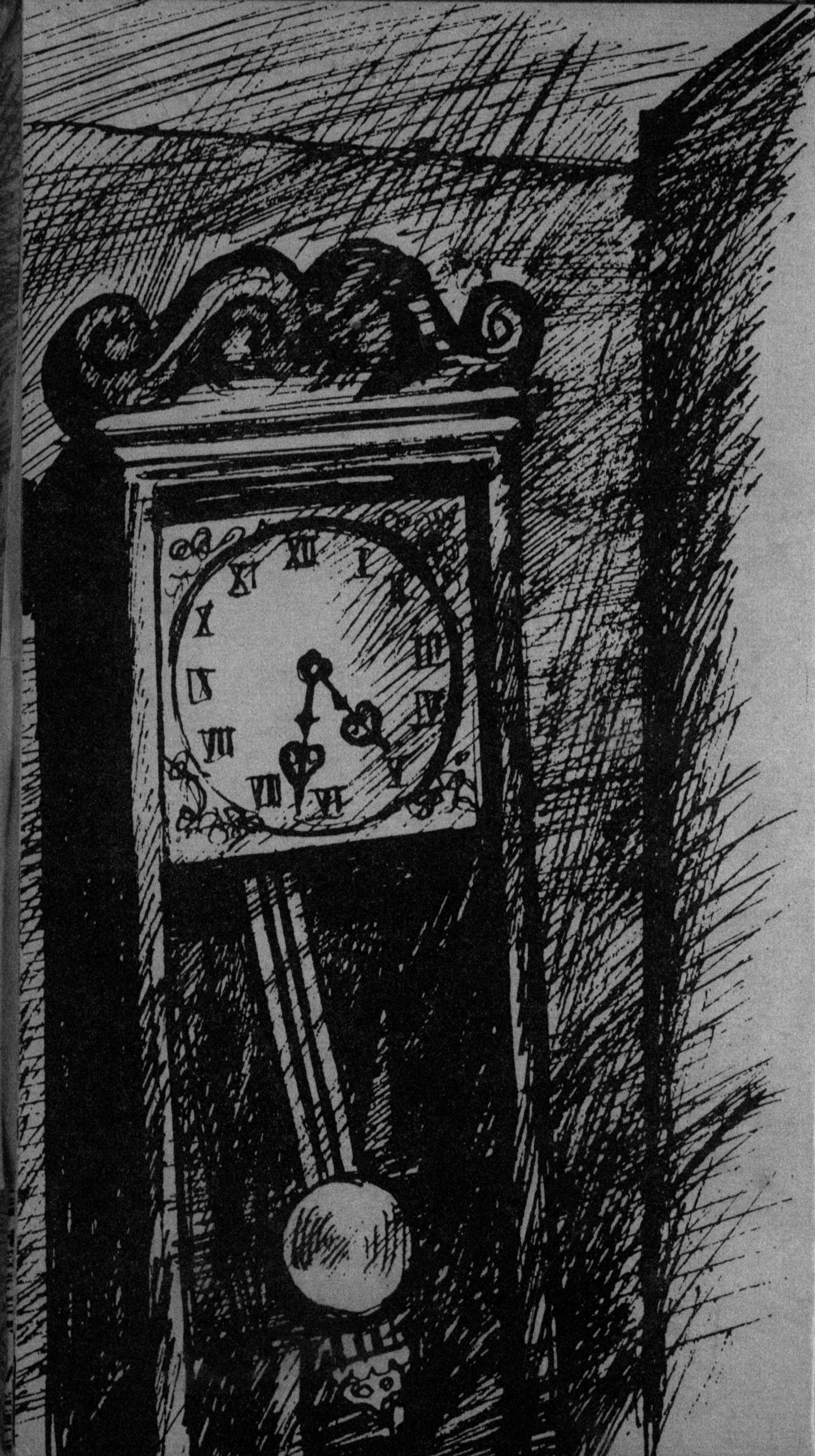
মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩



সূচি







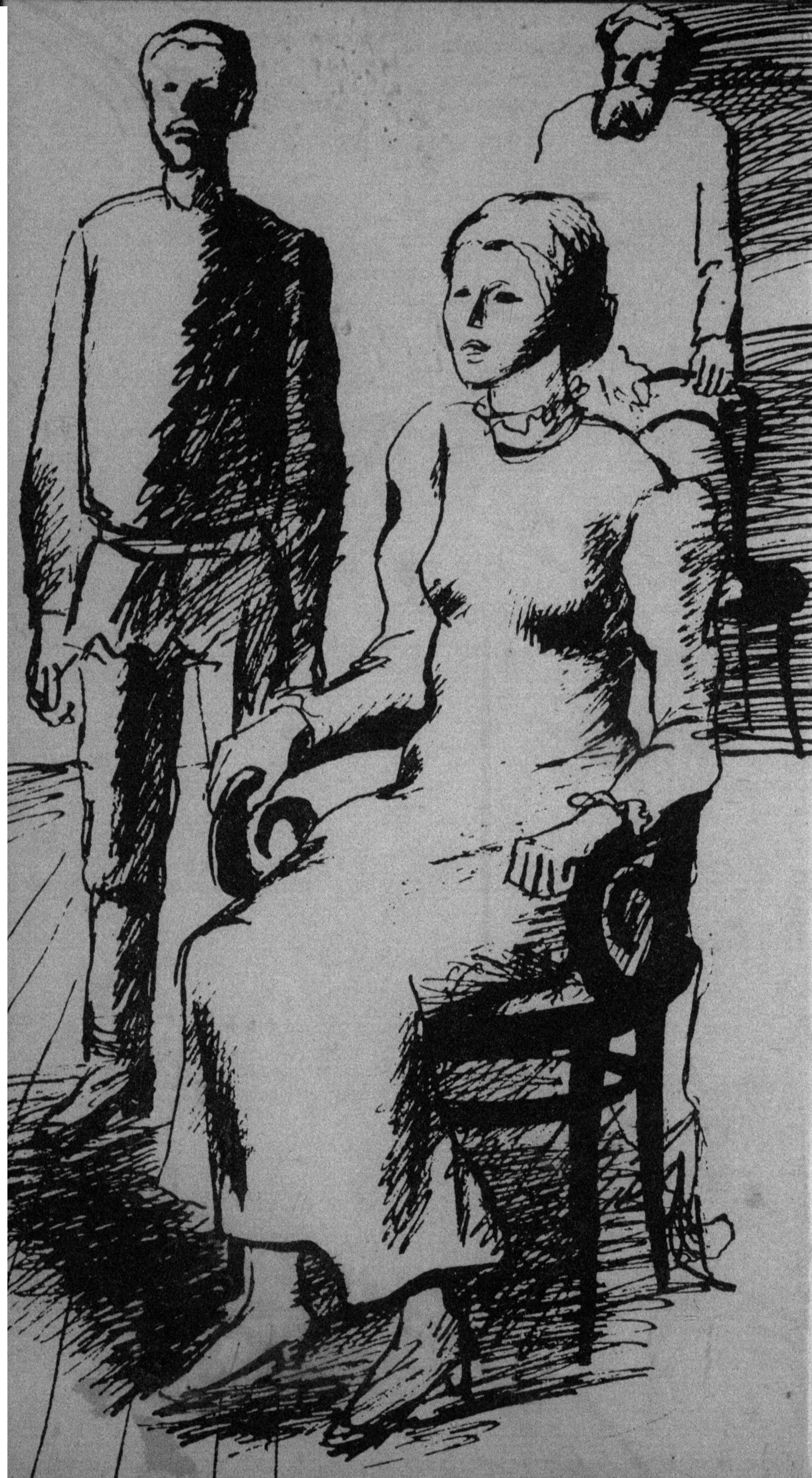
'আর্ট থিয়েটারে সামাজিক-রাজনৈতিক ধারার প্রধান প্রবর্তক ও স্রষ্টা ছিলেন আ. ম. গোর্কি।'

কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি

'যা আশা করেছিলাম, "পাতিবুর্জোয়া" নাটকটি খুবই ভালো, গোর্কি-রীতিতে লেখা, ভারী চিত্তাকর্ষক... নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিল বলিষ্ঠ সৃষ্টি।'

আন্তন চেখভ

পাতিবুর্জোয়া



চরিত্রাবলী

বেস্যোমেনভ, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, বয়স ৫৮, অবস্থাপন্ন, রং-মিস্ত্রী, চুনকাম বিভাগের প্রধান।

আকুলিনা ইভানভনা, বয়স ৫২, বেস্যোমেনভের স্ত্রী।

পিওতর, বয়স ২৬, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত ছাত্র, বেস্যোমেনভের ছেলে।

তাতিয়ানা, বয়স ২৮, স্কুলে পড়ায়, বেস্যোমেনভের মেয়ে।

নিল, বয়স ২৭, বেস্যোমেনভের পালিত-পুত্র, এঞ্জিন ড্রাইভার।

পেরচিখিন, বয়স ৫০, বেস্যোমেনভের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, পাখিওয়ালা।

পোলিয়া, বয়স ২১, পেরচিখিনের মেয়ে, জীবিকা সেলাই, দিনের বেলায় বেস্যোমেনভদের ওখানে কাজ করে।

ইয়েলেনা নিকোলায়েভনা ক্রিভৎসভা, বয়স ২৪, জেল-রক্ষকের বিধবা, বেস্যোমেনভদের ভাড়াটে।

তেতেরেভ, গির্জা-গায়ক } বেস্যোমেনভদের আশ্রিত
শিশকিন, ছাত্র }

স্ভেতায়েভা, বয়স ২৫, স্কুলে পড়ায়, তাতিয়ানার বান্ধবী।

স্তেপানিদা, রাঁধুনী।

একটি বুড়ী।

একটি ছোকরা, রং-মিস্ত্রীর শিক্ষানবিশ।

ডাক্তার।

ঘটনাস্থল — মফস্বলের ছোট সহর।

দৃশ্য

অবস্থাপন্ন পাতিবুর্জোয়া বাড়ীর একটি ঘর। স্টেজের পিছনের ডান দিকটায় কাঠের দুটি পার্টিশন দেওয়া, ফলে সামনের দিকটা অপরিসর হয়ে স্টেজের ডান দিকে একটি ছোট ঘরে পরিণত হয়েছে, ছিট কাপড়ের পর্দা-দেওয়া কাঠের খিলান বড়ো ঘর থেকে সেটিকে তফাৎ করেছে। বড়ো ঘরের পিছনের দেয়ালে একটি দরজা, সেটা দিয়ে বাড়ীর অলিন্দে যাওয়া যায়, আর যাওয়া যায় অন্য অংশটায় ভাড়াটেদের ঘর আর রান্নাঘরে। দরজার বাঁ দিকে প্রকান্ড ভারী একটা পাশ-দেরাজ বাসনের জন্য, কোণে তোরঙ্গ। দরজার ডান দিকের দেয়ালে ফ্রেমে লাগানো সেকেলে ঘড়ি। চাঁদের মতো বড়ো পেণ্ডুলামটা কাঁচের আড়ালে আস্তে আস্তে নড়ছে, চারিদিক নিশ্চুপ হয়ে গেলে শোনা যায় ওটার কঠিন, নিরাসক্ত আওয়াজ — ঠিক তাই! ঠিক তাই! বাঁ দিকের দেয়ালে দুটো দরজা: বেস্যোমেনভ ও তার স্ত্রীর ঘরের, অন্যটা তাদের ছেলে পিওতরের। দুটো দরজার মাঝখানে শাদা টালি-দেওয়া বড়ো চুল্লী। চুল্লীটার সামনে ওয়েলক্লথে মোড়া পুরনো সোফা, তার সামনে একটা বড়ো খাবার টেবিল। সস্তা, শক্তপিঠ চেয়ার একটার পর একটা দেয়ালের গায়ে লাগানো, পরস্পরের মধ্যে যন্ত্রণাকর ভাবে নিখুঁত মাপে ফাঁক রেখে। স্টেজের পিছনে কাঁচের আলমারিতে বাহারে বাক্স, ইস্টারের ডিম, একজোড়া ব্রঞ্জের মোমবাতিদান, চা আর স্যুপের চামচে, কয়েকটা মদ খাবার গেলাস, আর রুপোর পানপাত্র। খিলান দিয়ে আলাদা করা ছোট ঘরটায় দর্শকমণ্ডলীর মুখোমুখি দেয়ালে লাগানো একটা পিয়ানো আর এতাগিয়র, স্বরলিপি উপরে রাখা। একটি কোণে ফিলডেনড্রন বসানো টব। দক্ষিণের দেয়ালে দুটো জানলা, জানলায় ফুলগাছের টব। জানলার নিচে কোচ, সামনের দিকে, কোচের পাশে ছোট্ট একটা টেবিল।

প্রথম অংক

বিকেল প্রায় পাঁচটা। জানলা দিয়ে উঁকি মারছে হেমন্তের গোধূলি। বড়ো ঘরটা প্রায় অন্ধকার। কোচে আধো-হেলান দিয়ে বসে **তাতিয়ানা** বই পড়ছে। টেবিলের পাশে বসে সেলাই করছে **পোলিয়া**।

তাতিয়ানা (পড়ছে)। 'চাঁদ উঠল। আর বিশ্বাস করা কঠিন যে নিরানন্দ ছোট চাঁদটা পৃথিবীতে এত কোমল, রুপোলী-নীল আলো ছড়াতে পারে...' (কোলে বইটা ফেলে দিয়ে) বড্ড অন্ধকার।

পোলিয়া। আলো জ্বালাব?

তাতিয়ানা। থাক, দরকার নেই। আর পড়তে পারছি না ছাই...

পোলিয়া। লেখার ধরনটা কী সুন্দর! কেমন সহজ... অথচ কেমন নাড়া দেয়... কান্না পেয়ে আসে... (একটু থেমে) শেষটা জানার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করছে। কি মনে হয় শেষ পর্যন্ত, ওদের বিয়ে হয়ে যাবে?

তাতিয়ানা (বিরক্ত হয়ে)। তাতে কী এসে যায়...

পোলিয়া। অমন লোককে বাপু আমি কিন্তু কখনো ভালোবাসতে পারব না।

তাতিয়ানা। কেন?

পোলিয়া। বড্ড বিরক্তিকর লোক... সবসময়ে ঘ্যান ঘ্যান...

আর যেন মতিস্থির নেই... কারণ জীবনে কী চায় সেটা পুরুষ মানুষের জানা উচিত...

তাতিয়ানা (নিচু গলায়)। কিন্তু... নিল কী জানে?

পোলিয়া (দৃঢ়ভাবে)। নিশ্চয়ই জানে!

তাতিয়ানা। ও কী বলে?

পোলিয়া। আমি... যেমন ভাবে যত সহজে ও বলে... তোমাকে বলতে পারব না কিন্তু একটা জিনিষ জানি: বজ্জাত লোভী লোকদের... ও জব্দ করে ছাড়বে! তাদের পছন্দ করে না ও...

তাতিয়ানা। কে খারাপ আর কে ভালো?

পোলিয়া। ও বলতে পারে!.. (কিছু বলল না তাতিয়ানা, পোলিয়ার দিকে তাকালও না। পোলিয়া হেসে ওর কোল থেকে বইটা তুলে নিল।) সুন্দর লিখেছে! মেয়েটা এমন ভাবে মনটাকে টানে... এত সহজ, সরল, বুকটা এত ভরাট! এ ধরনের মেয়ের কথা পড়লে নিজেকে ভালো মনে হয়...

তাতিয়ানা। তুমি অত্যন্ত সরল... কথা শুনলে হাসি পায় পোলিয়া। এ রকম গল্পে আমার শুধু বিরক্ত লাগে! ওর মতো মেয়ে কস্মিন্‌কালে ছিল না। কিম্বা ও রকম বাড়ীঘর, নদী বা চাঁদ — কিছু ছিল না! সবকিছু বানানো। জীবন আসলে যা, এই ধরো তোমার আমার জীবন... তা নিয়ে কখনো বই লেখা হয় না...

পোলিয়া। যা পড়তে ভালো লাগে তাই লেখে। আমাদের নিয়ে লেখার মতো কী আছে?

তাতিয়ানা (ওর কথায় কান না দিয়ে, বিরক্তভাবে)। মাঝে মাঝে মনে হয় যারা লেখে... তারা আমাকে দেখতে পারে না... আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চায়। যেন ওরা বলে: 'তুমি যা ভাবছো তার চেয়ে এটা ভালো, আর ওটা খারাপ'...

পোলিয়া। আর আমার মনে হয় লেখকরা সবাই বেশ ভালো, দয়ালু লোক... জ্যান্ত একটা লেখককে দেখতে বড়ো সাধ যায়!..

তাতিয়ানা (যেন নিজের মনে কথা বলছে)। নোংরা, অপ্রীতিকর জিনিষ আমি যেভাবে দেখি, সেভাবে ওরা কখনো লেখে না... সেগুলো নিয়ে অন্যকিছু একটা করে... বাড়িয়ে তোলে সেগুলোকে... তখন মনে হয় ওগুলো ট্র্যাজিক। আর ভালো জিনিষের কথা যদি বল, সেগুলো স্রেফ বানানো। বইয়ের মতো করে কেউ কখনো প্রেম করে না। আর জীবন মোটেই ট্র্যাজিক নয়... ঘোলাটে বড়ো নদীর মতো শুধু জীবন বয়ে চলে... শান্ত একঘেয়ে গতিতে। দেখতে দেখতে ক্লান্তি ধরে, মনটা এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কেন ওটা বয়ে চলেছে সেটা ভাববার প্রবৃত্তি পর্যন্ত হয় না।

পোলিয়া (দিবাস্বপ্নে মগ্ন)। সত্যি, জ্যান্ত একটা লেখককে দেখতে বড়ো সাধ যায়! আপনি পড়ছিলেন আর আমি খালি ভাবছিলাম: লোকটা কী রকম, জোয়ান না বুড়ো, রংটা কি তামাটে?..

তাতিয়ানা। কার কথা বলছো?

পোলিয়া। এই লেখকের।

তাতিয়ানা। তিনি মারা গিয়েছেন।

পোলিয়া। আহ্... দুঃখের কথা!.. অনেকদিন মারা গিয়েছেন? অল্প বয়সে?

তাতিয়ানা। মাঝবয়সে। মদ খেতেন...

পোলিয়া। বেচারী... (একটু থেমে।) বুদ্ধিশুদ্ধি যাদের আছে তারা মদ খায় কেন? আপনাদের ওই আশ্রিতের কথাই ধরুন না কেন, ওই গির্জের গাইয়েটা — লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তবু মদ খায়... কেন খায়?

তাতিয়ানা। বেঁচে থাকাটা ক্লান্তিকর...

পিওতর (ঘুম চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল)। বাপ, একেবারে কবরখানার মতো অন্ধকার! কে ওখানে?

পোলিয়া। আমি... আর তাতিয়ানা ভাসিলিয়েভনা...

পিওতর। আলো জ্বালাও নি কেন?

পোলিয়া। গোধূলির তারিফ করছি...

পিওতর। বাবার ঘর থেকে আইকনের তেলের গন্ধ আমার ঘরে আসছে... হয়ত সেজন্যই স্বপ্ন দেখলাম: একটা আলকাতরার মতো চটচটে নদীতে সাঁতার কাটছি... যেতে বেজায় কষ্ট... কোথায় হবে জানি না... তীরও চোখে পড়ে না। টুকরো টুকরো জিনিষ সব ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু যেই ধরছি ওমনি গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে... একেবারে পচা মাল। বিদঘুটে স্বপ্ন. . (শিস দিতে দিতে পায়চারি শুরু করল।) চায়ের সময় হয়েছে, তাই না?...

পোলিয়া (আলো জ্বালিয়ে)। নিয়ে আসছি... (বেরিয়ে গেল।)

পিওতর। কেন জানি না সন্ধ্যের দিকে বাড়ীটা কেমন বিরস আর মনমরা হয়ে যায়। সব কটা মান্ধাতার আমলের মাল মনে হয় ফেঁপে উঠে ক্রমশ বড়ো আর ভারী হয়ে... সমস্ত জায়গা ভরিয়ে দেয়, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। (পাশ-দেরাজে ঘুঁষি মেরে) ধরো না এই জলহস্তীটা — একই জায়গায় আঠারো বছর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে... আঠারো বছর... লোকে বলে হাউই-এর মতো জীবনের গতি, কিন্তু এই পাশ-দেরাজটার এক চুলও নড়চড় হয় নি... ছেলেবেলায় এটাতে বারবার মাথা ঠুকে গিয়েছে... আর এখনো কেমন যেন অসুবিধা সৃষ্টি করে। গজ-কচ্ছপ একটা... যেন পাশ-দেরাজ নয়, একটা প্রতীক... গোল্লায় যাক!

তাতিয়ানা। কী বিরক্তিকর লোক তুমি পিওতর... এ রকম ভাবে থাকা তোমার পক্ষে খারাপ...

পিওতর। কী ভাবে?

তাতিয়ানা। বাড়ী ছেড়ে এক পাও যাও না কোথাও... শুধু ওপরতলায় ইয়েলেনার কাছ ছাড়া... প্রতি সন্ধ্যায়। আর তাতে মা-বাবার ভাবনার সীমা নেই... (পিওতর নিরন্তর, শিস দিতে দিতে শুধু পায়চারি করছে।) আমার যে কী রকম ক্লান্ত লাগে আজকাল, কল্পনা করতে পারবে না... স্কুলের হৈচৈ আর গোলমালে শরীর ভেঙে পড়ে... বাড়ীতে শান্তি আর শৃংখলা। অবশ্য ইয়েলেনা আসার পর থেকে হৈচৈ বেড়েছে। সত্যি, ভয়ানক ক্লান্ত লাগে! ছুটি আসতে এখনো তো অনেক দেরী... নভেম্বর... ডিসেম্বর...

বেস্যেমেনভ (নিজের ঘরের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে)। আবার বকবকানি চলেছে! দরখাস্তটা এখনো লেখা হয় নি বোধ হয়?

পিওতর। হয়েছে, হয়েছে...

বেস্যেমেনভ। নিজের মর্জিমতো লিখতে সময় অবশ্য কম লাগে নি... ছোঃ, ছোঃ! (অদৃশ্য হয়ে গেল।)

তাতিয়ানা। কীসের দরখাস্ত?

পিওতর। গুদামের ছাত রং করার বাবদ সতেরো রুবল পঞ্চাশ কোপেকের জন্য ব্যাপারী সিজভের বিরুদ্ধে মামলা আনা হচ্ছে...

আকুলিনা ইভানভনা (একটি বাতি হাতে প্রবেশ)। বাইরে আবার ছাই বৃষ্টি... (পাশ-দেরাজের কাছে গিয়ে চায়ের বাসন নিয়ে টেবিলের উপরে রাখল।) কী কনকনে! চুল্লী জ্বালানো হয়েছে, তাও কনকনে ঠান্ডা। বাড়ীটা পুরনো... ফাটল দিয়ে হাওয়া ঢোকে... ওঃ হো! কর্তা আবার খিটখিট করতে লেগেছেন... বলছেন পিঠে ব্যথা। বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন... আর সবকিছু কেমন যেন গোলমেলে হয়ে গিয়েছে... ভাবনা চিন্তা আর খরচের অন্ত নেই...

তাতিয়ানা (ভাইকে)। কাল ইয়েলেনার কাছে গিয়েছিলে না কি?

পিওতর। হ্যাঁ...

তাতিয়ানা। খুব জমেছিল?

পিওতর। সেই একই ব্যাপার... চা পান, গান... তর্কবিতর্ক...

তাতিয়ানা। কার সঙ্গে কার তর্ক হল?

পিওতর। নিল আর শিশকিনের সঙ্গে আমার।

তাতিয়ানা। অন্যান্য সময়ের মতো...

পিওতর। হ্যাঁ! জীবন নিয়ে যথারীতি নিল বেজায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল... ওর কথাবার্তা শুনলে আমার বিরক্তি লাগে... শৌর্য আর জীবনানুরাগের প্রবক্তা... উদ্ভট! ওর কথা শুনে মনে হয় আমাদের এই অনিশ্চিত জীবনটা... যেন কল্পতরু, যে কোন মুহূর্তে আমাদের অজস্র দানে ভরিয়ে দেবে... দুধের উপকারিতা আর ধূমপানের অপকারিতার ব্যাখ্যা করল শিশকিন... আর বলল আমার মনোভাব না কি বুর্জোয়া।

তাতিয়ানা। সেই একই পুরনো কথা...

পিওতর। হ্যাঁ, সেই সবসময়ের মতো...

তাতিয়ানা। ইয়েলেনাকে... তোমার খুব পছন্দ?

পিওতর। মন্দ কী... বেশ হাসিখুসী... মনকাড়ানো মানুষ...

আকুলিনা ইভানভনা। মেয়েটা বড়ো চটপটে। শুধু সময় নষ্ট করে, কাজকর্মের নামগন্ধ নেই! রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা... খানাপিনা... নাচ আর গান... আর একটা ওয়াস-স্টাণ্ড কিনতে পারে না, গামলায় মুখ ধুয়ে মেঝেটা জলে একাকার করে... কাঠগুলো পচে যাবে...

তাতিয়ানা। কাল রাতে ক্লাবের... একটা অনুষ্ঠানে

গিয়েছিলাম। সোমোভ ছিল, ওকে চেনো তো, পৌর সভার সদস্য, আমাদের স্কুলের অছি। আমাকে দেখে কোনক্রমে মাথা নাড়ল একবার ব্যস। কিন্তু হাকিম রোমানভের প্রণয়িনী যেই ঘরে ঢুকল ও পড়ি-কি-মরি করে গিয়ে নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে, হাতে চুমু খেল, যেন ছোটলাটের স্ত্রী...

আকুলিনা ইভানভনা। রকমখানা দেখলে তো! কোথায় একটা সৎ মেয়ের হাত ধরে হলে সবাইকে দেখিয়ে ডাঁটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, তা না...

তাতিয়ানা (ভাইকে)। ভেবে দেখো একবার! ওদের কাছে স্কুলের শিক্ষিকার চেয়ে নষ্টা রংচং-মাখা স্ত্রীলোকের কদর বেশী...

পিওতর। যেতে দাও... এ সব নিয়ে.. মাথা ঘামানো তোমাকে মানায় না . আর ওই মহিলাটি, উনি নষ্টা হতে পারেন, কিন্তু রং উনি মাখেন না...

আকুলিনা ইভানভনা। কী করে জানলে? ওর গাল চেটে দেখেছো না কি? বোনকে অপমান করল, আর যার জন্য অপমানটা হল সেই মেয়েমানুষটার সাফাই গাইছো...

পিওতর। মা, দয়া করে চুপ করো ..

তাতিয়ানা। নাঃ, মা'র সামনে কথা বলা অসম্ভব... (অলিন্দে ভারী পায়ের শব্দ।)

আকুলিনা ইভানভনা। ও বাবা! দুজনে একেবারে খেঁকিয়ে উঠলে যে. . পিওতর, পায়চারি বন্ধ করে সামোভারটা নিয়ে এলে হয় না?. . স্তেপানিদা বারবার বলে ওটার ভার বইতে পারে না...

স্তেপানিদা (সামোভারটা টেবিলের পাশে মাটিতে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গৃহকর্ত্রীকে বলল)। যাই ভাবো নি কেন, মা, আবার বলি, এটা বইবার মতো গতর

আমার আর নেই। এর চাপে হাঁটু দুটো এক্কেবারে দুমড়ে যায়...

আকুলিনা ইভানভনা। সামোভারটা বইবার জন্য অন্য একজনকে রাখা হোক, এই বুঝি তোমার হুকুম?

স্তেপানিদা। তোমাদের যা মর্জি। গির্জে-গাইয়ে তো বয়ে আনতে পারে, তাতে ওর কোন ক্ষতি হবে না। পিওতর ভাসিলিয়েভিচ, লক্ষ্মী, এটা টেবিলের উপরে তুলে দাও, আমি আর পারি না!

পিওতর। এই যে... উঃ!

স্তেপানিদা। বেঁচে থাকো ভাই। (বেরিয়ে গেল।)

আকুলিনা ইভানভনা। কথাটা মন্দ বলে নি পিওতর, গাইয়েকে বলো তো, সামোভারটা ও যেন আনে। সত্যি তো এটা...

তাতিয়ানা (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)। হে ভগবান...

পিওতর। তাহলে ওকে বলি জল আনতে, মেঝে ঘষতে, চিমনী সাফ করতে, আর কাপড়-চোপড় কাচতে, কী বলো?

আকুলিনা ইভানভনা (অবজ্ঞার ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়ে)। বকবকের মানেটা কী শুনি? এ সব কাজ তো যথা সময়ে হয়, ওকে হাত লাগাতে হয় না... কিন্তু সামোভারটা...

পিওতর। মা! সামোভার কে আনবে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটার কথা তুমি প্রতি সন্ধ্যায় পাড়ো। যতদিন না দারোয়ান রাখছো ততদিন কিস্সু হবে না, বলে দিলাম. .

আকুলিনা ইভানভনা। দারোয়ান রাখার কী দরকার? তোমার বাবা নিজেই তো বাড়ী আর আঙিনার তদারক করেন...

পিওতর। একেই বলে কিপটেমী। ব্যাঙ্কে এক গাদা টাকা, কিপটেমীটা মোটেই মানায় না...

আকুলিনা ইভানভনা। শ্‌-শ্‌! চুপ কর্‌! তোর বাবার কানে কথাটা গেলে ব্যাঙ্কে টাকার স্বাদটা তোকে পাইয়ে দেবেন! টাকাটা কে রেখেছে, তুমি?

পিওতর। শোনো মা!

তাতিয়ানা (লাফিয়ে উঠে)। পিওতর, অন্তত তুমি চুপ করো... আর সহ্য হয় না যে. .

পিওতর (ওর কাছে গিয়ে)। হয়েছে, চেঁচাতে হবে না! নিজের অজান্তে এ সব কথা কাটাকাটিতে কেন যে জড়িয়ে পড়ি...

আকুলিনা ইভানভনা। কথার ছিরি দেখো! মায়ের সঙ্গে কথা বলাটা যেন মহাপাপ...

পিওতর। দিনের পর দিন সেই একই কথা... মনে নোনা ধরে যায়, জং পড়ে যায়...

আকুলিনা ইভানভনা (চেঁচিয়ে)। ওগো! চা খেয়ে যাও...

পিওতর। সময় হলে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাব, বাড়ীতে এলে এক হপ্তার বেশী এক নাগাড়ে থাকব না, আগে যেমন করতাম। মস্কোতে তিন বছর থেকে ভুলে গিয়েছিলাম বাড়ীতে থাকার মানেটা কী... ভুলে গিয়েছিলাম তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে খিটখিটেমীর কথা... বাপমা ছেড়ে দূরে একলা থাকাটা চমৎকার!..

তাতিয়ানা। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই...

পিওতর। অন্য কোথাও গিয়ে পড়াশোনা করলে পারো...

তাতিয়ানা। কেন পড়ব? পড়াশোনা আমি করতে চাই না... আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে... বুঝলে?

আকুলিনা ইভানভনা (সামোভার থেকে চা দানি নিতে গিয়ে হাত পুড়ে যাওয়ায় চেঁচিয়ে)। উঃ! দূর হ!

তাতিয়ানা (ভাইকে)। সত্যিকার বাঁচা কাকে বলে জানি না, এমন কি কল্পনাও করতে পারি না। বাঁচতে হলে কী করা দরকার?

পিওতর (চিন্তিতভাবে)। সেটা সহজ ব্যাপার নয়... সাবধানে থাকতে হয়...

বেস্যেমেনভ (নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুত্রকন্যাকে নিরীক্ষণ করে টেবিলে বসল)। আশ্রিতদের ডাকা হয়েছে?

আকুলিনা ইভানভনা। ওদের ডাকো তো পিওতর...

(পিওতর বেরিয়ে গেল। টেবিলের কাছে গেল তাতিয়ানা।)

বেস্যেমেনভ। হুম! আবার ডেলা-চিনি? তোমাদের কতবার না বলেছি...

তাতিয়ানা। কী এসে যায় বাবা?

বেস্যেমেনভ। তোমার সঙ্গে কথা বলছি না। কথাটা হচ্ছে তোমার মায়ের সঙ্গে। কোনকিছুতে তোমার যে কিছু এসে যায় না, আমার বিলক্ষণ জানা আছে...

আকুলিনা ইভানভনা। আধসেরটাক কিনেছিলাম কর্তা। এক-তাল চিনি এখনো পড়ে আছে, ভাঙবার সময় হয় নি... রাগ কোরো না!

বেস্যেমেনভ। রাগ আমি করি নি... শুধু বলছি যে ডেলা-চিনি অত্যন্ত ভারী, যথেষ্ট মিষ্টি নয়, তার মানে পয়সার সুরাহা হয় না। ওই চিনি ছাড়া আর কিছু কেনা উচিত নয়... ওটা নিজেদের ভাঙা উচিত। গুঁড়োগুঁড়ো পড়ে থাকে বটে, কিন্তু সেগুলো রান্নায় কাজ দেয়। চিনিটাও হালকা, মিষ্টি... (মেয়েকে।) মুখ বেজার করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা হচ্ছে কেন শুনি?

তাতিয়ানা। কিছু না, কিছু না... এমনি...

বেস্যেমেনভ। কিছু না? তাহলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার কারণ নেই। কিম্বা হয়ত বাপের কথাবার্তায় কান দেওয়াটা অতিশয় কষ্টের ব্যাপার? নিজেদের কথা ভেবে কিছু বলি না, তোমাদের মতো কমবয়সীদের জন্যই বলি। আমাদের জীবন তো ফুরিয়ে এসেছে, তোমাদের এখনো অনেক দিন বাকি। আর তোমাদের দেখে না ভেবে পারি না এই দুনিয়ায় তোমরা কী করে চলবে? তোমাদের উদ্দেশ্যটা কী? আমাদের থাকার ধরনটা তোমাদের পছন্দ নয়, সেটা তো জলের মতো স্পষ্ট... কিন্তু নতুন কোন ধরনের কথা ভেবে রেখেছো কী? সেটাই হল আসল কথা। হুম...

তাতিয়ানা। বাবা, একই কথা কতবার আমাকে বলেছো, জানো?

বেস্যেমেনভ। আবার বলব, যতদিন না মরি ততদিন বলব। কেননা, আমার মনে শান্তি নেই, তোমরা তার জন্য দায়ী... তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়ে কী ভয়ানক ভুলটাই না করেছি! পিওতরকে দেখো, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খেদিয়ে দিয়েছে, আর তুমি — তুমি তো আইবুড়ী...

তাতিয়ানা। আমি চাকরী করি... আমি...

বেস্যেমেনভ। জানি। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? তোমার পঁচিশ রুবলে কারো দরকার নেই — তোমার নিজেরও না। বিয়ে করে ফেলে ভদ্রঘরের মেয়ের মতো সংসার করো, মাসে পঞ্চাশ রুবল করে আমি তোমাকে দেব।

আকুলিনা ইভানভনা (বৃদ্ধের বাক্যালাপের সময়ে ভীতভাবে উসখুস করছিল, মাঝে মাঝে চেষ্টা করছিল কথা বলার, অবশেষে কোমলভাবে বলল)। কর্তা, কিছু চিজ-কেক... খাবে না কি? দুপুরের খাবারের কিছুটা পড়ে আছে... অ্যাঁ?

বেস্যেমেনভ (তার দিকে ফিরে নিমেষের জন্য কটমট

করে তাকাল, তারপর চতুর হাসি হেসে বলল)। আচ্ছা। নিয়ে এসো তোমার চিজ-কেক... খাওয়া যাক! (আকুলিনা ইভানভনা তাড়াতাড়ি পাশ-দেরাজের কাছে গেল, বেস্যেমেনভ ফিরল মেয়ের দিকে।) আমাকে কী করে তোমার মা থামিয়ে দেয় দেখছো? যেন হাঁস কুকুরের হাত থেকে ছানাদের আগলাচ্ছে... যদি তোমাদের মনে ব্যথা দিয়ে কিছু বলে বসি, সেই ভয়ে সারা... ও, পাখিওয়ালা এসেছে দেখছি! এতক্ষণ পরে উদয় হয়েছে!

পেরচিখিন (দোরগোড়ায় এল, তার পিছনে পিছনে কোন কথা না বলে পোলিয়া)। চিরকাল শান্তিতে থাকুন, পক্ককেশ গৃহকর্তা, তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ও গণ্যমান্য পুত্রকন্যা!

বেস্যেমেনভ। আবার মাল টানা হয়েছে বুঝি?

পেরচিখিন। দুঃখে!

বেস্যেমেনভ। কীসের দুঃখ?

পেরচিখিন (কথা বলতে বলতে মাথা নিচু করে সবাইকে অভিবাদন জানাল)। দোয়েলটাকে আজ ঝেড়ে দিয়েছি... গলাটা কী মিঠেই না ছিল পাখিটার! তিন বছর কাছে ছিল আর আজ বেচে দিলাম! যাচ্ছেতাই কাজ করেছি, নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে হল, তাই মদের পাত্তরে সান্ত্বনা খুঁজলাম। পাখিটা বেড়ে ছিল, অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল... বড্ড পেয়ার করতাম ওটাকে...

(পোলিয়া হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল।)

বেস্যেমেনভ। তাহলে বেচলে কেন?

পেরচিখিন (চেয়ারের পিঠে হাত রেখে টেবিল ঘুরে যেতে যেতে)। ভালো দামে বিকল কিনা...

আকুলিনা ইভানভনা। টাকায় তোমার কী লাভ? টাকা তো তোমার হাতের ময়লা...

পেরচিখিন (বসতে বসতে)। হক কথা। টাকা আমার হাতে থাকে না... হক কথা!

বেস্যেমেনভ। তাই, পাখিটা বেচবার সত্যি কোন কারণ ছিল না...

পেরচিখিন। ছিল। ওটা কানা হয়ে যাচ্ছিল। শীগ্‌গীরই মরত...

বেস্যেমেনভ (অবজ্ঞাসূচক ভাবে হাসে)। তোমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আসলে ততটা নও দেখছি...

পেরচিখিন। তুমি ভাবছো বুদ্ধি করে বেচে দিয়েছি? না, বেচেছি আমার বদস্বভাবের জন্য...

(পিওতর ও তেতেরেভের প্রবেশ)।

তাতিয়ানা। নিল কোথায়?

পিওতর। শিশকিনের সঙ্গে মহড়ায় গিয়েছে।

বেস্যেমেনভ। নাটকটা কোথায় হবে?

পিওতর। রাইডিং হলে। সৈন্যদের জন্য।

পেরচিখিন (তেতেরেভকে)। কিন্নরকণ্ঠকে সেলাম! ওহে, দুজনে মিলে চড়ুই ধরতে গেলে হয় না?

তেতেরেভ। গেলেই হয়। কখন?

পেরচিখিন। কালই চলো।

তেতেরেভ। না, কালকে নয়। অন্ত্যেষ্টিতে গাইতে হবে...

পেরচিখিন। তাহলে প্রার্থনার আগে?

তেতেরেভ। হ্যাঁ। তাই ভালো। আমাকে ডেকো। আকুলিনা ইভানভনা, দুপুরের খানার কিছু ছিটেফোঁটা আছে কি? পরিজ কিম্বা অন্য কিছু?..

আকুলিনা ইভানভনা। আছে গো ঠাকুর, আছে। পোলিয়া, নিয়ে এসো তো...

(পোলিয়া বেরিয়ে গেল।)

তেতেরেভ। অনেক ধন্যবাদ। আপনার স্মরণে আছে বোধ হয় যে আজ একটা শোক বাসর আর একটা বিয়ের বাসরের জন্য দুপুরের খাওয়াটা আমার বাদ পড়েছিল...

আকুলিনা ইভানভনা। জানি, জানি...

(এক গেলাস চা তুলে নিয়ে পিওতর খিলানের নিচে দিয়ে ছোট ঘরে গেল, পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর তেতেরেভের বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি তার অনুসরণ করল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ খাওয়াদাওয়া চলল।)

বেস্যেমেনভ। এ মাসে তোমার তো প্রচুর রোজগারপাতি হচ্ছে, তেরেন্তি খ্রসান্‌ফভিচ। রোজই কেউ না কেউ মরছে।

তেতেরেভ। মন্দ নয়... কপাল খুলেছে বলতে পারেন।

বেস্যেমেনভ। তাছাড়া বিয়ের হিড়িক পড়ে গিয়েছে...

তেতেরেভ। হ্যাঁ, সবাই চটপট বিয়ে করে ফেলছে...

বেস্যেমেনভ। টাকাপয়সা জমিয়ে তুমিও বিয়ে করে ফেলো একটা।

তেতেরেভ। ইচ্ছে নেই...

(তাতিয়ানা ভাইয়ের কাছে গেল, নিম্নকণ্ঠে ওদের আলাপ চলল।)

পেরচিখিন। ঠিক বলেছো, বিয়ের ধারকাছে ঘেঁষো না। আমাদের মতো চিড়িয়াদের বিয়ে সাদী করা উচিত নয়। তার চেয়ে চলো বুলফিঞ্চ ধরা যাক...

তেতেরেভ। তাই ভালো...

পেরচিখিন। বুলফিঞ্চ ধরাটা অদ্ভুত সুন্দর ব্যাপার! বছরের প্রথম বরফ নেমে পৃথিবীকে যেন সাজিয়ে দেয় পুজোর সময়ে পুরুতের মতো সাজগোজে... সবকিছু তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, অতল স্তব্ধ... রোদ উঠলে দিলটা খুসীতে উপছে পড়ে! হেমন্তের পাতায় সোনালী রেশ, ডালপালাগুলো বরফে রুপোলী, আর হঠাৎ চারদিকের মাধুর্যের মধ্যে শোনা যায়: ঝট্‌পট্‌! পরিষ্কার আকাশ থেকে নেমে আসে এক ঝাঁক টুকটুকে লাল পাখি — ডালে ডালে বসে টক্‌টকে লাল ফুলের মতো — আর কিচিরমিচির, কিচিরমিচির! মোটাসোটা ছোট্ট সব পাখি — কোটওয়ালের মতো জাঁকে ঘুরে বেড়ায়। গজ্‌গজ্‌ আর কিচিরমিচির করে — এ রকম মনভোলানো দৃশ্য আর কোথাও পাবে না! মনে হয় ওদের সঙ্গে বরফে খেলার জন্য নিজেই পাখি বনে যাই, সত্যিই সখ যায়... ওঃ!..

বেস্যেমেনভ। বুলফিঞ্চ অত্যন্ত বোকা পাখি।

পেরচিখিন। আমি নিজেও তো বোকা।

তেতেরেভ। বর্ণনাটা খাসা হয়েছিল...

আকুলিনা ইভানভনা (পেরচিখিনকে)। তোমরা একেবারে কচি...

পেরচিখিন। পাখি ধরতে বেড়ে লাগে! দুনিয়ায় গান-পাখির চেয়ে ভালো জিনিষ আর কী আছে?

বেস্যেমেনভ। পাখি ধরা পাপ, সেটা জানো না?

পেরচিখিন। জানি, কিন্তু নাচার। ওই একটা জিনিষই আমি ভালোবাসি, কী করে করতে হয় জানি, আর আমার মনে হয় কোন কাজ ভালোবাসলে সেটা ভালো হয়ে যায়...

বেস্যেমেনভ। যে কোন কাজ?

পেরচিখিন। যে কোন কাজ!

বেস্যেমেনভ। অন্য লোকের জিনিষ পকেটস্থ করতে যদি ভালো লাগে, তাহলে?

পেরচিখিন। ওটা কাজ নয়, ওটা চুরি করা।

বেস্যেমেনভ। হুম... হবেও বা...

আকুলিনা ইভানভনা (হাই তুলে)। ওঃ! কী অস্বস্তিকর। সন্ধ্যেগুলো কী বড্ড একঘেয়ে... তেরেন্তি খ্‌সান্‌ফভিচ, তুমি বাপু, তোমার গিটারটা এনে একটু বাজালে তো পারো...

তেতেরেভ (শান্তভাবে)। মাননীয়া আকুলিনা ইভানভনা, ভাড়াটে হবার সময় আপনাদের চিত্তবিনোদনের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি নি...

আকুলিনা ইভানভনা (বুঝতে না পেরে)। কী বললে?

তেতেরেভ। স্পষ্ট আর পরিষ্কার কথা।

বেস্যেমেনভ (বিস্মিত ও ক্রুদ্ধভাবে)। তোমাকে বুঝতে পারি না, তেরেন্তি খ্‌সান্‌ফভিচ। মুরোদ তোমার কিস্‌সু নেই, কথাটি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না.. কিন্তু এমন জাঁক দেখাও যেন ভদ্রলোক! জাঁকটা আসে কোথা থেকে?

তেতেরেভ (শান্তভাবে)। জন্ম থেকে...

বেস্যেমেনভ। কীসে তোমার এত জাঁক, অনুগ্রহ করে বলবে কী?

আকুলিনা ইভানভনা। চাল মারছে। ওর মতো লোকের জাঁক দেখাবার কী আছে?

তাতিয়ানা। মা!

আকুলিনা ইভানভনা (চমকে উঠে)। কী? কী হল?

(ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে তাতিয়ানা মাথা নাড়ল।)

আকুলিনা ইভানভনা। অনুচিত কিছু আবার বলে ফেলেছি বুঝি? হায়রে! বেশ, বেশ, আমি এই মুখ বন্ধ করলাম... ভগবান!

বেস্যেমেনভ (চটে)। গিন্নী, ভেবেচিন্তে সাবধানে কথা বলো। এখানে লেখাপড়া-জানা সব লোক বসে আছে। ওদের বিদ্যেবুদ্ধি এত যে সবাইকে নিয়ে, সবকিছু নিয়ে নিন্দে করতে পারে। তুমি আর আমি তো বুড়ো বোকা-সোকা লোক...

আকুলিনা ইভানভনা (স্তোক দেবার মতো করে)। ঠিক। ওরা সত্যি সত্যি... অনেক কিছু জানেশোনে।

পেরচিখিন। হক কথাটি বলেছো ভাই। ইয়ার্কি করে বললেও কথাটা একদম সত্যি...

বেস্যেমেনভ। ইয়ার্কি করে কিছু বলি নি।

পেরচিখিন। থামো! কিন্তু বুড়োরা যে সত্যি সত্যিই বোকা...

বেস্যেমেনভ। বিশেষ করে তুমি।

পেরচিখিন। আমার কথা বাদ দাও। আমি তো ভাবি, বুড়োরা না থাকলে বোকামিও থাকবে না... বুড়োদের ভাবার রকমটা হল ভিজে কাঠ জ্বলার মতো, আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশী...

তেতেরেভ (হেসে)। ঠিক বলেছো...

(পোলিয়া সস্নেহে বাপের দিকে তাকিয়ে তার পিঠে হাত বোলাতে লাগল।)

বেস্যেমেনভ (বেজার হয়ে)। হুম। তোমার আবোলতাবোল চালিয়ে যাও...

(কথা বন্ধ করে পিওতর আর তাতিয়ানা হাসিমুখে পেরচিখিনের দিকে তাকিয়ে রইল।)

পেরচিখিন (সোৎসাহে)। আসল কথা হল, বুড়োরা ভয়ানক একগুঁয়ে! কোন বুড়ো হয়ত জানে ভুল করেছে,

নিজে কিস্‌স্‌ জানে না, কিন্তু সেটা কখনো মানবে না। বড্ড জাঁক! ভাবে এত বছর ধরে বেঁচে আছি, চল্লিশ জোড়া প্যাণ্ট পরে পরে ক্ষয়ে গিয়েছে, আর কিস্‌স্‌ জানি না, কথাটা মানতে বড়ো কষ্ট হয়, তাই জোর গলায় বারবার বলে: আমি প্রবীণ লোক, আমার কথাই ঠিক! কিন্তু তাতে কী এসে যায়? বুদ্ধি তো ভোঁতা হয়ে গিয়েছে. . আর ছোকরারা, ওদের বুদ্ধি হল ধারালো, চটপটে...

বেস্যেমেনভ (রূঢ়ভাবে)। ডাহা মিথ্যে কথা... কিন্তু শোনো, আমরা যদি সত্যিই এত বোকাসোকা, তাহলে আমাদের ঘটে বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় না কেন?

পেরচিখিন। তা হয় না! পাথরে মাথা ঠুকে কী লাভ!

বেস্যেমেনভ। থামো, বাধা দিও না! আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি বলতে চাই: যাদের বুদ্ধি হালকা আর চটপটে তারা কেন আমাদের মতো বুড়ো মানুষদের এড়িয়ে চলে, লুকিয়ে, মুখ ভ্যাংচায়, আমাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথা পর্যন্ত বলে না? কথাটা ভেবে দেখো... আমিও যাই ভেবে দেখি... নির্জনে, তোমাদের সঙ্গ পাবার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি তো আমার নেই (সশব্দে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে নিজের ঘরে গিয়ে দোরগোড়া থেকে বলল)... আমার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা...

(সবাই চুপচাপ।)

পেরচিখিন (পিওতর ও তাতিয়ানাকে)। বাপের মনে কষ্ট দাও কেন বাচ্ছারা?

পোলিয়া (হেসে)। কষ্টটা তুমিই দিয়েছো বাবা...

পেরচিখিন। আমি? আমি জীবনে কাউকে কষ্ট দিই নি...

আকুলিনা ইভানভনা। হায় ভগবান! কী ছাই ব্যাপার সব... বুড়ো মানুষকে কেন কষ্ট দিতে গেলে? তোমরা সবাই

কেমন জাঁকী আর খিটখিটে... ওঁর বয়স হয়েছে, শান্তিতে নির্ঝামেলায় থাকতে চান শুধু, ওঁকে সম্মান করে চলা উচিত... যাই হোক না কেন, তোমাদের বাপ তো... যাই ওঁর কাছে। চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে ফেল পোলিয়া...

তাতিয়ানা (টেবিলের কাছে গিয়ে)। বাবা আমাদের ওপর চটে গেল কেন?

আকুলিনা ইভানভনা (দরজা থেকে)। ওঁকে আরো এড়িয়ে চলো... তুই তো অত্যন্ত বুদ্ধিমতী কিনা!

(পোলিয়া কাপপ্লেট ধুচ্ছে, টেবিলে কনুই রেখে তেতেরেভ ভারী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। পেরচিখিন পিওতরের কাছে গিয়ে ছোট টেবিলটার পাশে বসল। তাতিয়ানা ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে গেল।)

পোলিয়া (তেতেরেভকে)। হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছো... কেন?

তেতেরেভ। এমনি...

পেরচিখিন। কী ভাবছো পিওতর?

পিওতর। কোথায় চলে যাওয়া যায়...

পেরচিখিন। অনেকদিন ধরে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি। 'পঙক্তিমির' মানে কী?

পিওতর। তাতে তোমার কী? ব্যাখ্যা করার মতো ধৈর্য আমার নেই, তোমাকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে. . তাছাড়া একঘেয়ে লাগবে...

পেরচিখিন। তুমি নিজে বোঝো তো?

পিওতর। বুঝি বই কি...

পেরচিখিন (সন্দিগ্ধভাবে ওর মুখে তাকিয়ে)। হুম...

পোলিয়া। নিল ভাসিলিয়েভিচ এখনো এল না...

তেতেরেভ। তোমার চোখজোড়া কী সুন্দর...

পোলিয়া। কথাটা কালকেও বলেছিলে।

তেতেরেভ। আসছে কালও বলব...

পোলিয়া। কেন?

তেতেরেভ। জানি না... হয়ত ভাবছো তোমার প্রেমে পড়েছি?

পোলিয়া। হায় ভগবান! না, আমি কিছুই ভাবি না।

তেতেরেভ। সত্যি ভাবো না? অত্যন্ত খারাপ! ভাবার চেষ্টা করো...

পোলিয়া। বেশ... কী নিয়ে?

তেতেরেভ। যা হোক কিছু নিয়ে — এই ধরো, বারবার গায়েপড়া হয়ে তোমার কাছে আসি কেন। ভেবে দেখে জবাবটা আমাকে দিও...

পোলিয়া। তুমি কেমন যেন!

তেতেরেভ। জানি... আগেও আমাকে বলেছো। আর তাই তোমাকে আবার বলি: এখান থেকে কেটে পড়ো! এখানে থাকা তোমার পক্ষে খারাপ... সরে পড়ো!

পিওতর। প্রেমের কথা চলেছে না কি? চলে যাব?

তেতেরেভ। কোন দরকার নেই। আমি তোমাকে জড়বস্তুর দলে ফেলি...

পিওতর। রসিকতাটা জমল না...

পোলিয়া (তেতেরেভকে)। তুমি বড়ো লোকের পেছনে লাগো!

(সেখান থেকে সরে গিয়ে তেতেরেভ পিওতর আর পেরচিখিনের আলাপ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।)

তাতিয়ানা (নিজের ঘর থেকে গায়ে শাল জড়িয়ে এসে পিয়ানোতে বসল। স্বরলিপির পাতা ওলটাতে ওলটাতে)। নিল এখনো আসে নি?

পোলিয়া। না...

পেরাচিখিন। একঘেয়ে... হ্যাঁ, পিওতর, একটা কথা! কিছু দিন আগে কাগজে পড়লাম ইংরেজরা একটা উড়োজাহাজ না কি বানিয়েছে। দেখতে এমনি জাহাজের মতো, কিন্তু ভিতরে ঢুকে একটা বোতাম টিপলেই, ব্যস! পাখির মতো সটান একেবারে মেঘের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়, লোকগুলোকে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে সে শুধু ভগবান জানেন... অনেক কটা ইংরেজ না কি এ ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছে। সত্যি না কি?

পিওতর। পাগলের প্রলাপ!

পেরাচিখিন। কিন্তু কাগজে বেরিয়েছে যে...

পিওতর। কাগজে ছাইভস্ম তো কম লেখে না।

পেরাচিখিন। অনেক লেখে?

(কোমল বিষণ্ণ সুর বাজাল তাতিয়ানা।)

পিওতর (বিরক্তভাবে)। হ্যাঁ, অনেক!

পেরাচিখিন। চটো না বাপু। আমাদের মতো মুখ্যুসুখ্যু লোকদের ছোকরারা এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য কেন করে? আমাদের সঙ্গে বাতচিত পর্যন্ত করতে তোমরা নারাজ? সেটা কি ভালো?

পিওতর। তারপর?..

পেরাচিখিন। তারপর — আমার সরে পড়ার সময় হয়েছে। তুমি এত বিরক্ত হয়ে পড়েছো। পোলিয়া, বাড়ী ফিরছো কখন?

পোলিয়া। মাজাঘষা হয়ে গেলেই... (ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; তেতেরেভের দৃষ্টি তার অনুসরণ করল।)

পেরাচিখিন। হুম... আমরা একসঙ্গে চড়ুই ধরতাম, মনে আছে পিওতর? তখন আমার ওপর তোমার টান ছিল...

পিওতর। এখনো আমার...

পেরাচিখিন। বুঝি... এখন তুমি কেমন!

পিওতর। সে সময় বিস্কুট আর লজেন্স খেতে ভালোবাসতাম, এখন খেলে বমি পায়...

পেরচিখিন। তাই বুঝি... ওহে তেরেন্তি! বাইরে গিয়ে বিয়র খেলে হয় না?

তেতেরেভ। খাবার মেজাজ নেই...

পেরচিখিন। তাহলে একলাই যাই। শুঁড়িখানায় বেশ ফুর্তি। সেখানে চাল মারে না। আর এখানে — তোমাদের হাঁড়িমুখ দেখে দেখে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়, সেটা গৌরবের ব্যাপার নয় বাপু। তোমরা কিস্সু করো না... কিস্সু চাও না... এক হাত তাস খেললে কেমন হয়? ট্রাম্পস্? ঠিক চার জন তো আছি... (পেরচিখিনের দিকে তাকিয়ে তেতেরেভ হাসল।) ইচ্ছে করছে না বুঝি? তোমাদের মর্জি... তাহলে আসি! (তেতেরেভের কাছে গিয়ে মদের গেলাস এক ঢোঁকে শেষ করার মতো ভঙ্গী করল।) যাবে না কি?

তেতেরেভ। না...

(হতাশভাবে হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল পেরচিখিন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। পিয়ানোয় তাতিয়ানার বাজানো সুর অত্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সোফায় শুয়ে পিওতর শুনছে আর শিস দিয়ে সুরটা ভাঁজছে। তেতেরেভ উঠে পায়চারি শুরু করল। অলিন্দে একটা বালতি না সামোভারের নল সশব্দে পড়ল, শোনা গেল স্তেপানিদার গলা: 'এখানে তোমায় কে ঢুকতে দিয়েছে'...)

তাতিয়ানা (বাজাতে বাজাতে)। এতক্ষণেও নিল আসছে না...

পিওতর। কেউই না...

তাতিয়ানা। তুমি কি ইয়েলেনার প্রতীক্ষায় আছো?..

পিওতর। যে কেউ হোক...

তেতেরেভ। তোমাদের কাছে কেউ আসবে না...

তাতিয়ানা। তোমার তো সবসময় গোমড়ামুখ...

তেতেরেভ। তোমাদের কাছে কেউ আসবে না, কারণ দেবার মতো তোমাদের কিছু নেই...

পিওতর। অথো উবাচ তেরেন্তি মুনি...

তেতেরেভ (না দমে)। কখনো ভেবে দেখেছো কি যে ওই মুখ্যুসুখ্যু, মাতাল পাখিওয়ালাটা শরীরে-মনে জীবন্ত, কিন্তু তোমরা দুজনে জীবনের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়েই আধ-মরা হয়ে গিয়েছো?

পিওতর। আর তুমি? নিজের সম্বন্ধে তোমার মতামত কী?

তাতিয়ানা (পিয়ানোর টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে)। আঃ, থামো বলছি! বারবার সেই একই কথা! এ নিয়ে আগেই তর্কাতর্কি করেছো...

পিওতর। তেরেন্তি খ্রসান্ফভিচ, তোমার কায়দাটা বেড়ে লাগে... আব তোমার ভূমিকাটাও বেশ, আমাদের সবায়ের বিচারকর্তা তুমি... কিন্তু জানতে পারি কি, এই ভূমিকাটা বাগালে কেন... কথা শুনে মনে হয় আমাদের মরণকালে গীতাপাঠ করছো...

তেতেরেভ। অমনভাবে মরণকালে গীতাপাঠ করে না...

পিওতর। একই কথা। আমি বলতে চেয়েছিলাম — তুমি যে আমাদের দেখতে পারো না...

তেতেরেভ। নিছক সত্য কথা...

পিওতর। স্পষ্ট কথার জন্য ধন্যবাদ।

(পোলিয়ার প্রবেশ।)

তেতেরেভ। তোমার অভিলাষ।

পোলিয়া। কীসে?

তাতিয়ানা। অপমানে...

তেতেরেভ। সত্য কথায়...

পোলিয়া। থিয়েটারে যেতে চাই... আমার সঙ্গে কেউ যাবে না কি?

তেতেরেভ। আমি...

পিওতর। আজ কী হচ্ছে?

পোলিয়া। 'পুনর্যৌবন'... তাতিয়ানা ভাসিলিয়েভনা, আসবে না কি?

তাতিয়ানা। না... এ শীতটায় থিয়েটারে আর যাব না। ঘেন্না ধরে গিয়েছে। অতি-নাটুকেপনা, গুলি চালানো, চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি — আমার অসহ্য। (একটা আঙুল দিয়ে তেতেরেভ পিয়ানোর একটি চাবিতে ঘা দিল। ভারী, বিষণ্ণ ধ্বনি উঠল।) সব ডাহা মিথ্যে। জীবন মানুষকে ভেঙে দেয়, নিঃশব্দে, হৈচৈ না করে... অশ্রুপাত না করে... অলক্ষ্যে...

পিওতর (বিষণ্ণভাবে)। প্রেমের যন্ত্রণা নিয়ে ওরা নাটক বানায়, কিন্তু 'কর্তব্য' এবং 'কামনার' দোটানায় জর্জরিত মানুষের কথা একবারও ভাবে না...

(তেতেরেভ হাসিমুখে খাদের সুর বাজিয়ে চলল।)

পোলিয়া (বিব্রতভাবে হেসে)। আমি কিন্তু থিয়েটার-পাগল। স্পেনের সেই বড়লোকটার কথা ধরো না, ডন সেজার দ্য বাজান... চমৎকার! নায়ক বলতে যা বোঝায় তা-ই...

তেতেরেভ। আমার সঙ্গে কি তার আদল আছে?

পোলিয়া। হে ভগবান! ছিটেফোঁটা নেই!

তেতেরেভ। (একটু হেসে)। ওঃ... দুঃখের কথা!

তাতিয়ানা। স্টেজে প্রেম করা শুনলে আমার গা রিরি করে... আসল জীবনে ও রকম কখনো ঘটে না। কক্ষনো না!..

পোলিয়া। আমি চললাম... তেরেন্তি খ্রসান্ফভিচ, তুমি আসছো?

তেতেরেভ (পিয়ানোর চাবিতে ঘা দেওয়া থামিয়ে)। না। স্পেনের লোকটার সঙ্গে আদল নেই শুনে যাবার ইচ্ছে চলে গিয়েছে ..

(হাসতে হাসতে পোলিয়া বেরিয়ে গেল।)

পিওতর (ওর যাওয়া দেখতে দেখতে)। বড়লোকে ওর লাভ?

তেতেরেভ। তার মধ্যে সুস্থ কিছু একটা দেখতে পায়...

তাতিয়ানা। তার জামাকাপড় ওর মনে লাগে...

তেতেরেভ। আর তার খোশমেজাজী... ভালো লোকরা সর্বদাই হাসিখুসী... যারা বজ্জাৎ তাদের মুখে ক্বচিৎ কখনো হাসি ফোটে।

পিওতর। তাহলে তোমার মতানুসারে তোমার মতো বজ্জাৎ ভূভারতে নেই...

তেতেরেভ (পিয়ানোয় আবার ভারী সুরেলা ধ্বনি তুলে)। আমি শুধু মদ্যপ। আমাদের এই রাশিয়ায় মাতালের ছড়াছড়ি কেন জানো? মদ খেলে জীবনটা গা সওয়া হয়, তাই। আমাদের দেশের লোক মাতালদের ভালোবাসে। যারা উদ্ভাবক, যারা দুঃসাহসী তাদের আমরা দেখতে পারি

না, কিন্তু মাতালকে ভালোবাসি। কারণ, মহান আর ভালো কিছুর চেয়ে তুচ্ছ, নগণ্য জিনিষকে ভালোবাসা সহজ...

পিওতর (পায়চারি করতে করতে)। আমাদের এই রাশিয়ায়... আমাদের এই রাশিয়ায়... কী অদ্ভুত শোনায় কথাটা! রাশিয়া কি সত্যি সত্যি আমাদের? আমার? তোমার? আমরা কে? কী আমরা?

তেতেরেভ (গেয়ে উঠল)। 'মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ আমরা...'*

তাতিয়ানা। দোহাই তোমার, তেরেন্তি খ্রসান্ফভিচ! পিয়ানো ঠোকা থামাও! আওয়াজটা... মৃত্যুবাসরের ঘণ্টার মতো শোনাচ্ছে!

তেতেরেভ (না থামিয়ে)। মেজাজের সঙ্গত বাজাচ্ছি...

(তাতিয়ানা এক ঝটকায় অলিন্দে চলে গেল।)

পিওতর (ভাবতে ভাবতে)। হুম... সত্যি থামাও, শরীরটা কেমন করে ওঠে... আমার মনে হয় যখন কোন ফরাসী বা ইংরেজ বলে 'ফ্রান্স' বা 'ইংলণ্ড', তখন কথাটা তাদের কাছে সত্যি কিছু, বাস্তব কিছু... বোধগম্য কিছু ঠেকে... কিন্তু আমি যখন বলি 'রাশিয়া' তখন আমার কাছে ওটা একটা ফাঁকা বুলি। কোন সুস্পষ্ট অর্থ দেবার ক্ষমতা আমার নেই। (থামল। তেতেরেভ নানা রকম ধ্বনি তুলে চলেছে।) শুধু অভ্যাসবশে, অর্থের বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা অনেক কথা ব্যবহার করি... যেমন 'জীবন'... 'আমার জীবন'... দুটো কথার গোপন অর্থটা কী?.. (নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগল। আস্তে আস্তে পিয়ানোর চাবিতে ঘা দিচ্ছে তেতেরেভ, হাহাকারে ঘরটা ভরে গেল, পিওতরের

* পুশকিনের কবিতা 'বন্দী'র একটি লাইন। — অনুঃ

দিকে তাকিয়ে আছে, মুখের হাসি মেলায় নি, যেন জমে গিয়েছে।) মরতে কেন ছাত্র-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম? পড়াশোনার জন্য ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম, পড়েছিলামও... দোহাই তোমার, পিয়ানো-প্রহারটা থামাও! রোমান আইন পাঠে কোন 'আমল' যে আমাকে বাধা দিচ্ছে সেটা জানা ছিল না... না, সত্যি কথা বলতে... না, একেবারে জানা ছিল না! কিন্তু বন্ধুদের চাপের কথা জানতাম... সেটা এড়াতে পারলাম না। আর তাই জীবনের দুটো বছর কাটা গেল... হ্যাঁ! এটাকেই আমি বলি বলপ্রয়োগ! আমার প্রতি বলপ্রয়োগ — কথাটা অস্বীকার করতে পারো? ভেবেছিলাম পড়াশোনা শেষ করে ওকালতী করব, চাকরী পাব... একটা জীবনকে দেখব — এক কথায় বাঁচব!

তেতেরেভ (সশ্লেষে উৎসাহ দিয়ে)। তাতে তোমার বাবা-মা পুলকিত হতেন, ধর্ম ও রাষ্ট্রের উপকার হত, সমাজের বিনীত সেবকের উপযুক্ত কাজ হত...

পিওতর। সমাজ? এই জিনিষটাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি! ব্যক্তিকে স্বাভাবিকভাবে বিনা বাধায় বাড়বার সুযোগ দেয় না সমাজ, তার ওপরে ক্রমাগত নানা দাবী করে চলে... সমাজ আমার বন্ধুদের মুখ দিয়ে চেঁচিয়ে বলল আমাকে: 'মানুষকে সবার উপরে নাগরিক হতে হবে!' বেশ, আমি চেষ্টা করলাম নাগরিক হতে... গোল্লায় যাক সব... সমাজের দাবীদাওয়া মানার... কোন বাধ্যবাধকতা বা ইচ্ছে... আমার নেই! আমি ব্যক্তিবিশেষ! আর ব্যক্তিবিশেষ স্বাধীন...শোনো! আওয়াজটা... থামাও বলছি...

তেতেরেভ। তোমাকে সঙ্গত যোগাচ্ছি... হে পাতিবুর্জোয়াপ্রবর, হে ভূতপূর্ব নাগরিক! — কতক্ষণ নাগরিক ছিলে — আধ ঘণ্টা?

(অলিন্দে শব্দ।)

পিওতর (খিটখিটিয়ে)। ইয়ার্কি... ভালো লাগে না বলছি।

(পিওতরের দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তেতেরেভ পিয়ানোর চাবিতে ঘা দিয়ে চলল। ঘরে ঢুকল নিল, ইয়েলেনা, শিশকিন, স্ভেতায়েভা, আর তাদের একটু পিছনে তাতিয়ানা।)

ইয়েলেনা। শ্মশান সঙ্গীতের মানেটা কী? শুভ সন্ধ্যা, হে হাড়িমুখো! শুভ সন্ধ্যা উকীলপ্রবর, থুড়ি ভাবী উকীলপ্রবর! কী চলছে এখানে?

পিওতর (বেজার মুখে)। আজেবাজে কথা...

তেতেরেভ। যে অকালে জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে তার শোকে ঘণ্টা বাজাচ্ছি...

নিল (তেতেরেভকে)। শোনো! আমার একটা কাজ করবে? (কানে কানে কী বলল। তেতেরেভ মাথা নাড়ল সম্মতির ভঙ্গীতে।)

স্ভেতায়েভা। জানো! মহড়াটা দারুণ জমেছিল।

ইয়েলেনা। লেফটেনাণ্ট বিকভ কী প্রচণ্ডভাবে আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিল যদি দেখতে হে উকীলমশাই!

শিশকিন। তোমার বিকভটা একটা গাধা...

পিওতর। তোমার সঙ্গে কেউ ফষ্টিনষ্টি করলে আমার ঘুম হবে না তোমার মনে হল কেন?

ইয়েলেনা। ওরে বাবা, মেজাজ তিরিক্ষি বুঝি?

স্ভেতায়েভা। পিওতর ভাসিলিয়েভিচের মেজাজ হামেশাই বিগড়ে থাকে।

শিশকিন। ওর স্বভাবটাই ও রকম...

ইয়েলেনা। আর তাতিয়ানা, তুমিও কি তোমার স্বভাবসিদ্ধ মেজাজে আছো? বাদলা রাত্রির মতো বিষণ্ণ?

তাতিয়ানা। হ্যাঁ, স্বভাব মতোই...

ইয়েলেনা। আর আমার ভয়ানক খুসী লাগছে। সবসময়ই আমার খুসী লাগে কেন, বলো তো তোমরা?

নিল। জবাবটা আমি দেব না — আমি নিজেও সবসময় খুসী থাকি।

স্ভেতায়েভা। আমিও!..

শিশকিন। সবসময়ে না হলেও, আমি...

তাতিয়ানা। সর্বদা...

ইয়েলেনা। রসিকতা না কি, তাতিয়ানা? তা, বেশ! হাঁড়িমুখো! বলো তো — আমি হাসিখুসী কেন?

তেতেরেভ। হে মূর্তিমতী অর্বাচীনা!

ইয়েলেনা। তার মানে? বেশ, বেশ, পরে আমার সঙ্গে প্রেম করতে এলে কথাগুলো মনে থাকবে!

নিল। কিছু একটা খেতে পেলে ভালো হয়... একটু পরেই আবার কাজে যেতে হবে...

স্ভেতায়েভা। সারা রাত খাটবে? বেচারা!

নিল। সারা রাত, সারা দিন। চব্বিশ ঘণ্টা... যাই, রান্নাঘরে গিয়ে স্তেপানিদাকে সেলাম জানাই...

তাতিয়ানা। আমি ওকে বলছি তোমাকে খাবার দিতে... (নিলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।)

তেতেরেভ (ইয়েলেনাকে)। হে... ভদ্রমহোদয়া! তোমার সঙ্গে আমাকে প্রেমে পড়তে হবে না কি?

ইয়েলেনা। পড়তে হবে বই কি, নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার! পড়তে হবে, হবে, হবে, হাঁড়িমুখো দত্যিমশাই!

তেতেরেভ (পিছু হটে)। তাহলে পড়ব... সেটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়... একদা আমি একসঙ্গে দুটি কুমারী আর একটি বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়েছিলাম...

ইয়েলেনা (ভয় দেখানোর মতো করে আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে)। তারপর কী হল?

তেতেরেভ। ভেস্তে গেল...

ইয়েলেনা। (ফিসফিস করে, পিওতরের দিকে দেখিয়ে)। তোমাদের দুজনের মধ্যে কী ঘটেছে?

(তেতেরেভ হেসে উঠল। দুজনে আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগল।)

শিশকিন (পিওতরকে)। শোনো ভাই, একটা রুবল ধার দিতে পারো দিন তিনেকের জন্য? বুট দুটোর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে...

পিওতর। এই নাও... সাত রুবল হল...

শিশকিন। মনে আছে...

স্ভেতায়েভা। পিওতর ভাসিলিয়েভিচ! আমাদের নাটকে তুমি নামো না কেন?

পিওতর। আমি অভিনয় করতে পারি না...

শিশকিন। তুমি ভাবো আমরা পারি?

স্ভেতায়েভা। অন্তত মহড়ায় তো আসতে পারো। সৈন্যরা খাসা লোক! একজনের নাম শির্‌কভ — এত মজার লোক যে বলা যায় না! অত্যন্ত মিষ্টি আর সরল, মুখচোরা হাসি... আর কিছু বোঝে না একেবারে...

পিওতর (চোখের কোণ থেকে ইয়েলেনাকে দেখতে দেখতে)। কিছু বোঝে না, এমন লোকের মধ্যে মজার কী যে পাও তোমরা সেটা আমার বুদ্ধির বাইরে।

শিশকিন। শুধু শির্‌কভ নয়...

পিওতর। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সমস্ত দলটাই বাজে...

স্ভেতায়েভা। সেটা কী করে বলো? বুঝি না তুমি এমনটা

কেন? এটাই কি তোমাদের ভাষায় অভিজাত হওয়ার লক্ষণ?

তেতেরেভ (হঠাৎ জোর গলায়)। অন্যদের কর্ণা করার মতো ধাত আমার নেই...

ইয়েলেনা। শ্-শ্!..

পিওতর। তুমি জানো তো, আমি পাতিবর্জোয়া...

শিশকিন। সেজন্য সাধারণ লোকের প্রতি তোমার মনোভাব বোঝাই আরো কঠিন হয়ে পড়ে...

তেতেরেভ। আমাকে কেউ কখনো দরদ দেখায় নি...

ইয়েলেনা (মৃদ্ কণ্ঠে)। কিন্তু জানো তো, মন্দের প্রতিদানে ভালো করা উচিত।

তেতেরেভ। দেবার মতো আমার কানাকড়ি নেই...

ইয়েলেনা। আঃ, আস্তে!..

পিওতর (ইয়েলেনা আর তেতেরেভের কথাবার্তা শ্নতে শ্নতে)। সাধারণ লোকের প্রতি দরদের ভান কেন যে করো... আমি ব্ঝি না...

স্তেভতায়েভা। ভান করি না... আমাদের যা আছে তা ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করি...

শিশকিন। ঠিক তাও নয়... শ্ধ্ ওদের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে... ওদের কোন চাল নেই... আর ওদের একটা স্স্থভাব আছে... বনের হাওয়ার মতো। আমাদের মতো বইয়ের পোকাদের ব্ক ভরে তাজা হাওয়া নেওয়া দরকার...

পিওতর (একরোখাভাবে, চাপা বিরক্তির সঙ্গে)। নিজেদের মন-গড়া জগতে থাকতে ভালোবাসো তোমরা এই যা... সৈনিকদের মন জ্গিয়ে চলার মতলবটা তোমরা চেপে যাও... ব্যাপারটা বিদঘ্টে, সোজাস্জি বলছি বলে কিছ্ মনে কোরো না! সৈনিকদের মধ্যে তাজা হাওয়ার খোঁজ করা হল... কিছ্ মনে কোরো না...

স্ভেতায়েভা। শুধু সৈনিকদের মধ্যে নয়! রেলওয়ে ডিপোতেও আমরা নাটক অভিনয় করি...

পিওতর। একই কথা। তোমাদের এই... হৈচৈ, লম্ফঝম্পকে যখন মহান আদর্শ মনে করো, তখন নিজেদের শুধু ঠকাও, এই বলছি... তোমাদের দৃঢ় ধারণা যে ব্যক্তির বিকাশ ইত্যাদিতে... সাহায্য করছো... নিছক আত্ম-প্রবঞ্চনা সেটা। কাল যদি কোন অফিসার বা সর্দার এসে তোমাদের 'ব্যক্তির' চোয়ালে একটা জোর ঘুঁষি মারে ওর মগজে যাকিছু ঢুকিয়েছো সব বেরিয়ে যাবে, যদি অবশ্য সত্যিই কিছু ঢুকিয়ে থাকো...

স্ভেতায়েভা। এ ধরনের কথা শুনলে বিরক্ত লাগে!

শিশাকিন (বিরসমুখে)। হ্যাঁ... অপ্রীতিকরও বটে... এই প্রথম তো শুনছি না, আর যত শুনি তত খারাপ লাগে... একদিন তোমার আমার একটা বোঝাপড়া করতে হবে, পিওতর... এস্পার-ওস্পার!

পিওতর (বিদ্রূপের সুরে, টেনে টেনে)। ভয় পাচ্ছি! কিন্তু বোঝাপড়াটা করার জন্য অধীর হয়ে আছি...

ইয়েলেনা (তীক্ষ্নসুরে)। তোমরা এ রকম কেন? নিজেকে অমানুষ জাহির করতে ও চায় কেন?

পিওতর। বোধ হয়, মৌলিক হতে চাই।

স্ভেতায়েভা। ঠিক তাই! সাধারণ লোক থেকে তফাৎ হবার চেষ্টা! মেয়েদের সামনে... সব বেটাছেলেরাই ও রকম করে। কেউ বা নিজেকে নৈরাশ্যবাদী বলে চালায়, কেউ বা খাস শয়তান বলে... কিন্তু আসলে সবাই হল নিষ্কর্মা, আর কিছু নয়...

তেতেরেভ। সুন্দর, অম্লমধুর কথাটা বেড়ে বলেছো!

স্ভেতায়েভা। ভাবছো বুঝি তোমার গুণগান করব? অনেকদিন সবুর করতে হবে! তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি!

তেতেরেভ। তোমার মতো অতটা আমি জানি না। হ্যাঁ, শোনো, বলো দেখি: মন্দের বিনিময়ে ভালো করা উচিত কিনা? মানে, তোমার মতে ভালোমন্দের কি সমান দাম?

স্ভেতায়েভা। সবসময়ই কথার মারপ্যাঁচ!

শিশাকিন। দাঁড়াও, বাধা দিও না! ভাববার মতো কথা। আমি কিন্তু সদাই তেতেরেভের কথায় কান দিতে তৈয়ার! ওকে সময় দাও, ও মগজে জ্ঞানশলাকা ঢোকাবেই ঢোকাবে... আমরা বেশীর ভাগ লোকে অত্যন্ত মামুলিভাবে ভাবি, আমাদের চিন্তা পুরনো টাকার মতো, ঘষা আর জীর্ণ...

পিওতর। ঔদার্যের আতিশয্য... নিজের গুণ অন্য লোককে দান করা...

শিশাকিন। ও কথা ছাড়ো! সত্যকে কেন স্বীকার করব না? ছোটখাটো ব্যাপারেও আমাদের সৎ হওয়া উচিত! আমার কথা যদি বলো, আমি সরাসরি মানছি এ পর্যন্ত একটাও মৌলিক কথা বলি নি! অবশ্য আগ্রহের অভাব নেই বলার!

তেতেরেভ। এই তো বললে!

শিশাকিন (খুসী হয়ে)। তাই না কি? সত্যি বলছো? কী বলেছি?

তেতেরেভ। সত্যি। এই মাত্র তো বললে হে!.. কিন্তু সেটা কী নিজেই আঁচ করো।

শিশাকিন। আপনা থেকে বেরিয়ে গেছে...

তেতেরেভ। ভেবেচিন্তে মৌলিক হওয়া যায় না। আমি চেষ্টা করে দেখেছি...

ইয়েলেনা। ভালোমন্দের বিষয়ে তোমার বক্তব্যটা শোনা যাক, চিন্তাবীর!

শিশাকিন। হ্যাঁ, এবার কিছু দার্শনিক বুলি ছাড়ো!

তেতেরেভ (নাটুকে ভঙ্গীতে)। মাননীয় দ্বিপদ জন্তু মহোদয়রা! মন্দের বদলে ভালো করতে হবে, এটা বলে তোমরা অত্যন্ত ভুল করো। মন্দ নিয়ে আমরা জন্মাই, তাই ওটার মূল্য বেশী নেই। ভালোটা আমরা অর্জন করি, তার জন্য যথেষ্ট দাম দিতে হয়, তাই ওটা বিরল মহার্ঘ বস্তু, ওর *ধারকাছে ঘেঁষতে পারে এমন সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে* আর নেই। অতএব, মন্দের বদলে ভালো করার কোন মানে নেই, কোন লাভ নেই। সুতরাং, ভালোর বদলেই শুধু ভালো দিতে হবে। এবং অন্যদের সুদখোর যদি বানাতে না চাও তাহলে যা পাও তার বেশী কখনো দেবে না। মানুষের লোভের সীমা নেই। একবার প্রাপ্যের বেশী পেলে পরে আরো বেশী সে চাইবে। প্রাপ্যের কমও দিও না, কেননা একবার তাকে ঠকালে — মনে রেখো মানুষ কখনো লোকসানের কথা ভোলে না! — সে সবাইকে জানাবে যে তুমি 'দেউলিয়া!', তোমাকে আর খাতির করবে না, আর পরের বার তোমার ন্যায্য প্রাপ্যের বদলে তোমাকে মুষ্টিভিক্ষা দেবে। বৎসগণ, ভালোর বদলে ভালো দিতে কখনো ভুলো না! কেননা প্রতিবেশীকে মুষ্টিভিক্ষা যে দেয় তার চেয়ে ঘৃণ্য, করুণার পাত্র দুনিয়ায় আর নেই! আর মন্দের কথা কিলটি খেলে বেশ কিছু ইট পাটকেল মেরো! প্রতিবেশী মন্দ করলে প্রাণ খুলে তার প্রতিশোধ দিও! একমুঠো চাল চাটলে যদি তোমাকে পাথরের টুকরো সে দেয়, তাহলে তার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গো! (তেতেরেভ ভাষণ শুরু করেছিল হালকা সুরে, কিন্তু ক্রমশ সে ভাবটা চলে গেল, কথা শেষ করল দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে। বক্তৃতা শেষে ভারী পায়ে একপাশে গেল। মিনিটখানেক সবাই চুপ, অস্বস্তি, ও যা বলেছে তার আন্তরিকতা ও গুরুত্ব বিষয়ে সবাই সচেতন।)

ইয়েলেনা (কোমলভাবে)। লোকে নিশ্চয়ই... তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে...

তেতেরেভ (মুখ বিকৃত করে)। হ্যাঁ, কিন্তু মধুর আশা রাখি যে একদিন আমি তাদের ভোগাব... কিম্বা, আমার জন্য ভুগতে হবে তাদের...

নিল (*একটা বাটি আর এক টুকরো রুটি হাতে ঢুকল। কথা বলতে বলতে নজর রাখছে যাতে বাটির জিনিষ উপছে না পড়ে। পিছনে পিছনে তাতিয়ানা এল*)। দর্শন, দর্শন! তাতিয়ানা, তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে দার্শনিকতা করা তোমার বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। জিনিষটা যাই হোক না কেন, হোক বৃষ্টি, আঙুল কাটা, কিম্বা ধুমন্ত উনুন। এ ধরনের তুচ্ছ জিনিষে দর্শনের অপব্যয় দেখলে না ভেবে পারি না যে লেখাপড়া সব লোকের উপকার করে না...

তাতিয়ানা। তুমি বড়ো... অভদ্র, নিল!

নিল (টেবিলে বসে খেতে শুরু করে)। তাই না কি? একঘেয়ে লাগলে একটা কিছু শুরু করা উচিত। খাটিয়ে লোকের একঘেয়ে লাগে না। বাড়ীতে খারাপ লাগলে গ্রামে গিয়ে থাকো, সেখানে পড়াও... কিম্বা মস্কোতে গিয়ে নিজে পড়াশোনা করো...

ইয়েলেনা। ঠিক বলেছো, নিল। আর এই হতভাগাটাকেও বকে দাও (তেতেরেভকে দেখিয়ে) — এই এটাকে!

নিল (আড়চোখে তেতেরেভের দিকে তাকিয়ে)। আর এক ধরনের চিজ! দ্বিতীয় হেরাক্লাইটাস...

তেতেরেভ। অসুবিধে না হলে বলো দ্বিতীয় সুইফ্‌ট!..

নিল। বড্ড বেশী বলা হবে সেটা!

পিওতর। অত্যন্ত বেশী!..

তেতেরেভ। বললে খাসা লাগত...

স্ভেতায়েভা। বামন হয়ে চাঁদে হাত!..

নিল (বাটি থেকে চোখ না তুলে)। চটো না বাপ্‌...
ভালো কথা, ইয়ে... পোলিয়া এসেছিল? মানে, ও কোথায় গিয়েছে?

তাতিয়ানা। থিয়েটারে। কেন?

নিল। কিছু না... এমনি... এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম...

তাতিয়ানা। পোলিয়াকে দরকার আছে না কি?

নিল। না, দরকার নেই... মানে, ঠিক এখন দরকার নেই... তবে আমি... ইয়ে আমি হামেশাই... ওকে চাই! আঃ, ধুত্তোর ছাই... কী বকছি!

(সবাই হেসে উঠল, তাতিয়ানা বাদে।)

তাতিয়ানা (নাছোড়বান্দার মতো)। কেন? কেন ওকে চাও?

(প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিল খেয়ে চলল।)

ইয়েলেনা (তাড়াতাড়ি, তাতিয়ানাকে)। ও তোমাকে বকছিল কেন? বলো তো ভাই!

স্ভেতায়েভা। হ্যাঁ, শোনা যাক সেটা!

শিশকিন। ওর বকার ধরনটা আমার ভালো লাগে...

পিওতর। আর আমার — ওর খাবার ধরনটা ভালো লাগে...

নিল। আমি যাই করি সুষ্ঠুভাবে করি...

ইয়েলেনা। তাতিয়ানা, বলো তো ভাই!

তাতিয়ানা। ইচ্ছে করছে না...

স্ভেতায়েভা। ও কখনো কিছু করতে চায় না!

তাতিয়ানা। কী করে জানলে? এও হতে পারে যে আমি ভীষণভাবে... মরতে চাই?

স্ভেতায়েভা। ছোঃ!

ইয়েলেনা। ধুত্তোর! মরার কথা আমার অসহ্য!

নিল। না মরলে মৃত্যুর বিষয়ে কী বলা যায়?

তেতেরেভ। খাঁটি দার্শনিক বটে!

ইয়েলেনা। চলো সবাই আমার ঘরে! সামোভারের জল এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফুটছে...

শিশকিন। ঠিক বলেছো — এক গেলাস চা! আশা করি মুখে দেবার... আরো কিছু আছে?

ইয়েলেনা। নিশ্চয়ই!

শিশকিন (নিলকে দেখিয়ে)। আমি পাপী কিনা, ওকে দেখে হিংসেয় মরি!

নিল। হিংসে করার কিছু নেই আর — চেটেপুটে সব সাফ করেছি! আমিও আসছি, হাতে ঘণ্টা খানেকের বেশী সময় আছে...

তাতিয়ানা। কাজে যাবার আগে একটু জিরিয়ে নিলে ভালো হয় না?..

নিল। না, দরকার নেই...

ইয়েলেনা। পিওতর ভাসিলিয়েভিচ! তুমি আসছো তো?

পিওতর। যদি অনুমতি দাও...

ইয়েলেনা। সানন্দে! দেখি, তোমার হাতটা ধরি!..

স্ভেতায়েভা। হ্যাঁ, জোড়া বাঁধা যাক! নিল ভাসিলিয়েভিচ, তুমি এসো আমার সঙ্গে...

শিশকিন (তাতিয়ানাকে)। তাহলে তুমি আমার সঙ্গে...

তেতেরেভ। লোকে বলে দুনিয়ায় ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী, কিন্তু অনেক কটা সহরে থেকেছি, কখনো আমার জন্য কোন মেয়ে ফালতু থাকে নি...

ইয়েলেনা (হাসতে হাসতে, গাইতে গাইতে দরজার দিকে গেল)। 'আলোঁ, এঁফাঁ দে লা পাত্রি... ই... ই!'*

* ফরাসী সঙ্গীত থেকে প্রথম লাইন। — অনুঃ

শিশাকিন (পিওতরের পিঠে ধাক্কা দিয়ে)। জোর কদমে চলো, দেশ সন্তান!..

(হৈহৈ করে, গাইতে গাইতে, হাসতে হাসতে সবাই বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত ঘরটা খালি। তারপর বেস্যোমেনভের ঘরের দরজা খুলে আকুলিনা ইভানভনা ঢুকল। হাই তুলে বাতিগুলো নিভিয়ে দিল। বেস্যোমেনভের ঘর থেকে বৃদ্ধের প্রার্থনা গুঞ্জন কানে আসছে। অন্ধকারে চেয়ারগুলোয় হোঁচট খেতে খেতে নিজের ঘরের দিকে চলল বৃদ্ধা।)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অংক

একই দৃশ্য

হেমন্তের দুপুর। টেবিলের পাশে **বেস্যেমেনভ** বসে। আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে পায়চারি করছে **তাতিয়ানা**। দুটো ঘরের মাঝখানের পার্টিশনের কাছে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে **পিওতর**।

বেস্যেমেনভ। ঝাড়া একঘণ্টা... তোমাদের সঙ্গে আলাপ করলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার কথাগুলো তোমাদের একেবারে নাড়া দেয় নি... একজন তো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন আর একজন খালি পায়চারি করছেন বেড়ার ওপরে কাকের মতো।

তাতিয়ানা। আমি বসছি... (বসল।)

পিওতর (বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে)। সোজাসুজি কথাটা বলে ফেলো। আমাদের কাছ থেকে কী চাও তুমি?

বেস্যেমেনভ। আমি জানতে চাই তোমরা কেমন ধরনের মানুষ... তুমি কী ধরনের মরদ সেটা জানতে চাই।

পিওতর। একটু সবুর করো! যথাসময়ে দেখতে পাবে... দেখবে, বুঝবে। কিন্তু পড়াশোনাটা শেষ করতে দাও...

বেস্যেমেনভ। লেখাপড়া... হুঁ... বেশ, লেখাপড়া চালিয়ে যাও! কিন্তু তার তো লক্ষণ দেখি না। কখনো উচ্ছ্বাস, কখনো হাহুতাশ, এই করে তো সময় কাটাও। সবকিছুকে

তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শিখেছো, কিন্তু মাত্রাজ্ঞান শেখো নি। ইউনিভার্সিটি থেকে খেদিয়ে দিল। তোমার মতে, অন্যায় সেটা? মোটেই না। ছাত্র ছাত্রই... কী হওয়া উচিত তা নিয়ে তার মাথা ঘামানো অনর্থক। বিশ বছরের চ্যাংড়া আইন বানাতে চাইলে... সবকিছু ঘুলিয়ে যাবে... জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, কাজের লোকেদের ঠাঁই আর পৃথিবীতে থাকবে না। প্রথমে দরকার লেখাপড়া করা, নিজের কাজ গুছিয়ে করতে যখন পারবে তখন সমালোচনা কোরো... ততদিন তোমার সমালোচনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। খোঁচা দেবার জন্য কথাটা বলছি না, মনের কথা বলছি... কেননা তুমি আমার সন্তান, আমার রক্তেমাংসে গড়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। নিলকে আমি কিছু বলি না... যদিও ভগবান জানেন ও আমার পালিত-পুত্র হলেও ওর জন্য কত না করেছি... কিন্তু ওর শরীরে বইছে অন্যের রক্ত। যত বয়স হচ্ছে তত আলাদা হয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি বেটা বদমাস না হয়ে যায় না... থিয়েটারে-ফিয়েটারে নামবে বা ও ধরনের কিছু একটা করবে... হয়ত শেষ পর্যন্ত সোশ্যালিস্ট বনে যাবে... তা হোকগে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর!

আকুলিনা ইভানভনা (দরজা দিয়ে উঁকি মেরে নিরীহ করুণ সুরে)। খাবার সময় হয় নি কর্তা?

বেস্যোমেনভ (কঠোরভাবে)। চলে যাও এখান থেকে! যখন-তখন নাক গলিও না বলছি! (আকুলিনা ইভানভনা দরজা বন্ধ করে দিল। তাতিয়ানা ভৎসনার দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, আবার পায়চারি শুরু করল।) দেখলে তো? তোমাদের মা'র মনে এক মুহূর্ত শান্তি নেই... সবসময়ে সাবধানে থাকেন... পাছে তোমাদের ব্যথা দিই... আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাই না... কিন্তু তোমরা আমাকে দাগা দিয়েছো, গভীর দাগা দিয়েছো! নিজের

বাড়ীতে পা টিপে টিপে ঘুরি, যেন মেঝেতে কাঁচের টুকরো ছড়ানো... আমার পুরনো বন্ধুরা আসা ছেড়ে দিয়েছে: ওরা বলে, 'তোমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া-জানা লোক, তাই ভয় হয় আমাদের মতো বোকাদের নিয়ে হাসাহাসি করবে!' আর ওদের নিয়ে একাধিকবার তোমরা হাসাহাসি করেছো, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। আমার সব বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে, যেন শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বিষের সমান। আর তোমরা বাপের একেবারে তোয়াক্কা করো না... ভালো কথা ভুলেও বলো না, মনের কথা গোপনে রাখো, তোমাদের মতলব কী জানাও না। তোমাদের কাছে আমি যেন পর... তবুও তোমাদের ভালোবাসি!.. হ্যাঁ, ভালোবাসি! কাউকে ভালোবাসার মানেটা বোঝো? তোমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে তাড়িয়ে দিল, তাতে কষ্ট পেলাম আমি। বিয়ে না করে মিছিমিছি তাতিয়ানা শুকিয়ে যাচ্ছে, ভীষণ খারাপ লাগে আমার... তাছাড়া লোককে যে কী বলবো তা জানি না। অন্য সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, তাদের চেয়ে তাতিয়ানা কোন অংশে খারাপ... এই সব আর কী? আর তোমাকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে দেখতে চাই, পিওতর, ছাত্র হিসেবে নয়... ফিলিপ নাজারভের ছেলেকে একবার দেখো — পড়াশোনা শেষ করে বিয়ে-থা করল, ভালো যৌতুক পেল, বছরে দু'হাজার রুবল মাইনে... পৌরসভার সদস্য হতে চলেছে...

পিওতর। আমিও বিয়ে করব... যথাসময়ে...

বেস্যেমেনভ। তা জানি। বিয়ের জন্য তো পা বাড়িয়েই আছো... কিন্তু কাকে? একটা ছেনালকে... তাও বিধবা! এঃ!..

পিওতর (অত্যন্ত চটে)। ওকে... এ কথা বলার তোমার কোন অধিকার নেই!

বেস্যেমেনভ। কোন কথা? বিধবা না ছেনাল?

তাতিয়ানা। বাবা, দোহাই তোমার... চুপ করো! পিওতর... এখান থেকে চলে যাও!.. নইলে — চুপ করে থাকো অন্তত! আমি তো — চুপ করে আছি! শোনো... আমি — কিছু বুঝি না... যখন তোমার কথা শুনি বাবা... মনে হয় — ঠিক বলছো! তোমার কথাই ঠিক — জানি... হ্যাঁ, অনুভব করি... কিন্তু যেটা তোমার পক্ষে ঠিক — সেটা আমাদের পক্ষে... পিওতর আর আমার পক্ষে — ঠিক নয়... সেটা বোঝো না কেন? আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে... সবুর করো বাবা, চটো না! আমরা ও তুমি, দু'পক্ষই ঠিক...

বেস্যেমেনভ (লাফিয়ে উঠে)। মিথ্যে কথা! আমাদের একজন ঠিক! আমিই! তোমরা ঠিক কী করে হতে পারো? বলো কী করে? প্রমাণ করো কথাটা!

পিওতর। বাবা, চেঁচিও না। আমিও একই কথা বলছি... হ্যাঁ, তুমি ঠিক বটে... কিন্তু তোমার দেখার ভঙ্গীটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সংকীর্ণ... তা আমরা কাটিয়ে উঠেছি, ছোট বেলাকার জামাকাপড় যেমন ছেড়ে দিই তেমন ভাবে। ওটাতে দম বন্ধ হয়ে আসে, ওটা আমাদের দাবিয়ে রাখে... তোমার জীবনধারণের রীতিতে আমাদের চলবে না...

বেস্যেমেনভ। নিশ্চয়ই! তোমরা... তোমরা! হ্যাঁ, তাই তো — তোমরা লেখাপড়া করেছো... আর আমি?.. আমি তো বোকাসোকা লোক! তোমরা...

তাতিয়ানা। কথাটা তা নয় বাবা! তা নয়...

বেস্যেমেনভ। হ্যাঁ — ঠিক তাই! তোমাদের বন্ধুবান্ধবেরা এখানে আসে... সারাদিন হৈহুল্লোড়... এত গণ্ডগোল হয়... রাত্রে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না... আমার চোখের সামনে তুমি ছেনালটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চালাও... আর তোমার তো সর্বদা গোমড়ামুখ... আর আমি... তোমার মা আর আমি... কোনঘেঁষা হয়ে থাকি...

আকুলিনা ইভানভনা (হঠাৎ ঘরে ঢুকে, করুণভাবে চেঁচিয়ে)। বাছারা আমার! আমি যে... শোনো কর্তা, ওগো! আমি কখনো নালিশ করি? আমি এক কোণে পড়ে থাকব!.. কোণে হোক, গোয়ালে হোক, সুখে থাকব যদি তোমরা শুধু ঝগড়া না করো! ও রকম খিচিমিচি আর কোরো না... দোহাই তোমাদের!

বেস্যেমেনভ (এক হাতে তাকে কাছে টেনে এনে তারপর অন্য হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে)। বেরিয়ে যাও এখান থেকে বুড়ী! ওরা তোমাকে চায় না। আমাদের দুজনের কাউকেই চায় না! আমাদের চেয়ে ওরা চালাক!..

তাতিয়ানা (আর্তস্বরে)। কী ভয়ঙ্কর! কী... বিচ্ছিরি ব্যাপার!..

পিওতর (হতাশায় বিবর্ণ মুখে)। বাবা, শোনো... কী বোকার মতো করছো!.. কী বোকামি! কোথাও কিছু নেই... হঠাৎ, বিনা কারণে...

বেস্যেমেনভ। হঠাৎ? মিথ্যে কথা! হঠাৎ নয়... মনের মধ্যে কথাটা অনেক দিন ধরে গুমরে ফিরেছে!..

আকুলিনা ইভানভনা। ওঁকে কথা বলতে দাও পিওতর!.. তর্ক কোরো না!.. বাপকে দয়া করো... তাতিয়ানা!

বেস্যেমেনভ। বোকামি? বোকা হলে তুমি! এটা বোকামি নয়... সাংঘাতিক এটা! হঠাৎ... তাই বটে! বাপ আর ছেলেমেয়ে... হঠাৎ দু'পক্ষই ঠিক!.. তোমরা মানুষ নও, জানোয়ার!

তাতিয়ানা। যাও, পিওতর! বাবা, শান্ত হও... তোমার পায়ে পড়ি...

বেস্যেমেনভ। নির্দয়! আমাদের কোণঠেসা করেছো... এত জাঁক কীসের? জাঁক করার মতো কী করেছো? আমরা, আমরা তবু — বেঁচেছি! খেটেছি... এই বাড়ীটা বানিয়েছি...

তোমাদের জন্য বানিয়েছি, পাপ করেছি... হয়ত অনেক পাপ করেছি — তোমাদের জন্য!

পিওতর (চেঁচিয়ে)। আমি কখনো তোমাকে বলেছিলাম এসব করতে?

আকুলিনা ইভানভনা। পিওতর! ভগবানের দোহাই...

তাতিয়ানা। যাও পিওতর! আর সহ্য হয় না, আমি যাচ্ছি... (চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।)

বেস্যেমেনভ। হেঁ, হেঁ! সত্যি কথা শুনেছে... কি পালানো হচ্ছে, ধুপের গন্ধে যেমন ভূত পালায়... এতদিনে বিবেকের ব্যথা চেগেছে!

নিল। (দরজা হাট্ করে খুলে দিয়ে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। এইমাত্র কাজ থেকে ফিরেছে। মুখ কালো, ধুলো আর ঝুলে মাখা। হাত দুটোও নোংরা। কাদামাখা হাঁটু পর্যন্ত বুট পায়ে, ময়লা আর তেল-চকচক ছোট জ্যাকেট বেল্ট দিয়ে বাঁধা। একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বলল)। গাড়োয়ানকে পয়সা দিতে হবে, গোটা বিশেক কোপেক দাও তো চট করে! (ওর হঠাৎ আগমনে আর শান্ত কণ্ঠস্বরে সবাই তৎক্ষণাৎ চেঁচামেচি থামিয়ে নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের আগমনে ওদের প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করে ব্যাপারটা কী চট করে আঁচ করে নিল ও, তারপর ভর্ৎসনার হাসি হেসে।) ও-ও-ও! আবার লড়াই?

বেস্যেমেনভ (রূঢ়ভাবে চেঁচিয়ে)। অকাট মূর্খ! কোথায় এসেছো ভাবছো?

নিল। কেন, কী হল?

বেস্যেমেনভ। টুপিটা! টুপিটা খোলো!..

আকুলিনা ইভানভনা। রকমখানা দেখো! নোংরা জামাকাপড় পরে খাবার ঘরে হৈহৈ করে আসা... সবকিছুরই সীমে আছে!

নিল। আমাকে বিশ কোপেক দাও তো!

পিওতর (টাকা দিতে দিতে ফিসফিস করে)। যত শীগ্‌গীর পারো ফিরে এসো...

নিল (হেসে)। সাহায্য চাই বুঝি! মুশকিলে পড়েছো, না? এক্ষুনি ফিরে আসছি!

বেস্যেমেনভ। এই আর একজন এলেন! ধৈর্যের বালাই নেই... যেমন তেমন ভাবে কোনো রকমে... উদ্ভট জিনিষে মগজ ভর্তি... পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যাকে সমীহ করে চলে...

আকুলিনা ইভানভনা (স্বামীকে অনুকরণ করে)। যা বলেছো!... নচ্ছার কোথাকার!.. তাতিয়ানা দৌড়িয়ে রান্নাঘরে গিয়ে... রান্নাঘরে! স্তেপানিদাকে বলো খাবার দিতে...

(তাতিয়ানা বেরিয়ে গেল।)

বেস্যেমেনভ (বিকৃত হাসি হেসে)। আর পিওতরকে কোথায় পাঠাবে! বুড়ী, তোমার ঘটে কোন বুদ্ধি নেই! বুঝতে পারছো না কেন, আমি ক্ষেপে গিয়ে এ রকম করছি না, ওদের জন্য আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই বলে করছি... রাগে নয়... মনে ভয়ানক কষ্ট বলে চেঁচাচ্ছি। ওদের সবসময়ে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও কেন?

আকুলিনা ইভানভনা। ওগো, আমি জানি!.. অবস্থাটা আমার অজানা নয়... কিন্তু ওদের জন্য দুঃখ হয়! আমরা দুজনে বুড়ো হয়ে গিয়েছি... আমরা যা তাই... আমরা দুজনে! হে ভগবান! আমাদের দিয়ে আর কী হবে? কারো কাজে আমরা লাগব না। কিন্তু ওদের সামনে তো গোটা জীবনটা পড়ে আছে! বেচারাদের কত না ঝড়ঝাপটা সইতে হবে...

পিওতর। বাবা, তোমার এত... বিচলিত হবার কোন কারণ দেখি না... তোমার মাথায় ঢুকেছে...

বেস্যেমেনভ। আমি ভয় পাই। দিনকাল যা পড়েছে... সাংঘাতিক দিনকাল! সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে, চুরমার হয়ে যাচ্ছে... জীবন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে!.. তোমাদের জন্য ভয় পাই... যদি কিছু একটা... তাহলে আমাদের বুড়ো বয়সে কে দেখবে? তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা... এই নিলকেই দ্যাখো? আর... এই চিঁড়িয়া তেতেরেভও... দুজনেই এক গোয়ালের গরু! ওদের দুজনকে এড়িয়ে চোলো। ওরা... আমাদের দেখতে পারে না! সাবধানে থেকো!

পিওতর। বাজে কথা! আমার কিছু হবে না... আর কিছুদিন দেখে... ইউনিভার্সিটির কাছে মাপ চাইব...

আকুলিনা ইভানভনা। শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেটা করো, তাহলে তোমার বাপের মনে শান্তি আসবে...

বেস্যেমেনভ। পিওতর, তুমি এমনি ভাবে... কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে যখন কথা বলো তখন তোমাকে বিশ্বাস করি... তখন মনে হয় আমি যেভাবে জীবন কাটিয়েছি তার চেয়ে খারাপ তুমি থাকবে না... কিন্তু অন্য সময়ে...

পিওতর। ও কথাটার ইতি এখানেই করা যাক! অনেকবার তো এ নিয়ে কথা হয়েছে!

আকুলিনা ইভানভনা। লক্ষ্মী আমার!

বেস্যেমেনভ। আর তাতিয়ানা... ও পড়ানোটা ছেড়ে দিলেই পারে... পড়িয়ে কী লাভ হচ্ছে? শুধু কাহিল হয়ে পড়ছে...

পিওতর। সত্যি, ওর বিশ্রাম করা উচিত...

আকুলিনা ইভানভনা। ঠিক বলেছো!..

নিল (একটা নিল জামা পরেছে, কিন্তু মুখ তখনো ধোয় নি)। খানা তৈয়ার?

(নিলকে দেখে পিওতর দ্রুত পায়ে অলিন্দে চলে গেল।)

বেস্যেমেনভ। খাবার চাইবার আগে বদনটা ধুয়ে এলে ভালো হয়।

নিল। বদনটা প্রকাণ্ড নয়, চোখের পলকে ধোয়া যায়, কিন্তু ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। হিমবৃষ্টি আর হাওয়া, আর একটা ভাঙ্গাচোরা এঞ্জিন... কাল রাতে আমাকে বেজায় জ্বালিয়েছে — দাঁড়াবার শক্তি নেই! ওপরওয়ালা বেটাকে এঞ্জিনটায় চাপিয়ে ঝড়-বৃষ্টিতে যদি হাওয়া খাইয়ে আনতে পারতাম...

বেস্যেমেনভ। হ্যাঁ, গায়ের ঝাল আরো কিছু ঝাড়ো। লক্ষ্য করছি যে আজকাল প্রায়ই ওপরওয়ালাদের নিয়ে যা-তা বলছো... সাবধানে থেকো, নইলে কিছু একটা ঘটতে পারে।

নিল। ওপরওয়ালাদের তো কিছু হবে না...

আকুলিনা ইভানভনা। উনি তাঁদের কথা ভাবছেন না, তোমাকে নিয়ে ওঁর চিন্তে।

নিল। ও, আমাকে নিয়ে বুঝি...

বেস্যেমেনভ। আজ্ঞে, তোমাকে নিয়ে!

নিল। উঃ!..

বেস্যেমেনভ। উঃ আঃ থামাও, যা বলছি শোনো...

নিল। শুনছি...

বেস্যেমেনভ। তোমার বড়ো জাঁক...

নিল। অনেকদিন ধরে?

বেস্যেমেনভ। মুখ সামলে কথা বলো!

নিল। তাই না কি? (জিভ বের করে দেখাল।) একটাই তো মুখ, কী করি...

আকুলিনা ইভানভনা (হাত নেড়ে)। বেহায়া কোথাকার! কাকে জিভ ভেঙ্গাচ্ছো?

বেস্যেমেনভ। সবুর করো গিন্নী, দাঁড়াও একটু! (মাথা

নাড়তে নাড়তে আকুলিনা ইভানভনা বেরিয়ে গেল।) তুমি... খুব তুখোড় ছেলে! তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে...

নিল। খাবার পরে?

বেস্যেমেনভ। না, এক্ষুনি!

নিল। খেয়ে নিলে হয় না? সত্যি সত্যি আমি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, ঠাণ্ডায় হাড় কনকন করছে... কথাটা স্থগিত থাক, যদি কিছু মনে না করো! তাছাড়া — কথা বলার কী বা আছে? রাগারাগি করবে, ঝগড়া করবে... আর তোমার সঙ্গে ঝগড়ার ইচ্ছে আমার নেই... বরঞ্চ... ইয়ে... মুখের ওপর বলেই ফেলো না যে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারো না... তুমি চাও যে আমি...

বেস্যেমেনভ। জাহান্নমে যাও! (নিজের ঘরে গিয়ে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।)

নিল (বিড়বিড় করে)। বেশ! তোমার কাছে থাকার চেয়ে জাহান্নমে যাওয়া ভালো... (গুণগুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। তাতিয়ানা এল।) আর এক হাত হয়েছে বুঝি?

তাতিয়ানা। তুমি ভাবতে পারবে না...

নিল। কেন! খুব পারি। সেই অন্তহীন কমেডি 'এও না, তাও না' থেকে নাটকীয় একটি দৃশ্য...

তাতিয়ানা। এ রকম গা-ঝাড়াভাবে কথা বলা তোমার পক্ষে সহজ। এড়িয়ে একপাশে কী করে থাকতে হয় তুমি জানো...

নিল। এ সমস্ত ঝামেলা একপাশে ঠেলে রাখার ফিকির জানি। আর শীগ্‌গীরই একেবারে কেটে পড়ব... ডিপোতে মেকানিকের কাজে বদলী হবার চেষ্টা করছি... রাতের পর রাত মালগাড়ী চালানোয় অরুচি জন্মে গিয়েছে! প্যাসেঞ্জার ট্রেন! এক্সপ্রেস হলে অন্য কথা ছিল — পুরো দমে তুফানের মতো এঞ্জিন চালাতাম! কিন্তু শামুকের মতো গুটিগুটি

এগোনো, সঙ্গে শুধু ফায়ারম্যান!.. ছো! ছো! লোকের ভিড়ে থাকতে বেড়ে লাগে...

তাতিয়ানা। তবু আমাদের কাছ থেকে চলে যেতে চাইছো...

নিল। হ্যাঁ... মাপ করো ভাই, কিন্তু এখানে কে থাকবে! বেঁচে থাকতে আমার ভালো লাগে, হৈচৈ, উত্তেজনা আর কাজ, সহজ হাসিখুসী লোক আমার ভালো লাগে। কিন্তু তোমরা কি বেঁচে আছো? তোমরা জীবনের খিড়কির দরজার কাছে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে, কী কারণে জানি না ক্রমাগত হাহুতাশ আর বিলাপ করে চলেছো... কা'তে বা কী'সে তোমাদের অসন্তোষ সেটা আমার বুদ্ধির বাইরে।

তাতিয়ানা। সত্যি না কি?

নিল। সত্যি। শুয়ে শুয়ে অস্বস্তি লাগলে লোকে পাশ ফেরে, কিন্তু জীবনে অস্বস্তি লাগলে অনুযোগ অভিযোগ ছাড়া কিছু করে না... পাশ ফেরার চেষ্টা করো না কেন?

তাতিয়ানা। কে একজন দার্শনিক বলেছিলেন যে শুধু বোকা লোকের কাছেই জীবন সহজ ঠেকে।

নিল। দার্শনিকেরা বোকামির বিষয়ে অনেক কিছু জানেন দেখছি। আমি নিজেকে জ্ঞানী বলে ভাবি না... শুধু জানি, যে কোন কারণে হোক, এখানে থাকাটা অত্যন্ত একঘেয়ে, এত একঘেয়ে যে বলা যায় না। খুব সম্ভব তোমাদের অবিরত কাঁদুনি গাওয়ার জন্য। কাঁদুনি গেয়ে কী লাভ? কে উদ্ধার করবে? কেউ না... উদ্ধার হবার মতো কেউ নেই, আর থাকলেও কী লাভ...

তাতিয়ানা। তোমার স্বভাবটা এত কঠোর হল কী করে নিল?

নিল। এটাকে কঠোর হওয়া বলে?

তাতিয়ানা। নিষ্ঠুরতা... তেতেরেভের ছোঁয়াচ লেগেছে, কী কারণে জানি না ও সব্বাইকে ঘৃণা করে।

নিল। সব্বাইকে নয়... (হাসতে হাসতে।) তেতেরেভকে দেখতে যে কুঠারের মতো কখনো তোমার মনে হয়েছে?

তাতিয়ানা। কুঠার? তার মানে?

নিল। ইস্পাতের সাধারণ কুঠার, কাঠের বাঁট দেওয়া...

তাতিয়ানা। যাকগে... ফাজলামি থামাও! জানো তোমার সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগে... নানা রকম মৌলিক কথা তুমি বলো... কিন্তু তুমি... তুমি অত্যন্ত উদাসীন...

নিল। কীসে উদাসীন?

তাতিয়ানা। লোকজনের বিষয়ে... এই যেমন, আমার বিষয়ে...

নিল। হুঁ... সব্বায়ের প্রতি হয়ত উদাসীন নই।

তাতিয়ানা। কিন্তু আমার প্রতি...

নিল। তোমার প্রতি?.. হুম... (দুজনে চুপ করে গেল। নিল জুতোর সামনের দিকটা অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগল। প্রত্যাশার ভঙ্গীতে তার দিকে তাতিয়ানা তাকিয়ে আছে।) জানো তো... আমি তোমাকে... (তাতিয়ানা ওর দিকে যে একটু এগিয়ে হল সেটা তার নজরে পড়ল না।) শ্রদ্ধা করি, আর... ভালোও লাগে। কিন্তু তুমি স্কুলের মাস্টারনী হয়ে কেন আছো বুঝি না। কাজটা তো তোমার মনের মতো নয়। খিটখিট করো, ক্লান্ত হয়ে পড়ো। কিন্তু পড়ানো মহৎ কাজ! শিশুরা হল ভবিষ্যতের আশাভরসা... ওদের ভালোবাসা, সমাদর করা উচিত। যে কোন কাজ ভালো করে করতে গেলে কাজটাকে ভালোবাসতে হয়। আমাকেই ধরো না — নেয়াইতে কাজ করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। সামনে গনগনে লাল দলাপিণ্ড একটা — সেই চড়বড়ে দলাটার উপরে জোরে হাতুড়ি বসাতে আমার চমৎকার লাগে! সেটা থেকে ফুলকি ছড়াচ্ছে, চেষ্টা করছে চোখ দুটোর সর্বনাশ করতে, হাত থেকে ঝটকায় বেরিয়ে যেতে। জিনিষটা নিশ্বাস

ফেলছে, জ্যান্ত জিনিষটা... আর আমি হাতুড়ি দিয়ে সেটা পেটাচ্ছি, হাতুড়ির ঘায়ে সেটাকে যা খুসী তাই গড়ছি...

তাতিয়ানা। এর জন্য শক্তি চাই...

নিল। কৌশলও...

তাতিয়ানা। আচ্ছা, নিল... কারো উপর কখনো তোমার করুণা হয় না?..

নিল। কার উপর?

ইয়েলেনা (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে)। এখনো তোমাদের খাওয়া হয় নি? বেশ। তাহলে আমার ওখানে চলো। যা দারুণ পিঠে বানিয়েছি! উকীলমশাই কোথায়? সত্যি, পিঠেটা যা হয়েছে!

নিল (ইয়েলেনার কাছে গিয়ে)। খেতে পেলে বর্তে যাই! তোমার অমৃতপুলির সবটা সাবাড় করব! ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি, কিন্তু ইচ্ছে করেই কেউ আমাকে খেতে দিচ্ছে না! জানি না কেন এরা সবাই আমার ওপর ক্ষেপে গিয়েছে...

ইয়েলেনা। তোমার মুখের জন্য বোধ হয়... চলো, তাতিয়ানা!

তাতিয়ানা। মা'কে বলে আসি আগে... (বেরিয়ে গেল।)

নিল। বুড়োকে মুখ ভেংচিয়েছি তোমাকে কে বলল?

ইয়েলেনা। কী?.. ভেংচিয়েছিলে বুঝি? আমি তো কিছু জানি না! কী হয়েছিল?

নিল। বলব না... তার চেয়ে বরং তোমার অমৃতপুলির কথা শুনি।

ইয়েলেনা। আচ্ছা, কী হয়েছিল ঠিক বের করে নেব। আর পিঠে... জানো কে আমাকে পিঠে করতে শিখিয়েছিল? একটা খুনী আসামী। আমার স্বামী তাকে রান্নার কাজ করতে দিত। ছিল রোগাপাতলা বেচারাগোছের মানুষ...

নিল। তোমার স্বামী?

ইয়েলেনা। হে হরি, না! আমার স্বামী ছ'ফুট লম্বা ছিল...

নিল। এত ক্ষুদে লোক?

ইয়েলেনা। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে! আর গোঁপজোড়া ছিল ইয়া বড়ো (আঙুল দিয়ে দেখাল) এক একদিক ছ'ইঞ্চি...

নিল। ইঞ্চিমাফিক মানুষের গুণ বিচার! আগে কখনো শুনি নি।

ইয়েলেনা। হায়রে! গোঁপজোড়া ছাড়া আর কোন গুণ তার ছিল না!

নিল। অত্যন্ত দুঃখের কথা! এবার পিঠের বৃত্তান্তটি শুনি...

ইয়েলেনা। কয়েদীটা ছিল রাঁধুনে... নিজের বউকে খুন করে ও... লোকটাকে কিন্তু আমার বেজায় ভালো লাগত। আমার মনে হয় ও আচমকা খুন করে বসে...

নিল। অবশ্যই না। দৈবক্রমে ব্যাপারটা ঘটেছিল... হঠাৎ!

ইয়েলেনা। নাঃ! কেটে পড়ো এখান থেকে! তোমার সঙ্গে কথা কওয়া দায়! (দোরগোড়ায় তাতিয়ানা এসে ওদের দুজনকে দেখতে লাগল। অন্য দরজা দিয়ে পিওতর ঢুকল।) এই যে, উকীলপ্রবর! ওপরে... পিঠে খাবে চলো!..

পিওতর। সানন্দে!

নিল। যথাযথ সম্মান দেখায় নি বলে বাপের কাছে ও আজ বকুনি খেয়েছে...

পিওতর। থাকগে, বাদ দাও...

নিল। বুঝি না — বিনা অনুমতিতে তোমার কাছে আসার সাহস কী করে ওর হয়?

পিওতর (শঙ্কিতভাবে বাপমা'র ঘরের দিকে তাকিয়ে)। যদি যেতে হয় তো চলো!

তাতিয়ানা। তোমরা এগোও। আমি এই আসছি...

(নিল, পিওতর ও ইয়েলেনার প্রস্থান। তাতিয়ানা নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, ঠিক সে সময় শোনা গেল বুড়োদের ঘর থেকে আকুলিনা ইভানভনার গলা।)

আকুলিনা ইভানভনা। তাতিয়ানা!

তাতিয়ানা (থেমে, কাঁধ দুটো উঁচু করে)। কী?

আকুলিনা ইভানভনা (দোরগোড়ায় এসে)। এদিকে আয় তো! (প্রায় ফিসফিস করে) ওটার কাছে পিওতর আবার গেল বুঝি?

তাতিয়ানা। হ্যাঁ... আমিও যাচ্ছি...

আকুলিনা ইভানভনা। ওঃ ভগবান, দুঃখের অন্ত নেই! মেয়েটা ওর মাথাটা খাবে! বুঝতে পারছি!.. তাতিয়ানা, পিওতরের সঙ্গে তুমি তো কথা কইতে পারো। ওকে বোলো মেয়েটার কাছ থেকে দূরে থাকতে! বোলো যে ছুঁড়ীটা ওর যুগ্যি একেবারে নয়... আর থাকার মধ্যে মাত্র তিনহাজার রুবল, আর স্বামীর দরুন পেন্সনটা... আমি নিশ্চিত জানি!

তাতিয়ানা। মা, থাকগে এ কথা! পিওতরের ওপর ইয়েলেনা বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় না...

আকুলিনা ইভানভনা। সেটা ছল, একেবারে ছল! ওকে তাতাবার জন্য!.. এমন ভান করে যে কোন আগ্রহ নেই... কিন্তু বরাবর তাক পেতে আছে, বেড়াল যেমন ইঁদুরের তাকে থাকে...

তাতিয়ানা। উঃ!.. তাতে আমার কী! কী এসে যায় আমার? নিজেরাই বললে পারো, আমাকে রেহাই দাও! বোঝো না আমি কত ক্লান্ত?

আকুলিনা ইভানভনা। এক্ষুনি তো ওর সঙ্গে কথা কইতে বলছি না... শুয়ে কিছুটা জিরিয়ে নাও, তারপর...

তাতিয়ানা (প্রায় চেঁচিয়ে)। আমার জিরোবার জায়গা নেই! আমার ক্লান্তি এ জীবনে ঘুচবে না... জীবনভর ঘুচবে না! শুনছো? তোমাদের নিয়ে ক্লান্তি... সবকিছু নিয়ে ক্লান্তি! (দ্রুত পায়ে অলিন্দে চলে গেল। যেন ওকে থামাবার জন্য আকুলিনা ইভানভনা এক পা বাড়াল, তারপর অসহায় ভঙ্গী করে হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে।)

বেস্যেমেনভ (দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে)। আর এক হাত হয়ে গেল বুঝি?

আকুলিনা ইভানভনা (নিজেকে সামলে নিয়ে)। না। কিছু না... ও শুধু...

বেস্যেমেনভ। শুধু কী? মুখের ওপরে চোপা করেছে বুঝি?

আকুলিনা ইভানভনা (তাড়াতাড়ি)। না, না! কী যে বলো! আমি শুধু বললাম... খাবারের সময় হয়েছে, ও বলল খেতে চায় না, আর আমি বললাম — কেন খাবে না, আর ও বলল...

বেস্যেমেনভ। গিন্নী, তুমি সত্যি কথা বলছো না!

আকুলিনা ইভানভনা। সত্যি কথা!

বেস্যেমেনভ। ওদের জন্য কত ডাহা মিথ্যে কথা যে বলো! চোখে চোখ রাখো তো... পারছো না... ছো, ছো! (মাথা নিচু করে কোন কথা না বলে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল আকুলিনা ইভানভনা। বেস্যেমেনভ নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল।) লেখাপড়া শিখিয়ে শুধু শুধু ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেলাম আমরা...

আকুলিনা ইভানভনা (মৃদু কণ্ঠে)। কর্তা, তা নয়। আজকাল সাধারণ লোকগুলোও লেখাপড়া-জানা মানুষের চেয়ে এমন কিছু ভালো নয়...

বেস্যোমেনভ। নিজে যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশী ছেলেপুলেকে দেওয়া উচিত নয়... সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল যে ওদের... কোন মেরুদণ্ড নেই... সেই রকম কোন... পদার্থ নেই... প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু একটা থাকা চাই... কিন্তু ওদের কিস্সু নেই... চরিত্র বলে পদার্থ নেই! নিলের কথাই ধরো — লোকটা বেয়াড়া... বদমাস। কিন্তু ওর চরিত্র আছে! লোকটা সর্বনেশে, সাংঘাতিক... কিন্তু ওকে বোঝা যায়... (গভীর নিশ্বাস ফেলে) যৌবনে গির্জের গান আমার ভালো লাগত... ভালো লাগত বনে গিয়ে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে কিন্তু পিওতরের কী ভালো লাগে?

আকুলিনা ইভানভনা (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ইতস্তত করে)। ওপরের ছুঁড়ীটার কাছে গিয়েছে...

বেস্যোমেনভ। গিয়েছে, বটে!.. সবুর করো! — মেয়েটাকে... দেখাব মজা! (তেতেরেভের প্রবেশ, নিদ্রালু চেহারাটা আগের চেয়ে অনেক বেশী বিরস। হাতে এক বোতল ভদ্‌কা, আর গেলাস।) আবার টানা হচ্ছে, তেরেন্‌তি খ্রিসান্‌ফভিচ?

তেতেরেভ। কাল রাত্রে, প্রার্থনার পর...

বেস্যোমেনভ। কী কারণে?..

তেতেরেভ। কোন কারণ নেই। কখন খানা মিলবে?

আকুলিনা ইভানভনা। টেবিলটা গোছাচ্ছি... (টেবিল ঠিক করতে শুরু করল।)

বেস্যোমেনভ। অত্যন্ত দুঃখের কথা, তেরেন্‌তি খ্রিসান্‌ফভিচ! তুমি বুদ্ধিমান লোক... মদ খেয়ে নিজের সর্বনাশ করছো!

তেতেরেভ। মাননীয় পাতিবুর্জোয়া মহোদয়, আপনি ভুল করছেন। নেশা আমার সর্বনাশ ঘটাচ্ছে না — ঘটাচ্ছে

বাড়তি শক্তিটা... অতিরিক্ত শক্তি আমার — সেটাই সর্বনেশে ব্যাপার...

বেস্যেমেনভ। অতিরিক্ত শক্তি বলে কিছু নেই...

তেতেরেভ। আবার ভুল করলেন! আজকাল শক্তি কাজে লাগে না। আজকাল দরকার চালাকি, ধূর্তবুদ্ধি... সাপের মতো পিচ্ছিল হতে হবে। (হাতের আস্তিন গুটিয়ে মাংসপেশী দেখাল।) দেখুন, — এক ঘুঁষিতে টেবিলটা চৌচির হতে পারে। কিন্তু এ বাইসেপ থেকে আজকাল কী লাভ? এ দিয়ে কাঠ কাটা চলে, কিন্তু কলম ধরা চলে না, ধরলে লোক হাসবে... এ শক্তি নিয়ে আমি কী করি। যা সামর্থ্য আছে তাতে মেলায় গিয়ে লোক দেখিয়ে ভারী জিনিষ তুলতে পারি, লোহার চেন ভাঙ্গতে পারি ইত্যাদি। কিন্তু এককালে আমি ছাত্র ছিলাম... নেহাৎ মন্দ ছাত্র ছিলাম না... আর সেজন্য মঠের স্কুল থেকে আমাকে ভাগিয়ে দিল। কিন্তু পড়াশুনো তো করেছি, তাই এখন আপনারা প্রশান্ত মুখে হাসি টেনে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন, সে রকম একটা দর্শনীয় চিজে পরিণত হবার ইচ্ছে আমার বিলকুল নেই। আমি চাই আপনারা আমাকে অস্থির অশান্ত দেখুন...

বেস্যেমেনভ। তুমি সাংঘাতিক লোক...

তেতেরেভ। আমার মতো বৃহদাকার প্রাণী কখনো সাংঘাতিক হয় না — জীববিদ্যা জানেন না আপনি। প্রকৃতি অত্যন্ত সেয়ানা। আমার মতো প্রকাণ্ড লোক যদি আবার সাংঘাতিক হত, তাহলে পালাতেন কোথায়?

বেস্যেমেনভ। পালাবো কেন? আমি আছি নিজের বাড়ীতে।

আকুলিনা ইভানভনা। চুপ করলে পারতে কর্তা।

তেতেরেভ। হক কথা! আপনি নিজের বাড়ীতে সমাসীন

সারা দুনিয়াটা হল আপনার বাড়ী। নিজের হাতে গড়েছেন। সেজন্যই তো দুনিয়ায় আমার তিল ধারণের জায়গা নেই, পাতিবুর্জোয়া মহোদয়!

বেস্যেমেনভ। তোমার মতো করে বাঁচার কোন মানে নেই... কোন মানে নেই। কিন্তু যদি চাইতে...

তেতেরেভ। চাইতে চাই না, কারণ সবকিছুতে আমার ঘেন্না। বেঁচে থেকে আপনার বা আপনার মতো লোকদের জন্য খেটে মরার চেয়ে মদ খেয়ে উচ্ছন্নে যাওয়াটা মহত্তর। প্রকৃতিস্থভাবে, ভালো জামাকাপড় পরে. বিনীত চাকরের মতো জো-হুজুর করে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, কল্পনা করতে পারেন? না, পারেন না... (ঘরে পোলিয়া এসে, তেতেরেভকে দেখে পিছু হটে গেল। ওকে দেখে তেতেরেভ দন্তবিকশিত করে হাত বাড়িয়ে দিল।) নমস্কার, ভয় পেও না... আমি এই চুপ করলাম... যদিও সবকিছু আমার জানা!

পোলিয়া (বিব্রতভাবে)। কী জানো?.. কী করে জানবে?..

আকুলিনা ইভানভনা। এই যে, এতক্ষণে আসা হল! স্তেপানিদাকে গিয়ে বলো স্যুপটা আনতে...

বেস্যেমেনভ। অনেক আগেই আনা উচিত ছিল... (তেতেরেভকে) তোমার নানা বিচার-বুলি শুনতে বেড়ে লাগে... বিশেষ করে যখন নিজের বিষয়ে কথা চালাও। এমনিতে, তোমার দিকে তাকাতে ভয় লাগে! কিন্তু, যে মুহূর্তে হাঁ করো সে মুহূর্তে তোমার সমস্ত দুর্বলতা আমার কাছে ধরা পড়ে... (সন্তোষভাবে মৃদু হাসি হাসতে লাগল।)

তেতেরেভ। আপনাকেও আমার ভালো লাগে। আপনি মাঝারি বিজ্ঞ, মাঝারি বোকা, মাঝারি ভালো, মাঝারি খারাপ, মাঝারি সৎ, মাঝারি অসৎ, মাঝারি সাহসী, মাঝারি

কাপুরুষ — এক কথায় আদর্শ পাতিবুর্জোয়া! আপনার মধ্যে গতানুগতিকতা নিখুঁত প্রকাশ পেয়েছে, আর গতানুগতিকের শক্তি এমন যে বীরপুরুষেরা পর্যন্ত তাকে নতি জানায় — শক্তিটা দুর্জয়, কখনো হার না মেনে টিঁকে থাকে... সুতরাং আসুন মূষিকমশাই, কপির স্যুপের আগে একটু মদ্যপান করা যাক!

বেস্যেমেনভ। স্যুপটা আনুক — তারপর। কিন্তু তুমি এত বেতমীজ কেন?.. বিনা কারণে লোকের মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়... যা ভাবো সেটা বিনীতভাবে, গুছিয়ে বললেই হয়, লোকে খুসী হয়ে শুনবে... আর যদি গালিগালাজ করো — শুনতে কেউ চাইবে না, আর যে শুনবে — সে বোকা ছাড়া কিছু নয়!

নিল (ঘরে ঢুকে)। পোলিয়া এসেছে?

তেতেরেভ (মৃদু হেসে)। এসেছে...

আকুলিনা ইভানভনা। তাতে তোমার কী?

নিল (প্রশ্নটায় কান না দিয়ে, তেতেরেভকে)। এই যে, আবার টানা হয়েছে? টানার মাত্রাটা হালে বেজায় বেড়ে গিয়েছে যে...

তেতেরেভ। মানুষের রক্ত খাওয়ার চেয়ে ভদ্‌কা খাওয়া ভালো... বিশেষ করে মানুষের রক্ত যখন হালে এত জোলো আর বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে... ভালো ঘন রক্ত আর নেই বললেই চলে। সব শুষে নিয়েছে...

(স্যুপের গামলা হাতে স্তেপানিদা ও মাংসের থালা হাতে পোলিয়ার প্রবেশ।)

নিল (পোলিয়ার কাছে গিয়ে)। এই যে! উত্তর তৈরী?

পোলিয়া (ফিসফিস করে)। এখানে নয়... সবায়ের সামনে নয়...

নিল। কেন? ভয় পাবার কী আছে?

বেস্যেমেনভ। কার কথা হচ্ছে?

নিল। আমার... আর ওর কথা...

আকুলিনা ইভানভনা। তার মানে?

বেস্যেমেনভ। বুঝলাম না...

তেতেরেভ (অল্প হেসে)। আমি কিন্তু বুঝেছি... (ভদ্‌কা ঢেলে খেতে শুরু করল।)

বেস্যেমেনভ। ব্যাপারটা কী? কী বলছিলে পোলিয়া?

পোলিয়া (বিব্রতভাবে মৃদু কণ্ঠে)। কিছু না...

নিল (টেবিলের পাশে বসে)। গোপন কথা... অত্যন্ত গভীর গোপন কথা!

বেস্যেমেনভ। গোপন কথাই যদি হয় তাইলে আড়ালে বলাবলি করো, সবায়ের সামনে নয়। আর এটা হল ঢলাঢলি... দেখলে নিজের বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে! ইসারা, কানাঘুষো আর জোট পাকানো... আর তুমি বেটা বোকার মতো বসে চোখ প্যাটপ্যাট করো... আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি নিল — আমি তোমার কে হই?

আকুলিনা ইভানভনা। সত্যি বাপু নিল, এটা...

নিল (শান্তভাবে)। তুমি আমার পালক পিতা... কিন্তু রাগারাগি করার বা উত্তেজিত হবার কারণ নেই... এমন কিছু একটা ঘটে নি...

পোলিয়া (যেখানে বসে পড়েছিল সেখান থেকে উঠে পড়ে)। নিল... ভাসিলিয়েভিচ... বলেছিল... কাল সন্ধ্যায় বলেছিল... মানে জিজ্ঞেস করেছিল...

বেস্যেমেনভ। কী বলেছিল?.. শুনি কী?

নিল (শান্তভাবে)। ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না... আমাকে বিয়ে করবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম...

(চামচেটা শ্ন্যেই রইল, বেস্যেমেনভ তাজ্জব বনে গিয়ে নিল ও পোলিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। আকুলিনা ইভানভনার ভাবটাও বজ্রাহত গোছের। তেতেরেভ ওপর দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে। হাঁটুতে রাখা ওর একটা হাত আক্ষেপে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। পোলিয়া মাথা হেট করে রয়েছে।)

নিল (প্র্বকথার স্ত্র টেনে)। আর ও বলল আজকে জবাব দেবে... এই ব্যাপার...

তেতেরেভ (হাত নাড়িয়ে)। অত্যন্ত সহজ কথা... ব্যস, আর কিছ্ বলার নেই...

বেস্যেমেনভ। তাহলে... এই ব্যাপার... হ্ঁ... অত্যন্ত সহজ বটে! (তিক্ত স্বরে।) এবং অত্যন্ত আধ্নিক... একেবারে হাল ফ্যাসনের ব্যাপার! কিন্তু সত্যি, কী এসে যায়?

আকুলিনা ইভানভনা। এ রকম কথা কস্মিন্‌কালে শ্নি নি। নিল, তুমি অত্যন্ত বেপরোয়া! আমাদের আগে একবার বললে পারতে...

নিল (বিরক্ত হয়ে)। কেন মরতে এদের বলতে গিয়েছিলাম!

বেস্যেমেনভ। গিন্নী, যাকগে! আমাদের নাক গলাবার দরকার নেই! চুপচাপ খেয়ে নাও। আমিও চুপ করে থাকব।

তেতেরেভ (নেশা ধরেছে)। কিন্তু আমি বলব... নাঃ, যাকগে, আমিও আপাতত চুপ করে থাকব...

বেস্যেমেনভ। হ্যাঁ... সবায়ের চুপ করে থাকাই ভালো। কিন্তু, তব্ বলি নিল... আমার অন্নজলের প্রতিদানটা ঠিক হল না... তুমি বরাবর এ রকম তলে-তলে কাজ সারো...

নিল। তোমার অন্নজল খেটে শোধ করেছি, শোধ করে যাব, কিন্তু তোমার কথায় ওঠা-বসার কোন অভিলাষ আমার নেই। বোকা সেদোভার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলে, দশ হাজার রুবল ঘরে আসবে বলে। ওকে নিয়ে আমার কী হবে? আমি পোলিয়াকে ভালোবাসি... অনেক দিন ধরে ভালোবাসি, সেটা লুকোবার চেষ্টা করি নি। আমি বরাবর ঢাকঢাক-গুরগুর না করে চলেছি, চলবও। আমাকে বকার, আমার ওপর রাগ করারও কিছু নেই।

বেস্যেমেনভ (সংযতভাবে)। বটে, বটে! চমৎকার... বেশ, তাহলে বিয়েটা করে ফেলো। আমরা কোন বাধা দেব না। কিন্তু কার টাকায় থাকার মতলব সেটা খুলে বলবে কী? অবশ্য যদি সেটা গোপন কথা না হয়।

নিল। কাজ করব। আমি একটা ডিপোতে বদলী হচ্ছি... আর ও... ও একটা কিছু খুঁজে নেবে। তোমাদের মাসে মাসে তিরিশ রুবল দিয়ে যাব, যেমন দিয়ে আসছি।

বেস্যেমেনভ। দেখা যাবে। মুখে বলা তো খুব সহজ...

নিল। চাও তো একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব...

তেতেরেভ। পাতিবুর্জোয়াপ্রবর! ওকে দিয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিন!

বেস্যেমেনভ। তোমাকে সর্দারি করতে কে বলছে?

আকুলিনা ইভানভনা। উপদেশ দেবার মতো লোকই... বটে!

তেতেরেভ। ওর কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট নিন। কিন্তু সেটা পারবেন না... বিবেকটা বড়ো জোলো হয়ে গিয়েছে কিনা... নিল, তুমি নিজেই লিখে দাও। লেখো: আমি, স্বাক্ষরকারী, কবুল করিতেছি যে প্রতি মাসে...

বেস্যেমেনভ। সেটা ওকে দিয়ে লেখাতে পারি... সে অধিকার আমার আছে — ওর দশ বছর বয়স থেকে খাওয়া-

পরা জ্বগিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছি... আর এখন ওর বয়স সাতাশ...

নিল। হিসেব-নিকেশটা পরে করলে হয় না?

বেস্যেমেনভ। যা মর্জি। (হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে।) কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, নিল! আজ থেকে তুমি... আর আমি শত্রু! তোমার এই অপমান আমি কখ্খনো ভুলব না, জেনে রেখো!

নিল। অপমান আবার কী? তোমাকে কী অপমান করেছি? তুমি কি ভেবেছিলে তোমাকে বিয়ে করব?

বেস্যেমেনভ (কথাটা না শ্বনে চেঁচিয়ে)। মনে রেখো! তোমাকে যে খাইয়েছে, পরিয়েছে তাকে এই ভাবে ব্বড়ো আঙ্বল দেখানো! আড়ালে আবডালে কাজ করা!... একবার জিজ্ঞেস করে নি! (পোলিয়াকে) আর তুমি! ভেজা বেড়ালটি যেন! মাথা হেঁট করে আছো কেন? ম্বখে রা ফুটছে না যে? জানো আমি তোমায়...

নিল (উঠে পড়ে)। ওর কোন ক্ষতি করার ম্বরদ তোমার নেই! গলাবাজি কোরো না! এ বাড়ীতে আমারো অধিকার আছে। দশ বছর খেটে খেয়েছি, যা রোজগার করেছি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। এ সব জিনিষে (মেঝেতে পা ঠুকে, হাত দিয়ে চারদিক দেখিয়ে) আমারও মন্দ যায় নি! যে খাটবে সেই কর্তা...

(নিল কথা বলছে, পোলিয়া উঠে বেরিয়ে গেল। দোরগোড়ায় পিওতর আর তাতিয়ানার সঙ্গে দেখা হল। ঘরে তাকিয়েই পিওতর উধাও, কিন্তু দরজার কপাট ধরে তাতিয়ানা দাঁড়িয়ে রইল।)

বেস্যেমেনভ (বিস্ফারিত চোখে নিলের দিকে তাকিয়ে)। ক্-কী? তুমি বাড়ীর কর্তা? তুমি?

আকুলিনা ইভানভনা। চলো কর্তা। চলো... সত্যি চলো (নিলের দিকে মুষ্টি দেখিয়ে।) একটু সবুর করো নিল! (সজল চোখে।) উচিত শাস্তি শীগ্‌গীরই মিলবে!

নিল (দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে)। যে খাটবে সেই কর্তা... কথাটা ভুলো না!

আকুলিনা ইভানভনা (স্বামীকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে)। চলে এসো, চলে এসো কর্তা! ভগবান দেখবেন!.. ওর কথায় কান দিও না! চেঁচামেচি করে কী লাভ, আমাদের কথায় কে কান দেবে?

বেস্যেমেনভ (স্ত্রীর টানাহেঁচড়ায় আত্মসমর্পণ করে)। বেশ! হও... দেখি! দেখা যাক... কে কর্তা! দেখা যাবে!

(বেস্যেমেনভ ও তার স্ত্রী নিজেদের ঘরে চলে গেল। উত্তেজিতভাবে নিল পায়চারি করতে লাগল। রাস্তার ওদিকে অনেক দূরে ব্যারেল-অর্গানের শব্দ।)

নিল। করে বসলাম কাণ্ড একখানা! মরতে কেন যে ওকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম... গাধার মতো! কিছুতেই কিছু চেপে রাখতে পারি না... আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে! কী যে করি...

তেতেরেভ। ঠিক হ্যায়। দৃশ্যটি অত্যন্ত উপভোগ্য। দেখে শুনে আমার পুলক জেগেছে। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, সত্যি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক! ভেবে আর কী করবে, দোস্ত! তোমার হিম্মৎ আছে... বীরপুঙ্গবের ভূমিকায় নামতে পারো। আর যা দিনকাল, বীরপুঙ্গবের প্রয়োজন আছে... সত্যি বলছি! একালের লোকজনকে দুটো ভাগে ভাগ করা চলে: বীরপুঙ্গব, মানে নির্বোধ যারা; আর নচ্ছার, মানে ধূর্ত যারা...

নিল। পোলিয়াকে এই... জঘন্য দৃশ্যে টেনে আনার প্রয়োজনটা কী ছিল?.. বেচারি ভয় পেয়েছে... না, সহজে ভয় পাবার মতো মেয়ে ও নয়! চটেছে বোধ হয়... এঃ!

(পোলিয়ার নাম শুনে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো তাতিয়ানা চমকে উঠল। ব্যারেল-অর্গানের আওয়াজ থেমে গেল।)

তেতেরেভ। নির্বোধ আর নচ্ছারের কোঠায় লোকজনদের ফেলাটা অত্যন্ত সহজ। পৃথিবীতে নচ্ছাররা কিল্‌বিল্ করছে। ওদের মন চলে জানোয়ারের মনের মতো। একটা জিনিষ শুধু ওরা বোঝে, সেটা হল শক্তি... আমার শক্তির মতো শক্তি নয়, আমার ছাতি আর ডান হাতের ক্ষমতা নয় — ধূর্ততার শক্তি... ধূর্ততা — জানোয়ারের বুদ্ধি।

নিল (ওর কথায় কান না দিয়ে)। বিয়ের দিনটা এগিয়ে দিতে হবে দেখছি... ভালোই হল... অবশ্য ও এখনো আমাকে উত্তর দেয় নি, কিন্তু কী বলবে জানি... ওর মতো মেয়ে হয় না!.. বুড়োটাকে কী ঘেন্নাই না করি... আর এই বাড়ীটা... এখানকার জীবন... থলথলে পচা জীবন! এখানকার সবাই... কিম্ভূতকিমাকার! কেন ওরা বোঝে না যে জীবনের যা চেহারা আজকাল দাঁড়িয়েছে তার জন্য ওরা নিজেরাই দায়ী — ওরাই বিকৃত করেছে, বাজে জিনিষে পরিণত করেছে... জীবনকে ওরা পরিণত করেছে জেলখানায়, ভরে তুলেছে যন্ত্রণায়, অভিশাপে... কী ভাবে সেটা করেছে? বলতে পারি না! কিন্তু জীবনকে যারা নষ্ট করেছে দেখতে পারি না তাদের...

(ঘরে ঢুকতে গিয়ে তাতিয়ানা থেমে গেল। তারপর নিঃশব্দে কোণের তোরঙ্গটার কাছে গিয়ে

(তেতেরেভ বসল তার ওপরে। একেবারে গুটিসুটি হয়ে বসায় আরো ছোটখাটো আর করুণ দেখাচ্ছে তাকে।)

তেতেরেভ। নির্বোধরাই জীবনের জৌলুষ। সংখ্যায় ওরা কম। শুধু নিজেদের তালে ওরা ঘুরে বেড়ায় না, বেশীর ভাগ সময় ঘোরে অন্যদের জন্য... সার্বজনীন সুখ ইত্যাদি ইত্যাদি আজগুবী জিনিষের নানা পরিকল্পনা করতে ভালোবাসে। প্রত্যেক জিনিষের আদ্যন্ত ওরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এক কথায় — এ সমস্তটাই বোকামি...

নিল (চিন্তিতভাবে)। বোকামি। সত্যি, আমার মতো বোকা নেই। পোলিয়া আমার চেয়ে বেশী বোঝে... জীবনকে ও-ও ভালোবাসে... কিন্তু সে ভালোবাসাটা শান্ত ধীরস্থিরগোছের... আমাদের দুজনের সত্যি দারুণ জমবে! আমাদের দুজনের সাহস আছে... আর কোন জিনিষ চাইলে সেটা হাতে আনবই আনব!.. ওকে দেখলে মনে হয়... নবজাত শিশুর কথা... (হেসে উঠল।) আমাদের দুজনের দারুণ জমবে!

তেতেরেভ। কাঁচ স্বচ্ছ কেন সেটা নিয়ে বোকা লোকে সারা জীবন মাথা ঘামিয়ে মরে, আর যে নচ্ছার সে শুধু কাঁচটা থেকে বোতল বানিয়ে নেয়...

(আবার ব্যারেল-অর্গানের শব্দ, এবারে খুব কাছে, প্রায় জানলার নিচে।)

নিল। তোমার মাথায় শুধু বোতলের ভাবনা!

তেতেরেভ। না, বোকাদের ভাবনা। আগুন জ্বালাবার আগে আগুনটা কোথা থেকে এল, নিভে যাবার পর কোথায় যায়, এ কথা নিয়ে বোকা লোকে মাথা ঘামায়। আর যে

নচ্ছার সে আগুনের ধারে বসে শুধু নিজেকে তাতিয়ে নেয়...

নিল (চিন্তিতভাবে)। হ্যাঁ... তাতিয়ে নেয়...

তেতেরেভ। বাস্তবিক পক্ষে, ওরা দুজনেই নির্বোধ। কিন্তু একজনের বোকামি সুন্দর, বীরের মতো, অন্য জনের বোকামি বিশ্রী, কাঙ্গালীগোছের। দুজনের পথ আলাদা, কিন্তু গন্তব্যস্থান এক — সেটা হল কবরখানা। কবরখানা ছাড়া আর কিছু নয়, দোস্ত... (হেসে উঠল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল তাতিয়ানা।)

নিল (তেতেরেভকে)। তোমার কী হয়েছে বলো তো?

তেতেরেভ। হাসছি... যে সব বোকা বেঁচে থাকে তারা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ভাইয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে লোকটা গেল কোথায়। আর নচ্ছার যারা তারা মরা লোকের সম্পত্তি বাগিয়ে নিয়ে হেসে খেলে, পেট পুরে খেয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে... (হাসল।)

নিল। প্রাণ ভরে নেশা করা হয়েছে... নিজের ঘরে গেলে হয় না?

তেতেরেভ। আমার ঘর? সেটা আবার কোথায়?

নিল। ছ্যাবলামি অনেক হয়েছে! নিয়ে যাব না কি?

তেতেরেভ। বন্ধু, আমাকে নিয়ে যাওয়া তোমার সাধ্যের বাইরে। বাদী... প্রতিবাদী কোন দলেই আমি পড়ি না। আমার কোঠাটা একেবারে নিজস্ব। অপরাধের মূর্তিমান সাক্ষ্য আমি! জীবনটা গেঁজে গিয়েছে! আমার মতে, মাপটা ঠিকমতো হয় নি... ভালোমানুষদের পক্ষে অত্যন্ত ছোট। পাতিবুর্জোয়ারা ওটাকে কেঁটেছেঁটে মাপসই করে নিতান্ত আঁট করে দিয়েছে... ভব্য মানুষের কোন ঠাঁই নেই, বাঁচবার কোন কারণ নেই, কোন ছুতো নেই, এ কথাটার মূর্তিমান স্থূল সাক্ষ্য আমি...

নিল। চলো, ঘরে চলো!

তেতেরেভ। হাত সরাও! কী ভাবছো, পড়ে যাব? অনেকদিন আগেই পড়েছি, বেয়াকুফ! অ-নেকদিন! কোনক্রমে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তুমি এসে কিছু না ভেবেই আমাকে আবার পেড়ে ফেলেছো! ঠিক হ্যায়, এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো, নালিশ করছি না... তুমি সুস্থ সমর্থ লোক, যেখানে খুসী যেভাবে খুসী যাবার অধিকার আছে... পতিত লোক আমি, তারিফ করে তোমার যাত্রা দেখব। এগিয়ে চলো!

নিল। কী প্রলাপ বকছো? চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে... কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না...

তেতেরেভ। বোঝার চেষ্টা কোরো না! দরকার নেই বোঝার। এমন কয়েকটা জিনিষ আছে যা না বোঝাই ভালো। বুঝলে কিছু সুরাহা হয় না... এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

নিল। বেশ, আমি চললাম। (অলিন্দে চলে গেল, কোনঘেঁষে বসা তাতিয়ানাকে দেখতে না পেয়ে।)

তেতেরেভ (নিলকে অভিবাদনের ভঙ্গীতে)। শুভেচ্ছা জানাই, ডাকাত সর্দার! না জেনেশুনে আমার শেষ ভরসাটুকু কেড়ে নিলে... যাক গে, জাহান্নমে যাক! (টেবিলে বোতলটার দিকে যেতে গিয়ে চোখে পড়ল তাতিয়ানাকে)। ও-খানে কে বসে?

তাতিয়ানা (নিচু গলায়)। আমি...

(ব্যারেল-অর্গানের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল।)

তেতেরেভ। তুমি? হুঁ... আমি ভেবেছিলাম, মনে হয়েছিল...

তাতিয়ানা। না, আমি...

তেতেরেভ। তাই দেখছি... কিন্তু — তুমি এখানে কেন?

তাতিয়ানা (নিচু গলায় কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে)। কেননা আমার কোন ঠাঁই নেই, বেঁচে থাকার কোন কারণ নেই, কোন ছুতো নেই... (আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে ওর দিকে তেতেরেভ গেল।) জানি না আমার কেন এত ক্লান্ত আর অসুখী লাগে... কিন্তু সত্যি সত্যি আমি ভয়ানক অসুখী! আমার বয়স মাত্র আটাশ আর এ রকম মিইয়ে পড়েছি, অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি... লজ্জা করে, সত্যি এ রকম হয়ে পড়েছি বলে ভয়ানক লজ্জা করে... আমার ভেতরটা ফাঁপা... সব শুকিয়ে গিয়েছে, পুড়ে গিয়েছে, ভয়ানক জ্বালা করে... কী করে এটা হল হুঁশ করি নি... কী করে এ রকম ফাঁপা হয়ে গেলাম... কিন্তু তোমাকে এ সব বলছি কেন?..

তেতেরেভ। মাথায় ঢুকছে না... ভয়ানক নেশা হয়েছে... কী বলছো বুঝতে পারছি না...

তাতিয়ানা। যেভাবে আমি চাই... সেভাবে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না... চেয়েছিলাম... আশা ছিল... ও বলবে... অনেকদিন অপেক্ষা করলাম, কিছু না বলে... কিন্তু এই সব ঝগড়াঝাঁটি, তুচ্ছতা, নীচতা, ঠেসাঠেসি... দম বন্ধ হয়ে আসে... আমি হার মানলাম আস্তে আস্তে, অজান্তে... আর এখন বাঁচার শক্তি নেই... আমার হতাশায় পর্যন্ত কোন জোর নেই... ভয় পেয়েছি... এখনি... হঠাৎ... ভয় পেয়েছি...

তেতেরেভ (মাথা নাড়তে নাড়তে ওর কাছ থেকে দরজার দিকে গিয়ে, দরজা খুলে ভারী গলায় বলল)। উচ্ছন্নে যাক বাড়ীটা!.. ব্যস...

(তাতিয়ানা উঠে মন্থরভাবে নিজের ঘরে চলে গেল। মুহূর্তের জন্য স্টেজ ফাঁকা, চুপচাপ। তারপর দ্রুত পায়ে, নিঃশব্দে পোলিয়া এল,

পিছ্ পিছ্ নিল। কোন কথা না বলে দুজনে জানলার কাছে গেল, পোলিয়ার হাত ধরে নিল নিচু গলায় বলল।)

নিল। আজকে যা হল তার জন্য মাপ করো... বিচ্ছিরি, বোকার মতো কাণ্ড... কিন্তু কী করি বল, কথা বলার ইচ্ছে হলে মুখ বন্ধ রাখতে পারি না!

পোলিয়া। কিছু এসে যায় না... এখন আর কিছু এসে যায় না! ওদের আমি কেয়ার করি না। কিছু এসে যায় না...

নিল। আমি জানি — তুমি আমাকে ভালোবাসো... সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি... তোমাকে জিজ্ঞেস করে আর কী হবে। বেশ মজার লোক তুমি! কাল রাত্রে বললে: 'আসছে কাল তোমাকে বলব, ভেবে বলব।' ভাববার কী আছে, বোকা মেয়ে? আমাকে তো ভালোবাসো, বাসো না?

পোলিয়া। বাসি, বাসি... অনেকদিন ধরে!..

(চুপিচুপি তাতিয়ানা নিজের ঘরের দরজায় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।)

নিল। আমরা দুজনে দারুণ ঘর-সংসার করব, দেখো! তুমি এত ভালো সাথী... দারিদ্র্যকে পরোয়া করো না... সব ঝামেলা মানিয়ে চলো...

পোলিয়া (সহজভাবে)। তোমার সঙ্গে থাকলে ভয়ের কী আছে? তাছাড়া, আমিও তো — নিরীহ মানুষ নই... আমি শুধু চুপচাপ থাকি...

নিল। চুপচাপ... আর জেদী। তোমার মনের জোর আছে, তোমাকে বেঁকানো যায় না... আমার খুব ভালো লাগছে... আমি জানতাম এটাই ঘটবে, আর এখন... আমার সুখের সীমা নেই!

পোলিয়া। এ আমিও জানতাম আগেই...

নিল। সত্যি? সত্যি জানতে? খুব ভালো ... বেঁচে থাকার মতো অদ্ভুত জিনিষ আর নেই, তাই না?

পোলিয়া। সত্যি অদ্ভুত... ওগো... সত্যি তাই, প্রিয়তম।

নিল। কী বললে... আর একবার বলো তো! কেমন মিষ্টি শোনালো!

পোলিয়া। আহা, আর খোসামোদ করতে হবে না... কিন্তু এবার যাওয়া ভালো... কেউ এসে পড়বে...

নিল। আসুক গে!..

পোলিয়া। না, না, চলো! আর... একবার চুমু খাও!.. (নিল চুমু খেল, তারপর হাত ছাড়িয়ে পোলিয়া তাতিয়ানাকে পেরিয়ে দৌড়িয়ে চলে গেল, দেখতে পেল না তাকে। কিন্তু হাসিমুখে ওর অনুসরণ করতে গিয়ে নিল তাতিয়ানাকে দেখে ফেলল, হতবুদ্ধি হয়ে, ক্রুদ্ধভাবে থমকে দাঁড়াল। নিষ্প্রভ চোখে, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, তাতিয়ানা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।)

নিল (অবজ্ঞাভরে)। আড়ি পাতছিলে? উঁকি মারছিলে? ছোঃ!.. (তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। স্থানুর মতো তাতিয়ানা দাঁড়িয়ে রইল। নিল দরজাটা হাট করে খুলে রেখেছিল, ঘরে এল বেস্যোমেনভের কর্কশ কণ্ঠস্বর: 'স্তেপানিদা! কয়লাটা ফেলল কে? চোখে দেখতে পাও না? এটা সাফ করো!')

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অংক

একই দৃশ্য

সকাল। আসবাবপত্রের ধুলো ঝাড়ছে **স্তেপানিদা**।

আকুলিনা ইভানভনা (চায়ের বাসন-কোসন ধুচ্ছে আর বলছে)। আজকের মাংসে চর্বি তো বিশেষ নেই; এক কাজ করো, কালকের রোস্টের থেকে চর্বি থাকার কথা, তা স্যুপে দিয়ে দাও... তাহলে চেহারাটা বেশ তেলতেলে হবে... শুনছো?

স্তেপানিদা। হুঁ...

আকুলিনা ইভানভনা। আর বাছুরের মাংসটা ভাজার সময়ে দরাজ হাতে মাখন ঢেলো না। বুধবার আড়াই সের মাখন কিনেছিলাম, কাল দেখলাম পোয়া দুয়েক পড়ে আছে...

স্তেপানিদা। খরচ হয়ে গিয়েছে...

আকুলিনা ইভানভনা। সেটা তো বুঝতেই পারছি... নিজের চুলে যা ঢেলেছো তাতে পুরো একটা টিন ভরে যায়...

স্তেপানিদা। মোটেই না। বাতির তেল মাথায় দিই, গন্ধ থেকে বোঝো নি?

আকুলিনা ইভানভনা। তা আর বুঝি নে... (অল্পক্ষণ

থেমে।) আজ সকালে তাতিয়ানা তোমায় পাঠিয়েছিল কোথায়?

স্তেপানিদা। অ্যামোনিয়া-জল আনতে, ডাক্তারখানায়... বিশ কোপেকের মতো নিয়ে আসতে বলেছিল দিদিমণি...

আকুলিনা ইভানভনা। আবার মাথা ধরেছে বোধ হয়... (দীর্ঘশ্বাস ফেলে।) হামেশাই ওর শরীর খারাপ...

স্তেপানিদা। বিয়ে দিয়ে দাও না কেন?.. তাহলে রোগের বালাই আর থাকবে না...

আকুলিনা ইভানভনা। বিয়ে দেওয়া মুখের কথা নয় আজকাল... বিশেষ করে লেখাপড়া-জানা মেয়েদের...

স্তেপানিদা। বরপণ বেশী করে দিলেই কেউ না কেউ ঘরে তুলে নেবে, তা লেখাপড়া-জানা হোক না হোক...

(পিওতরের মাথা মুহূর্তের জন্য দেখা গেল তার ঘরের দরজায়।)

আকুলিনা ইভানভনা। সে-সুদিন দেখার কপাল করে কি এসেছি!.. তাতিয়ানা বিয়েই করতে চায় না...

স্তেপানিদা। তা আবার চায় না — এই সোমত্ত বয়সে!

আকুলিনা ইভানভনা (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। ইয়েলেনার ওখানে রাত্তিরে কে কে ছিল?

স্তেপানিদা। মাস্টারটা... লাল-চুলো সেই লোকটা গো।

আকুলিনা ইভানভনা। যার বউ পালিয়েছে?..

স্তেপানিদা। হ্যাঁ। আর হলদে-মুখ, রোগা প্যাকাটি... আবগারীর সেই লোকটা...

আকুলিনা ইভানভনা। তাই বুঝি! ও ব্যাপারী পিমেনভের ভাইঝিকে বিয়ে করেছে... ও তো টি. বি. রুগী, শুনেছো...

স্তেপানিদা। ওরে বাবা... দেখে তাই মনে হয় অবিশ্যি...

আকুলিনা ইভানভনা। গাইয়ে ছিল ওখানে?

স্তেপানিদা। ছিল, পিওতর ভাসিলিয়েভিচও ছিল... রাত দ্বটো পর্যন্ত গাইয়ে গলা ফাটিয়ে গান করল... ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিল...

আকুলিনা ইভানভনা। পিওতর ফিরল কখন?

স্তেপানিদা। যখন দোর খ্বলে দিলাম তখন ভোর হয়ে আসাছল...

আকুলিনা ইভানভনা (মাথা নেড়ে)। হায় রে!

পিওতর (ঘরে ঢুকে)। জলদি, স্তেপানিদা, কাজ চট করে সেরে ফেলে কেটে পড়ো...

স্তেপানিদা। শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর শেষ করাটা আমারি তো গরজ...

পিওতর। তাহলে বচনটা কমাও, হাত চালাও... (স্তেপানিদা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঝটকা দিয়ে বেরিয়ে গেল।) মা! ওর সঙ্গে এত কথা বলতে কতবার না তোমাকে বারণ করেছি!.. রাঁধ্বনীর সঙ্গে মনের কথা আলোচনা করাটা স্বর্বচির লক্ষণ নয়। ওকে... ইয়ে... রাজ্যের জিনিষের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা! এটা ভালো নয়!

আকুলিনা ইভানভনা (অপমানিত বোধ করে)। কার সঙ্গে কথা বলব তোমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে ব্বঝি? নিজের ছেলে যদি মা-বাপের সঙ্গে কথা না বলে তাহলে রাঁধ্বনীর সঙ্গে একটা দ্বটো বলতেই হয়...

পিওতর। কিন্তু ও তোমার সমান নয় সেটা কেন বোঝো না? ওর কাছে শ্বধ্ব লোকের কেচ্ছা শ্বনবে, আর কিছ্ব নয়।

আকুলিনা ইভানভনা। আর তোমার কাছে কী শ্বনি? ছ'মাস হল এসেছো, ঘণ্টা খানেকও মা'য়ের সঙ্গে কাটাও নি... মস্কোর বিষয়ে একটা কথাও শ্বনি নি, কোন বিষয়ে...

পিওতর। তাহলে শোনো...

আকুলিনা ইভানভনা। আর যখন মুখ খোলো, তখন কেবল 'এটা কোরো না', আর 'ওটা কোরো না!' মা'কে শিক্ষা দেওয়া হয়, বকাবকি করা হয়, ঠাট্টা করা হয়, যেন আমি স্কুলের ছুঁড়ী!.. (পিওতর হাত নাড়তে নাড়তে অলিন্দে চলে গেল। আকুলিনা ইভানভনা পিছু ডেকে বলল।) দেখলে তো? কত কথা হল!.. (ফোঁপাতে ফোঁপাতে অ্যাপ্রনের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল।)

পেরচিখিন (প্রবেশ। তুলোভরা পুরনো জ্যাকেট কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা, জামার ফুটো দিয়ে তুলো উঁকি মারছে। পায়ে বাকলের চটি, মাথায় লোমের টুপি)। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কেন করছো? পিওতর বুঝি অন্যায় কিছু বলেছে? ও এক ঝটকে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল... নমস্কার পর্যন্ত বলল না। পোলিয়া কোথায়?

আকুলিনা ইভানভনা (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। রান্নাঘরে কপি কাটছে...

পেরচিখিন। পাখিদের বুদ্ধি আছে: ডানা গজালেই বাচ্ছাগুলো কেটে পড়ে... মা-বাপের হিতোপদেশের তোয়াক্কা করে না... এক ঢোঁক চা জুটবে কী?

আকুলিনা ইভানভনা। আর তুমি বুঝি পাখিদের ভাবগতিক নকল করে চলো?

পেরচিখিন। হ্যাঁ, আর সত্যি বলছি ওদের ভাবগতিক দারুণ ভালো! আমি নিঃস্ব আর কাউকে জ্বালাতন করি না... যেন হাওয়ায় থাকি, মাটিতে নয়।

আকুলিনা ইভানভনা (অবজ্ঞার সুরে)। সেজন্য তোমাকে কেউ খাতির করে না। এই যে... চা'টা ঠাণ্ডা... খুব কড়াও নয়...

পেরচিখিন (গেলাস তুলে আলোয় দেখে)। হুঁ, পাতলা বটে... কিন্তু এই সামান্যকিছুর জন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ। কড়া হলে হয়ত ফেঁসে যাব... আর লোকের খাতিরের কথা বলছো,

তাতে আমার কী এসে যায়? আমিও কাউকে খাতির করি না...

আকুলিনা ইভানভনা। যেন তোমার খাতিরের কেউ তোয়াক্কা করে!..

পেরচিখিন। করে না, বেশ করে সেটা!.. আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যারা দুনিয়ায় রোজকার রুটি চায় তারা এর-ওর মুখ থেকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু আমার খাবার আসে আকাশের পাখিদের কাছ থেকে... তাই সে খাবার আকাশের মতোই খাঁটি!

আকুলিনা ইভানভনা। বিয়েটা কি — শীগ্‌গীরই হচ্ছে?

পেরচিখিন। কার বিয়ে? আমার? আমার মনের কোকিল এখনো বনে আসে নি হতচ্ছাড়িটা! যদি খেয়াল না করে তাহলে নটে গাছটি মুড়িয়ে যাবে... আসবার আগেই পটল তুলব...

আকুলিনা ইভানভনা। বাজে না বকে সোজাসুজি বলে ফেলো তো: ওর বিয়ে কবে দিচ্ছো?

পেরচিখিন। কার বিয়ে?

আকুলিনা ইভানভনা। তোমার মেয়ের, আর কার! এমন ভাব দেখাচ্ছো যেন কিছু জানো না!

পেরচিখিন। পোলিয়া? যখন চাইবে তখন... একটা পাত্তর-টাত্তর জোটাক আগে...

আকুলিনা ইভানভনা। ওরা অনেকদিন ধরে মতলব ভাঁজছে?

পেরচিখিন। কারা? কী নিয়ে?

আকুলিনা ইভানভনা। আর ভান করতে হবে না। তোমাকে নিশ্চয়ই বলেছে...

পেরচিখিন। কী বলেছে?

আকুলিনা ইভানভনা। বিয়ের কথাটা...

পেরচিখিন। কার বিয়ে?

আকুলিনা ইভানভনা। আহা! নিজেকে হাঁদা জাহির করতে তোমার মতো বুড়ো মানুষের লজ্জা হওয়া উচিত!

পেরচিখিন। শোনো, স্পষ্ট করে, সহজভাবে, ক্ষেপে না গিয়ে বলো তো, তোমার মাথায় কী ঘুরছে?

আকুলিনা ইভানভনা। যেন কথা বলার যুগ্যি মানুষ তুমি!..

পেরচিখিন। কথা তো বলছো... আর বেশ কিছুক্ষণ ধরেই বলছো, যদিও কোন খেই পাওয়া যাচ্ছে না...

আকুলিনা ইভানভনা (নীরসভাবে, ঈর্ষার সুরে)। নিলের সঙ্গে পোলিয়ার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কখন?

পেরচিখিন (বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠে)। ক্-কী? নিলের সঙ্গে?..

আকুলিনা ইভানভনা। পোলিয়া তোমাকে বলে নি সত্যি এই বলতে চাইছো? ছোঁড়া আর ছুঁড়ীটা দেখালে বটে!.. ছুঁড়ী নিজের বাপকে পর্যন্ত...

পেরচিখিন (সানন্দে)। সত্যি বলছো? নিশ্চয়ই ইয়ার্কি করছো! নিল? ভেলকি দেখালে বটে বাঁদরগুলো! আহা, পোলিয়ার মতো মেয়ে আর নেই! কিন্তু সত্যি ধোঁকা দিচ্ছো না তো? আর আমি এতদিন ভাবছিলাম নিল তাতিয়ানাকে বিয়ে করতে চায়... বালাই! ষাট! ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাই মনে হত...

আকুলিনা ইভানভনা (চটে)। যেন তাতিয়ানাকে বিয়ে করতে দিতাম ওকে... ওর মতো অপদার্থকে...

পেরচিখিন। কে, নিল? আমার যদি দশটা মেয়ে থাকত... তাহলে চোখ বুজে সব কটাকে নিলের হাতে সঁপে দিতাম! নিল... ও — ও একা শ'খানেক লোককে খাওয়াতে পরাতে পারে! নিল! হুররে!

আকুলিনা ইভানভনা (বিদ্রূপ করে)। তোমাকে দেখি আর ভাবি: কী খাসা শ্বশুর নিলের জুটেছে! খা-সা!

পেরচিখিন। শ্বশুর? হেঁ, হেঁ! এ শ্বশুর কারো ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে চায় না... কা-রো-র নয়! দেখছো তো! আমার পা দুটো আপনা থেকেই নাচছে... পাখির মতো মুক্ত আমি এখন! খুসীমতো থাকতে পারব এবার! আমার টিকিটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না... বনে চলে যাব, সবাইকে বিদায় জানিয়ে! পোলিয়াটা দারুণ ছুঁড়ী! বসে বসে ভাবতাম... বেচারা মেয়েটার কী হবে! খারাপ লাগত, সত্যি লাগত... ওর জন্ম দিয়েছিলাম, আর কিছু দিতে পারি নি!.. আর এখন... এখন আমি... যে দিকে মন চায় চলে যাব! পেছন ফিরে চলে যাব, আগুন-পাখির খোঁজে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াব!

আকুলিনা ইভানভনা। পেছন ফিরে? কপাল খুললে লোকে পেছন ফেরে না...

পেরচিখিন। ভাগ্যের কথা বলছো? যেখানে খুসী যেতে পারাটাই আমার পরম সৌভাগ্য... আর পোলিয়া সুখে থাকবে... নিলের সঙ্গে ঘর করলে সুখী না হয়ে পারবে না! ছোকরাটা শক্তসমর্থ, হাসিখুসী, সহজসরল... খুসীতে আমার মন ভরে গিয়েছে... বুকে পাখিদের গান! আমার মতো কপাল আর কোন বুড়োর দেখেছো? (মেঝেতে পা ঠুকে।) ট্রা-লা-লা! ট্রা-লা-লা! পোলিয়া নিলকে বাগিয়েছে, খুব ভালো সে কাজ করেছে... হুররে!

বেস্যেমেনভ (পরনে কোট, টুপি হাতে প্রবেশ)। আবার মাতাল!

পেরচিখিন। আনন্দে মাতাল! পোলিয়ার কথাটা শুনেছো? (ফূর্তিতে হেসে।) ও নিলকে বিয়ে করবে! খাসা ব্যাপার, নয় কি?

বেস্যেমেনভ (কঠিন, নিরাসক্তভাবে)। তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না... আমাদের প্রাপ্য যা সেটা পাব...

পেরচিখিন। আর আমি ভাবতাম নিল তাতিয়ানাকে বিয়ে করতে চায়...

বেস্যেমেনভ। কী?

পেরচিখিন। বালাই! ষাট! তাতিয়ানা উঠে পড়ে লেগেছিল, সেটা কারো অজানা ছিল না... নিলের দিকে প্রথমে চোখ মারত... জানোই তো কী ভাবে ওরা করে... আর তারপর হঠাৎ...

বেস্যেমেনভ (প্রচণ্ড রাগ গোপন করে, শান্তভাবে)। শোনো, ভালো মানুষের বেটা... তুমি বোকা গাধা হতে পারো, কিন্তু কোন মেয়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলা অসত্য, সেটা বোঝার সময় হয়েছে। প্রথম কথা হল এটা! (আরো জোরে।) তাছাড়া, তোমার মেয়ে কার দিকে তাকায়, কী ভাবে তাকায়, কী ধরনের মেয়ে সে, তাতে আমার কিছু এসে যায় না. কিন্তু একটা কথা বলে রাখি: যদি পোলিয়া নিলকে বিয়ে করে, তাহলে আপদ বিদায়, কেননা দুজনেই অপদার্থ, আর আজ থেকে দুজনের মুখে আমি থুতু ফেলি, আমার কাছে ধারে দুজনে ডুবে থাকলেও! এটা হল দ্বিতীয় কথা! আর শেষ কথাটা হল: তুমি আর আমি দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতে পারি, কিন্তু নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখো তো — কীসের মতো তোমার চেহারা জানো? ভবঘুরের মতো। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ ভাবে তোমাকে কে ঢুকতে দিয়েছে... ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড়, চাষাড়ে জুতো পরে?

পেরচিখিন। তোমার কী হয়েছে বলো তো ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ? কী বকছো? আমি কি এই প্রথম এ ভাবে এখানে আসছি...

বেস্যেমেনভ। ক'বার এসেছো গুনি নি, গোনবার ইচ্ছেও

নেই। কিন্তু একটা জিনিষ জানি: এ রকম ভাবে এখানে আসার মানে বাড়ীর কর্তাকে একেবারে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। আবার শুধাই: তুমি কে? ভবঘুরে, ভিখিরী, নোংরা ওঁচা লোক একটা! শুনলে তো? এটা তিন নম্বর কথা! এবার — বেরিয়ে যাও!

পেরাচিখিন। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! আমি কী করেছি?

বেস্যেমেনভ। বেরিয়ে যাও বলছি! কোন কথা শুনতে চাই না!..

পেরাচিখিন। কী করছো ভেবে দেখো! আমি কখনো তোমাকে কষ্ট...

বেস্যেমেনভ। নিকালো, নিকালো, নইলে...

পেরাচিখিন (বেরিয়ে যেতে যেতে ভর্ৎসনার সুরে)। ধিক্ তোমাকে, বুড়ো! তোমার এই মূর্তি দেখে খারাপ লাগছে। সত্যি সত্যি তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছে! চলি!

(বেস্যেমেনভ কাঁধ সোজা করে দৃঢ় ভারী পায়ে পায়চারি শুরু করল, নিঃশব্দে। চায়ের বাসন-কোসন ধুতে ধুতে আকুলিনা ইভানভনা আড়চোখে তাকে দেখছে। ওর হাত দুটো কাঁপছে, নিজের মনে কী যেন বিড়বিড় করছে।)

বেস্যেমেনভ। কী বিড়বিড় করছো? মন্ত্র পড়ছো?

আকুলিনা ইভানভনা। প্রার্থনা করছি কর্তা... ভগবানকে ডাকছি...

বেস্যেমেনভ। বেশ, শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে মেয়র হতে আর পারব না! ব্যাপারটা সে রকম দেখাচ্ছে... গোল্লায় যাক বেটারা!

আকুলিনা ইভানভনা। সে আবার কী? হে ভগবান, তা কী করে হতে পারে? কিন্তু হয়ত তুমি...

বেস্যেমেনভ। কিন্তু আমি কী? তালা-মিস্ত্রী সমবায়ের নেতা ফেদ্‌কা দসেকিন মেয়র হবার চেষ্টা করছে... ভুঁইফোড় বেটা! কুত্তার বাচ্ছা!

আকুলিনা ইভানভনা। ওকে ওরা ভোট দেবে না হয়ত... এখন থেকে হতাশ হয়ে পোড়ো না...

বেস্যেমেনভ। ভোট দেবে... দেবে যে সেটা স্পষ্ট... ওখানে আজ যখন গেলাম ও আফিসে বসে বসে গেঁজাচ্ছিল। বলল, 'বড়ো খারাপ সময় পড়েছে, আমাদের সবাইকে একজোটে থাকতে হবে'... বলল, 'সবকিছু আমাদের, মানে কারিগরদের মিলে ঠিক করতে হবে। হুহু করে কলকারখানা হচ্ছে... আলাদা আলাদা হয়ে আমাদের কিছু করা চলবে না।' আমি বললাম, 'সব দোষ ইহুদীদের! ওদের দাবিয়ে রাখতে হবে আমাদের। গভর্ণরের কাছে ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করা উচিত — জানিয়ে দেওয়া উচিত ওরা রুশদের কোনো সুযোগসুবিধে দেয় না, ওদের পাততাড়ি গুটোতে বলা হোক্।' (তাতিয়ানা আস্তে আস্তে দরজা খুলে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে গেল।) আর বেটা ওর সেই হাসি হেসে বলল, 'আর যে সব রুশ ইহুদীরও বেহদ্দ তাদের নিয়ে কী করা হবে?' ওর গলার সুরে বুঝলাম আমার কথা বলছে... বুঝি নি এমন ভাব দেখালাম, কিন্তু ও কী বলতে চাইছে স্পষ্ট বুঝলাম... বেটা বেজন্মা! শুনলাম — তারপর ফিরে এলাম... মনে মনে বললাম, 'একটু সবুর করো, কত ধানে কত চাল হয় দেখাব...' আর ঠিক তখুনি চুল্লীকার মিখাইল ক্রিউকভ আমার কাছে এসে বলল, 'মনে হচ্ছে দসেকিনের মেয়র হওয়া উচিত।' বলে, মুখ ঘুরিয়ে নিল, আমার দিকে চাইতে লজ্জা করছিল... মনে হল বলি, বেটা তুমি টেরাচোখো জুদাস্, আর কিছু নও...

ইয়েলেনা (ঘরে ঢুকল)। সুপ্রভাত ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! সুপ্রভাত আকুলিনা ইভানভনা...

বেস্যেমেনভ (নিস্পৃহভাবে)। ও, তুমি! এসো... কী ব্যাপার?

ইয়েলেনা। ঘর ভাড়ার টাকাটা দিতে চাই...

বেস্যেমেনভ (এবারে আগের চেয়ে ভদ্রভাবে)। বেশ, বেশ... কত এনেছো? পঁচিশ রুবল... হলের জানলার দুটো কাঁচের জন্য তোমার কাছে চল্লিশ কোপেক পাই... আর কাঠের গুদামের কব্জাটার জন্য... ওই যে তোমার রাঁধুনী ভেঙ্গে ফেলেছিল... তার জন্য অন্তত বিশ কোপেক...

ইয়েলেনা (হেসে)। কী... নিখুঁত হিসেব আপনার! কিন্তু আপনাকে তিন রুবল দিচ্ছি... ভাঙ্গতি নেই...

আকুলিনা ইভানভনা। আমার কাছ থেকে এক ঝুড়ি কাঠকয়লা নিয়েছিলে... মানে তোমার রাঁধুনী নিয়েছিল।

বেস্যেমেনভ। কত দাম?

আকুলিনা ইভানভনা। কাঠকয়লার? এক ঝুড়ির দাম পঁয়ত্রিশ কোপেক...

বেস্যেমেনভ। তাহলে সব শুদ্ধু পঁচানব্বই হল... দু'রুবল পাঁচ কোপেক ফেরৎ দিতে হবে... এই নাও। আর নিখুঁত হিসেবের কথা, ভদ্রে, ঠিকই বলেছো। নিখুঁত হলেই দুনিয়াটা চলে... সময়ের শুরু থেকে ঠিক নিয়মমতো সূর্য ওঠে আর ডোবে, আর নিখুঁত হওয়াটার চল যদি স্বর্গে থাকে, তাহলে পৃথিবীতেও একই রকম উচিত... তুমি নিজের কথাই ধরো না কেন — তুমি নিয়মিত ভাড়া দাও, ঠিক সময়মতো...

ইয়েলেনা। ধার রাখতে আমার খারাপ লাগে...

বেস্যেমেনভ। অত্যন্ত প্রশংসনীয়, অত্যন্ত প্রশংসনীয়! আর তাই তোমাকে সবাই বিশ্বেস করে...

ইয়েলেনা। তাহলে আসি! যেতেই হবে...

বেস্যেমেনভ। শুভ দিন (ইয়েলেনা বেরিয়ে গেল, তাকে দেখতে দেখতে) খাসা দেখতে, সত্যি! তবু ওকে বের করে দিতে পারলে আমি আর কিছু চাই না...

আকুলিনা ইভানভনা। বের করে দিলে ভালো হয় কর্তা...

বেস্যেমেনভ। কিন্তু অপরপক্ষে... ও যতদিন এখানে থাকবে... ততদিন নজরে রাখতে পারব। চলে গেলে পিওতর নিশ্চয়ই পিছু পিছু ঘুরবে, আর আমাদের চোখের আড়ালে পিওতরকে গাঁথা ওর আরো সহজ হবে... আর ভুলো না, ও নিয়মিত ভাড়া দেয়... টুকিটাকি সারানোর জন্য বাড়তি টাকা দিতে ইতস্তত করে না... হুঁ! পিওতরকে নিয়েই... গোলমাল, বড়ো গোলমাল...

আকুলিনা ইভানভনা। হয়ত ওকে বিয়ে করার কথা পিওতর ভাবছে না... হয়ত শুধু... এমনি...

বেস্যেমেনভ। সেটা নিশ্চিত জানতে পারলে... স্বস্তি পেতাম, দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকত না। বেশ্যালয়ে যাবার চেয়ে বাড়ীতে থাকা ভালো... (তাতিয়ানার ঘর থেকে ভারী গোঙানির শব্দ এল।)

আকুলিনা ইভানভনা। (নিচু গলায়)। ও!

বেস্যেমেনভ (ঠিক একই রকম সুরে)। ওটা কী?

আকুলিনা ইভানভনা (যেন কিছু একটা শুনতে চাইছে এমন ভাবে, ফিসফিস করে, চারদিকে তাকিয়ে)। অলিন্দ থেকে আওয়াজটা এল, তাই না?..

বেস্যেমেনভ (বেশ জোরে)। বেড়ালটা নিশ্চয়ই...

আকুলিনা ইভানভনা (ইতস্তত করে)। কর্তা, তোমাকে... একটা কথা বলতে চাই...

বেস্যেমেনভ। বেশ, বলে ফেলো...

আকুলিনা ইভানভনা। আজ পেরচিখিনের সঙ্গে ব্যবহারটা একটু নির্দয় হয় নি? মানুষটা নিরীহ...

বেস্যেমেনভ। তাই যদি হয় তাহলে অপমান গায়ে মাখবে না... আর যদি মাখে, আমাদের বিশেষ লোকসান হবে না... ওকে বন্ধু হিসেবে পাওয়াটা খুব গৌরবের ব্যাপার নয়... (আবার গোঙানি শোনা গেল, এবারে আরো জোরে।) কে ওটা? গিন্নী...

আকুলিনা ইভানভনা (শশব্যস্তে)। জানি না... সত্যি... কে হতে পারে...

বেস্যেমেনভ (ছুটে পিওতরের ঘরে গিয়ে)। এখানে কেউ আছে না কি? পিওতর!

আকুলিনা ইভানভনা (আতঙ্কে তার পিছু পিছু দৌড়িয়ে)। পিওতর, পিওতর!..

তাতিয়ানা (ভাঙা গলায় ডেকে)। বাঁচাও... মা... আমাকে বাঁচাও... বাঁচাও!.. (পিওতরের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বেস্যেমেনভ এবং আকুলিনা ইভানভনা নিঃশব্দে তাতিয়ানার ঘরের দিকে গেল, দোরগোড়ায় মুহূর্তখানেক ইতস্তত করল, যেন ভয় পেয়েছে, তারপর একসঙ্গে দুজনে দরজাটা খুলল। কানে এল তাতিয়ানার আর্তস্বর।) কী সাংঘাতিক জ্বলছে... উঃ, উঃ... জল!.. আমাকে বাঁচাও!..

আকুলিনা ইভানভনা (ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে অলিন্দে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল)। শীগ্‌গীর এসো, কে আছো, রক্ষা করো, রক্ষা করো। পিওতর! (তাতিয়ানার ঘর থেকে বেস্যেমেনভের ভারী গলা শোনা গেল: 'কী হয়েছে... মা... কী হয়েছে... কী হয়েছে তোমার... সোনা?..')

তাতিয়ানা। জল... আমি মরে যাচ্ছি... ভেতরে সবকিছু জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে... হে ভগবান!

আকুলিনা ইভানভনা। শীগ্‌গীর এসো... এখানে... হে ভগবান...

বেস্যেমেনভ (ঘরের ভিতর থেকে)। ডাক্তার ডাকো... জলদি...

পিওতর (দৌড়িয়ে এসে)। কী হল? কী হয়েছে?

আকুলিনা ইভানভনা। (ওর আস্তিন চেপে ধরে, রুদ্ধশ্বাসে)। তাতিয়ানা... ও মরে যাচ্ছে...

পিওতর (জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে)। ছাড়ো... ছেড়ে দাও...

তেতেরেভ (জ্যাকেট চাপাতে চাপাতে ঢুকে)। কী হল, আগুন লেগেছে না কি?

বেস্যেমেনভ। ডাক্তার!.. ছুটে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো, পিওতর... বোলো পঁচিশ রুবল পাবে!..

পিওতর (দৌড়িয়ে তাতিয়ানার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তেতেরেভকে)। ডাক্তার! ডাক্তারের কাছে যাও... বোলো — বিষ খেয়েছে... অল্পবয়স্কা... মেয়ে... আমোনিয়া... শীগ্‌গীর যাও! শীগ্‌গীর!

(তেতেরেভ দৌড়িয়ে অলিন্দে চলে গেল।)

স্তেপানিদা (ঘরে দৌড়ে এসে)। হায় কপাল... হায় কপাল...

তাতিয়ানা। পিওতর... আমি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি! মরে যাচ্ছি!.. মরতে চাই না আমি! বাঁচতে চাই! একটু জল!

পিওতর। কতটা খেয়েছিলে? কখন খেয়েছিলে? বলো...

বেস্যেমেনভ। আমার মেয়ে... আমার আদরের মেয়ে...

আকুলিনা ইভানভনা। নিজের এ রকম সর্বনাশ করলে! আদরের বাছা আ-মা-র!

পিওতর। মা, যাও... স্তেপানিদা, ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যাও... মা, যাও বলছি... (ইয়েলেনা দৌড়িয়ে তাতিয়ানার ঘরে এল) মা'কে এখান থেকে নিয়ে যাও...

(ঘরে একটি বুড়ী ঢুকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চোরের মতো ঘরে উঁকি মেরে বিড়বিড় করে কী বলতে লাগল।)

ইয়েলেনা (তাতিয়ানার ঘর থেকে আকুলিনা ইভানভনাকে নিয়ে যেতে যেতে ফিসফিস করে)। ও সামলে উঠবে... বিপদের সম্ভাবনা নেই...

আকুলিনা ইভানভনা। আ-মার মণি! আমার আদরের ধন... কী অপমান করেছি আমি? কী ক্ষতিটা করেছি?

ইয়েলেনা। ঠিক হয়ে যাবে... ডাক্তার এলেই... সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে... কী কান্ড!

বুড়ী (আকুলিনা ইভানভনার অন্য হাতটা ধরে)। ভেঙ্গে পোড়ো না! এর চেয়ে খারাপ কত কী ঘটে! ব্যাপারী সিতানভের কোচওয়ানের কথাটাই ধরো না কেন... ঘোড়াটা ওর একটা দিক একেবারে ভেঙে চুরে দিল...

আকুলিনা ইভানভনা। আমার সোনা... আমার আদরের ধন... কী করি? আমার চোখের মণি... (তাকে ওরা ঘর থেকে নিয়ে গেল।)

(তাতিয়ানার ঘর থেকে তার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বেস্যেমেনভের ভাঙ্গা গলা, পিওতরের তীক্ষ্ন, সংক্ষিপ্ত, টুকরো টুকরো কথা। একটা চেয়ার উল্টে গেল, প্লেট পড়ার ঝনঝন, খাটের স্প্রিং-এর ক্যাঁচক্যাঁচ, বালিশ পড়ার শব্দ। কয়েকবার স্তেপানিদা দৌড়িয়ে ঘরে এল, চুল খাড়া, মুখ বিস্ফারিত, চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, পাশ-দেরাজ থেকে কাপ বা প্লেট নিচ্ছে, কিছু না কিছু ভাঙছে, তারপর বেরিয়ে যাচ্ছে। হলের দোরগোড়ার কয়েকজনের সন্ত্রস্ত মুখ, কিন্তু সাহস করে ঘরে কেউ ঢুকছে না। রং-মিস্ত্রীর শিক্ষানবিশ একটি ছোকরা দরজা পেরিয়ে তাতিয়ানার ঘরে উঁকি মারল, তারপর দৌড়িয়ে ফিরে এল, আসতে

আসতে নাটকীয়ভাবে ফিসফিস করে বলে উঠল: 'ও মরতে বসেছে।' রাস্তার ব্যারেল-অর্গানে বেজে উঠল একটি সুর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। অলিন্দ থেকে নিচু গলায় কথাবার্তা শোনা গেল: 'ওকে মেরে ফেলেছে? বাবা... বাপ ওকে সাবধান করে বলেছিল: নিজেকে সামলে চোলো, বেটি!.. মাথায় মেরেছে... কি দিয়ে জানো? বাজে কথা — ও নিজের গলা কেটেছে...' একটি স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল: 'মেয়েটির কি বিয়ে হয়েছিল?' মুখ দিয়ে কে যেন সহানুভূতিসূচক শব্দ করল।)

বুড়ী (বেস্যোমেনভের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ঝট্ করে একটা রুটি তুলে নিয়ে শালের নিচে লুকিয়ে দোরগোড়ায় এসে বলল)। চুপ! মেয়েটা মরছে!..

একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর। ওর নাম কী?

বুড়ী। লিজাভেতা...

একটি নারীকণ্ঠ। কেন এমন ধারা করল?..

বুড়ী। এই সেদিনই ওর... ইয়ে... ওকে বলেছিল: 'লিজাভেতা...'

(ভিড় ফাঁক হয়ে গেল। ঘরে ঢুকল ডাক্তার ও তেতেরেভ। কোট বা টুপি না খুলেই ডাক্তার সটান তাতিয়ানার ঘরে গেল। ঘরে একবার উঁকি মেরে ভুরু কুঁচকে তেতেরেভ ফিরে এল। রোগীর ঘর থেকে আসছে গোঙানি আর কথাবার্তার শব্দ, লোকের চলাফেরার আওয়াজ। বেস্যোমেনভের ঘরে আকুলিনা ইভানভনার বিলাপ আর চীৎকার:

'আমাকে যেতে দাও! ওর কাছে আমাকে যেতে দাও!' অলিন্দে গুঞ্জনরত ভিড়ে মাঝে মাঝে এক একজনের কথা শোনা যাচ্ছে: 'ওই গম্ভীর লোকটা... ও গির্জের গায়ক... তাই না কি? হ্যাঁ... জন দ্য ব্যাপটিস্ট গির্জায়'।)

তেতেরেভ (দরজার দিকে গিয়ে)। তোমরা এখানে কী করছো? কেটে পড়ো তো, সবাই কেটে পড়ো!

বুড়ী (দরজা থেকে গলা বাড়িয়ে)। চলে যাও বাছারা, চলে যাও... তোমাদের এ ব্যাপারে মাথা গলাবার কোন দরকার নেই...

তেতেরেভ। তুমি কে? কী চাও?..

বুড়ী। আমি সব্জি বেচি বাপু... পেঁয়াজ, শশা...

তেতেরেভ। এখানে কী করা হচ্ছে?

বুড়ী। সেমিয়াগিনের কাছে যাচ্ছিলাম... ও আমার ছেলের ধর্ম-মা...

তেতেরেভ। এখানে কী করা হচ্ছে জিজ্ঞেস করছি।

বুড়ী। এই পাশ দিয়ে যেতে যেতে... গোলমাল শুনলাম... ভাবলাম হয়ত আগুন লেগেছে...

তেতেরেভ। তারপর?

বুড়ী। তাই ঢুকলাম... কী হচ্ছে দেখতে এলাম...

তেতেরেভ। কেটে পড়ো... সবাই... বাড়ী খালি করো!..

স্তেপানিদা (তেতেরেভের কাছে দৌড়িয়ে এসে)। এক বালতি জল নিয়ে এসো... জলদি! (রুমালে মুখ বাঁধা একটি বুড়ো দরজা থেকে তাকিয়ে তেতেরেভকে চোখ ঠারল, বলল: 'বাবু, তোমাদের টেবিল থেকে ও একটা রুটি সরিয়েছে...' তেতেরেভ অলিন্দে গিয়ে লোকজনদের ঠেলে রাস্তায় বের করে দিতে লাগল। চেঁচামেচি, গোলমাল। একটি ছোট ছেলে

চেঁচিয়ে উঠল: 'উঃ!' কে একজন হেসে উঠল, আর একজন ভৎর্সনার সুরে বলল: 'ধাক্কা দেবার দরকার নেই!')

তেতেরেভ (ওকে দেখা যাচ্ছে না)। গোল্লায় যাও! বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি!

পিওতর (দরজা থেকে মাথা বাড়িয়ে)। চুপ... (ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।) বাবা, যাও! মায়ের কাছে যাও! দোহাই তোমার, যাও! (অলিন্দে চেঁচিয়ে।) কাউকে আসতে দিও না!..

(স্খলিত পদে তাতিয়ানার ঘর থেকে বেস্যোমেনভ বেরিয়ে এল। টেবিলের কাছে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, শূন্যদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে উঠে পড়ে নিজের ঘরে চলে গেল, সেখানে আকুলিনা ইভানভনার গলা শোনা যাচ্ছে।)

আকুলিনা ইভানভনা। যেন ওকে আমি ভালোবাসি না! যেন ওর যথাসম্ভব যত্ন নিই নি!

ইয়েলেনা। শান্ত হোন...

আকুলিনা ইভানভনা। ওগো, ওগো...

(দরজা বন্ধ করে দেওয়াতে ওর কথা আর শোনা গেল না। বড়ো ঘরটা শূন্য। দু'দিক থেকে গোলমাল শোনা যাচ্ছে; একদিকে বেস্যোমেনভের ঘর থেকে চাপা গলায় কথাবার্তার শব্দ, অন্যদিকে — তাতিয়ানার ঘর থেকে তার গোঙানি, নিচু গলায় কথাবার্তা আর ওকে দেখাশোনা যারা করছে তাদের নড়াচড়াব শব্দ। এক বালতি জল এনে তেতেরেভ তাতিয়ানার ঘরের দরজায় রেখে আস্তে আস্তে টোকা দিল।

দরজা খুলল স্তেপানিদা, বালতিটা নিল, তারপর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বড়ো ঘরে এল।)

তেতেরেভ। কী হল?

স্তেপানিদা। সবকিছু ভালো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে...

তেতেরেভ। ডাক্তার তাই বলছেন বুঝি?

স্তেপানিদা। হুঁ। কিন্তু... (বিরক্তিসূচকভাবে হাত নাড়িয়ে) বলছে বাপমাকে যেন ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়...

তেতেরেভ। ও একটু ভালো হয়েছে?

স্তেপানিদা। কে জানে? আর কাতরাচ্ছে না... মুখটা একেবারে সবুজ হয়ে গিয়েছে... চোখগুলো ইয়া বড়ো... একেবারে চুপচাপ পড়ে আছে... (ভর্ৎসনার সুরে।) ওদের আমি আগেই বলেছিলাম... কতবার না কয়েছি — ওর একটা বর জুটিয়ে দাও, ওর মরদ চাই! কিন্তু এ কথায় কান দেয় নি ওরা... ফলটা কী হল দেখতেই পারছো! মরদ বাদ দিয়ে একটা বয়স্কা মেয়ে যেন এতদিন থাকতে পারে!.. তার ওপর, মেয়েটা আবার ভগবান মানত না... বলত: 'ও সব প্রার্থনা-টার্থনা আমি বুঝি নে বাপু!..' শেষ পর্যন্ত কী হল!

তেতেরেভ। বকবক বন্ধ করো তো... ডাইনী!

ইয়েলেনা (ঘরে ঢুকে)। এখন কেমন আছে?

তেতেরেভ। জানি না... ডাক্তার যেন বললে ভয়ের কারণ নেই...

ইয়েলেনা। ওর বাপমা মনে কী ব্যথাটাই না পেয়েছেন... ওঁদের জন্য এত খারাপ লাগছে!

(তেতেরেভ চুপচাপ ঘাড় নাড়াল।)

স্তেপানিদা (ঘর থেকে দৌড়িয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে)। হেই মা, উনুনের কথাটা ভুলে গিয়েছি...

ইয়েলেনা। কেন এমনটা করল? কী হয়েছিল? বেচারী তাতিয়ানা... ওটা খেয়ে নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট পেয়েছে... (মুখ বিকৃতি করে শিউরে উঠল।) এটা যে কষ্টকর, ভীষণ, সাংঘাতিক, তাই না?

তেতেরেভ। জানি না। আমোনিয়া জিনিষটা এখন পর্যন্ত খাই নি...

ইয়েলেনা। তামাসার সময় বটে!

তেতেরেভ। তামাসা করছি না...

ইয়েলেনা (পিওতরের ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় উঁকি মারল)। পিওতর... পিওতর ভাসিলিয়েভিচ এখনো তাতিয়ানার ঘরে না কি?

তেতেরেভ। বেরিয়ে যখন আসে নি তখন নিশ্চয়ই ওখানে আছে।

ইয়েলেনা (চিন্তিতভাবে)। ওর কী রকম খারাপ লাগছে কল্পনা করতে পারি!.. (একটু থেমে) যখনি আমি... যখনি এ ধরনের কিছু দেখি আমি... দুর্ভাগ্যকে আমি ঘেন্না করি...

তেতেরেভ (হেসে)। অত্যন্ত প্রশংসনীয়...

ইয়েলেনা। যা বলছি বুঝতে পারছো? ইচ্ছে হয় পায়ে দলে নিঃশেষ করে দিই... সর্বদার জন্য!

তেতেরেভ। দুর্ভাগ্যটাকে?

ইয়েলেনা। সত্যি, দুর্ভাগ্যকে আমি ডরাই না বরঞ্চ ঘে-ন্না ক-রি! সুখে থাকতে আমার ভালো লাগে, চারপাশে লোকজন থাকবে, আর সবসময়েই নতুন কিছু না কিছু করব... নিজের আর আশেপাশের লোকদের জীবন আনন্দে ভরিয়ে দিতে আমি জানি...

তেতেরেভ। অতীব প্রশংসনীয়!

ইয়েলেনা। আর একটা জিনিষ — তোমার কাছে স্বীকার করি... আমার হৃদয়টা সাংঘাতিক কঠিন! যারা দুর্ভাগা

তাদের ভালো লাগে না আমার... আর কেউ কেউ তো সদাই দুর্ভাগা, যাই করো না কেন তাদের জন্য! ওদের হাতে চাঁদ এনে দাও, তার চেয়ে খাসা আর কী হতে পারে! — তবু ওরা হাহুতাশ করে বলবে: 'হায়রে, আমার কপাল কী খারাপ! আমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ! আমায় কেউ ভালোবাসে না... জীবন কী বিরক্তিকর... ওঃ, আঃ, উঃ, আহ্ !..' এ ধরনের বাবুলোক দেখলেই মনে হয় ওর দুঃখের বোঝা আরো বাড়িয়ে দিই...

তেতেরেভ। তুমি সৌভাগ্যবতী! শোনো, আমিও একটা কথা স্বীকার করি... মেয়েদের দার্শনিকতা আমার অসহ্য, কিন্তু তুমি যখন সেটা করো তখন মনে হয় হাতে চুমো খাই...

ইয়েলেনা (লজ্জাশীলার ভঙ্গীতে)। শুধু হাতে? আর আমি যখন দার্শনিকতা করি শুধু তখনই?.. (নিজেকে সামলে নিয়ে।) কী কান্ড! কী শুরু করেছি! ওখানে একজন মানুষ যন্ত্রণা পাচ্ছে... আর আমি কিনা মস্করা করছি!..

তেতেরেভ (বেস্যেমেনভের ঘরের দিকে মাথা দিয়ে দেখিয়ে)। ওখানেও। আর যেদিকেই তাকাও না কেন দেখবে মানুষ যন্ত্রণা পাচ্ছে! ওটা তার বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে...

ইয়েলেনা। কিন্তু মানুষ যে সত্যি সত্যিই ভোগে...

তেতেরেভ। সত্যি ভোগে...

ইয়েলেনা। আর সেজন্য তাকে করুণা করা উচিত।

তেতেরেভ। সবসময়ে নয়... হয়ত, কখনো নয়... করুণা না দেখিয়ে সাহায্য করা অনেক ভালো।

ইয়েলেনা। সবাইকে তো সাহায্য করা যায় না... আর করুণা না থাকলে কাউকে সাহায্য করাও চলে না...

তেতেরেভ। ভদ্রে, আমার মত হল: যন্ত্রণার গোড়ায় বাসনা, আর বাসনা দু'রকমের — একটাকে সম্মান করা যায়, অন্যটা সম্মানের অযোগ্য। যে-বাসনা মানুষকে ভালো আর বলিষ্ঠ করে, পশুর স্তর থেকে ওপরে নিয়ে যায়, সে-বাসনা মেটাতে সাহায্য করা উচিত...

ইয়েলেনা (কথাটা না শুনে)। হয়ত তাই... হয়ত ঠিক বলছো... কিন্তু ওখানে কী হল? ও কী ঘুমিয়ে পড়েছে? কোন আওয়াজ পাচ্ছি না... ফিসফিস করে ওরা কথা বলছে... আর বুড়োবুড়ীও... ঘরে গা ঢাকা দিয়েছে... কী অদ্ভুত! কোন কিছু নেই, হঠাৎ — গোলমাল, চেঁচামেচি, গোঙানি, চীৎকার... তারপর হঠাৎ — কোন শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই...

তেতেরেভ। একেই বলে জীবন! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে লোকে জিরোয়... জিরিয়ে নিয়ে আবার চেঁচায়। এ বাড়ীতে সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি চুপচাপ হয়ে যায়... যন্ত্রণার চীৎকার আর অট্টহাসি, দুটোই... কোন ধাক্কা মানে কাদার ডোবায় ঢিল ছোড়া... আর শেষ শব্দটা হামেশাই গতানুগতিকের শব্দ, গতানুগতিক হল এদের বাস্তুদেবতা। শেষ কথাটি হামেশাই তাঁর, সেটা উল্লাসের হোক আর রাগেরই হোক...

ইয়েলেনা (ভাবতে ভাবতে)। জেলে... বেশ ভালো ছিলাম! আমার স্বামী তাস খেলত... মদও খেত, আর প্রায়ই শিকারে যেত। সহরটা ছিল ছোট্ট, এককোণে পড়ে থাকা... ওখানকার লোকজনের বেশীর ভাগই ছিল... সেকেলে গোছের... আমার অবসর ছিল প্রচুর, কিন্তু কোথাও যেতাম না, দেখাশোনা করতাম শুধু কয়েদীদের সঙ্গে। ওরা আমাকে সত্যি পছন্দ করত... ভালো করে জানলে ওরা মজার লোক! অত্যন্ত মধুর আর সহজ, সত্যি বলছি! মাঝে মাঝে ওদের

দেখলে আমার বিশ্বাস হত না যে লোকগুলো চোর, খুনী কিম্বা... অন্য ধরনের দাগী আসামী। একবার একটা খুনীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: 'সত্যি সত্যি তুমি খুন করেছিলে?' 'হ্যাঁ, করেছিলাম, মা ঠাকরুন,' জবাব দিল, 'সত্যি করেছিলাম... লাচার ছিলাম।' আর আমার মনে হল লোকটা, খুনীটা, অন্য কারোর দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছে... অন্য কারোর ছোঁড়া ঢিলের মতো ও... হুঃ! ওদের বইপত্তর কিনে দিতাম, দেখতাম যাতে ওদের প্রত্যেকের কুঠরীতে তাস আর দাবাখেলার সরঞ্জাম থাকে... আর তামাক দিতাম ওদের... আর অল্পস্বল্প মদ... ব্যায়ামের জন্য ছেড়ে দিলে ওরা বল বা ন'কাঠির খেলা খেলত — সত্যি একেবারে ছেলেমানুষের মতো ছিল কয়েদীগুলো! মজার গল্প পড়ে শোনালে... ঠিক বাচ্ছার মতো হাসিতে ফেটে পড়ত। কয়েকটা গান-পাখি আর খাঁচা কিনে প্রত্যেকের কুঠরীতে রেখে দিয়েছিলাম... আমাকে যতটা ভালোবাসত ঠিক ততটা ভালোবাসত পাখিগুলোকে! ওদের দারুণ সখ ছিল যে রংচঙে জামাকাপড় পরি — লাল বা হলদে... বিশ্বাস করো, — উজ্জ্বল চড়ারং-এর জামাকাপড় ওদের মনের মতো! ইচ্ছে করে ওদের জন্য আমি বাহারে সাজগোজ করতাম... (দীর্ঘশ্বাস ফেলে।) ওদের সঙ্গে বেশ ভালো ছিলাম! দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল... ঘোড়াটা যখন আমার স্বামীকে মেরে ফেলল তখন ওকে হারিয়ে যতটা না কেঁদেছিলাম — তার চেয়ে বেশী কেঁদেছিলাম কয়েদীদের ছেড়ে যেতে হবে বলে... কী খারাপ লাগছিল!.. আর কয়েদীগুলোও... অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল... (ঘরের চারদিক দেখে নিয়ে।) এখানে থাকাটা অতটা ভালো নয়... এ বাড়ীটাতে কী একটা... ভয়াবহ কী একটা আছে! লোকগুলো নয়... অন্য কিছু একটা খারাপ... এই দেখো মেজাজটা বিগড়ে গেল... ভয়ানক বিমর্ষ লাগছে...

আমরা দুজনে বকবক করে চলেছি... আর ও ঘরে হয়ত একটা মানুষ মরতে বসেছে...

তেতেরেভ (শান্তভাবে)। আর আমরা দুঃখিত নই...

ইয়েলেনা (তাড়াতাড়ি)। তুমি দুঃখিত নও?..

তেতেরেভ। না। আর তুমিও না...

ইয়েলেনা (মৃদু স্বরে)। না, ঠিক বলেছো! সেটা... হয়ত অনুচিত, কিন্তু কেন জানি না আমার অনুচিত মনে হচ্ছে না! মাঝে মাঝে এ রকমটা হয়: জানি জিনিষটা অনুচিত, কিন্তু সেটা অনুচিত মনে হয় না... অবাক লাগবে হয়ত শুনলে, তাতিয়ানার চেয়ে ওর জন্য... পিওতর ভাসিলিয়েভিচের জন্য, আমার খারাপ লাগছে... ওর জন্য ভয়ানক খারাপ লাগছে... ও এখানে অসুখী... তাই না?

তেতেরেভ। এখানে সবাই অসুখী...

পোলিয়া (ভিতরে ঢুকে)। এই যে...

ইয়েলেনা (লাফিয়ে উঠে ওর দিকে গিয়ে)। চুপ! কী হয়েছে... জানো? তাতিয়ানা বিষ খেয়েছে!

পোলিয়া। ক্-কী?

ইয়েলেনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ! বিষ খেয়েছে। ওর ভাই আর ডাক্তার এখন... ওর কাছে রয়েছে...

পোলিয়া। ও কি মরে যাচ্ছে... ও কি মরতে বসেছে?

ইয়েলেনা। কেউ জানে না...

পোলিয়া। এমনটা কেন করল? কিছু বলেছে?

ইয়েলেনা। জানি না। মনে তো হয় না কিছু বলেছে।

পিওতর (দরজা দিয়ে উসকো-খুসকো মুখ বের করে)। ইয়েলেনা নিকোলায়েভনা,... এক মিনিট... (ইয়েলেনা তাড়াতাড়ি গেল।)

পোলিয়া (তেতেরেভকে)। আমার দিকে... ও রকম ভাবে তাকিয়ে আছো কেন?

তেতেরেভ। একই কথা তুমি আমাকে কতবার না জিজ্ঞেস করেছো?

পোলিয়া। করবই — যদি একই ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকো... সবসময় ও রকম ভাবে তাকাও কেন? (ওর কাছে গিয়ে কঠোর স্বরে।) এর জন্য আমি দায়ী... এই বলতে চাইছো?

তেতেরেভ (একটু হেসে)। নিজেকে কি... একটু দোষী লাগছে?

পোলিয়া। যত দিন যাচ্ছে... তোমাকে খারাপ লাগছে... সত্যি বলছি!.. যাক গে, কিন্তু কী করে ব্যাপারটা ঘটল বলো ত?

তেতেরেভ। কাল একটু ধাক্কা খেয়েছিল, আর ঠিকমতো দাঁড়াবার ক্ষমতা তো নেই, তাই আজ ধপাস করে পড়ে গেল... এই আর কী!

পোলিয়া। কথাটা সত্যি নয়!

তেতেরেভ। কোন কথাটা?

পোলিয়া। তুমি কীসের আভাস দিচ্ছো জানি... ওটা সত্যি নয়! নিল...

তেতেরেভ। নিল? এর সঙ্গে নিলের সম্পর্কটা কোথায়?

পোলিয়া। কোন সম্পর্ক নেই, আমারো নেই... আমাদের দুজনের কারুরি নেই! তুমি... তোমার কথা ঠিক নয়! আমি জানি তুমি ভাবছো দোষটা আমাদের... কিন্তু আমরা কী করতে পারি? আমি ওকে ভালোবাসি... ও আমাকে ভালোবাসে... অনেক দিন থেকে আমরা ভালোবাসি!

তেতেরেভ (গম্ভীরভাবে)। তোমাকে একটুও দোষ দিচ্ছি না... তোমার নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে, তাই জবাবদিহির চেষ্টা করছো। কেন চেষ্টা করছো? তোমাকে... আমি খুব শ্রদ্ধা করি... তোমাকে বারবার, ক্রমাগত, জোর করে

কে বলেছিল যে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে, এখান থেকে দূরে থাকতে? এখানে দূষিত কিছু একটা আছে যাতে মন বিষিয়ে যায়। আমিই তো তোমাকে বলেছিলাম ...

পোলিয়া। কিন্তু তাতে কী?

তেতেরেভ। কিছু না। আমি শুধু এই বলতে চেয়েছিলাম যে আমার কথাটা শুনলে... তোমার মনে যা কষ্টটা এখন হচ্ছে সেটা আর হত না... আর কিছু না।

পোলিয়া। তাই বুঝি... কিন্তু এ রকম একটা ব্যাপার ও করল কেন? ও কি বাঁচবে না? কী খেয়েছে?

তেতেরেভ। জানি না...

(পিওতর ও ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।)

পিওতর। পোলিয়া, যাও, ইয়েলেনা নিকোলায়েভনাকে সাহায্য করো...

তেতেরেভ (পিওতরকে)। কেমন আছে ও?

ডাক্তার। ভয়ের কারণ নেই! রোগী অত ঘাবড়ে না গেলে খারাপ প্রতিক্রিয়া কিছু হত না... খুব অল্প খেয়েছিল... খাদ্যনালী সামান্য পুড়ে গিয়েছে... আর কিছুটা রস পেটের ভেতরে চলে যায়... কিন্তু সেটা সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে গিয়েছে...

পিওতর। আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছেন, দয়া করে বসুন...

ডাক্তার। ধন্যবাদ... ধাতস্থ হতে ওর সপ্তাহখানেক লাগবে... একটা ইনটেরেস্টিং কেস সেদিন হাতে এসেছিল... একটা রং-মিস্ত্রী বিয়ারের বদলে গেলাসখানেক বার্নিশ খেয়ে ফেলেছিল...

(নিজের ঘরের দরজা খুলে কোন কথা না বলে বেস্যেমেনভ দাঁড়িয়ে রইল, বিষণ্ণ প্রত্যাশায় ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে।)

পিওতর। কিছু ভেবো না বাবা। ভয়ের কিছু নেই!

ডাক্তার। না, নেই, সত্যি বলছি। দিন দু-তিন পরেই ও আবার হাঁটাচলা করতে পারবে...

বেস্যেমেনভ। সত্যি বলছেন?

ডাক্তার। হ্যাঁ।

বেস্যেমেনভ। ধন্যবাদ!.. যদি সত্যি বলেন... যদি ভয়ের কোন কারণ না থাকে, তাহলে আপনার কাছে অসীম কৃতজ্ঞ থাকব! পিওতর... ইয়ে... এদিকে এসো তো... (পিওতর কাছে গেল। ঘরের মধ্যে দুজনে গেল, শোনা গেল ফিসফিসানি আর টাকার শব্দ।)

তেতেরেভ (ডাক্তারকে)। রং-মিস্ত্রীটার কী হল?

ডাক্তার। অ্যাঁ?.. মানে?

তেতেরেভ। সেই রং-মিস্ত্রীটা, কী হল তার?

ডাক্তার। তার? কিছু না... সেরে উঠল... হ্যাঁ... মনে হচ্ছে আপনাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি... তাই না?

তেতেরেভ। হবেও বা...

ডাক্তার। একবার... টাইফয়েড হয়ে... আপনি হাসপাতালে ছিলেন না?

তেতেরেভ। ছিলাম!..

ডাক্তার (সন্তোষের সঙ্গে)। দেখলেন তো? আমি ঠিক জানতাম আপনার সঙ্গে আগে কোথাও দেখা হয়েছিল... দাঁড়ান... গেল বসন্তে দেখা হয়েছিল, তাই নয়? মনে হচ্ছে আপনার নামটা পর্যন্ত স্মরণে আছে...

তেতেরেভ। আপনাকে আমার মনে আছে...

ডাক্তার। তাই বুঝি?

তেতেরেভ। হ্যাঁ, যখন ভালোর দিকে গেলাম তখন আমার খাবার বাড়িয়ে দিতে আপনাকে বলেছিলাম, আর আপনি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'এই যা পাচ্ছো তাই যথেষ্ট। তোমার মতো বাউণ্ডুলে আর মাতালের অভাব পৃথিবীতে নেই'...

ডাক্তার (হতচকিতভাবে)। কিন্তু ওটা... ওটা... মাপ করবেন, কিন্তু আপনি... আপনার নাম... মানে, আমার নাম ডাঃ নিকোলাই ত্রয়েরুকভ... আর...

তেতেরেভ (ডাক্তারের দিকে যেতে যেতে)। আর আমি হচ্ছি ত্রিকালজ্ঞ তেরেন্‌তি, সবুজ বোতলের সর্দার। (ডাক্তার পিছু হটে গেল।) ভয় নেই গায়ে হাত দেব না... (ডাক্তারকে পেরিয়ে তেরেন্‌তি অলিন্দে চলে গেল। হাঁ করে ডাক্তার তাকে দেখছে, টুপি দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। পিওতর এল।)

ডাক্তার (অলিন্দের দিকে চোরের মতো তাকিয়ে)। আমাকে উঠতে হয় এবার! অন্য রোগীরা বসে আছে... যদি আবার ব্যথা ওঠে... তাহলে... ওই ওষুধের... কয়েক ফোঁটা আবার দেবেন... কিন্তু বিশেষ কিছু ব্যথা হওয়া উচিত নয়... নমস্কার!.. ও... ইয়ে... ওই ভদ্রলোকটি... যিনি এইমাত্র এখানে ছিলেন... বেশ ইনটেরেস্টিং লোক... উনি কি... ইয়ে... আপনাদের আত্মীয়?..

পিওতর। না, আশ্রিত...

ডাক্তার। ও!.. খুব ভালো! অত্যন্ত মৌলিক ধরনের লোক! নমস্কার... ধন্যবাদ! (প্রস্থান। পিওতর ডাক্তারকে ছেড়ে দিয়ে আসতে গেল। নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বেস্যেমেনভ ও আকুলিনা ইভানভনা সাবধানে পা টিপে টিপে তাতিয়ানার ঘরের দরজায় গেল।)

বেস্যেমেনভ। সবুর করো। ভেতরে যেও না... কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। খুব সম্ভব ঘুমোচ্ছে... ওকে জাগানো উচিত হবে না... (আকুলিনা ইভানভনাকে কোণের তোরঙ্গের কাছে নিয়ে গিয়ে।) গিন্নী, আমাদের কপালে... শেষ পর্যন্ত এই ছিল! কী কুৎসা আর কানাঘুষোটাই না হবে — কখনো থামবে না...

আকুলিনা ইভানভনা। ছি, ছি, কর্তা, কী বলছো তুমি? ওদের কথায় আমাদের বয়ে গেল। বকবক করে ওদের মুখ খসে পড়ুক... মেয়েটা সেরে গেলেই হল! যদি মন চায়, ছাদে দাঁড়িয়ে ওরা চেঁচাক গে...

বেস্যেমেনভ। হ্যাঁ... তা সত্যি... ঠিক বলেছো!.. শুধু... আমরা শুধু লাঞ্ছিত হলাম, সেটার খেয়াল আছে?

আকুলিনা ইভানভনা। লাঞ্ছনা... কেন?

বেস্যেমেনভ। নিজের মেয়েটা শেষ পর্যন্ত বিষ খেল, দেখলে? তাতে আমাদের দুজনের অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? কী করেছি ওর? কী করেছি? নৃশংস অত্যাচার করেছি? ওরা আমাদের সম্বন্ধে যা-তা রটাবে... তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, ছেলেমেয়ের জন্য সবকিছু সইতে পারি... কিন্তু সইতে হবে কেন? কী করেছি যে সইতে হবে? সে-কথাটা জানতে চাই... নিজের ছেলেমেয়ে! ওরা আমাকে একটা কথাও বলে না... ওরা কী ভাবে? জানি না! ওদের মনে কী আছে? আমি তো টের পাই না! সেজন্যই বিশ্রী লাগে!

আকুলিনা ইভানভনা। জানি গো... আমারো খারাপ লাগে! আমি তো... ওদের মা... যাই হোক না কেন... ওদের জন্য খেটে খেটে প্রাণপাত করছি, কিন্তু সেজন্য কোন কৃতজ্ঞতা নেই... সব জানি! ওরা সুখে শান্তিতে থাকলে কিছু মনে করতাম না... কিন্তু কী কেলেঙ্কারীটাই না করল!

পোলিয়া (তাতিয়ানার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে)। শ্‌-শ্‌... ওর ঘুম পেয়েছে...

বেস্যেমেনভ (দাঁড়িয়ে উঠে)। কেমন আছে ও? ভেতরে গিয়ে দেখতে পারি?

আকুলিনা ইভানভনা। আমি শব্দটি পর্যন্ত করব না। শুধু আমরা দুজন ভেতরে যাব?

পোলিয়া। ডাক্তার কাউকে ঢুকতে মানা করেছে...

বেস্যেমেনভ (সন্দিগ্ধভাবে)। কী করে জানলে? তোমার সঙ্গে তো ডাক্তারের দেখা হয় নি...

পোলিয়া। ইয়েলেনা নিকোলায়েভনা আমাকে বলেছে।

বেস্যেমেনভ। তিনি বুঝি ওখানে? দেখছো তো কাণ্ডটা... অচেনারা ওকে দেখতে পারে, কিন্তু আপনার লোকে নয়। অদ্ভুত ব্যাপার...

আকুলিনা ইভানভনা। আমরা রান্নাঘরে খাব... যাতে বেচারার কোন অসুবিধে না হয়... বেচারা!.. আমাকে একবারটি উঁকি মেরে পর্যন্ত দেখতে দিল না... (হতাশায় হাত নেড়ে অলিন্দে চলে গেল। পাশ-দেরাজে ঠেসান দিয়ে তাতিয়ানার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে পোলিয়া দাঁড়িয়ে রইল। ওর ভুরু দুটো কুঞ্চিত, ঠোঁট চাপা, সমস্ত শরীরে টান-টান ভাব। যেন কিছুর প্রতীক্ষায় আছে এমন ভাবে বেস্যেমেনভ টেবিলের পাশে বসে রইল।)

পোলিয়া (আস্তে আস্তে)। বাবা আজ এখানে এসেছিলেন?

বেস্যেমেনভ। বাপকে তো তুমি চাও না। বাপ তোমার কী? তুমি কী চাও জানি... (বিস্মিতভাবে পোলিয়া তার দিকে তাকাল) হ্যাঁ! তোমার বাবা এসেছিল... নোংরা ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় পরে, ভব্যতা বলে যদি কিছু থাকে... তবু বাপ বলে ওকে তোমার সম্মান করা উচিত...

পোলিয়া। করিই তো... ওটা... আমাকে বলার মানে?

বেস্যেমেনভ। তোমার জানা উচিত... তাই। তোমার বাবা বাউণ্ডুলে লোক, কিন্তু তবু তার কথা মেনে চলা কর্তব্য... কিন্তু বাপ জিনিসটা কী সে বোধ যে তোমাদের আছে?.. তোমাদের মন বলে কোন পদার্থ নেই, ছোকরা-ছুকরিদের কারোরই নেই... নিজের কথাটাই ধরো না কেন... তোমার চালচুলো নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা পর্যন্ত নেই। সবাইকে খাতির করে... বিনীতভাবে মানিয়ে চলা তোমার উচিত... কিন্তু তুমি নিজের মতামত জাহির করতে ছাড়ো না! ভাবটা এমন যেন লেখাপড়া-জানা লোকের মতো বিদ্যেবুদ্ধি আছে। হুঁ। আর এখন তো বিয়ে করতে চলেছো... আর ও ঘরে একজন শুয়ে আছে যে নিজের জীবন প্রায় নিতে গিয়েছিল...

পোলিয়া। আপনি কী বলছেন?.. কেন এমনধারা কথা বলছেন?

বেস্যেমেনভ (চিন্তার খেই হারিয়ে-যাওয়া লোকের মতো বিরক্তভাবে)। কথাটা ভেবে দেখো... বোঝবার চেষ্টা করো... আমি তাই বলছি, যাতে কথাটা তোমার মাথায় ঢোকে! তুমি কে? কেউ না, আর তবুও... তোমার বিয়ে হতে চলেছে! আর আমার মেয়ে... ওখানে কী করতে দাঁড়িয়ে আছো? রান্নাঘরে যাও... কাজকর্ম করো... আমি নজর রাখছি... তুমি যাও! (পোলিয়া হতচকিতভাবে তাকিয়ে যেতে উদ্যত হল।) দাঁড়াও! আজ আমি... ইয়ে তোমার বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি...

পোলিয়া। কেন?

বেস্যেমেনভ। তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না! যাও! (বিস্মিত পোলিয়া বেরিয়ে গেল। বেস্যেমেনভ আস্তে আস্তে তাতিয়ানার ঘরের কাছে দরজাটা একটু ফাঁক করল

যাতে দেখতে পারে। ইয়েলেনা বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।)

ইয়েলেনা। ভেতরে যাবেন না, ও ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে! ওকে বিরক্ত করবেন না...

বেস্যোমেনভ। হুঁ... তোমরা যত খুসী বিরক্ত করতে পারো... কিন্তু কাউকে বিরক্ত করার কোন অধিকার আমাদের নেই...

ইয়েলেনা (বিস্ময়ে)। কী বলছেন আপনি? কিন্তু ও যে অসুস্থ!..

বেস্যোমেনভ। জানি... সব জানি... (অলিন্দে বেরিয়ে গেল। বেস্যোমেনভের দিকে চেয়ে ইয়েলেনা কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর জানলার ধারে গিয়ে কোচে বসল, মাথার পিছনে হাত রেখে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। ঠোঁটে স্বল্প হাসি, স্বপ্নালুভাবে চোখ বন্ধ হয়ে এল। পিওতরের প্রবেশ, চেহারাটা এলোমেলো, উসখো-খুসখো, বিরস। মাথা ঝাঁকাল, যেন কিছু একটা ভোলার চেষ্টা করছে। ইয়েলেনাকে দেখে দাঁড়াল।)

ইয়েলেনা (চোখ না খুলে)। কে ওখানে?

পিওতর। হাসছো কেন? যা ঘটেছে... তারপর... কাউকে হাসতে দেখলে অদ্ভুত লাগে...

ইয়েলেনা (ওর দিকে তাকিয়ে)। মেজাজ খারাপ? ক্লান্ত? বেচারা... তোমার জন্য ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে...

পিওতর। নিজের জন্য আমারি খারাপ লাগছে।

ইয়েলেনা। তোমার অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত...

পিওতর। উচিত, তা জানি। কী করছি এখানে? এখানকার জীবন অসহ্য...

ইয়েলেনা। কী ধরনের জীবন চাও? বলো তো, শুনি!..

তোমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি... কিন্তু তুমি তো কখনো জবাব দাও না...

পিওতর। খুলে বলা কঠিন...

ইয়েলেনা। আমাকে খুলে বলাও?

পিওতর। তোমাকেও... আমাকে তুমি কী ভাবে দেখো... কেমন করে জানব? আমার কথাটাই বা কী ভাবে নেবে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে তুমি...

ইয়েলেনা। আমি কী? বলো...

পিওতর। যে তুমি আমাকে ভালো...

ইয়েলেনা। যে তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে! তুমি খাসা মিষ্টি... ছেলে!

পিওতর (অধীরভাবে)। আমি ছেলেমানুষ নই! আমি অনেক চিন্তা করেছি... শোনো, আমাকে ঠিক করে বলো তো — নিল, শিশকিন, স্ভেতায়েভা... আর ওদের মতো মুখর লোকেরা যেসব জিনিষ নিয়ে হৈচৈ করে... সেগুলোর তারিফ তুমি করো? ভারী ভারী বই চেঁচিয়ে পড়া, মজুরদের নাটক দেখানো, সৎ আমোদ-প্রমোদ, এই তুচ্ছ সবকিছু সময় কাটাবার যুক্তিসঙ্গত উপায় বলে তোমার মনে হয়? সেগুলোর সত্যি সত্যি কোন গুরুত্ব আছে? সারা জীবন উৎসর্গ করার মতো ওগুলো? তোমার কী মনে হয়?

ইয়েলেনা। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, মণি... কী করে বলব। জানোই তো আমার স্বভাবটা অত্যন্ত চটুল... ওদের সবাইকে, নিল, শিশকিন আর অন্য সবাইকে আমার ভালোই লাগে... ওরা বেশ বুদ্ধিমান, হাসিখুসী, সবসময়ে কিছু না কিছু করছে... হাসিখুসী লোক আমার ভালো লাগে... আমি নিজেও হাসিখুসী... কিন্তু জিজ্ঞেস করছো কেন?

পিওতর। কেননা... ওদের মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে! এই ভাবে বেঁচেই যদি ওদের আনন্দ... তাহলে

আনন্দ করুক! আমার কোন আপত্তি নেই... কিছুতেই আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমি যে ভাবে থাকি তাতে ওরা আপত্তি করে কেন? নিজেদের কাজে ওরা বিশেষ গুরুত্ব কেন আরোপ করে... আমাকে কেন বলে কাপুরুষ, আত্মকেন্দ্রিক...

ইয়েলেনা (ওর মাথায় হাত দিয়ে)। বেচারা... ভয়ানক ক্লান্ত...

পিওতর। না, তা নই... আমার শুধু বিরক্ত লাগছে। নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার আমার আছে! নিজের মতো করে — তাই না?

ইয়েলেনা (ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে)। সেটা বলা আমার জ্ঞানে কুলোবে না... আমি নিজের মতো করে থাকি, যা ভালো মনে করি ঠিক সেভাবে... আর আমাকে আশ্রমবাসী করাতে কেউ পারবে না, যতই না বলুক! জোর করে পাঠালে হয় পালাব নয় নদীতে ঝাঁপ দেব...

পিওতর। তুমি ওদের সঙ্গে বেশী সময় কাটাও, আমার সঙ্গে নয়। তুমি... আমার চেয়ে বেশী ভালোবাসো ওদের! সেটা আমি বুঝি... কিন্তু তোমাকে এই বলতে চেয়েছিলাম — এবং বলতে পারি! — ওরা সব ফাঁপা পিপে।

ইয়েলেনা (বিস্মিত হয়ে)। ওরা — কী?..

পিওতর। ফাঁপা পিপে... ফাঁপা পিপের উপকথাটা জানো তো?

ইয়েলেনা। জানি... কিন্তু আমিও... তাহলে ফাঁপা পিপে?

পিওতর। না, না! তুমি প্রাণবন্ত। বনের গভীরে ঠাণ্ডা ঝর্ণার মতো তুমি সতেজ।

ইয়েলেনা। তাই না কি? আমি সত্যিই অতটা ঠাণ্ডা?

পিওতর। দোহাই তোমার, ঠাট্টা কোরো না! আমার কাছে এই মুহূর্তটি হল... এই মুহূর্তটি হল... হুঁ। আর তোমার

মজা লাগছে। কেন? আমি কি সত্যিই হাসির পাত্র? আমি বাঁচতে চাই... মনের মতো... নিজের মতো করে বাঁচতে চাই!

ইয়েলেনা। তাহলে সেভাবে বাঁচো না কেন? কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?

পিওতর। কে? আছে কেউ একজন... কিম্বা একটা কিছু! যখনি ঠিক করি যে আলাদা, একলা হয়ে থাকব... তখনি মনে হয় কে যেন বলছে সে রকম ভাবে থাকা আমার চলবে না!

ইয়েলেনা। তোমার বিবেক?

পিওতর। না, বিবেক কেন হবে? আমি... না... আমি কী, খুন-খারাপী করার কথা ভাবি? আমি শুধু স্বাধীন হতে চাই... তার মানে...

ইয়েলেনা (ওর দিকে ঝুঁকে)। ওটা তোমার মনের কথা নয়! কথাটা অত্যন্ত সহজ, তুমি যা বলতে চাইছো তার চেয়ে অনেক সহজ! তোমাকে সাহায্য করতে হবে দেখছি, আহা গোবেচারা আমার... নইলে কথার জালে জড়িয়ে পড়বে...

পিওতর। আমাকে ঠাট্টা করছো ইয়েলেনা নিকোলায়েভনা! তুমি... বড়ো নিষ্ঠুর! আমি বলতে চাই... এই আমি, তোমার কাছে আমার হৃদয় উন্মুক্ত করে দিচ্ছি!

ইয়েলেনা। না, এটাও ঠিক হল না!

পিওতর। হয়ত, আমার শক্তি নেই... জীবনের চাপ আমার পক্ষে অত্যন্ত বেশী! আমার পরিবেশের গতানুগতিকতার বিষয়ে জানি বটে, কিন্তু না পারি পরিবেশ বদলাতে, না পারি ভালো করতে... চলে যেতে চাই আমি, একলা থাকতে চাই...

ইয়েলেনা (দু'হাতে ওর মাথা নিয়ে)। আমি যা বলছি বলো তো: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

পিওতর। বাসি, সত্যি বাসি! কিন্তু... তুমি আবার ইয়ার্কি করছো!

ইয়েলেনা। না, ইয়ার্কি করছি না। সত্যি বলছি। আমি অনেকদিন ধরে ঠিক করে রেখেছি তোমাকে বিয়ে করব! হয়ত, এটা ঠিক নয়... কিন্তু ভীষণভাবে সেটা চাই...

পিওতর। আমার... সুখের শেষ নেই! তোমাকে ভালোবাসি যেন... (দেয়ালের পিছনে তাতিয়ানার গোঙানি শোনা গেল। লাফিয়ে উঠে পিওতর উদভ্রান্তভাবে চারদিকে তাকাল। ইয়েলেনার ভাবান্তর হল না, সে-ও উঠে দাঁড়াল। পিওতর মৃদু স্বরে।) তাতিয়ানা... নিশ্চয়ই। আর এখানে... আমরা...

ইয়েলেনা (ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে)। আমরা অন্যায় কিছু করি নি...

তাতিয়ানা। জল... আমাকে জল দাও...

ইয়েলেনা। আসছি... (হেসে পিওতরের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। দু'হাতে মাথা চেপে উদভ্রান্তভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল পিওতর। ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং শোনা গেল আকুলিনা ইভানভনার সজোর ফিসফিস।)

আকুলিনা ইভানভনা। পিওতর! পিওতর, তুমি কোথায়?

পিওতর। এখানে...

আকুলিনা ইভানভনা। খেয়ে নেবে চলো...

পিওতর। খেতে চাই না... আমি যাব না...

ইয়েলেনা (তাতিয়ানার ঘর থেকে এসে)। ও আমার সঙ্গে আসছে...

(আকুলিনা ইভানভনা অসন্তুষ্টভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।)

পিওতর (ইয়েলেনার কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে)। সত্যি আমরা কেমন... এখানে আমরা... আর তাতিয়ানা...

ইয়েলেনা। চলো... এতে খারাপ কী আছে? থিয়েটারে গুরুগম্ভীর দৃশ্যের পরে সবসময়েই হালকা কিছু দেখায়... আসল জীবনে সেটা আরো বেশী দরকার...

(পিওতরের হাত ধরাতে ও আরো কাছে ঘেঁষে এল, দুজনে বেরিয়ে গেল।)

তাতিয়ানা (ভাঙ্গা গলায় কাতরে)। ইয়েলেনা!.. ইয়েলেনা!..

(পোলিয়া দৌড়িয়ে এল।)

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অংক

একই দৃশ্য

সন্ধ্যা। টেবিলের উপরে আলো জ্বলছে। চায়ের জন্য টেবিল সাজাচ্ছে **পোলিয়া**। **তাতিয়ানা**, এখন আরোগ্যের মুখে, সোফায় শায়ীন, বাতির আলোর প্রায় বাইরে। পাশে **স্ভেতায়েভা** বসে।

তাতিয়ানা (মৃদু কণ্ঠে, ভর্ৎসনার সুরে)। তুমি কি ভাবো তোমার মতো হাসিমুখে, সাহস করে জীবনের মুখোমুখি হতে আমি চাই না? আমি চাই... কিন্তু পারি না! জন্ম থেকে আমার কিছুতে বিশ্বাস নেই... চিন্তা করতে শিখেছি...

স্ভেতায়েভা। তুমি বড্ডো বেশী ভাবো... আর শুধু ভাবার দোহাই দিয়ে বিদ্যেবুদ্ধি বাড়ানোর কোন মানে নেই... চিন্তাশক্তি ভালো জিনিষ, কিন্তু... তার সঙ্গে সঙ্গে চাই কল্পনাশক্তি... তা না হলে জীবনে বিরক্তি আর বোঝার সীমা থাকবে না... ভবিষ্যতের ছবি দেখার মতো ক্ষমতা থাকা চাই — অন্তত মাঝে মাঝে...

(স্ভেতায়েভার কথা শুনতে শুনতে সস্নেহে পোলিয়া হাসল।)

তাতিয়ানা। আর ভবিষ্যতে তুমি কী দেখতে পাও?

স্ভেতায়েভা। যা প্রাণ চায় তাই!

তাতিয়ানা। কথাটা তাই... প্রখর কল্পনাশক্তি চাই!

স্ভেতায়েভা। আর দরকার বিশ্বাস...

তাতিয়ানা। কীসে?

স্ভেতায়েভা। নিজের স্বপ্নে। আমার স্কুলের ছেলেদের চোখে চোখ পড়লেই আমি ভাবি — এই যে নভিকভ। স্কুল শেষ করে ও কলেজে যাবে... তারপর ইউনিভার্সিটিতে... হয়ত ডাক্তার হবে শেষ পর্যন্ত! ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, খাসা ছেলে, বাচাল নয়... চওড়া কপাল। লোকজনের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে চলে। লাভের কথা না ভেবে ছেলেটা খুব খাটবে... আর লোকে ওকে খাতির করবে, ভালোবাসবে... আমার কোন সন্দেহ নেই! আর ছেলেবেলাকার কথা ভাবতে ভাবতে একদিন ওর মনে পড়ে যাবে টিফিনের সময় খেলতে খেলতে ওর মাস্টারনী স্ভেতায়েভা কী ভাবে ওর নাকে খোঁচা দিয়েছিল... হয়ত মনে পড়বে না... তাতে কিছু এসে যায় না!.. কিন্তু খুব সম্ভব মনে পড়বে... আমাকে ওর খুব পছন্দ। আর তারপর ওই ক্লুকভ ছোঁড়াটা, রুক্ষসুক্ষ, ময়লা-মুখ, অন্যমনস্ক ভাব। সবসময়ে তর্ক, সবসময়ে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ছে। মা-বাপ নেই, কাকার সঙ্গে থাকে, কাকা রাত্রির প্রহরী... ওদের পয়সা-কড়ি একেবারে নেই... কিন্তু ছেলেটার কী সাহস আর গর্ব! মনে হয় বড়ো হয়ে ও সাংবাদিক হবে। আমার ক্লাসে কত যে ইনটেরেস্টিং বাচ্ছা আছে যদি জানতে! সবসময়ে আঁচ করার চেষ্টা করি ওরা কী হবে, জীবনে ওদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী... ভীষণ মজা লাগে ভাবতে... জিনিষটা তুচ্ছ হতে পারে, তাতিয়ানা... কিন্তু ভাই, ভারী মজার!

তাতিয়ানা। আর তুমি? তোমার নিজের কী হবে?

তোমার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ... হয়ত উজ্জ্বল, কিন্তু তোমার নিজের... তোমার অবস্থাটা তখন...

স্ভেতায়েভা। তখন বেঁচে থাকব না, এই বলতে চাইছো? মোটেই না, আমি অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকব...

পোলিয়া (নরম গলায়, মৃদুভাবে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। ভারী মিষ্টি লোক আপনি, মাশা! খুব ভালো লোক...

স্ভেতায়েভা (ওর দিকে তাকিয়ে হেসে)। ধন্যবাদ, দোয়েল... আমি ভাবালু মানুষ নই, তাতিয়ানা... কিন্তু যখনি ভবিষ্যতের কথা ভাবি... ভবিষ্যতের লোকজনের আর তাদের জীবনযাত্রার কথা ভাবি, তখনি একটি মধুর, গম্ভীর অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে... পরিষ্কার, ধারালো শরতের দিনে যেমন ভাব হয় তেমন ভাব... কী রকম দিনের কথা বলছি জানো তো, যখন পরিষ্কার আকাশে শান্ত সূর্য জ্বলে, হাওয়া ভারী আর স্বচ্ছ, দূরের জিনিষ তীক্ষ্ণ দেখায়... বেশ তাজা ভাব, কিন্তু ঠান্ডা নয়, রোদ আছে, কিন্তু গরম নয়...

তাতিয়ানা। স্বপ্ন... শুধু স্বপ্ন... হয়ত তুমি আর নিল, আর শিশকিন, আর তোমাদের গোত্রের মানুষরা... হয়ত সত্যিই স্বপ্ন নিয়ে থাকতে পারে... কিন্তু আমি পারি না।

স্ভেতায়েভা। দাঁড়াও ভাই... ওগুলো তো শুধুই স্বপ্ন নয়...

তাতিয়ানা। আমার কাছে কোন জিনিষ কখনো বাস্তব মনে হয় নি... কোন কিছু না... হয়ত আমি নিজে আর এই চারটে দেয়াল ছাড়া... 'হ্যাঁ' বা 'না' বলি বিশ্বাস করি বলে নয়... যা হোক কিছু একটা বলতে হবে বলে বলি। আর মাঝে মাঝে 'না' বলে থেমে যাই, ভাবি ঠিক বলেছি কিনা। আমার হয়ত 'হ্যাঁ' বলা উচিত ছিল?

স্ভেতায়েভা। ও ধরনের মানুষ হয়ে তুমি আনন্দ পাও... সত্যি বলো তো: 'এক খোলে দুটো মানুষের' কথাটা তোমার

মনঃপূত নয় কি? কিম্বা হয়ত কোন কিছুতে বিশ্বাস করতে ভয় পাও... কেননা, বিশ্বাসের মানে দায়িত্ব...

তাতিয়ানা। জানি না... সত্যি জানি না। তোমার চেলা করে নাও-না। অন্যদের তো চেলা করেছো... (মৃদু হাসি হাসল।) তোমাতে যাদের আস্থা আছে তাদের জন্য দুঃখ হয়... শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তো ভ্রান্তি-বিলাস! জীবন এখন যা বরাবর তাই ছিল... বরাবর তাই থাকবে... অন্ধকার আর গুমোট...

স্ভেতায়েভা (হেসে)। তাই থাকবে? হয়ত থাকবে না।

পোলিয়া (যেন নিজেকে বলছে)। কখনো থাকবে না!

তাতিয়ানা। কী বললে?

পোলিয়া। বললাম, থাকবে না!

স্ভেতায়েভা। বেড়ে বলেছো দোয়েল!

তাতিয়ানা। তোমার দুর্ভাগা... চেলাদের আর একজন? কিন্তু কেন থাকবে না, ওকে জিজ্ঞেস করো তো! কীসে অদলবদল হবে? জিজ্ঞেস করো তো!..

পোলিয়া (লঘুপায়ে ওদের কাছে এসে)। বদলে যেতে হবেই, কেননা... কেননা... এখন জীবন সবায়ের জন্য নয়! খুব অল্প লোকেই সত্যিকার বাঁচে... বেশীর ভাগ লোকের নিঃশ্বাস ফেলার সময় হয় না... যা সময় থাকে কাজে যায়, পেটের খোরাক জোটাতে যায়... কিন্তু যখন ওরাও...

শিশকিন (হৈহৈ করে ঢুকে)। হ্যালো! (পোলিয়াকে) নমস্কার, ডানকান রাজার সুন্দরী কন্যা!

পোলিয়া। কোন রাজার?

শিশকিন। হাতে-নাতে ধরা পড়লে! তার মানে হাইনের বইটা পড়ো নি, দু'হপ্তা আগে যেটা দিয়েছিলাম। নমস্কার, তাতিয়ানা ভাসালিয়েভনা

তাতিয়ানা (হাত বাড়িয়ে দিয়ে)। বই পড়ার সময় ওর আর নেই... বিয়ে করবে যে...

শিশাকিন। তাই না কি? কাকে?

স্ভেতায়েভা। নিলকে...

শিশাকিন। তাহলে তোমাকে অভিনন্দন জানাই... কিন্তু সাধারণত বিয়ে, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদির কোন মানে আমি দেখি না... আধুনিক পরিস্থিতিতে বিয়ে...

তাতিয়ানা। থামো, থামো! রেহাই দাও! এ বিষয়ে তোমার মতামত আগেই শুনেছি...

শিশাকিন। বেশ, রেহাই দিলাম! তাছাড়া, সময় নেই। (স্ভেতায়েভাকে) তুমি আমার সঙ্গে আসছো না কি? বেশ, বেশ। পিওতর কোথায়?

পোলিয়া। ওপরে...

শিশাকিন। হুম... না, ওর কাছে যাব না! তাতিয়ানা ভাসিলিয়েভনা... না পোলিয়া, বরঞ্চ... তুমি ওকে শুধু বলো যে আমি... ইয়ে... প্রখোরভকে পড়ানো... মানে আবার আমার ছাত্রের অভাব ঘটেছে...

স্ভেতায়েভা। তোমার কপালটা সত্যিই খারাপ!

তাতিয়ানা। ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছো বুঝি?

শিশাকিন। এমন কিছু নয়। আমি... ভদ্র হবার চেষ্টা করেছিলাম...

স্ভেতায়েভা। কিন্তু ঝগড়াটা কেন হল? আমি ভেবেছিলাম প্রখোরভকে নিয়ে তুমি খুসী?..

শিশাকিন। ছিলাম তো... ধুত্তোর ছাই! আর সত্যি কথা বলতে, অনেকের তুলনায়... লোকটা ভালোই ছিল বলতে হবে... লোকটা বোকা নয়, কিন্তু বড়ো রোয়াব... তাছাড়া বকুনতুরে আর এক কথায় (হঠাৎ ফেটে পড়ে) — বেটা জানোয়ার!

তাতিয়ানা। আমার মনে হয় পিওতর এর পরে তোমাকে আর ছাত্র জোগাড় করে দেবে না...

শিশাকিন। হয়ত আমার ওপরে চটবে...

স্ভেতায়েভা। প্রখোরভের সঙ্গে কী হয়েছিল?

শিশাকিন। কথাটা বললে বিশ্বেস করবে? দেখা গেল বেটা ইহুদীবিদ্বেষী!

তাতিয়ানা। তাতে তোমার কী?

শিশাকিন। কিন্তু সেটা তো... অসভ্যতা! এদিকে শিক্ষার ভান, ওদিকে মনের ভাব এই! লোকটা ইতর বুর্জোয়া, আর কিছু না! এই ধরো না, ওর ঝি রবিবার স্কুলে যেতে শুরু করল। চমৎকার! ও নিজে আমাকে এ ধরনের স্কুলের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দিল — গায়ে পড়ে। এমন কি জাঁক করে বলল আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের ও একজন। বেশ, একটা রবিবার বাড়ী ফিরে এসে দেখল, কী সর্বনাশ! দরজা খুলে দিচ্ছে ঝি নয়, ছেলেমেয়েদের নার্স! ঝি গেল কোথায়, জিজ্ঞেস করল। শুনল স্কুলে। কী তুমুল কাণ্ড! আর সেদিন থেকেই ঝির রবিবারের স্কুলে যাওয়ার ইতি। শুনে কেমন লাগছে?

(তাতিয়ানা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল, কিছু বলল না।)

স্ভেতায়েভা। ও এমনিই, মুখেন মারিতং জগত...

শিশাকিন। পিওতর বরাবর আমাকে এ রকম অভাব্যি ছাত্র জুটিয়ে দেয়।

তাতিয়ানা (নীরসভাবে)। যত দূর জানি, খাজাঞ্চী-ছাত্রটিকে তোমার ভালোই লেগেছিল...

শিশাকিন। তা লেগেছিল... বুড়োটা বেশ লোক ছিল! কিন্তু তা হলে কী হবে, মুদ্রাতত্ত্ববিদ যে! ক্রমাগত তামার পয়সা আমার চোখের সামনে ধরে রাজা-উজীর আর রথের

প্রলাপ বকত। যতদিন পারি সহ্য করলাম, শেষে একদিন বললাম: 'শুনুন, ভিকেন্তি ভাসিলিয়েভিচ, আপনি বাজে জিনিষে সময় নষ্ট করছেন। রাস্তার যে কোন পাথরের টুকরো আপনার মুদ্রাগুলোর চেয়ে প্রাচীন।' বুড়ো ভয়ানক বিচলিত হল। বলল: 'আপনি বলতে চান জীবনের পোনেরোটা বছর বাজে জিনিষে কাটিয়েছি?' না কী করে বলি, আর তাই... পাওনা মিটিয়ে দেবার সময় আধ-রুবল দিল না... সংগ্রহের জন্য রেখে দিল বোধ হয়। যা হোক, ওর সঙ্গে ঝগড়াটা কিছু নয়... কিন্তু প্রখোরভের সঙ্গে ব্যাপারটা... হুম... (বিরসভাবে।) আমার মতো লোক হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার! (তাড়াহুড়ো করে।) মারিয়া নিকিতিশনা, এবার যেতে হয়!

স্ভেতায়েভা। আমি তৈয়ার। আসি তাহলে তাতিয়ানা! কাল রবিবার, সকালে আসব...

তাতিয়ানা। ধন্যবাদ। মাঝে মাঝে নিজেকে আগাছার মতো মনে হয়, লোকের পায়ে লেগে যায়... আহা মরি কিছু না... শুধু পায়ের নিচে গজাই যাতে লোকের পা আটকে যায়...

শিশকিন। ওঃ, কথার কী ছিরি!

স্ভেতায়েভা। তাতিয়ানা, তোমার মুখে এ রকম কথা শুনলে খারাপ লাগে...

তাতিয়ানা। দাঁড়াও... আমার মনে হয় — বরঞ্চ আমি জানি বলা চলে — হ্যাঁ, আমি একটা তিক্ত কথা জানি: যার বিশ্বাস নেই সে বাঁচার যোগ্য নয়... তার মরাই উচিত... হ্যাঁ!

স্ভেতায়েভা (হেসে)। সত্যি? আর হতে পারে, তা নয়?

তাতিয়ানা। তুমি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছো... আর কিছু করার নেই বুঝি?

স্ভেতায়েভা। ঠাট্টা করছি না, লক্ষ্মীটি, সত্যি করছি না! তুমি অসুস্থ বলেই এ ধরনের কথা বলছো, তুমি ক্লান্ত, অসুস্থ... যাক, আজকের মতো আসি। আর ভেবো না যে আমাদের হৃদয় পাষাণ হয়ে গিয়েছে, মায়াদয়া নেই...

তাতিয়ানা। এসো... বিদায়!

শিশাকিন (পোলিয়াকে)। আর তুমি হাইনে কবে পড়তে শুরু করবে? ও, ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি তো বিয়ে করছো... হুম! বিয়ের বিরুদ্ধে দু'একটা কথা বলতে পারতাম কিন্তু সেটা... যাক। আসি! (স্ভেতায়েভার পিছু পিছু বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ।)

পোলিয়া। উপাসনা শীগ্‌গীরই শেষ হবে মনে হচ্ছে... সামোভারটা গরম করতে বলব না কি?

তাতিয়ানা। মা-বাবা চা খেতে চাইবেন মনে হয় না। কিন্তু তোমার যা ইচ্ছে করো। (কিছুক্ষণ চুপ করে।) এককালে চুপচাপ থাকলে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত, কিন্তু এখন আর কিছু চাই না।

পোলিয়া। আপনার ওষুধ খাবার সময় হয় নি?

তাতিয়ানা। এখনো হয় নি... এই শেষ ক'দিন কী গণ্ডগোল আর হৈচৈ না গেল। শিশাকিন বড়ো চেঁচায়...

পোলিয়া (ওর কাছে গিয়ে)। লোকটা কিন্তু খুব ভালো...

তাতিয়ানা। মনটা কোমল... কিন্তু বুদ্ধি বিশেষ নেই...

পোলিয়া। মানুষটা ভদ্র, আর সাহস আছে। যেটাকে ন্যায্য বলে মনে করে তার জন্য লড়াই করতে সবসময়েই তৈয়ার। কী ভাবে ঝি'টার পক্ষ নিল শুনলেন তো? বড়লোকের বাড়ীর ঝি-চাকর কী ভাবে থাকে তা নিয়ে বেশীর ভাগ মানুষ থোড়াই কেয়ার করে। করলেও, ওদের হয়ে দুটো কথা বলার ধৈর্য নেই।

তাতিয়ানা (পোলিয়ার দিকে না তাকিয়ে)। নিলকে বিয়ে করতে তোমার... ভয় হচ্ছে না পোলিয়া?

পোলিয়া (বিস্মিত হয়ে)। ভয় পাবার কী আছে? একেবারেই ভয় হচ্ছে না...

তাতিয়ানা। কী?.. তোমার জায়গায় থাকলে... আমার করত। তোমাকে... ভালো লাগে বলেই... বলছি। তুমি ওর মতো নও। তুমি সহজ সরল লোক, আর ও অনেক পড়াশোনা করেছে। ও শিক্ষিত। শেষ পর্যন্ত হয়ত তোমাকে ভালো লাগবে না... কথাটা কখনো ভেবে দেখেছো কি পোলিয়া?

পোলিয়া। না। শুধু জানি ও আমাকে ভালোবাসে...

তাতিয়ানা (বিরক্তভাবে)। ও কথাটা যেন কেউ কখনো জানতে পারে!..

(সামোভার নিয়ে তেতেরেভের প্রবেশ।)

পোলিয়া। ধন্যবাদ! দুধটা নিয়ে আসি। (বেরিয়ে গেল।)

তেতেরেভ (নেশার প্রতিক্রিয়ায় মুখটা ফোলা-ফোলা)। রান্নাঘর হয়ে আসছি, স্তেপানিদা দেখে ফেলে বলল সামোভারটা নিয়ে আসতে। বলল: 'দয়া করে যদি এটা নাও — তোমাকে আচার দেব, বেশ রসাল আচার...' লোভ সামলাতে পারলাম না, লোভিষ্ঠি লোক কিনা...

তাতিয়ানা। এরি মধ্যে উপাসনা সেরে নিলে?

তেতেরেভ। না, আজ যাই নি। মাথা ধরেছে। তুমি কেমন আছো, আগের চেয়ে ভালো তো?

তাতিয়ানা। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। দিনে অন্তত বিশ'বার লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে... বাড়ীতে এত হট্টগোল না থাকলে আরো ভালো লাগত। হৈচৈতে অতিষ্ঠ লাগে... চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি। বাবা তো হামেশাই নিলকে বকছেন, মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন... আর আমি শুয়ে শুয়ে সবাইকে

শুধু দেখি... বেঁচে থাকার, যেটাকে ওরা সবাই... বাঁচা বলে, তার কোন মানে দেখি না।

তেতেরেভ। মানে নেই কেন? বাঁচাটা হল বিচিত্র ব্যাপার! আমি তো বাইরের লোক, এ দুনিয়ার ব্যাপারে ব্যাপারী নই... শুধু কৌতূহলের জন্য বেঁচে আছি, কিন্তু তাহলেও জীবনে মনোহরা অনেক কিছু দেখছি।

তাতিয়ানা। জীবনের ওপরে তোমার কোন দাবী-দাওয়া নেই জানি। কিন্তু মনোহরা কী দেখলে?

তেতেরেভ। লোকেরা সুর বাঁধছে শুধু। পর্দা উঠি উঠি, বাজিয়েরা শিঙা আর বেহালা বাঁধছে, আওয়াজটা বেশ। খাঁটি সুরের টুকরো কয়েকটা কানে আসে, সুন্দর গৎ দু'একটা... ব্যস্ত হয়ে ভাবি আসরে কী হবে, ওরা কী বাজাবে, একক বাজিয়েরা কারা, অপেরার বিষয়বস্তুটা কী। ঠিক তাই ঘটছে এখানে... লোকেরা সুর বাঁধছে শুধু...

তাতিয়ানা। স্টেজের বিষয়ে... কথাটা হয়ত খাটে। কণ্ডাকটর এলেন, ব্যাটন নাড়ালেন, আর বাজিয়েরা পুরনো অচল একটা সুর বিচ্ছিরি নিষ্প্রাণভাবে বাজাল। কিন্তু এখানে... এখানকার বাজিয়েরা কী কিছু বাজাতে পারে? জানি না।

তেতেরেভ। বোধ হয় উঁচু গ্রামের কিছু...

তাতিয়ানা। দেখা যাবে। (অল্পক্ষণ চুপচাপ। তেতেরেভ পাইপ ধরাল।) সিগারেট না খেয়ে পাইপ খাও কেন?

তেতেরেভ। আরো সুবিধের বলে। আমি ভবঘুরে লোক, জানোই তো। বছরের বেশীর ভাগ সময়ে পথে পথে কাটে। শীগ্‌গীরই আবার বেরোব — শীতটা জমিয়ে পড়লেই।

তাতিয়ানা। কোথায় যাবে?

তেতেরেভ। জানি না... কোথায়, তাতে কিছু এসে যায় না...

তাতিয়ানা। মাতাল হয়ে... কোন খানায় পড়ে শীতে জমে মরবে...

তেতেরেভ। পথে কখনো মদ খাই না... আর জমে মরলেও বা কি? যেতে যেতে জমে মরা, বসে বসে পচার চেয়ে ভালো...

তাতিয়ানা। আমার কথা ভেবে বলছো?

তেতেরেভ। হে ভগবান, না! কী করে ভাবো সেটা? আমি কি... আমি অতটা নিষ্ঠুর নই!

তাতিয়ানা (হেসে)। বিচলিত হয়ো না। কিছু মনে করি নি। ব্যথায় আমার আর সাড়া জাগে না। (তিক্তভাবে।) সেটা সবাই জানে মনে হয়। নিল, পোলিয়া, ইয়েলেনা, মাশা... সবাই-এর ভাবটা বড়লোকদের মতো, দেখিয়ে দেখিয়ে বত্রিশ ব্যঞ্জন খায়, চেয়ে-থাকা ভিখিরীর অবস্থার কথা ভাবে না একবারও।

তেতেরেভ (মুখ বিকৃত করে, যেন দাঁত চেপে কথা বলছে এমন ভাবে)। নিজেকে এমন ভাবে হেয় কেন করো? আরো আত্মসম্মান থাকা উচিত তোমার...

তাতিয়ানা। যাক গে... অন্য বিষয়ে কথা বলা যাক। (অল্পক্ষণ থেমে।) নিজের বিষয়ে... কিছু বলো। কখনো তো বলো না... কেন বলো না?

তেতেরেভ। বিষয়বস্তুটা অত্যন্ত দীর্ঘ ও অত্যন্ত নীরস।

তাতিয়ানা। একটা কথা শুধাই! তুমি এ ধরনের... অদ্ভুত জীবনযাত্রা কেন বেছে নিয়েছো? বেশ চালাক চতুর আর গুণী লোক বলে মনে হয় তোমাকে... তুমি এখন যা, কেন তা হ'লে?..

তেতেরেভ (দন্তবিকশিত করে)। কেন হলাম? নিজের ঢঙে বললে কাহিনীটা অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিরক্তিকর হবে... আমি —

সুখের সন্ধানে গেলাম,
নগ্ন ফিরে এলাম, খালি পায়ে,
জামাকাপড়, আশা আর
সব স্বপ্ন উধাও...

ব্যাখ্যাটা ছোটো হলেও আমার পক্ষে অত্যন্ত সুন্দর। আমি বলতে বাধ্য যে রাশিয়ায় ভবঘুরে কিম্বা মাতালরা সংযত, সৎ লোকের তুলনায় অনেক বেশী মানসিক স্বস্তি উপভোগ করে। (পিওতর ও নিলের প্রবেশ।) তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ন কঠিন লোকেরাই শুধু দুনিয়ায় পথ করে চলতে পারে... এই যে, নিল! কোথা থেকে?

নিল। ডিপো থেকে। আজ লড়ে খাসা জিতেছি। আমাদের মাথা-মোটা ওপরওয়ালাটা...

পিওতর। মনে হচ্ছে শীগ্‌গীরই চাকরীটা খোয়াবে...

নিল। অন্য একটা খুঁজে নেব...

তাতিয়ানা। পিওতর, শিশকিন প্রখোরভের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। নিজে তোমাকে বলতে ওর লজ্জা করছিল...

পিওতর (বিরক্ত হয়ে)। জাহান্নমে যাক! সবকিছুরই... একটা সীমা আছে! প্রখোরভকে মুখ দেখাব কী করে? আর, আরো খারাপ সেটা, অন্যদের কাউকে আর সাহায্য করা আমার চলবে না...

নিল। অত তাড়াতাড়ির কী আছে? কার দোষ সেটা এখনো তো জানো না।

পিওতর। আলবৎ জানি!

তাতিয়ানা। ইহুদীদের প্রখোরভ দেখতে পারে না জেনে শিশকিন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গিয়েছিল...

নিল (হেসে)। ওর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!

পিওতর। ওটা তো তোমার কাছে মহৎ ঠেকবেই! অন্য লোকের মতামত সম্বন্ধে তোমারো কোন সম্ভ্রম নেই... জংলি মানুষ সব!

নিল। থামো! ইহুদী বিদ্বেষীদের তুমি সম্মান করো না কি?

পিওতর। মতামতের জন্য কারো সঙ্গে আমি ঝগড়া বাধাব না, মতামত যাই হোক না কেন।

নিল। আমি কিন্তু করব...

তেতেরেভ (দু'পক্ষকে ভালো করে দেখে নিয়ে)। চালাও, থেমো না।

পিওতর। করবার অধিকার... কে দিয়েছে?

নিল। অধিকার কেউ দেয় না, নিতে হয়... দায়িত্বের চাপে গুঁড়িয়ে যেতে না চাইলে স্বাধিকার অর্জন করে নিতে হয়...

পিওতর। তাই না কি!

তাতিয়ানা (খিটখিটে সুরে)। দোহাই তোমাদের, ঝগড়া থামাও!.. ঝগড়ার আর শেষ নেই! তোমাদের নিজেদের বিরক্তি ধরে যায় না কখনো?..

পিওতর (নিজেকে সামলে নিয়ে)। মাপ করো, আর করব না! কিন্তু সত্যি শিশকিন আমাকে যাচ্ছে তাই...

তাতিয়ানা। জানি... ও বোকা!

নিল। ও খাসা লোক! নিজের পা মাড়াতে কাউকে দেবে না, কিন্তু দরকার হলে অন্যদের পা মাড়াতে ও ইতস্তত করবে না! নিজের কদর বোঝাটা ভালো জিনিষ...

তাতিয়ানা। ছেলেমানুষী করাটা ভালো বলছো?

নিল। তা বলছি না। কিন্তু জিনিষটা ভালো, ছেলেমানুষী বলো আর যাই বলো না কেন!

পিওতর। উদ্ভট...

নিল। তাই ভাবো বুঝি? দাতাকে খারাপ লাগলে তার দেওয়া রুটির শেষ টুকরোটা ফেলে দেওয়াটা উদ্ভট?

পিওতর। ফেলে দেবার মানে — খুব ক্ষিধে নেই...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি অবশ্য সেটা মানবে না। তুমিও ঠিক শিশকিনের মতো... ঠিক ওর মতো ছেলেমানুষী তোমার... বাবাকে কতটা ঘেন্না করো সেটা তুমি বরাবর খুঁচিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দাও... কেন করো সেটা?

নিল। লুকিয়ে লাভ?

তেতেরেভ। বৎস, ভদ্রতার খাতিরে সর্বদা নির্জলা মিথ্যা কথা বলিবে...

পিওতর (নিলকে)। বলে লাভ কী হয়? শুনি সেটা।

নিল। তুমি আর আমি, আমরা একজন অন্যকে বুঝতে পারব না... তোমাকে বুঝিয়ে কী হবে। তোমার পিতৃদেব যা কিছু বলেন বা করেন আমার কাছে নক্কারজনক ঠেকে...

পিওতর। হয়ত আমারো তাই মনে হয়... কিন্তু সেটা না দেখাবার চেষ্টা করি। আর তুমি জোর করে দেখাও... আর ঝালটা তিনি আমাদের দুজনের ওপরে ঝাড়েন, তাতিয়ানা আর আমার ওপর...

তাতিয়ানা। আঃ, থামো বলছি! একঘেয়ে যে এসব!

(তার দিকে চেয়ে টেবিলের কাছে নিল গেল।)

পিওতর। তোমার এতে বিচলিত লাগে?

তাতিয়ানা। বিরক্ত লাগে! সেই একই... একঘেয়ে কথা বারবার!

(পোলিয়া এক জগ দুধ হাতে নিয়ে ঢুকল। নিলের মুখে স্বপ্নালু হাসি দেখে সবার দিকে তাকিয়ে রইল।)

পোলিয়া। সাধুর মতো দেখাচ্ছে না ওকে?

তেতেরেভ। এই পুলকিত হাসিটির অর্থ কী?

নিল। ওপরওয়ালাকে যা কড়াকড়া কথা শুনিয়েছি তাই ভাবছিলাম... বেশ মজার, আমাদের এই জীবনটা!

তেতেরেভ (গভীর খাদের গলায়)। তথাস্তু!

পিওতর (কাঁধ ঝাঁকিয়ে)। আশ্চর্য! এরা কি জন্ম থেকে কানা, এই আশাবাদীরা?

নিল। আমাকে আশাবাদী বলো কি না বলো জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে জীবনকে আমি উপভোগ করি! (উঠে পড়ে পায়চারি করতে লাগল।) বেঁচে থাকাটা দারুণ ব্যাপার!

তেতেরেভ। সত্যি, তাই!

পিওতর। জোড়া কমেডিয়ান — অবশ্য এটা যদি ভানের ব্যাপার না হয়!

নিল। আর তুমি... জানি না তোমাকে কী বলব? সবাই জানে তুমি প্রেমে পড়েছো, আর ও-ও তোমাকে ভালোবাসে। ডিগবাজী খাবার পক্ষে সেটা কি যথেষ্ট নয়? জীবনে অন্তত ছিটেফোঁটা আনন্দ পাবার জন্য? (সামোভারের পিছন থেকে গর্বিতভাবে পোলিয়া তাকাল। নিলের মুখ দেখার চেষ্টায় সোফায় পাশ ফিরল তাতিয়ানা। পাইপ থেকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তেতেরেভ হাসল।)

পিওতর। প্রথমত, তুমি ভুলে গিয়েছো যে ছাত্রদের বিয়ে করা বারণ; দ্বিতীয়ত, বাবামা'র সঙ্গে জোর লড়াই করতে হবে; আর তৃতীয়ত...

নিল। হায় ভগবান! এর চেয়ে হাসির আর কিছু হতে পারে? পিওতর, তোমার শুধু একটা পথ খোলা আছে, সেটা হল বনবাসী হওয়া!..

(পোলিয়া হাসল।)

তাতিয়ানা। তামাসা রাখো নিল...

নিল। তুমি ভুল পথে চলেছো, পিওতর! প্রেমে না পড়লেও জীবনটা মহান জিনিষ! হেমন্তের রাত্রে ঝড় বৃষ্টি... বা শীতকালে... তুষার ঝড়ের গর্জন, পৃথিবী বরফে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত কিছু ঢাকা পড়েছে, আর তোমাকে একটা ছ্যাকড়া এঞ্জিন চালাতে হচ্ছে, তখনো জীবন মহান! এ রকম রাত্রে গাড়ীতে বসে থাকা শ্রান্তিকর, শ্রান্তিকর ও... বিপজ্জনক, কিন্তু তবু তারো মোহ আছে! একটা মাত্র জিনিষের শুধু কোন মোহ নেই, সেটা হল যখন শুয়রের বাচ্ছাদের কাছ থেকে, বোকা গাধা আর জোচ্চোরদের কাছ থেকে সৎ লোকদের আদেশ নিতে হয়... কিন্তু জীবন ওদের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি। ওরা লোপ পাবে। সুস্থ শরীরে ঘায়ের মতো ওরা মিলিয়ে যাবে। গতির এমন কোন নিয়মকানুন নেই যা বদলানো যায় না!..

পিওতর। তোমার বক্তৃতাবাজি আগে অনেকবার শুনেছি। তোমার অদৃষ্টে কী আছে টের পাবে, সবুর করে থাকো!

নিল। নিজের অদৃষ্ট নিজে বানাব। ভয় পাবার পাত্র আমি নই! তোমার চেয়ে ভালো করে জানি যে জীবন কঠোর, কখনো কখনো তার নিষ্ঠুরতা ভয়াবহ, জানি যে একটা হিংস্র, অবারিত শক্তি লোককে পিষে ফেলছে। ও সব আমার জানা, ও সব আমার পছন্দ নয়। অসহ্য লাগে! প্রচলিত ব্যবস্থা মেনে নিতে আমি রাজী নই! জীবন ব্যাপারটা গুরুতর, আর সেটা তালগোল পাকিয়ে গেছে... সত্যিকার চেহারা ফিরিয়ে আনতে আমার সমস্ত শক্তি আর সামর্থ্য লাগবে। এ-ও জানি যে, আমি বীর পুরুষ নই, শুধু মাত্র শক্ত, সৎ লোক। তবুও বলি — শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব, তুমি দেখে নিও! আর জীবনকে বদলাবার আকাংক্ষা মিটাতে, ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে জীবনকে পিটিয়ে গড়তে... একে

সাহায্য করতে, ওকে বাধা দিতে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করব... একেই বলে বাঁচা, একেই বলে জীবনের আনন্দ!

তেতেরেভ (অল্প হেসে)। শিক্ষার গোপন রহস্য হল এই! এই হল দর্শনের শিক্ষা! আর সমস্ত দর্শন হল বুজরুকি!

ইয়েলেনা (দোরগোড়া থেকে)। চেঁচামেচি আর হাতপা ছোঁড়ার কারণটা কী?

নিল (ওর দিকে ছুটে গিয়ে)। এই যে এসো! ইনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারবেন! আমি এইমাত্র জীবনের জয়গান গাইছিলাম! ওদের বলো তো বেঁচে থাকাটা কত সুখের ব্যাপার!

পোলিয়া (কোমলভাবে)। সত্যি তাই!

ইয়েলেনা। তাতে কারো সন্দেহ আছে?

নিল (পোলিয়াকে)। ওঃ... আমার ছোট্ট পাপিয়া!

ইয়েলেনা। থামো বাপু, চোখের সামনে প্রেম কোরো না!

পিওতর। কী হয়েছে ঈশ্বর জানেন! নেশা করেছে যেন...

(তাতিয়ানা তাকিয়ায় মাথা রেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল।)

ইয়েলেনা। চা খাওয়া হবে বুঝি? আমার ওখানে চা খেতে বলতে এসেছিলাম... বেশ, তোমাদের সঙ্গেই তাহলে চা খাওয়া যাক। আজকে তো সরগরম দেখছি এখানে। (তেতেরেভকে) হে বিজ্ঞ হুতোম পেঁচা, একমাত্র তোমাকেই বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। কেন বলো তো?

তেতেরেভ। সবাইকার মতো আমার চিত্ত-ও পুলকিত, কিন্তু পুলকিত লাগলে আমি চুপ করে থাকা পছন্দ করি, আর মনভার থাকলে হৈচৈ...

নিল। চালাক, বেজার বড়ো কুকুরদের মতো...

ইয়েলেনা। তোমাকে কখনো পুলকিত বা বিষণ্ণ দেখি নি, শুধু দার্শনিক দশায় দেখেছি। ভাবতে পারো তোমরা, তাতিয়ানা, তুমি ভাবতে পারো ও আমাকে দর্শন শেখাচ্ছে? কাল রাত্তিরে অব্যবহিত... অব্যবহিত কারণের বিষয়ে আমাকে একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছে। জিনিষটা কী যেন? না, বাপু, ভুলে গিয়েছি। আর একবার বলো তো?

তেতেরেভ (হেসে)। প্রপঞ্চের মূলে হল...

ইয়েলেনা। শুনলে তো? কী রকম বড়ো বড়ো কথা শিখছি! আমার মনে হয় না তোমরা কখনো শুনেছো যে প্রাকৃতিক বিধি হল কিছু একটার... দাঁতের মতো কিছু একটার প্রতিরূপ — 'প্রতিরূপ'টা দার্শনিক পরিভাষা! — সেটা মনে রেখো, কেননা ওর চারটে উৎপত্তিমূল... ঠিক বলছি?

তেতেরেভ। ভুল করছো বলতে পারব না...

ইয়েলেনা। ঠিক কথা। বলে একবার দেখো না! প্রথম উৎপত্তিমূল — প্রথম নাও হতে পারে — হল আদি কান্ড... অস্তিত্ব — তার মানে সাকার বস্তুর অবস্থিতি... এই আমাকে ধরো না কেন। আমি হলাম বস্তু, আমি নিয়েছি — বিনা কারণে নয় — নারীর আকার... কিন্তু আমার সত্তা নেই — তার কিন্তু কোন কারণ নেই। সত্তা অনন্ত, কিন্তু সাকার বস্তু পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তারপর — ফুঃ! মিলিয়ে যায়। ঠিক বলছি?

তেতেরেভ। চলতে পারে...

ইয়েলেনা। এ ছাড়া অবশ্য আরো অনেক ব্যাপার আছে, যেমন নৈমিত্তিক সম্পর্ক, কার্যকারণ, কারণকার্য, কিন্তু সেগুলো ঠিক কী মাথা ঘামিয়েও মনে করতে পারছি না! জ্ঞানের ভারে মাথায় টাক পড়ে যাবে হয়ত। কিন্তু দর্শনের

গভীরতম সমস্যা যেটা সেটা হল—তেরেন্তি খ্সান্ফভিচ, তুমি আমাকে দর্শন শেখাতে মনস্থ কেন করেছো?

তেতেরেভ। কেননা, প্রথমত, তোমাকে দেখতে ভালো লাগে বলে...

ইয়েলেনা। ধন্যবাদ! দ্বিতীয়ত'টা বোধ হয় ইনটেরেস্টিং নয়...

তেতেরেভ। দ্বিতীয়ত, দার্শনিকতা করার সময়ে মানুষ মিথ্যে কথা বলতে পারে না, কেননা দর্শন হল কল্পনাপ্রসূত...

ইয়েলেনা। কিছুই বুঝলাম না। হ্যাঁ, তাতিয়ানা, কেমন আছো? (উত্তরের অপেক্ষা না করেই।) পিওতর... ইয়ে... পিওতর ভাসিলিয়েভিচ, কী নিয়ে তুমি এত বিরক্ত?

পিওতর। নিজেকে নিয়ে।

নিল। আর অন্য সবাইকে নিয়ে?

ইয়েলেনা। আমার হঠাৎ গাইতে ইচ্ছে করছে। পোড়া কপাল, আজ শনিবার, উপাসনা এখনো শেষ হয় নি... (বেস্যেমেনভ ও আকুলিনা ইভানভনার প্রবেশ।) এই যে, ধার্মিকেরা উপস্থিত! নমস্কার!

বেস্যেমেনভ (নীরসভাবে)। শুভ সন্ধ্যা...

আকুলিনা ইভানভনা (স্বামীর মতো সুরে)। নমস্কার মা-ঠাকরুন। আজ অবশ্য অভিবাদনের পালা একবার হয়ে গিয়েছে।

ইয়েলেনা। তা বটে। মনে ছিল না... ইয়ে... আজ গির্জেয়... বেশ গরম ছিল?

বেস্যেমেনভ। আবহাওয়া মাপার জন্য আমরা গির্জায় যাই না...

ইয়েলেনা (বিব্রতভাবে)। তা অবিশ্যি... কিন্তু আমি... আমি সে কথা বলছিলাম না... অনেকে গিয়েছিল কিনা জানতে চাইছিলাম।

আকুলিনা ইভানভনা। আমরা মাথা গুনি নি ঠাকরুন...

পোলিয়া (বেস্যেমেনভকে)। আপনারা চা খাবেন?

বেস্যেমেনভ। প্রথমে কিছু খাবার খাব... কিছু একটা তৈরী করো তো গিন্নী। (নাক দিয়ে শব্দ করে আকুলিনা ইভানভনা বেরিয়ে গেল। সকলে চুপ করে রইল। তাতিয়ানা উঠে পড়ল, টেবিলের কাছে তাকে নিয়ে গেল ইয়েলেনা। কোচে তাতিয়ানার জায়গাটায় নিল বসে পড়ল। পিওতর পায়চারি করছে। পিয়ানোর কাছে বসে তেতেরেভ সবাইকে লক্ষ্য করছে, মুখে হাসির রেশ। পোলিয়া সামোভার নিয়ে ব্যস্ত। কোণের তোরঙ্গতে বসল বেস্যেমেনভ।) লোকজনের কেমন ছিঁচকে স্বভাব হয়ে গিয়েছে, অবাক কাণ্ড! কিছুক্ষণ আগে, গিন্নী আর আমি গির্জেয় যাবার সময়ে বাইরের গেটের তলায় একটা তক্তা লাগিয়েছিলাম, মানে কাদার ওপরে। ফিরে এলাম যখন তখন তক্তাটা উধাও... কোন বেটা মেরে দিয়েছে। লোকের মধ্যে পাপ ঢুকেছে... (একটু থেমে।) আগেকার দিনে ছিঁচকে চোর কম ছিল... পথেঘাটে ডাকাতি বেশী হত, তখন লোকজনও আরো বড়োসড়ো ছিল কিনা... তক্তা চুরি করে ছুঁচো মেরে লোকে হাতে গন্ধ করত না... (রাস্তা থেকে গান ও এ্যাকর্ডিওন বাজাবার শব্দ এল।) দেখছো তো ব্যাপারটা?...গান হচ্ছে। রবিবারের আগের সন্ধ্যা, গান চলেছে... (গানের শব্দ আরো কাছে এল। দল-বেঁধে গান।) মজুর, নিশ্চয়ই। কাজ শেষ করেই তাড়িখানায় ছুটেছে, মজুরির সমস্তটা মদ খেয়ে উড়িয়ে গলা ফাটিয়ে গান গাইছে... (বাড়ীর কাছে পেঁছিল গায়কেরা। জানলায় ঝুঁকে নিল তাকাল।)। বছর খানেক এ রকম ভাবে চালাবে... বড়ো জোর দু'বছর, তারপর সব ফতে। তখন হয় ভবঘুরে নয় ছিঁচকে চোরে দাঁড়াবে...

নিল। পেরচিখিন মনে হচ্ছে...

আকুলিনা ইভানভনা (দরজা থেকেই)। খাবার তৈরী কর্তা...

বেস্যেমেনভ (উঠে পড়ে)। পেরচিখিন... আর একটা... অকর্মার ধাড়ী... (বেরিয়ে গেল।)

ইয়েলেনা (তাকে দেখতে দেখতে)। আমার ওখানে... চা খেলেই ভালো হয় না ?..

নিল। বুড়োবুড়ীর সঙ্গে তোমার আলাপটা বেশ মজার।

ইয়েলেনা। আমি... ওঁর কথাবার্তায় আমার অস্বস্তি লাগে... আমাকে উনি দেখতে পারেন না... সেটা বড়ো অপ্রীতিকর... এমন কি কষ্ট লাগে! আমাকে ভালো না লাগার কারণটা কী ?

পিওতর। মানুষটা ভালোই... কিন্তু বড়ো উদ্ধত...

নিল। আর একটুখানি লোভী... আর একটুখানি খিটখিটে, এই যা।

পোলিয়া। শ্‌-শ্‌! লোকের পেছনে এ রকম বলা উচিত নয়! সেটা ভালো নয়!

নিল। লোভী হওয়াটাও ভালো নয়...

তাতিয়ানা (বিরসভাবে)। আলোচনাটা... বন্ধ করলে ভালো হয়। যে কোন মুহূর্তে বাবা আসতে পারেন... গেল তিন দিন বকাবকি একেবারে করেন নি উনি... সকলের সঙ্গে নরম হয়ে চলার চেষ্টা করছেন...

পিওতর। আর সেটা সহজ নয়, জানোই তো...

তাতিয়ানা। সেটার তারিফ করা উচিত আমাদের... ওঁর বয়স হয়েছে... আমাদের আগে জন্মেছেন বলে... আমাদের দৃষ্টিতে সবকিছু দেখেন না বলে ওঁকে দোষী করা যায় না... (বিরক্তভাবে) মানুষ কী নিষ্ঠুর! পরস্পরের প্রতি আমাদের ব্যবহার কী রূঢ় আর হৃদয়হীন... আমাদের বলা হয় সবাইকে ভালোবাসতে... বিনয় ও মমতা দেখাতে...

নিল (তাতিয়ানার বলার ঢং অনুকরণ করে)। যাতে আমাদের ঘাড়ে চেপে লোকে দিব্যি ঘোরাফেরা করতে পারে...

(ইয়েলেনা হেসে উঠল। পোলিয়া ও তেতেরেভের মুখে মৃদু হাসি। যেন কিছু বলার জন্য পিওতর নিলের কাছে গেল। ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে তাতিয়ানা মাথা নাড়াল।)

বেস্যেমেনভ (ঘরে ঢুকে ইয়েলেনার দিকে বিদ্বেষের সঙ্গে তাকিয়ে)। পোলিয়া, তোমার বাবা রান্নাঘরে... ওকে গিয়ে বলো যেন... ইয়ে... অন্য সময়ে আসে, যখন... ইয়ে... ধাতস্থ থাকবে তখন... হ্যাঁ! বাড়ী যেতে বলো ওকে... এই আর কি!

(পোলিয়া বেরিয়ে গেল, পিছনে পিছনে নিল।)

বেস্যেমেনভ। তুমিও... যাও... একবার দেখে এসো তোমার... ইয়ে... ভাবী... (কথাটা শেষ না করে টেবিলের পাশে বসল।) সবাই চুপচাপ কেন? লক্ষ্য করেছি আমি ঘরে ঢুকলেই সবাই চুপ করে যায়...

তাতিয়ানা। তুমি না থাকলেও... আমরা... বেশী কথা বলি না...

বেস্যেমেনভ। (ভুরু কুঁচকিয়ে ইয়েলেনার দিকে তাকিয়ে)। তোমরা হাসছিলে কেন?

পিওতর। এমনি... কিছু না! নিল...

বেস্যেমেনভ। নিল! সব নষ্টামীর মূলে নিল... সেটা তুমি না বললেও আমার জানা আছে...

তাতিয়ানা। চা দেব?

বেস্যেমেনভ। দাও...

ইয়েলেনা। আমি দিচ্ছি, তাতিয়ানা...

বেস্যোমেনভ। থাক্, থাক্, কষ্ট কোরো না। আমার মেয়েই দেবে...

পিওতর। কে দেবে তাতে কী এসে যায় আমার মাথায় ঢুকছে না। তাতিয়ানার শরীর ভালো নেই...

বেস্যোমেনভ। এ বিষয়ে তোমার মতামত আমি চাইছি না। বাইরের লোক যদি তোমার কাছে আপনার জনের চেয়ে বড়ো হয়...

পিওতর। বাবা! তোমার লজ্জা করে না?

তাতিয়ানা। আবার শুরু হল! পিওতর, তুমি কি চুপ করে থাকতে পারো না?

ইয়েলেনা (জোর করে হেসে)। এর জন্য...

(দরজাটা হাট করে খুলে গেল, ঢুকল পেরচিখিন, অল্প নেশা হয়েছে।)

পেরচিখিন। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! আমি এসেছি... তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে গেলে ...আর আমি — এখানে... তোমার পিছন পিছন...

বেস্যোমেনভ (ওর দিকে না তাকিয়ে)। বেশ, এসেছো যখন বসো... চা খাও...

পেরচিখিন। চা খেতে আসি নি! খেতে হয় তুমি খাও... তোমার সঙ্গে বার্তাচিত আছে...

বেস্যোমেনভ। বার্তাচিত? ছাইভস্ম!

পেরচিখিন। ছাইভস্ম, অ্যাঁ? (হেসে উঠল।) বেড়ে মজার লোক তুমি! (নিল এসে পাশ-দেরাজে হেলান দিয়ে বেস্যোমেনভের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।) গত চার দিন ধরেই ঠিক করছিলাম যে তোমার সঙ্গে কথা বলব... আর তাই আজ এসেছি...

বেস্যোমেনভ। ছাড়ো ও সব কথা...

পেরচিখিন। না, ছাড়ব না! ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! তুমি চালাকচতুর লোক! পয়সাকড়ি আছে তোমার... কিন্তু আমার কথাটা হল তোমার বিবেকের সঙ্গে!

পিওতর (নিলের কাছে গিয়ে নিচু গলায়)। ওকে এখানে আসতে দিলে কেন?

নিল। এসেছে, থাক! তোমার চরকায় তেল দাও গে...

পিওতর। সবসময়েই তুমি... গণ্ডগোল পাকাও...

পেরচিখিন (পিওতরের গলার শব্দ ছাপিয়ে)। তোমার বয়স হয়েছে, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। তোমার সঙ্গে আমার ক-ত দিনের চেনা!

বেস্যেমেনভ (ক্রুদ্ধভাবে)। আমার কাছে কী চাও তুমি?

পেরচিখিন। আমি চাই, — আমাকে সেদিন বাড়ী থেকে কেন বের করে দিয়েছিলে জানতে চাই। অনেকবার ভেবেছি আর ভেবেছি, ভেবে কূল পাই নি! কেন বের করে দিয়েছিলে বলো ভাই! তোমার প্রতি কোন বিদ্বেষ অন্তরে নিয়ে আমি আসি নি... এসেছি ভালোবাসা নিয়ে...

বেস্যেমেনভ। আর মাথায় গোবর পুরে... এই তো!

তাতিয়ানা। পিওতর, আমাকে তোলো তো... না, পোলিয়াকে ডাকো...

(পিওতর বাইরে গেল।)

পেরচিখিন। পোলিয়ার কথা ধরো। আমার আদরের মেয়ে ও... পাখির মতো ছোট্ট আর মিষ্টি... ওর জন্য আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে না কি? তাতিয়ানার মনের মানুষ কেড়ে নিয়েছে বলে?

তাতিয়ানা। উঃ! কী অসঙ্গত কথা... কী ঘেন্নার!..

বেস্যেমেনভ (আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে)। মুখ সামলে পেরচিখিন! আর একবার বলেছো কি আমি...

ইয়েলেনা (নিলকে, ফিসফিস করে)। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও! নইলে গণ্ডগোল বাঁধবে।

নিল। নিয়ে যেতে চাই না...

পেরচিখিন। আবার আমাকে ভাগাতে পারবে না ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! ভাগাবার কোন কারণ নেই... পোলিয়া... আমি ওকে ভালোবাসি... ও ভালো মেয়ে কিন্তু ওটা করা ওর উচিত হয় নি, না ভাই! অন্যের জিনিষ নেওয়া কেন? না, তা ভালো নয়...

তাতিয়ানা। ইয়েলেনা! আমাকে... ঘরে নিয়ে চলো... (ইয়েলেনা ওর হাত ধরল। নিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে মৃদু কণ্ঠে তাতিয়ানা বলল।) তোমার লজ্জা হওয়া উচিত! ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও...

বেস্যেমেনভ (জোর করে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে)। পেরচিখিন, তুমি... চুপ করো, বোসো, মুখ বন্ধ করো... আর তা যদি না পারো... তাহলে বাড়ী যাও...

(পোলিয়া ঘরে এল, তারপর পিওতর।)

পিওতর (পোলিয়াকে)। সবুর করো, অত বিচলিত হয়ো না পোলিয়া!..

পোলিয়া। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! সেদিন বাবাকে কেন তাড়িয়ে দিয়েছিলেন?

(পোলিয়ার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল বেস্যেমেনভ, তারপর একে একে সবায়ের দিকে।)

পেরচিখিন (তর্জনী নাড়িয়ে)। শ্-শ্! বাছা! একটিও কথা নয়... তোমার বোঝা উচিত... তাতিয়ানা বিষ খেয়েছিল — কেন খেয়েছিল? দেখছো তো? আমি কাউকে ছেড়ে কথা কই না ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ... ন্যায্য দৃষ্টিতে

সবাইকে দেখি... পক্ষপাত নেই... আমি ভেদাভেদ করি না...

পোলিয়া। দাঁড়াও বাবা...

পিওতর। থামো পোলিয়া...

নিল। তুমি এতে নাক গলিও না...

বেস্যেমেনভ। আর পোলিয়া, তুমি অত্যন্ত ঢেঁটা আর বেয়াড়া...

পেরচিখিন। ও? না, না, ও...

বেস্যেমেনভ। চুপ করো! আমার যেন অস্তিত্ব নেই... বাড়ীটা কার? কে কর্তা? কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ কে বলবে?

পেরচিখিন। আমি বলব! সব... একে একে প্রত্যেককে বলব... প্রথম কথা — অন্যের জিনিষ নেওয়া অন্যায়! দ্বিতীয়ত, নিয়েছো তো নিয়েছো, এবার সেটা ফিরিয়ে দাও!

পিওতর (পেরচিখিনকে)। কিচিরমিচির বন্ধ করো! আমার ঘরে এসো...

পেরচিখিন। তোমাকে আমার ভালো লাগে না পিওতর! তুমি ফাঁপা লোক... আর বড়ো জাঁক তোমার! তুমি কিস্‌স্যু জানো না... তিমিরপঙ্ক কী? হেঁ হেঁ, দেখলে তো! অন্য লোকের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি... (পিওতর ওর জামার হাতা ধরে টানল।) ছাড়ো বলছি! গায়ে হাত দিও না!..

নিল (পিওতরকে)। ওর গায়ে হাত দিও না... ছাড়ো!

বেস্যেমেনভ (নিলকে)। তুমি এখানে কী করতে? ওকে লেলিয়ে দেবার জন্য?

নিল। ব্যাপারটা কী জানতে চাই। পেরচিখিন কী করেছিল? কেন ওকে বের করে দিয়েছিলে?.. আর এর সঙ্গে পোলিয়ার সম্বন্ধটা কী?

বেস্যেমেনভ। আমাকে জেরা করছো?

নিল। তাই করছি ধরো। তুমিও তো আমারি মতন মানুষ...

বেস্যেমেনভ (ক্ষিপ্ত হয়ে)। তোমার মতো? তুমি মানুষ নও... তুমি বিষ! তুমি জানোয়ার!

পেরচিখিন। শ্-শ্! ধীরে সুস্থে, বন্ধুভাবে কথা বলা যাক্!..

বেস্যেমেনভ (পোলিয়াকে)। আর তুমি, কুচুটে! ভিখারিনী!..

নিল (দাঁতে দাঁত চেপে)। গলাবাজি কোরো না!

বেস্যেমেনভ। কে ওটা? নিকাল যাও, নেমকহারাম কোথাকার!.. মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এতদিন খাইয়েছি, আজ আমার ওপর তম্বি...

তাতিয়ানা (নিজের ঘর থেকে)। বাবা! চুপ করো!

পিওতর (নিলকে)। যা চাইছিলে হল তো? এঃ... তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!

পোলিয়া (ধীরভাবে)। গলাবাজি করবেন না! আপনার কেনা গোলাম আমি নই... সবাই মুখ বুজে আপনার গালিগালাজ সইবে না... বাবাকে কেন বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন বলুন!

নিল (শান্তভাবে)। আমাকেও বলো... এটা তো পাগলাগারদ নয়... এখানে নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহি লোকে দেবে সবাই আশা করে...

বেস্যেমেনভ (আগের চেয়ে ধীরভাবে, নিজেকে সামলে নিয়ে)। চলে যাও নিল, কিছু একটা ঘটার আগে... চলে যাও। তোমাকে মানুষ করেছি ভুলো না... তোমাকে আমিই লালনপালন করেছি...

নিল। ওটা বারবার ঘ্যানর-ঘ্যানর করে বলা কবে বন্ধ করবে? তোমার নুন যা খেয়েছি সব নিজে রোজগার করেছি!

বেস্যেমেনভ। তুমি আমার কলজেটাকে বার করে খেয়েছো... অকৃতজ্ঞ কোথাকার!..

পোলিয়া (নিলের হাত ধরে)। চলো, এখান থেকে চলে যাই!

বেস্যেমেনভ। ভাগো... সাপিনী, সাপের মতো গুটিগুটি সরে পড়ো! সব নষ্টামীর মূলে তুমি... সবকিছু তোমার জন্য হয়েছে... আমার মেয়েকে ছোবল মেরেছো... এখন ওর পালা... তোমার জন্যই আমার মেয়ে...

পেরচিখিন। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! আস্তে! ভেবোচন্তে!

তাতিয়ানা (ঘর থেকে চেঁচিয়ে)। মিথ্যে কথা বাবা! পিওতর, তুমি এদের থামাতে পারো না? (দোরগোড়ায় দেখা গেল তাকে, অসহায়ভাবে হাত বাড়িয়ে ঘরে ঢুকল।) পিওতর, কী বীভৎস ব্যাপার! হায় ভগবান! তেরেন্তি খ্রসান্ফভিচ! ওদের বলো... বলো ওদের... নিল! পোলিয়া! দোহাই তোমাদের, চলে যাও! চলে যাও! কেন এ সব ঘটতে দিচ্ছো... (ঘরে বিশৃংখল নড়াচড়া। মুখ বিকৃত করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল তেতেরেভ। মেয়ের কাছ থেকে পিছু হটে গেল বেস্যেমেনভ। তাতিয়ানার হাত চেপে ধরে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল পিওতর।)

পোলিয়া। চলো যাই!

নিল। বেশ! (বেস্যেমেনভকে।) আমরা চললাম তাহলে... এ ভাবে ব্যাপারটা শেষ করতে হল বলে দুঃখিত।

বেস্যেমেনভ। বেরিয়ে যাও!.. আর ওটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও...

নিল। আমি আর ফিরে আসব না...

পোলিয়া (উচ্চকণ্ঠে, গলা কাঁপছে)। আমাকে এ ব্যাপারে

দোষী করা... তাতিয়ানার জন্য আমাকে দোষ দেওয়া! দোষটা কী আমার? নির্লজ্জ কোথাকার...

বেস্যেমেনভ (ক্ষিপ্তভাবে)। তুমি যাবে কিনা?

নিল। আস্তে!

পেরচিখিন। রাগ করো না বাছারা! আমাদের বিনীত হতেই হবে...

পোলিয়া। আসি! বাবা, এসো!

নিল (পেরচিখিনকে)। চলো!

পেরচিখিন। না... না... তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না... নিজের দুটো পায়ে দাঁড়াতে চাই... একলা... তেরেন্তি! আমি একলা... আমি কারুর কোন ক্ষতি করি নি...

তেতেরেভ। আমার ঘরে চলো...

পোলিয়া। এসো! আবার বের করে দেবার আগে চলে এসো...

পেরচিখিন। না... আমি আসছি না... তেরেন্তি, আমি ওদের দলের নই! আমি বুঝি...

পিওতর (নিলকে)। ভগবানের দোহাই... যাও!..

নিল। চমৎকার দেখালে বটে... বেশ... চললাম...

পোলিয়া। চলো, চলো...

(দুজনে বেরিয়ে গেল।)

বেস্যেমেনভ (ওদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে)। তোমরা ফিরে আসবে! নাকে খত দিয়ে ফিরে আসবে...

পিওতর। থামো বাবা! ব্যস...

তাতিয়ানা। বেচারী... বাবা! আর চেঁচিও না...

বেস্যেমেনভ। দাঁড়াও না... দেখি কী হয় তোমাদের...

পেরচিখিন। ওই দেখ... চলে গিয়েছে... হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল! যাক্ গে!..

বেস্যেমেনভ। ওরা রক্তজোঁক! ওদের কী চোখে দেখি সেটা ওদের বলার ইচ্ছে আছে... খাইয়েছি, পরিয়েছি এতদিন... (পেরচিখিনকে।) আর তুমি, বে-আক্কেলে বুড়ো! এখানে এসে কথাটা না বললে আর চলছিল না বুঝি?.. কী মতলব তোমার? কী মতলব খুলে বলো তো!

পিওতর। বাবা! থামো...

পেরচিখিন। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, আমাকে তম্বি করো না... তোমার সম্বন্ধে আমার বেজায় উঁচু ধারণা, আচ্ছা মজার লোক তো তুমি! আমি বোকা বটে! কিন্তু বুঝি... কে কোথায়...

বেস্যেমেনভ (শিথিলভাবে সোফায় বসে পড়ে)। আমি... তাও বুঝি না। আমি কিছু বুঝি না... কী হল? একজন চলে গেল... গভীর রাত্রে জ্বলে-ওঠা আগুনের মতো হঠাৎ... বলে গেল আর কখনো ফিরে আসবে না... ব্যস, আর কিছু না! কিন্তু... ওর কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না...

তেতেরেভ (পেরচিখিনকে)। তুমি এখানে কী করতে রয়েছো? কীসের জন্য?

পেরচিখিন। সবকিছু সহজ করে দেবার জন্য... আমার দেখবার ঢংটা সহজ: দুয়ে আর দুয়ে চার — ব্যস! ও আমার মেয়ে, নয় কি? বেশ... তার মানে ওর দায়িত্ব হল... (হঠাৎ চুপ করে গিয়ে, তারপর।) আমি সত্যিকার বাপের মতো ওকে রাখি নি... তাই ওর কোন দায়িত্ব নেই... যা ভালো ভাবে, সেভাবে বাঁচুক! কিন্তু তাতিয়ানার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে... তাতিয়ানা, তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছে... তোমাদের সবায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) এঃ... সত্যি কথা বলতে গেলে তোমরা বোকার দল!..

বেস্যেমেনভ। মুখ সামলে...

পিওতর। তাতিয়ানা, ইয়েলেনা নিকোলায়েভনা চলে গিয়েছে?

ইয়েলেনা (তাতিয়ানার ঘর থেকে)। না, আমি এখানে... ওষুধ ঠিক করছি...

বেস্যেমেনভ। আমার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে... কিছু বুঝতে পারছি না! নিল... সত্যি চলে গেল? আর আসবে না?

আকুলিনা ইভানভনা (উত্তেজিতভাবে ঢুকে)। কী হয়েছে? নিল আর পোলিয়া রান্নাঘরে... আমি ভাঁড়ারে ছিলাম...

বেস্যেমেনভ। ওরা চলে গিয়েছে?

আকুলিনা ইভানভনা। না... পেরচিখিনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে... পোলিয়া বলছে... বলছে বাবাকে বলো... আর ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে... নিল রাগী কুকুরের মতো গরগর করছে... কী হয়েছে?

বেস্যেমেনভ (উঠে পড়ে)। আমি এবার... এবার ওদের গিয়ে বলি...

পিওতর। না বাবা! যেও না...

তাতিয়ানা। দোহাই তোমার বাবা!

বেস্যেমেনভ। দোহাই, কী?

আকুলিনা ইভানভনা। কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

বেস্যেমেনভ। নিল চলে যাচ্ছে... আর আসবে না...

পিওতর। তাতে কী এসে যায়? আপদ বিদায়... ওকে তোমার কী দরকার? ও বিয়ে করবে... নিজের সংসার গড়তে চায়...

বেস্যেমেনভ। নিজের সংসার? আমি কি... ওর পর?

আকুলিনা ইভানভনা। এত বিচলিত হয়ো না কর্তা। ওর কথা ছেড়ে দাও, যেতে দাও ওকে... নিজেদের ছেলেমেয়ে আছে... (পেরচিখিনকে।) তুমি এখনো যাও নি? যাও!

পেরচিখিন। ওদের এক পথ, আমার অন্য...

বেস্যেমেনভ। নাঃ... ব্যাপারটা একটু কেমন যেন... যাবি — যা! কিন্তু — ধরনটা? কী ভাবে আমার দিকে তাকাল দেখেছো?..

(তাতিয়ানার ঘর থেকে ইয়েলেনা বেরিয়ে এল।)

তেতেরেভ (পেরচিখিনের হাত ধরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে)। চলো, দুজনে এক পাত্তর খাওয়া যাক...

পেরচিখিন। ওঃ, কী কিন্নরকণ্ঠ! তুমি সত্যি বুদ্ধিমান...

(ওরা বেরিয়ে গেল।)

বেস্যেমেনভ। জানতাম আমাদের ছেড়ে একদিন ও চলে যাবে... কিন্তু এ ভাবে যাবে জানতাম না। আর ছুঁড়ীটা! কী গলাবাজি! ভিখিরীর মেয়েটা! নাঃ, ওদের দু'একটা কথা শোনাতেই...

আকুলিনা ইভানভনা। ওদের কথা ছেড়ে দাও কর্তা! ওরা আমাদের মতো লোক নয়। ওদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? যেতে চায়, দূর হোক!

ইয়েলেনা (পিওতরকে মৃদু কণ্ঠে)। আমার সঙ্গে এসো...

তাতিয়ানা (ইয়েলেনাকে)। আমিও... আমাকেও সঙ্গে নাও!..

ইয়েলেনা। নিশ্চয়ই... চলো...

বেস্যেমেনভ (ওর আহ্বান শুনতে পেয়ে)। কোথায়?

ইয়েলেনা। আমার ঘরে... ওপরে!

বেস্যেমেনভ। কাকে ডাকা হচ্ছে আজ্ঞে? পিওতরকে?

ইয়েলেনা। হ্যাঁ... আর তাতিয়ানাকে...

বেস্যেমেনভ। তাতিয়ানা তো নিমিত্ত মাত্র! আর পিওতরের আপনার কাছে যাবার... দরকার নেই!

পিওতর। থামো বাবা! আমি... দুগ্ধপোষ্য শিশু নই। যাই কী না যাই, সেটা আমার...

বেস্যেমেনভ। তোমার যাওয়া চলবে না!

আকুলিনা ইভানভনা। বাবার কথা শোনো পিওতর! কথা শোনো, লক্ষ্মী ছেলে!..

ইয়েলেনা (সরোষে)। মাপ করুন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, কিন্তু...

বেস্যেমেনভ। না, তোমাকেই করজোড়ে বলছি — তোমরা লেখাপড়া-জানা লোক হলেও... তোমাদের ভব্যতাজ্ঞান এতটুকু না থাকলেও... গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও...

তাতিয়ানা (হিস্টিরিয়াগ্রস্থভাবে)। বাবা! থামো বলছি!..

বেস্যেমেনভ। চুপ করো! নিজের তাল সামলাতে তো পারো না, দয়া করে মুখটা বন্ধ করো... দাঁড়াও, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

(ইয়েলেনা দরজার দিকে গেল।)

পিওতর (দৌড়িয়ে কাছে গিয়ে হাত ধরে)। থামো! এক মিনিট... এসপার-ওসপার এখনি হয়ে যাক... একেবারে হয়ে যাক!

বেস্যেমেনভ। যা বলছি ধৈর্য ধরে শোনা উচিত... দয়া করে অন্তত একবার কথায় কান দাও! তোমাদের কাণ্ডকারখানাটা তলিয়ে দেখার সুযোগ দাও। (উৎফুল্লমুখে পেরচিখিনের প্রবেশ, তাকে অনুসরণ করে এল তেতেরেভ, সেও হাসছে। দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে দুজনে মুখ চাওয়া-চাওই করল। বেস্যেমেনভের দিকে একবার চোখ ঠেরে পেরচিখিন অসন্তোষের ভঙ্গীতে হাত নাড়াল।) 'যাচ্ছি' না বলেই... সবাই কেটে পড়ছে খামকা... অত্যন্ত অপমানকর ও তাচ্ছিল্যকর সেটা! পিওতর, যাবার জায়গা তোমার কোথায়?

তুমি... কী ভাবো নিজেকে? তোমার মুরদ কী? রোজগারপাতি কী করে করবে? (নিচু গলায় আকুলিনা ইভানভনার নাকিকান্না। পিওতর, ইয়েলেনা ও তাতিয়ানা একজোটে দৃঢ়ভাবে বেস্যেমেনভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিন্তু 'যাবার জায়গা তোমার কোথায়', বেস্যেমেনভের এই কথাটা শুনে তাতিয়ানা ওদের ছেড়ে টেবিলের কাছে যেখানে ওর মা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে গেল। তেতেরেভকে ইসারা করছে পেরচিখিন — মাথা ঝাঁকিয়ে হাত দুটো নাড়াচ্ছে, যেন এক ঝাঁক পাখি তাড়ানো হচ্ছে।) জিজ্ঞেস করার অধিকার আমার আছে... তোমার বয়স এখনো কম, বুদ্ধিশুদ্ধি নেই! আটান্ন বছর আমি ছেলেমেয়েদের জন্য খেটে প্রাণপাত করছি...

পিওতর। কথাটা আগে শুনেছি বাবা! একশ' বার...

বেস্যেমেনভ। চুপ!

আকুলিনা ইভানভনা। আঃ, পিওতর, পিওতর...

তাতিয়ানা। মা, তুমি... কিছু বোঝো না!

(আকুলিনা ইভানভনা মাথা নাড়ল।)

বেস্যেমেনভ। একটিও কথা শুনতে চাই না! তোমার বলার কী আছে? আমাদের কী শেখাতে পারো? কিছু না...

পিওতর। এ আর আমার সহ্য হয় না বাবা! আমার কাছে তোমার দরকার কী? কী চাও তুমি?

আকুলিনা ইভানভনা (হঠাৎ জোর গলায়)। দাঁড়াও, আমারো মন বলে জিনিষ আছে... কথা বলার অধিকার আমারো আছে! বাছা, কী করছো ভেবে দেখো! আমাদের কখনো জিজ্ঞেস করেছো?

তাতিয়ানা। কী বীভৎস! ভোঁতা করাতের মতো...

(মা'কে) মা, আমার শরীর... মন... তুমি টুকরো টুকরো করে ফেলছো!

আকুলিনা ইভানভনা। নিজের মা'কে বলছো ভোঁতা করাত! নিজের মা'কে!

বেস্যেমেনভ। দাঁড়াও বুড়ী। পিওতর, কী বলছে শোনো...

ইয়েলেনা (পিওতরকে)। আমার যথেষ্ট হয়েছে! আমি চললাম...

পিওতর। এক মিনিট... দোহাই তোমার! এক মিনিট শুধু, সবকিছু সাফ হয়ে যাবে...

ইয়েলেনা। এটা একটা পাগলাগারদ! এটা...

তেতেরেভ। চলে যাও ইয়েলেনা নিকোলায়েভনা! ওরা গোল্লায় যাক্, গুষ্ঠিসুদ্ধ গোল্লায় যাক!

বেস্যেমেনভ। অতিশয় ভদ্রলোক তুমি! তুমি...

তাতিয়ানা। এর কি শেষ নেই? তুমি চলে যাও পিওতর!

পিওতর (প্রায় চীৎকার করে)। বাবা! মা! শোনো! এঁকে আমি বিয়ে করব!

(নিস্তব্ধতা। সবায়ের দৃষ্টি পিওতরের উপরে আবদ্ধ। মুখে হাত চাপা দিয়ে আকুলিনা ইভানভনা বিভীষিকায় তাকাল স্বামীর দিকে। পিছু হটে গেল বেস্যেমেনভ, যেন কেউ ধাক্কা দিয়েছে, মাথা নিচু হয়ে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাতিয়ানা আস্তে আস্তে গেল পিয়ানোর কাছে, হাত দুটো অসাড়ভাবে ঝুলছে।)

তেতেরেভ (মৃদু কণ্ঠে)। শুভক্ষণে কথাটা বলা হল...

পেরচিখিন (এগিয়ে এসে)। ব্যস! পথে এসো বাবা! পাখির ছানারা সবাই উড়ে পালাচ্ছে! বেশ, বেশ, বাছারা! ডানা মেলে খাঁচা ছেড়ে কেটে পড়ো...

ইয়েলেনা (পিওতরের হাত থেকে নিজের হাত এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে)। আমাকে যেতে দাও! আর সহ্য হয় না!

পিওতর (বিড়বিড় করে)। সবকিছু সাফ হয়ে গিয়েছে এবার... একেবারে সাফ হয়ে গিয়েছে...

বেস্যেমেনভ (ছেলেকে মাথা নামিয়ে অভিবাদন করে)। বৎস, সুখবরের জন্য... ধন্যবাদ...

আকুলিনা ইভানভনা (ধরা গলায়)। তোমার সর্বনাশ হল পিওতর! ও কী... ও তোমার... যুগ্যি!

পের্চিখিন। ইয়েলেনা? পিওতরের যুগ্যি নয়? কী বলছো বুড়ী! কী আছে পিওতরের?

বেস্যেমেনভ (আস্তে আস্তে, ইয়েলেনাকে)। ভদ্রে, ধন্যবাদ তোমাকে! ওর তাহলে দফারফা হয়ে গিয়েছে! কথা ছিল পড়াশোনা করবে... আর এখন? বেশ খেল দেখালে তুমি! কিন্তু, এমনটা হবে আমি জানতাম... (বিদ্বেষের সঙ্গে।) টোপ যা গেঁথেছো তার জন্য অভিনন্দন জানাই! কিন্তু পিওতর, আমার আশীর্বাদ তোমার জুটবে না! ওঃ... তুই... ওকে গেঁথেছিস তাহলে, কী বল্? গুটিগুটি এগিয়ে ঝট করে ধরেছিস... হতচ্ছাড়ি...

ইয়েলেনা। আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়!...

পিওতর। বাবা! তোমার মাথা... খারাপ হয়ে গিয়েছে!

ইয়েলেনা। ঠিক কথা বলেছেন! আপনার কাছ থেকে ওকে নিয়ে নিয়েছি! হ্যাঁ, সত্যিই তাই! প্রস্তাবটা আমিই করি, শুনছেন... আপনি জরদ্গব? ওকে আপনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি! ওকে দয়া করি বলে। ওকে আপনারা দগ্ধে দগ্ধে মেরেছিলেন... আপনারা মানুষ নন! ঘৃণ ধরিয়ে লোকের সর্বনাশ করেন। আপনাদের ভালোবাসায় ওর তিনকাল থাকত না! আপনারা ভাবেন — আমি জানি

আপনারা কী ভাবেন — আপনারা ভাবেন যে নিজের স্বার্থে এটা আমি করেছি? যা ভাবেন ভাবুন গিয়ে... উঃ, আপনাদের কী ঘেন্নাটা না করি!

তাতিয়ানা। ইয়েলেনা! কী বলছো তুমি?

পিওতর। ইয়েলেনা... চলো আমরা যাই!

ইয়েলেনা। হতে পারে, — ওকে কখনো বিয়ে করব না! তাহলে খুসী হবেন, তাই না? খুব সম্ভব বিয়ে করব না! হাল ছেড়ে দেবেন না! ওর সঙ্গে শুধু ঘর করব, মালাবদল না করে। কিন্তু আপনারা আর ওকে পাবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন! ওকে কষ্ট দিতে আপনাদের আর কখনো দেব না। ও আর কখনো আপনাদের কাছে ফিরে আসবে না! কক্ষনো না!

তেতেরেভ। চিরজয়ী হও ভদ্রে! চিরজয়ী হও!

আকুলিনা ইভানভনা। হে ভগবান! কী হল কর্তা, কী হল!

পিওতর (ইয়েলেনাকে দরজার দিকে ঠেলতে ঠেলতে)। চলো... চলো... শীগ্‌গীর...

(ইয়েলেনা বেরিয়ে গেল, সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল পিওতরকে।)

বেস্সেমেনভ (অসহায়ভাবে চারদিকে তাকিয়ে)। এটা কী হল?.. (হঠাৎ ক্রোধে ফেটে পড়ে।) পুলিশ ডাকো! (মেঝেতে পা ঠুকে।) ওকে বের করে দেব! কালকেই... মাগী কোথাকার!..

তাতিয়ানা। বাবা! ওরকম অধীর হয়ে পোড়ো না!

পেরচিখিন (হতচকিতভাবে, মাথায় কিছু ঢুকছে না)। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছো কেন? তোমার তো খুসী হওয়া উচিত...

তাতিয়ানা (বাবার কাছে গিয়ে)। শোনো...

বেস্যেমেনভ। আহ্, তুমি! তুমি এখনো... রয়েছো? তুমিও যাও না কেন? কেটে পড়ো... যাবার জায়গা নেই বুঝি? সঙ্গে যাবার লোক নেই? সুযোগটা ফস্কে গিয়েছে?

(স্খলিত পায়ে তাতিয়ানা পিছু হটে এল, তারপর দ্রুত পায়ে পিয়ানোর কাছে গেল। করুণ, হতবুদ্ধি আকুলিনা ইভানভনা দৌড়িয়ে গেল তার কাছে।)

পেরচিখিন। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, ভেবে দেখো কী বলছো! পিওতর আর পড়াশোনা করবে না... কেনই বা করবে? (নিষ্প্রভচোখে বেস্যেমেনভ পেরচিখিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।) ওর যথেষ্ট পয়সা আছে — তুমি তো সব জমিয়ে রেখেছো... ওর বউটা বেড়ে মেয়ে... আর তুমি খালি চেঁচিয়ে মরছো, গণ্ডগোল করছো! চেঁচানোর মাথামুণ্ডু ছাই বুঝি না, লোক হাসালে তুমি! ভেবে দেখো!

(তেতেরেভ সশব্দে হেসে উঠল।)

আকুলিনা ইভানভনা (বিলাপ করে)। ওরা সবাই চলে গেল, আমাদের ছেড়ে চলে গেল! সবাই চলে গেল!

বেস্যেমেনভ (ফিরে তাকিয়ে)। চুপ করো গিন্নী! ওরা ফিরে আসবে... চলে যাবার মুরদ নেই!.. কোথায় যাবে? (তেতেরেভকে।) দন্তবিকশিত করা হচ্ছে কেন শয়তান? তোমাকেও বের করে দিচ্ছি, কাল এ সময়ে তোমার টিকিটুকু পর্যন্ত বাড়ীতে যেন না দেখি! যত সব নচ্ছার...

পেরচিখিন। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ!..

বেস্যেমেনভ। তুমিও কেটে পড়ো তো! হতচ্ছাড়া... বাউণ্ডুলে...

আকুলিনা ইভানভনা। তাতিয়ানা! তাতিয়ানা! আমার আদরের ধন! আমাদের কপালে এই ছিল?

বেস্যেমেনভ। তাতিয়ানা, কী ঘটছে তুমি সব জানতে... অনেক দিনই জানতে, কিন্তু আমাদের ঘুণাক্ষরে বলো নি! বাপের বিরুদ্ধে জোট পাকানো হয়েছিল, তাই না? (হঠাৎ মুখে এল ভীত ভাব।) যদি মেয়েটাকে কখনো ও না ছাড়ে! একটা বেশ্যাকে... বউ করা! আমার ছেলে হয়ে... তোমাদের সববায়ের কপাল পুড়ুক! তোমাদের কারো নীতিজ্ঞান বলে কিছু নেই!

তাতিয়ানা। থামো বাবা! তোমায় ঘেন্না করি... এই কি চাও!

আকুলিনা ইভানভনা। আহা বেচারা! বেচারী আমার! ওরা তোমাকে শেষ করে দিয়েছে! আমাদের সবাইকে ওরা শেষ করে দিয়েছে... শুধু ভগবান জানেন কেন!

বেস্যেমেনভ। কে করেছে? হতচ্ছাড়া নিলটা সব নষ্টামির মূলে! ও-ই আমাদের ছেলেটার মাথা খেয়েছে... আমাদের তাতিয়ানার মনে ব্যথা দিয়েছে ও-ই! (পাশ-দেরাজের পাশে দাঁড়ানো তেতেরেভকে দেখতে পেয়ে।) এখানে কী করা হচ্ছে তোমার, মাতাল কোথাকার! বেরিয়ে যাও বলছি!

পেরচিখিন। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ! কী করেছে ও? হায় ভগবান... বুড়োর মাথাটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছে!

তেতেরেভ (শান্তভাবে)। হে বৃদ্ধ, গলা ফাটিয়ে আর কী হবে? মাথার ওপরে ঝড় ফেটে পড়ছে, থামাবার ক্ষমতা আপনার নেই... কিন্তু ভয় পাবেন না... আপনার ছেলে শীগ্‌গীরই ফিরে আসবে...

বেস্যেমেনভ (তাড়াতাড়ি)। তুমি... তুমি কী করে জানলে?

তেতেরেভ। আপনাকে ছেড়ে বেশী দিন ও থাকবে না।

অল্প সময়ের জন্য ও নিজেকে একটু উঁচুতে তুলেছে, এই যা। ওকে টেনে ওপরে তোলা হয়েছে... কিন্তু আবার নিচে নেমে আসবে... আপনার দেহান্তর হবার সঙ্গে সঙ্গে এই আস্তাকুঁড়টা ও নেবে, আসবাবপত্র গোছগাছ করে দিনযাপন করবে, আপনি যেভাবে দিনযাপন করেছেন ঠিক সেভাবে — শান্ত আরামে, ভদ্রভাবে...

পেরচিখিন (বেস্যেমেনভকে)। দেখলে তো? মিছিমিছি অধৈর্য হয়ে পড়ছিলে, বুদ্ধিশুদ্ধি বলে যদি তোমার কিছু থাকে! তেরেন্‌তি তোমার ভালো চায়... তোমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়... আর তুমি কিনা ওকে বকাবকি করছো! তেরেন্‌তি বাপু, বিজ্ঞ লোক...

তেতেরেভ। ও শুধু আসবাবপত্র এদিক-ওদিক করবে, তারপর পুরনো প্রথায় দিনযাপন করবে, ভাববে ভগবান আর মানুষের কাছে যা করণীয় তা করা হয়ে গিয়েছে। আপনার রক্ত মাংসেই তো ও গড়া...

পেরচিখিন। যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল!

তেতেরেভ। হুবহু এক রকমের... ঠিক আপনার মতো ভীরু, আর আপনার মতো নির্বোধ...

পেরচিখিন (তেতেরেভকে)। দাঁড়াও, এ সব কী বলছো?

বেস্যেমেনভ। তুমি... বলছো বলো, কিন্তু অপমান কোরো না... কোন সাহসে এ সব কথা বলছো?

তেতেরেভ। আর যথা সময়ে ও ঠিক আপনারি মতো লোভী আর কঠোর হবে, আত্মপ্রসাদে ভরে যাবে। (পেরচিখিন অবাক হয়ে তেতেরেভের দিকে তাকাল, বেস্যেমেনভকে সান্ত্বনা দিচ্ছে না বকছে সেটা বোঝার চেষ্টা করল। বেস্যেমেনভও হতচকিত, কিন্তু তেতেরেভের কথায় তার কৌতূহল জাগ্রত।) আর শেষে ঠিক আপনার মতোই করুণ অবস্থা হবে ওর... জীবন এগিয়ে চলেছে, হে বৃদ্ধ,

আর জীবনের সঙ্গে তাল রেখে যে চলতে পারে না সে পেছনে পড়ে থাকবে, একলা পড়ে থাকবে...

পেরচিখিন। শুনলে তো? মোদ্দা কথা, সবকিছু ঠিক আছে, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি আছে... আর তুমি শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছো আর ঘোঁৎঘোঁৎ করছো!

বেস্যেমেনভ। থামো, চুপ করে থাকো তো বাপু!

তেতেরেভ। আর ঠিক এখনকার মতো ওকে, আপনার দুর্ভাগা ছেলেকে, কেউ দয়ামায়া দেখাবে না। মুখের ওপরে ওকে জিজ্ঞেস করবে, যেমন আপনাকে আমি করছি: 'কীসের জন্য বেঁচেছো? কখনো কোন ভালো কাজ করেছো?' আর ঠিক আপনার মতো, জবাব দিতে পারবে না...

বেস্যেমেনভ। হ্যাঁ... তোমার মুখে এসব কথা বেড়ে শোনাচ্ছে বটে... বেশ গুছিয়ে বাতচিত করতে পারো তুমি! কিন্তু নিজের অন্তরটা একবার তলিয়ে দেখো তো সেখানে কী আছে? তোমার কথায় বিশ্বেস কখনো করব না! আর... বেশ... তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি। পাততাড়ি গোটাও এখান থেকে! যথেষ্ট হয়েছে... তোমার অনেক উৎপাত সহ্য করেছি — ব্যস! যা ঘটেছে তার অনেক কিছুর জন্য তুমি দায়ী... আমার বাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি করেছো তুমি...

তেতেরেভ। ওঃ, শুধু আমারি জন্য যদি হত! দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার জন্য হয় নি... (বেরিয়ে গেল।)

বেস্যেমেনভ (মাথা উঁচু করে)। ঠিক আছে... এ সব সয়ে চলব! ধৈর্য ধরে থাকব... অনেক দিন তো সহ্য করে এসেছি... আরো কিছু দিন পারব মনে হয়! (নিজের ঘরে চলে গেল।)

আকুলিনা ইভানভনা (স্বামীর পিছনে দৌড়িয়ে গিয়ে)। কর্তা! বেচারী কর্তা! ছেলেমেয়েরা কেন আমাদের এ রকমটা করল! কী করেছি আমরা! (ওরা নিজেদের ঘরে গেল। চোখ পিটপিট করতে করতে পেরচিখিন ঘরের মধ্যিখানে

দাঁড়িয়ে রইল। পিয়ানোর টুলের উপরে বসে তাতিয়ানা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাল। বেস্যোমেনভের ঘর থেকে এল চাপা গলার শব্দ।)

পেরচিখিন। তাতিয়ানা! তাতিয়ানা... (তাতিয়ানা ওর দিকে তাকাল না, জবাব দিল না।) তাতিয়ানা! কেন এ সব হল বলো তো — এই চলে যাওয়া, এই কান্নাকাটি — এ সবের কারণটা কী? (তাতিয়ানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।) আজব চিড়িয়া সব! (বেস্যোমেনভের ঘরের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নেড়ে অলিন্দে চলে যেতে যেতে।) মনে হচ্ছে তেরেন্‌তির সঙ্গে আর এক পাত্তর খেতে হবে... আজব চিড়িয়া সব!

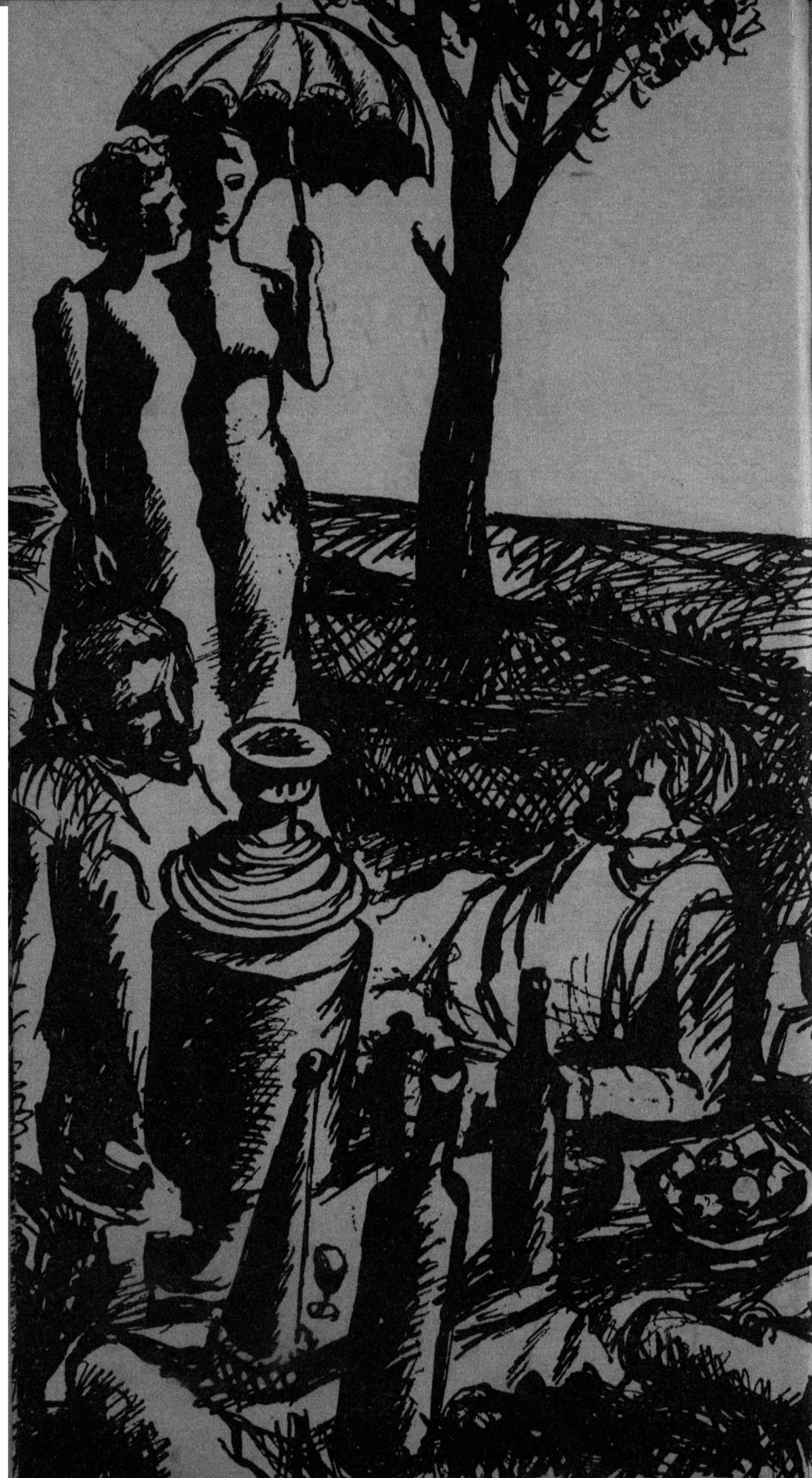
(তাতিয়ানা পিয়ানোর কী-বোর্ডে হাত দিয়ে হাতে মাথা রেখে আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ল। একসঙ্গে অনেকগুলো বিভিন্ন চাবি বেজে ওঠার বেসুরো শব্দ। শব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।)

যবনিকা পতন।

১৯০২







...'মরসুমী লোক'এ রুশী বুদ্ধিজীবীদের সেই অংশের চরিত্রাঙ্কন করতে চেয়েছি যে অংশ এসেছে গণতান্ত্রিক স্তর থেকে এবং যে অংশ জনগণের সঙ্গে রক্তের টান ছিন্ন করেছে, তাদের স্বার্থ ভুলেছে...

নাটকের বিষয়বস্তু এটাই। আমার মতে এর মূলসূত্র পাওয়া যায় চতুর্থ অংকে মারিয়া ল্ভভনার স্বগতোক্তিতে।

মাক্সিম গোর্কি

মরসুমী লোক

চরিত্রাবলী

বাসভ, সের্গেই ভাসিলিয়েভিচ, বয়স ৪০, উকীল

ভারভারা মিখাইলভনা, বাসভের স্ত্রী, বয়স ২৭

কালেরিয়া, বাসভের বোন, বয়স ২৯

ভ্লাস, ভারভারা মিখাইলভনার ভাই, বয়স ২৫

সুসলভ, পিওতর ইভানভিচ, ইঞ্জিনিয়র, বয়স ৪২

ইউলিয়া ফিলিপভনা, সুসলভের স্ত্রী, বয়স ৩০

দুদাকভ, কিরিল আকিমভিচ, ডাক্তার, বয়স ৪০

ওলগা আলেক্সেয়েভনা, তার স্ত্রী, বয়স ৩৫

শালিমভ, ইয়াকভ পেত্রভিচ, লেখক, বয়স ৪০

রিউমিন, পাভেল সের্গেয়েভিচ, বয়স ৩২

মারিয়া ল্ভভনা, ডাক্তার, বয়স ৩৭

সনিয়া, তার মেয়ে, বয়স ১৮

দ্ভয়েতচিয়ে, সেমিওন সেমিওনভিচ, সুসলভের কাকা, বয়স ৫৫

জামিসলভ, নিকোলাই পেত্রভিচ, বাসভের সহকারী, বয়স ২৮

জিমিন, ছাত্র, বয়স ২৩

পুস্তবাইকা, রাত্রির চৌকিদার, বয়স ৫০

ক্রপিলকিন, রাত্রির চৌকিদার

সাশা, বাসভদের পরিচারিকা

গালে পট্টি-বাঁধা স্ত্রীলোক
সেমিওনভ
হলুদবসনা
চেককাটা স্যুট পরিহিত যুবক
নীলবসনা
গোলাপীবসনা
ক্যাডেট
টপহ্যাট পরিহিত পুরুষ

} এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রী

প্রথম অংক

গ্রামের বাড়ি, গ্রীষ্ম কাটাবার জন্য **বাসভেরা** ভাড়া নিয়েছে। বড়ো ঘর, বসা ও খাওয়ার কাজ দ্বটোই চলে। পিছনের দেয়ালে তিনটি দরজা। বাঁ দিকেরটা খোলা, **বাসভের** পড়বার ঘরের আভাস দেখা যায়। ডান দিকেরটা দিয়ে তার স্ত্রী **ভারভারা মিখাইলভনার** ঘরে যাওয়া যায়। মধ্যখানেরটা হল-ঘরের, দরজাটায় কালো পর্দা ঝোলানো। ডান দিকের দেয়ালে জানলা একটা আর একটা বড়ো দরজা, তারপর বারান্দা, বাঁ দিকের দেয়ালে দ্বটো জানলা। ঘরের মধ্যিখানে বড়ো টেবিল, পড়ার ঘরের দরজার অন্যদিকে একটা বড়ো পিয়ানো। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র (হল-ঘরের দরজার কাছে ছাই রঙের চাদর ঢাকা বড়ো সোফাটা ছাড়া) বেতের তৈরী। সন্ধ্যা নেমেছে। পড়বার ঘরে **বাসভ**, লেখার টেবিলে বসে; সব্বজ শেড দেওয়া বাতিতে টেবিলটা আলোকিত। **বাসভকে** পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে আপন মনে গ্বনগ্বন করছে **বাসভ**, অন্ধকার বড়ো ঘরটার কোনো-কিছ্বর দিকে প্রায়ই তাকাচ্ছে। নিজের ঘর থেকে নিঃশব্দে এসে দেশলাই জ্বালাল **ভারভারা মিখাইলভনা**, ম্বখের সামনে কাঠিটা ধরে চারিদিকে দেখল। নিভে গেল কাঠিটা। অন্ধকারে লঘ্বপায়ে জানলার দিকে যেতে যেতে **ভারভারা মিখাইলভনা** হোঁচট খেল একটা চেয়ারে।

বাসভ। কে?

ভারভারা মিখাইলভনা। আমি।

বাসভ। ও...

ভারভারা মিখাইলভনা। মোমবাতিটা নিয়েছ না কি?

বাসভ। না।

ভারভারা মিখাইলভনা। বেল টিপে সাশাকে ডাকো তো।

বাসভ। ভ্লাস এসেছে?

ভারভারা মিখাইলভনা (বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে)। জানি না...

বাসভ। নির্বোধ নিকেতন। চারদিকে গুচ্ছির ইলেকট্রিক বেল, দেয়ালগুলোয় কিন্তু ফাটল, আর মেঝেটা ক্যাঁচকেঁচে। (একটা খুসির সুর গুনগুন করে গাইল।) ভারিয়া, তুমি এখনো ওখানে না কি?

ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যাঁ।

বাসভ (কাগজপত্র সরিয়ে)। তোমার ঘরে হাওয়া ঢোকে?

ভারভারা মিখাইলভনা। তা ঢোকে...

বাসভ। যা ভেবেছিলাম!

(সাশা ঢুকল।)

ভারভারা মিখাইলভনা। একটা আলো আনো তো, সাশা।

বাসভ। সাশা, ভ্লাস মিখাইলভিচ এসেছে?

সাশা। এখনো আসেন নি।

(সাশা বেরিয়ে গিয়ে বাতি নিয়ে এল, সেটাকে রাখল আর্মচেয়ারের পাশের টেবিলের উপরে। একটা ছাইদানি ঝেড়ে বড়ো টেবিলটার চাদর ঠিক করল। পর্দা টেনে ভারভারা মিখাইলভনা সেলফ থেকে একটা বই নিয়ে আর্মচেয়ারটায় বসল।)

বাসভ। ভ্লাসের হালে কেমন যেন কাজে মন নেই। আর অলস হয়ে গিয়েছে। সত্যি ওকে বুঝতে পারি না।

ভারভারা মিখাইলভনা। চা খাবে না কি?

বাসভ। না, আমি সুসলভদের ওখানে যাচ্ছি।

ভারভারা মিখাইলভনা। সাশা, ছুটে যাও তো ওলগা আলেক্সেয়েভনার কাছে, জিজ্ঞেস করো আমার সঙ্গে চা খাবেন কিনা।

(সাশা বেরিয়ে গেল।)

বাসভ (কাগজপত্র দেরাজে বন্ধ করে রেখে)। তাহলে এই ব্যাপার। (পড়বার ঘর থেকে এসে আড়মোড়া ভেঙে) ভারিয়া, আমার হয়ে ওকে যদি কথাটা বলো, অবশ্য বুঝিয়ে শুঝিয়ে...

ভারভারা মিখাইলভনা। কী বলব?

বাসভ। বলবে যে... ইয়ে... কাজে আরো মন দেওয়া উচিত ওর।

ভারভারা মিখাইলভনা। আচ্ছা, বলব। কিন্তু সাশার সামনে ওর বিষয়ে এমনভাবে কথা না বললে পারো।

বাসভ (ঘরটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে)। তাতে কিছু এসে যায় না। ঝি-চাকরের কাছে কিছু গোপন থাকে না... জায়গাটা, ভারিয়া, জায়গাটা কেমন যেন নেড়া নেড়া। দেয়ালে কিছু টাঙ্গালে পারো, কয়েকটা ফ্রেম... আর ছবি। তাহলে আরো আরামের হবে। আচ্ছা, আমি চলি এখন। হাতটা দেখি। ভয়ানক ঠাণ্ডা আর চুপচাপ তুমি। কেন বলো তো? আর এত গোমড়া দেখাচ্ছে কেন?

ভারভারা মিখাইলভনা। সুসলভদের ওখানে যাবার ভীষণ তাড়া না কি?

বাসভ। হ্যাঁ, জলদি যেতে হবে। ওর সঙ্গে কত যুগ দাবা খেলি নি... তোমার হাতেও চুমু খাই নি অনেক দিন। আশ্চর্য! কেন খাই নি ভাবছি।

ভারভারা মিখাইলভনা (হাসি চেপে)। আচ্ছা, তাহলে ফুরসৎ না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে নিয়ে আলোচনাটা না হয় স্থগিত রাখলে। ব্যাপারটা মনে হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাসভ (স্তোক দেবার মত করে)। তা নয় নিশ্চয়ই। সিরিয়াস্ হতে পারে না... কেন কথাটা তুললাম জানি না।

তুমি তো আমার মনের মত — বুদ্ধিমতী, আন্তরিক ইত্যাদি, ইত্যাদি। সত্যি কথা। আমার সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে বলতে, বলতে না? তোমার চোখদুটো অত জ্বলজ্বল করছে কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

ভারভারা মিখাইলভনা। না, শরীর ঠিক আছে।

বাসভ। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য তোমার কিছু দরকার। বড্ড বেশী পড়ো তুমি... সব সময়ে পড়ছ। কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি ভালো নয়, সেটা ভুলো না।

ভারভারা মিখাইলভনা। সুসলভ আর তুমি যখন মদ টানো তখন কথাটা মনে রেখো।

বাসভ (হেসে)। এক হাত নিয়েছ বটে! কিন্তু সত্যি কথা বলতে, এসব রসালো আধুনিক বই মদের চেয়ে খারাপ। অনেকটা আফিম খাবার মত। আর যাঁরা বইগুলো লেখেন তাঁরা হলেন নিউরটিক। (হাই তুলে) শীগগিরই একজন ভদ্রলোক আমাদের এখানে আসবে, ছেলেরা যাকে বলে 'নির্জলা সৎ লেখক', সে-রকম গোছের লোক। এখন সে কেমন দাঁড়িয়েছে ভাবি। খুব সম্ভব একটু জাঁক হয়েছে। নামডাক যাদের হয় তারা অত্যন্ত অহংকারী হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিক মানুষ আর থাকে না। কালেরিয়ার কথাই ধরো না কেন — ও-ও স্বাভাবিক নয়, যদিও ওকে ঠিক লেখক বলা চলে না। শালিমভকে দেখলে ও খুসি হবে। শালিমভকে ও বিয়ে করলে বেশ হয় না? কিন্তু মেয়েটার বয়স বেশি আর হামেশাই ঘ্যানর ঘ্যানর করে, যেন পুরনো দাঁতের ব্যথায় ভুগছে। আর ওকে ঠিক রূপসী বলা চলে না।

ভারভারা মিখাইলভনা। কথা সুরু করলে তোমার মুখ আর থামে না, সেগেই।

বাসভ। তাই বুঝি? এবারে অন্তত তাতে কোন লোকসান হল না। আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। বকবক করতে ভালো

লাগে মনে হচ্ছে। (পর্দার ওধারে কাশির শব্দ) কে ওখানে?

সুসলভ (অন্তরাল থেকে)। আমি।

বাসভ (ওর দিকে যেতে যেতে)। তোমার ওখানে এই যাচ্ছিলাম।

সুসলভ (ভারভারা মিখাইলভনাকে অভিবাদন জানিয়ে)। চলো। সেই জন্যই তো এসেছি, তোমাকে নিয়ে যেতে... আজ সহরে গিয়েছিলে?

বাসভ। না। কেন?

সুসলভ (বেজার হাসি হেসে)। শুনলাম তোমার সহকারী কাল রাতে ক্লাবে দুহাজার রুবল জিতেছে...

বাসভ। ওহো!

সুসলভ। একজন ব্যাপারীর কাছ থেকে জিতেছে, লোকটা আকণ্ঠ মদ খেয়েছিল।

ভারভারা মিখাইলভনা। সবসময়েই এ কথাটা বলেন কেন?

সুসলভ। কী বলি?

ভারভারা মিখাইলভনা। সবসময়েই জোর দিয়ে বলেন যে, যে লোকটা হেরেছে সে মাতাল ছিল।

সুসলভ (একটু হেসে)। বলি যে খেয়াল ছিল না।

বাসভ। বললেই বা কী? জামিসলভ তার শিকারকে বেহুঁস করে তার টাকা মেরেছে, সেটা তো বলে নি। সেটা করা অবশ্য অভদ্রতা। চলো, পিওতর। ভারিয়া, ভ্লাস এলে... এই যে এসেছে!

ভ্লাস (পুরনো ব্রিফকেস হাতে ঢুকে)। আমার অনুপস্থিতিতে কি মাননীয় গৃহস্বামীর খারাপ লাগছিল? শুনে খুসি হলাম। (একটু দুষ্টুমি করে শাসিয়ে সুসলভকে) একজন ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এইমাত্র তিনি

এসেছেন মনে হয়। বাড়ি বাড়ি জোর গলায় জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছেন আপনি কোথায় থাকেন। (বোনের কাছে গিয়ে) নমস্কার, ভারিয়া।

ভারভারা মিখাইলভনা। নমস্কার।

স্যুসলভ। জ্বালালে দেখছি! খুড়ো এসেছেন মনে হচ্ছে।

বাসভ। তাহলে আমার যাওয়াটায় অসুবিধে হবে?

স্যুসলভ। তাই বুঝি! যে খুড়োকে চিনি না বললেই চলে, তাঁর সঙ্গে একলা থাকতে খুব ভালো লাগবে মনে হচ্ছে? দশ বছর ওঁকে দেখিনি।

বাসভ (ভ্লাসকে)। এক মিনিট, ভ্লাস...

(পড়বার ঘরে ভ্লাসকে নিয়ে গেল।)

স্যুসলভ (সিগারেট ধরিয়ে)। আমাদের সঙ্গে আসবেন নাকি, ভারভারা মিখাইলভনা?

ভারভারা মিখাইলভনা। না, ধন্যবাদ। আপনার খুড়ো কি গরীব?

স্যুসলভ। না, অত্যন্ত ধনী। নেহাৎ গরীব আত্মীয়স্বজনকে অপছন্দ করি মনে করেন বুঝি?

ভারভারা মিখাইলভনা। জানি না...

স্যুসলভ (গলা খাঁকারি দিয়ে, খুঁচিয়ে দেখার ভাবে)। জামিসলভ একদিন সের্গেইকে বিপদে ফেলবে। লোকটা হতচ্ছাড়া, আপনার মনে হয় না?

ভারভারা মিখাইলভনা (শান্তভাবে)। ওকে নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না।

স্যুসলভ। বেশ, কথাটা তোলা থাক তাহলে। (একটু থেমে) আমার মনে হয় আপনার এই স্পষ্টবাদিতা ... ইয়ে... অনেকটা লোকদেখানো গোছের। সাবধানে থাকবেন। মনে যা মুখে তা, এমন লোকের ভূমিকায় থাকা

বিপজ্জনক। তার জন্য চাই অনেক সাহস, অনেক বুদ্ধি। কথাটায় কিছু মনে করলেন না তো?

ভারভারা মিখাইলভনা। মোটেই না।

সুসলভ। এ নিয়ে তর্ক করবেন না? কিম্বা হয়ত মনে মনে আমার কথাটা আপনি মেনে নেন?

ভারভারা মিখাইলভনা (অত্যন্ত সহজভাবে)। তর্ক করতে আমি জানি না, গুছিয়ে বলতে পর্যন্ত পারি না।

সুসলভ (মুখ গোমড়া করে)। চটবেন না। নিজে যা সব সময়ে ঠিক মনে করে তাই হবার মত সাহসী লোক সত্যি আছে বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।

সাশা (ঘরে ঢুকে)। ওলগা আলেক্সেয়েভনা বললেন তিনি এখখুনি আসছেন। চা করব?

ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যাঁ।

সাশা। নিকোলাই পেত্রভিচ আসছেন। (বেরিয়ে গেল)

সুসলভ (পড়বার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে)। জলদি করো, সের্গেই। আমি চললাম...

বাসভ। আমিও আসছি। এক্ষুনি।

জামিসলভ (ভিতরে ঢুকে)। নমস্কার, ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যালো, পিওতর ইভানভিচ।

সুসলভ (কেশে)। নমস্কার। একেই বলে ফুলবাবু'

জামিসলভ। ও-হ্যাঁ। হালকা হৃদয়, হালকা মন, হালকা পকেট।

সুসলভ (রূঢ়ভাবে ব্যঙ্গের ঢঙে)। হৃদয় আর মনের ব্যাপারটা ঠিক বলেছেন, কিন্তু পকেটটা — শুনলাম কাল রাত্তিরে ক্লাবে কার যেন টাকা মেরেছেন।

জামিসলভ (নরম সুরে) টাকা মারা কথাটা জোচ্চোরদের বেলায় বলা চলে। আমার ক্ষেত্রে বলা উচিত — জিতেছিলাম।

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনার সব খবর নিয়েই

হৈচৈ পড়ে যায়। লোকে বলে এমনটা শুধু অসাধারণ পুরুষদের বেলাতেই ঘটে।

জামিসলভ। নিজের বিষয়ে গালগপ্প শুনলে মনে না করে পারি না যে আমি নিশ্চয় অসাধারণ ব্যক্তি। আর টাকাটা — দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র বিয়াল্লিশ রুবল জিতেছি।

(সুসলভ আস্তে কেশে বাঁ দিকের জানলাটার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।)

বাসভ (বেরিয়ে যেতে যেতে)। মাত্র? আর আমি কিনা শ্যাম্পেনের স্বপ্ন দেখছিলাম! আচ্ছা, আমাকে কিছু বলার আছে? আমার তাড়া আছে।

জামিসলভ। যাচ্ছেন, কর্তা? পরে বলব। এমন কিছু জরুরী খবর নয়। নাটকটা দেখতে গেলেন না, ভারভারা মিখাইলভনা, দুঃখের কথা! চমৎকার অভিনয় করেছেন ইউলিয়া ফিলিপভনা! অপরূপ!..

ভারভারা মিখাইলভনা। ওর অভিনয় আমার বরাবর ভালো লাগে।

জামিসলভ (সোৎসাহে)। মায়ের পেট থেকে পড়েই অভিনেত্রী, যদি না হয় গর্দান দেব!

সুসলভ (একটু হেসে)। আর যদি গর্দান দিতে হয়? কবন্ধের মত ঘোরাটা অভব্য ব্যাপার। চলো সের্গেই! আসি তাহলে, ভারভারা মিখাইলভনা। চললাম। (জামিসলভকে ভারিক্কি চালে অভিবাদন জানাল)

বাসভ (পড়বার ঘরের দিকে তাকাল, সেখানে ভ্লাস কাগজপত্র গোছাচ্ছে)। তাহলে সকাল ন'টার মধ্যে সবকিছু কপি করা সেরে ফেলবে আশা করতে পারি, ভ্লাস?

ভ্লাস। আশা করতে পারেন, হুজুর, আর সারা রাত্তির অনিদ্রার তাড়ায় যেন ছটফট করেন!

(সুসলভ আর বাসভ চলে গেল।)

জামিসলভ। আমাকেও যেতে হবে। আপনার হাতটা দিন, ভারভারা মিখাইলভনা।

ভারভারা মিখাইলভনা। চা খেয়ে যান।

জামিসলভ। অনুমতি দিলে পরে ফিরে আসব। এখন যেতেই হবে। (তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল)

ভ্লাস (পড়বার ঘর থেকে এসে)। এ বাড়িতে চায়ের কোন আশা আছে, ভারিয়া?

ভারভারা মিখাইলভনা। সাশাকে ডাকো। (ওর পিঠে হাত রেখে) তোমাকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?

ভ্লাস (তার হাতে গাল ঘষতে ঘষতে)। ক্লান্ত। দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আদালতে ছিলাম, তিনটে থেকে সাতটা নানা কাজে সহরে ঘুরেছি। সাশা!.. খাবার সময় পর্যন্ত পাই নি।

ভারভারা মিখাইলভনা। কেরাণী। এর চেয়ে ভালো কিছু একটা নিশ্চয়ই জোটাতে পারো, ভ্লাস।

ভ্লাস (করুণ রসের ভান করে)। হ্যাঁ, জানি যে একেবারে ওপরে যাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি করা উচিত। কিন্তু আমি উদাহরণপ্রিয় কিনা, তাই চিমনী যে সাফ করে সেই হীনদীন লোকটার কথা বলি — ও-ত সবায়ের চেয়ে ওপরে ওঠে, কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে কখনো উঠতে পারে কি?

ভারভারা মিখাইলভনা। সিরিয়াস্ হবার চেষ্টা করো। অন্য কোনো কাজের খোঁজ করো না কেন... যে কাজের মূল্য আছে, গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ?

ভ্লাস (অত্যন্ত আহত স্বরে)। শোনো দেখি কথাটা! ব্যক্তি সম্পত্তির পবিত্র প্রথাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারির ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ না হলেও আমার ভূমিকাটা কম নয়, আর তুমি কিনা সেটাকে বলছ তুচ্ছ কাজ! তোমার মগজে যতো সব সৃষ্টিছাড়া চিন্তা!

ভারভারা মিখাইলভনা। না, তুমি কখ্‌খনো সিরিয়াস হবে না।

(সাশা এল।)

ভ্লাস (সাশাকে)। মহাশয়া, আমাকে দয়া করে চা আর কিছু খাবার এনে দিন।

সাশা। এই আনছি। কাটলেট খাবেন?

ভ্লাস। মাংসের হোক, মাছের হোক, যা কিছু হোক নিয়ে এসো। জলদি।

(সাশা বেরিয়ে গেল। বোনের কোমর জড়িয়ে ধরল ভ্লাস, দুজনে পায়চারি করতে লাগল।)

ভ্লাস। কেমন আছো?

ভারভারা মিখাইলভনা। মনটা মুষড়ে গিয়েছে, ভ্লাস। মাঝে মাঝে বিনা কারণে হঠাৎ মনে হয় যেন বন্দিনী আমি। সবকিছু মনে হয় অদ্ভুত, প্রতিকূল, সবকিছু অযাচিত... কেউ চায় না সে সব, না আমি, না অন্য লোকে। কেউ সিরিয়াস নয়। তোমার নিজের কথাটাই ধরো না কেন — তুমি সবসময়েই ফাজিল, সবকিছু আর সবাইকে নিয়ে হাসিতামাশা করো শুধু।

ভ্লাস (নাটকীয় ভঙ্গীতে)।

বন্ধু, দুষো না আমায় বাচালতার জন্য,
তার পিছনে দুঃখ লুকোই,
লুকোই তোমার জন্য।

লাইনগুলো নিজের রচনা আর সত্যি বলতে কালেরিয়ার লেখার চেয়ে হাজার গুণ ভালো। সবটা তোমাকে পড়ে শোনাব না — মাইলখানেক লম্বা কবিতা। তাহলে তুমি

চাও যে আমি সিরিয়াস হই? মনে হচ্ছে একচোখোরা চায় সবাই তাদের মত হোক।

(চায়ের জিনিসপত্র নিয়ে এসে সাশা গ্নছিয়ে টেবিলের উপরে রাখল। রাত্রির চৌকিদারের লাঠির খটখট শোনা গেল।)

ভারভারা মিখাইলভনা। থামো, ভ্লাস। খালি বকবক করা উচিত নয়।

ভ্লাস। 'আচ্ছা বলিয়া তিনি মাথা নত করিলেন।' কিন্তু বোন, তুমি নিষ্ঠুর। সারাদিন ওদের কুৎসার আবর্জনার কপি করতে করতে কথা বলার ফুরসৎ পাই না। তাই সন্ধ্যে হলে একটু আমোদ করতে চাই।

ভারভারা মিখাইলভনা। আর আমি চাই চলে যেতে। খ্ুঁজে বের করতে চাই এমন একটা জায়গা যেখানকার লোকজন সহজ স্নস্থ, কথা বলে অন্যভাবে, বিরাট গ্নর্ত্বপ্নর্ণ কিছ্ন একটা করছে। কী বলছি ব্নঝছ?..

ভ্লাস (ভাবতে ভাবতে)। বোধ হয়। কিন্তু তুমি কোথাও যাবে না, ভারিয়া।

ভারভারা মিখাইলভনা। যাব হয়ত। (কিছ্নক্ষণ চুপচাপ। সামোভার নিয়ে এল সাশা) কাল শালিমভ আসবে মনে হয়।

ভ্লাস (হাই তুলে)। ওর হালের লেখা আমার ভালো লাগে না। বিরস, ফাঁপা, প্রাণ নেই।

ভারভারা মিখাইলভনা। স্কুলের একটা পার্টিতে ওকে একবার দেখেছিলাম, তখন আমার বয়স কম ছিল। মনে আছে কী ধীর স্থিরভাবে স্টেজে এল: এখনো মনে আছে ওর ঘন, অবাধ্য চুল, ওর ম্নখের ভাব — স্পষ্ট আর বলিষ্ঠ — ভাবটা হল তেমন লোকের, যে জানে নিজে কী ভালোবাসে,

কী ঘৃণা করে, নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন যে। রোমাঞ্চকর ব্যাপার! হ্যাঁ। মনে আছে সজোরে চুল বারবার ঝাঁকাচ্ছিল। কালো ঝড়ের মত তার কপালে গোছায় গোছায় চুল এসে পড়ছিল। মনে আছে ওর চোখের দীপ্ত চাউনি। ছ-সাত, না আট বছর আগেকার কথা।

ভল্লাস। কলেজের মেয়ে নতুন মাস্টারকে দেখার জন্য যেমন উদ্গ্রীব ওকে দেখবার জন্য তুমিও ঠিক তাই। সাবধান, বোন! লোকে বলে লেখকেরা মেয়ে পটাতে ওস্তাদ!

ভারভারা মিখাইলভনা। কথাটা কুৎসিৎ, ভল্লাস। ছেঁদো কথা।

ভল্লাস (সহজ, আন্তরিকভাবে)। চোটো না, বাপু।

ভারভারা মিখাইলভনা। তোমার মাথায় ঢুকছে না। আমি ওর আসার প্রতীক্ষায় আছি যেমন প্রতীক্ষায় থাকি বসন্তকালের। এভাবে আর বেঁচে থাকতে পারি না।

ভল্লাস। বুঝি। আমিও পারি না। কেমন যেন লজ্জা করে। লজ্জা করে আর অস্বস্তি হয়। পরে কী হবে বুঝতে পারি না।

ভারভারা মিখাইলভনা। সেটাই তো মুশকিল। কিন্তু তাহলে তুমি সবসময়ে কেন...

ভল্লাস। ভাঁড়ের মত ব্যবহার করি? মনের কথা অন্য লোক টের পেলে বিশ্রী লাগে।

(কালেরিয়া ঢুকল।)

কালেরিয়া। অদ্ভুত রাত্রি! আর তোমরা দুজনে ঘরে বসে! ভেতরে ধোঁয়ার গন্ধ।

ভল্লাস (মনের ভাব পাল্টে)। নমস্কার, স্বপ্নচারিণী।

কালেরিয়া। বন মোহাচ্ছন্ন, স্তব্ধ, চাঁদের কোমল হাসি, চারিদিকে উষ্ণ ঘন ছায়া... দিনের চেয়ে রাত্রি বরাবর সুন্দর।

ভল্গাস (তার বলার ঢং নকল করে)। তাই তো! ছুঁড়ীদের চেয়ে যেমন বুড়ীরা বেশী আমুদে, পাখির চেয়ে যেমন কাঁকড়ারা বেশী বেগবান।

কালেরিয়া (টেবিলের পাশে বসে)। আপনি কিছুই বোঝেন না! ভারিয়া, এক কাপ চা দাও তো। না-কেউ এখানে আসেনি মনে হচ্ছে।

ভল্গাস (চটুলভাবে)। 'না-কেউ' আসতে পারে না, কেননা 'না-কেউ'এর অস্তিত্ব নেই।

কালেরিয়া। এধরনের রসিকতায় আপনার কখনো অরুচি হয় না?

(ভল্গাস অভিবাদন করে পড়বার ঘরে চলে গিয়ে সেখানে লেখবার টেবিলের ওপরের কাগজপত্রের পাতা ওলটাতে লাগল। দূরে চৌকিদারের লাঠির খটখট আর হুইশ্‌লের মৃদু আওয়াজ।)

ভারভারা মিখাইলভনা। ইউলিয়া ফিলিপভনা এসেছিল, তোমার খোঁজ করছিল।

কালেরিয়া। আমার? নাটকটার কথা জানতে চায় মনে হচ্ছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। তুমি কি বনে গিয়েছিলে?

কালেরিয়া। হ্যাঁ। রিউমিনের সঙ্গে দেখা হল। তোমার কথা আমাকে বলছিল।

ভারভারা মিখাইলভনা। কী বলল?

কালেরিয়া। আঁচ করতে পারছ না?

(চুপচাপ। ভল্গাস মিহি অনুনাসিক সুরে গান ধরেছে।)

ভারভারা মিখাইলভনা (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)। দুঃখের কথা।

কার্লোরিয়া। তার জন্য?

ভারভারা মিখাইলভনা। একবার ও বলেছিল যে প্রেমে পড়াটা পুরুষের ট্র্যাজিক কর্তব্য...

কার্লোরিয়া। এককালে তো তুমি ওর সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করতে।

ভারভারা মিখাইলভনা। তার জন্য আমাকে দোষ দিচ্ছ?

কার্লোরিয়া। না, না, ভারিয়া! মোটেই না!

ভারভারা মিখাইলভনা। প্রথম প্রথম আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে খুসি করতে চেয়েছিলাম। অনেক সময় দিই, পরে দেখলাম কী ফলটা হচ্ছে, আর তারপর ও চলে গেল।

কার্লোরিয়া। ওর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছিল নাকি?

ভারভারা মিখাইলভনা। না। ও একটা কথা বলে নি, আমিও না।

(চুপচাপ।)

কার্লোরিয়া। ওর প্রেমটা মিনমিনে গোছের নিশ্চয় — মিষ্টি কথার জিনিস, আনন্দবিহীন। আর আনন্দ ছাড়া প্রেম মেয়েদের পক্ষে অপমানকর। তোমার কখনো কি চোখে পড়েছে যে ও কুঁজো?

ভারভারা মিখাইলভনা (বিস্মিত হয়ে)। নাঃ! সত্যি নাকি? তুমি ভুল বলছ।

কার্লোরিয়া। ওর হাবভাবে, ওর অন্তরে কদাকার কী একটা আছে। আর কোন লোকের মধ্যে সে ভাবটা দেখলে আমার মনে হয় তার শরীরেও কদাকার কিছু আছে।

ভ্লাস (পড়বার ঘর থেকে অত্যন্ত করুণ মুখে বেরিয়ে এল, কয়েকটা দলিলপত্র হাতড়াতে হাতড়াতে)। আবর্জনার পরিমাণটা বিবেচনা করে এবং উপরোক্ত বিবেচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে আপনার কাছে সসম্মানে ঘোষণা করছি,

হে মুরুব্বি-গিন্নী, যে বিলক্ষণ ইচ্ছে থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই অপ্রীতিকর কর্তব্য সম্পন্ন করার শারীরিক ক্ষমতা আমার নেই।

ভারভারা মিখাইলভনা। পরে তোমাকে সাহায্য করব। এখন চা খাও।

ভল্লাস। বোনটি! প্রিয় বোনটি! কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা, যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন ততক্ষণ বোনটি এবং আমার কাছ থেকে প্রেমের তালিম নিন।

কালেরিয়া। মনে হচ্ছে আপনি সত্যিই কুঁজো!

ভল্লাস। কী হিসেবে জিজ্ঞেস করতে পারি?

কালেরিয়া। আপনার মনটা কুঁজো।

ভল্লাস। তাতে আশা করি আমার চেহারার কোন লোকসান হয় নি?

কালেরিয়া। রূঢ়তা কুঁজের মতই বিকলাঙ্গতা। নির্বোধ লোকেরা খোঁড়ার মত...

ভল্লাস (ওর বলার ঢং নকল করে)। আর খোঁড়ারা হল আপনার আপ্তবাক্যের মত।

কালেরিয়া। আমার মনে হয় ইতর লোকের মুখে বসন্তের দাগ গোছের আছে, আর ওরা সবসময়েই ব্লণ্ড।

ভল্লাস। সবকটা ব্রুনেটের চটপট বিয়ে হয়ে যায়, আর অধিবিদ্যাবিদরা হল অন্ধ আর কালা। ওদের যে বচনেন্দ্রিয় আছে সেটা দুঃখের ব্যাপার!

কালেরিয়া। জমল না। তাছাড়া অধিবিদ্যা আপনি জানেন বলে মনে হয় না।

ভল্লাস। জানি। তামাক আর অধিবিদ্যা নেশাখোরদের জিনিস। তামাক খাই না আমি, তামাকের অপকারিতা সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু অধিবিদ্যা কিছু পড়েছি, জানি ওতে মাথা ঘোরে, বমি পায়।

কালেরিয়া। ফুলের গন্ধে মাথা ঘোরে এমন লোক তো আছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। এবার ক্ষান্তি দিলে হয় না।

ভ্লাস। হয়, আমার হয়। এবার খেতে বসি — সেটা কাজের কাজ।

কালেরিয়া। আর আমি পিয়ানো বাজাতে বসি — সেটা অনেক বেশী ইনটেরেস্টিং। ঘরটা কী গুমোট, ভারিয়া।

ভারভারা মিখাইলভনা। বারান্দার দরজাটা খুলে দিচ্ছি। এই যে ওলগা আসছে।

(চুপচাপ। ভ্লাস চা খাচ্ছে। কালেরিয়া পিয়ানোর সামনে বসল। রাত্রির চৌকিদারের হুইশ্‌লের ক্ষীণ আওয়াজ, তার প্রত্যুত্তর দিল যে হুইশ্‌লটি তার আওয়াজ আরো ক্ষীণ। পিয়ানোর মধ্যম গ্রামের চাবিগুলোতে কালেরিয়া হালকাভাবে চাপ দিল। পর্দাগুলো সরিয়ে ওলগা আলেক্সেয়েভনা ছুটে ঘরে ঢুকল সন্ত্রস্ত বড়ো পাখির মত।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (মাথা থেকে শাল এক ঝটকায় খুলে)। এই যে এসেছি! আসতে পারব ভাবিনি। (ভারভারা মিখাইলভনাকে চুম্বন করল) নমস্কার, কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা। বাজিয়ে যান, থামবেন না। করমর্দনের দরকার নেই, কী বলুন? হ্যালো, ভ্লাস।

ভ্লাস। নমস্কার, মাতাঠাকরুণ।

ভারভারা মিখাইলভনা। বসো। চা দেব? এত দেরী হল কেন?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (অস্থিরভাবে)। একটু দাঁড়াও। বাইরে ছমছমে অন্ধকার, মনে হচ্ছিল বনে কে যেন লুকিয়ে

আছে। শরীর হিম হয়ে যায়। চৌকিদারগুলো খালি শিস দিচ্ছে। শিসটা করুণ ও ব্যঙ্গে ভরা। ওরা শিস দেয় কেন?

ভ্লাস। হুঁ, ঘোর সন্দেহের ব্যাপার বটে। হয়ত আমাদের উদ্দেশ্য করে সিটি মারছে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আরো আগে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নাদিয়া খিটখিট করছিল — ওরো কিছু একটা হয়ত হবে। ভলকার অসুখ হয়েছে বলেছি? হ্যাঁ, ওর জ্বর। তাছাড়া সনিয়াকে চান করাতে হল। খাবার পরেই মিশা বনে পালিয়েছিল, ফিরল এইমাত্র — হাতপা কেটেছে, ধুলো কাদায় ভর্তি, তাছাড়া ক্ষিদে তো পেয়েছেই। আর আমার স্বামী সহর থেকে ফিরলেন খারাপ মেজাজে, মুখ ভার, কথা বলছেন না। আমার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে! নতুন ঝিটা এত বাজে যে না থাকার মত। দুধের বোতলগুলোর ওপরে ফুটন্ত জল ঢেলেছে, ফলে সবকটা ফেটেছে।

ভারভারা মিখাইলভনা (হেসে)। বেচারী! তুমি নিশ্চয়ই থকে গিয়েছ।

ভ্লাস। হে দেবী, শেষ নেই তোমার দুশ্চিন্তার! সবকিছু তাহলে হয় বড়ো বেশি সেদ্ধ নয় বড়ো বেশি কাঁচা থাকে। বিজ্ঞের কথা বটে!

কালেরিয়া। তবে খারাপ শোনায়: 'বড়ো বেশি সেদ্ধ' ছো! একেবারে বেঢপ।

ভ্লাস। আপনার কাছে মাপ চেয়ে জানাই যে ভাষার আবিষ্কর্তা আমি নই।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (একটু চটে)। দেখছি আপনাদের একঘেয়ে লাগে, হাসি পায়। বুঝি বাপু। কিন্তু কী করব, নাচার। যার যা রোগ তাই নিয়ে যত চিন্তা। ছেলেমেয়ে! ওদের কথা ভাবলেই মনের মধ্যে যেন ঘণ্টা বেজে ওঠে।

ঢংঢং। ছেলেপিলে — ওরা ভীষণ সমস্যা, ভারিয়া। কী রকম সমস্যা যদি জানতে!

ভারভারা মিখাইলভনা। মাপ করো ভাই, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি বাড়াবাড়ি করছ।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। (উত্তেজিত হয়ে)। না, মোটেই না। তুমি জানবে কী করে! ছেলেপিলের বিষয়ে মায়ের সাংঘাতিক দায়িত্ববোধের বোঝা তো তোমাকে কখনো বইতে হয় নি। একদিন না একদিন ছেলেমেয়েরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করবে জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পথ কী, আর তখন তাদের কী বলব?

ভ্লাস। আগে থেকে মাথা ঘামিয়ে লাভটা কী? হয়ত ওরা জিজ্ঞেস করবে না। এমনো হতে পারে সে বিষয়ে ওদের নিজেদের মতামত হবে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আপনি জানেন না! ওরা ইতিমধ্যেই জিজ্ঞেস করতে সুরু করেছে। সবসময়ে আমাকে প্রশ্ন করে। নানা ধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন সব, তাদের জবাব আপনি আমি দিতে পারি না, কেউ পারে না। মেয়ে হওয়াটা দারুণ যন্ত্রণার ব্যাপার।

ভ্লাস (মৃদুকণ্ঠে, গম্ভীরভাবে)। দরকার হল মানুষ হওয়া। (পড়বার ঘরে গিয়ে টেবিলের পাশে বসে লিখতে সুরু করল)

ভারভারা মিখাইলভনা। ওটা রাখো এখন, ভ্লাস। (উঠে আস্তে আস্তে বারান্দার দরজায় গেল)

কালেরিয়া (বিভোর হয়ে)। ভোরের হাসিতে তারাগুলো একে একে নিভে যায়... (উঠে গিয়ে ভারভারা মিখাইলভনার পাশে দাঁড়াল)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আরে বাবা, আমি আসাতে সবায়ের ফুর্তি উবে গেছে মনে হচ্ছে, যেন রাত্তির বেলায়

পেঁচার ডাক শুনেছে। বেশ, বেশ, আমার দুঃখকষ্ট নিয়ে আর একটি কথাও বলব না। তুমি চলে গেলে কেন, ভারিয়া? এদিকে এসো, নইলে মনে হবে আমাকে এড়াবার চেষ্টা করছ।

ভারভারা মিখাইলভনা (তাড়াতাড়ি ফিরে এসে)। কী যে বলো, ওলগা! তোমার জন্য ভীষণ কষ্ট হয় আমার।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কষ্ট পেও না। মাঝে মাঝে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে যায় — মায়া হয় নিজের জন্য। আমার স্বভাবটা যেন ছোট কুকুরের মত। ছোট কুকুরগুলো অত্যন্ত পাজী — সবায়ের ওপর ওদের বিদ্বেষ, সবসময়ে তাকে থাকে হঠাৎ কারোর পায়ের মাংস খাবলে খাবে বলে।

কালেরিয়া। সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, কিন্তু মানুষের অন্তরে অনন্ত গোধূলি।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। সেটা আবার কী?

কালেরিয়া। বিশেষ কিছু না। মনে মনে কথা বলছিলাম।

ভ্লাস (দলিলপত্র কপি করতে করতে নাকী সুরে গান গাইছে. শ্রাদ্ধমন্ত্রের সুরে)। সুখের সংসার — সুখের সংসার...

ভারভারা মিখাইলভনা। চুপ করো, ভ্লাস।

ভ্লাস। চুপ করেছি।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আমি ওঁর মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছি।

কালেরিয়া। বন থেকে কয়েকজন এইমাত্র বেরিয়ে এল। ছবির মত সুন্দর। পাভেল সের্গেয়েভিচ হাত দোলাচ্ছে, দেখলে হাসি পায়।

ভারভারা মিখাইলভনা। আর কে ওখানে?

কালেরিয়া। মারিয়া ল্ভভ্না... ইউলিয়া ফিলিপভনা... সনিয়া, জিমিন আর... জামিসলভ।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (শাল জড়িয়ে)। আমি কেমন যেন অগোছালো! ইউলিয়া ফিলিপভনা যা ফিটফাট নিশ্চয়

আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। দুচক্ষে দেখতে পারি না ওকে!

ভারভারা মিখাইলভনা। সাশাকে ডাকো তো, ভ্লাস।

ভ্লাস। মনে রেখো এ সব ছোটখাটো কাজ আমার কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দিচ্ছে!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। অসাধারণ মেয়েমানুষ। ছেলেপিলেদের দেখাশোনা করে না বললেই চলে, আর আশ্চর্য, ওদের তো অসুখ হয় না কখনো।

মারিয়া ল্‌ভভ্‌না (বারান্দা হয়ে ঢুকে)। আপনার কর্তা বললেন যে আপনার শরীরটা ভালো নেই। কী হয়েছে?

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনি এসেছেন বলে খুসী, কিন্তু আমার কিচ্ছু হয় নি।

(বারান্দায় কলরব, হাসি।)

মারিয়া ল্‌ভভনা। মুখটা একটু অস্থির দেখাচ্ছে। (ওলগা আলেক্সেয়েভনাকে) আপনি এখানে? অনেকদিন আপনাকে দেখি নি।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। যেন আমার গোমড়া মুখ দেখায় কোন আনন্দ আছে!

মারিয়া ল্‌ভভনা। গোমড়া মুখ আমার ভালো লাগতে পারে, বলা তো যায় না। বাচ্চারা কেমন আছে?

ইউলিয়া ফিলিপভনা (বারান্দা হয়ে ঢুকে)। কী দলবল নিয়ে এসেছি একবার দেখুন তো! কিন্তু ঘাবড়ে যাবেন না, আমরা এখ্‌খুনি বিদায় নেব। নমস্কার, ওলগা আলেক্সেয়েভনা! পুরুষগুলো ভেতরে আসছে না কেন? ভারভারা মিখাইলভনা — পাভেল সের্গেয়েভিচ আর জামিসলভ বাইরে ওখানে। ওদের ডাকব?

সবাই একসঙ্গে {

ভারভারা মিখাইলভনা। নিশ্চয়ই!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। চলে আসুন, কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা।

মারিয়া ল্‌ভভনা (ভ্লাসকে)। রোগা হয়ে গেছেন। কেন বলুন তো?

ভ্লাস। জানি না।

সাশা (ঢুকে)। সামোভারটা আবার গরম করব?

ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি পারো।

মারিয়া ল্‌ভভনা (ভ্লাসকে)। কাকে ভেঙ্গানো হচ্ছে?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। উনি হামেশাই...

ভ্লাস। ওটা আমার পেশা।

মারিয়া ল্‌ভভনা। সর্বদা রসিকতার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেটা কখনো ঠিক জমে না। (ভারভারা মিখাইলভনাকে) তোমার পাভেল সের্গেয়েভিচ যে একেবারে অবসাদে বেহুঁশ।

ভারভারা মিখাইলভনা। আমার কেন বলছ?

(ঘরে ঢুকল রিউমিন, পিছনে পিছনে ইউলিয়া ফিলিপভনা ও কালেরিয়া। ভুরু কুঁচকে ভ্লাস পড়বার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। ওলগা আলেক্সেয়েভনা মারিয়া ল্‌ভভনাকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে নিজের বুক দেখিয়ে ফিসফিস করে কী একটা বলল।)

রিউমিন। এত রাত্তিরে চড়াও হওয়ার জন্য মাপ করবেন...

ভারভারা মিখাইলভনা। অতিথি এলে আমার সর্বদাই ভালো লাগে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। সহরের বাইরে থাকার সবচেয়ে

সুন্দর দিকটা হল যে লৌকিকতা আর করতে হয় না... ওদের দুজনের — ওর আর মারিয়া লভভনার — তর্কটা যদি শুনতে!

রিউমিন। যেসব জিনিস গুরুত্বপূর্ণ, যেসব জিনিস ধরা দরকার তাদের নিয়ে শান্তভাবে কথা কইতে আমি পারি না...

(সামোভার নিয়ে এল সাশা। চায়ের কাপ ইত্যাদি সাজাতে সাজাতে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ভারভারা মিখাইলভনা শান্তকণ্ঠে নানা নির্দেশ দিল। পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে রিউমিন ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, দৃষ্টিতে চিন্তার ছাপ।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আপনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে আপনার কথার জোর থাকে না। (ভারভারা মিখাইলভনাকে) আমাদের কর্তারা ব্র্যাণ্ডি টানছেন, দারুণ নেশা হয়েছে নিশ্চয়। আমার কর্তার কে এক খুড়ো হঠাৎ এসে পড়েছেন। তিনি মাংস বেচেন, বা বনস্পতি তৈরী করেন বা ওধরনের কিছু একটা ব্যবসা করেন। একমাথা কোঁকড়ানো পাকা চুল, সবসময়ে হাসছেন আর ইয়ার্কি করছেন — বেশ মজার লোক। কিন্তু আমার হুঁশিয়ার বীরপুঙ্গব, নিকোলাই পেত্রভিচ কোথায়?

জামিসলভ (বারান্দা থেকে)। এই যে এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি গবাক্ষ তলে মোহিনী ইনেসিলিয়া!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ভেতরে আসুন। ওখান থেকে কী বলছেন?

জামিসলভ (ঢুকে)। ছেলেমেয়ে বখাচ্ছি। সনিয়া আর জিমিন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে মানুষের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হল প্রতিদিন নানা সমস্যার — সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে লাগা। কিন্তু আমি বলছি

জীবন হল একটা আর্ট — নিজের চোখে দেখার আর্ট, নিজের কান দিয়ে শোনার আর্ট...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বকর বকর শুধু!

জামিসলভ। মুহূর্তের আবেগে তত্ত্বটা বানিয়েছি, কিন্তু টের পাচ্ছি সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাসে দাঁড়াবে। সবকিছুতে, এমন কি পানাহারে আনন্দ আর সৌন্দর্য খুঁজে পাবার আর্ট হল জীবন... ওরা বর্বরের মত খিস্তি করছে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বকুনি থামান... কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা!

জামিসলভ। কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা! আমি জানি আপনি সুন্দরের ভক্ত — তবু আমাকে কেন ভালোবাসেন না? এটা ভীষণ অসঙ্গতি।

কালেরিয়া (হেসে)। আপনি বড়ো গোলমেলে — আর চোখ-ধাঁধানো।

জামিসলভ। ওহো! কিন্তু সে নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। আমরা বলছি যে এই মোহিনী আর আমি...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এসেছি...

জামিসলভ (নুইয়ে কালেরিয়াকে নমস্কার করে)। আপনার কাছে!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আমরা জিজ্ঞেস করতে এসেছি...

জামিসলভ (আরো নিচু হয়ে অভিবাদন করে)। আপনাকে!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। নাঃ, আমাকে জিজ্ঞেস করতে দেবে না দেখছি। চলুন, আপনার ছোট্ট সুন্দর ঘরটায় যাই। ঘরটা বেজায় ভালো লাগে আমার...

জামিসলভ। চলুন! সেখানে অন্তত আমাদের কেউ বাধা দেবে না।

কালেরিয়া (হেসে)। চলুন!

(মাঝের দরজার দিকে ওরা গেল।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। খুড়োমশাইকে দেখা পর্যন্ত সবুর করুন না! এত মিষ্টি লোক যে কথায় বলা যায় না।

জামিসলভ। মিষ্টি বলছেন?

(হাসতে হাসতে পর্দার ওদিকে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। মেয়েটা সর্বদাই হাসিখুসি, অথচ আমি জানি যে ওর জীবনটা হেসেখেলে কাটছে না। ও আর ওর স্বামী...

ভারভারা মিখাইলভনা (নীরস স্বরে)। তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই বলে মনে করি, ওলগা।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কেন, অনুচিত কিছু বললাম না কি?

রিউমিন। আজকাল অসুখী বিয়ের সংখ্যা অনেক!

সনিয়া (দরজা দিয়ে উঁকি মেরে)। মা, বেড়াতে যাচ্ছি।

মারিয়া ল্ভভনা। এইমাত্র তো বেড়িয়ে ফিরলে।

সনিয়া। জানি। কিন্তু এ বাড়িতে প্রবীণার ভিড়, তাতে আমার অরুচি।

মারিয়া ল্ভভনা (ঠাট্টা করে)। কী বলছিস ভেবে বলিস, ডবকা ছুঁড়ী! তোর মা-ও তো প্রবীণা।

সনিয়া (ছুটে এসে)। তুমি? সত্যি নাকি? কবে থেকে?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কথাটার মানে কী?

ভারভারা মিখাইলভনা। অন্তত নমস্কার জানাতে তো পারো।

মারিয়া ল্ভভনা। তুই আমার মুখ ডোবালি, সনিয়া।

সনিয়া (ভারভারা মিখাইলভনাকে)। নমস্কার জানাইনি বুঝি? মাপ করুন। আপনাকে চুমো খাচ্ছি পর্যন্ত, খুসি হয়ে খাচ্ছি। কোন জিনিস ভালো লাগলে আমার মনটা দয়া দাক্ষিণ্যে ভরে যায় — বিশেষ করে যখন কোন দাম দিতে হয় না।

মারিয়া ল্‌ভভনা। বকবক বন্ধ করে এখান থেকে যা।

সনিয়া। মায়ের রকমটা দেখলেন তো? হঠাৎ বলে বসলেন যে প্রবীণা হয়ে গেছেন। আঠারো বছর ওঁকে দেখছি আর এই প্রথম কথাটা শুনলাম। অদ্ভুত!

জিমিন। আপনি আসবেন, না আসবেন না?

সনিয়া। পরিচয় করিয়ে দিই — আমার গোলাম!

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনি ভেতরে আসছেন না কেন?

সনিয়া। ভদ্রসমাজের যোগ্য নয় ও।

জিমিন। আমার জ্যাকেটটার হাতা ছিঁড়ে দিয়েছে, তাই।

সনিয়া। মাত্র এতটুকু! যথেষ্ট হয়নি মনে হচ্ছে ছোঁড়ার, আরো কিছু চায়। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি! মা, পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, কী বলো? আপাতত মাক্স অনন্ত প্রেমের বিষয়ে কী বলছে শোনার জন্য দাঁড়াতে পারছি না।

জিমিন। তাহলে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে!

সনিয়া। দেখা যাক, বালক! চললাম। এখনো চাঁদ দেখা যাচ্ছে?

জিমিন। আমি বালক নই! স্পার্টায়... এ আবার কী! মানুষকে এমনভাবে ধাক্কা দেওয়া...

সনিয়া। এখনো তুমি মানুষ হওনি। চলো, স্পার্টা!

(বাইরে ওদের কণ্ঠস্বর ও হাসি কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল।)

রিউমিন। আপনার মেয়েটি খাসা, মারিয়া ল্‌ভভনা।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। এককালে আমি ছিলাম ওর মতন...

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনাদের সম্পর্কটা আমার বেশ লাগে। আসুন, এবার চা খাওয়া যাক।

মারিয়া ল্‌ভভনা। হ্যাঁ, আমরা দুজনে বন্ধুর মত।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। বন্ধুর মত। কী করে সেটা হয় বলুন তো?

মারিয়া ল্‌ভভনা। কী?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

মারিয়া ল্‌ভভনা। অত্যন্ত সহজে। ওদের সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করবেন, ওদের কাছ থেকে সত্যি কথা কখনো গোপন করবেন না, কখনো ঠকাবেন না ওদের।

রিউমিন (একটু হেসে)। ব্যাপারটা একটু ঝুঁকির বটে। সত্য হচ্ছে কর্কশ কঠিন, তার মধ্যে থাকে অবিশ্বাসের গোপন বীজ। সত্যের ভয়ংকর চেহারা গোড়াতেই দেখালে বাচ্চাদের মন বিষিয়ে যেতে পারে।

মারিয়া ল্‌ভভনা। তাহলে তিলে তিলে ওদের বিষিয়ে দেওয়াটা আপনি পছন্দ করেন? যাতে ওদের মনের কী ক্ষতি করছেন সেটা দেখার ধাক্কা থেকে নিষ্কৃতি পান?

রিউমিন (উত্তেজিত হয়ে অস্থিরভাবে)। আমি সেটা বলি নি। জীবনের কর্কশ কুৎসিৎ চেহারাকে কোমল করে রাখে যে সৌন্দর্য, তার ঘোমটা সরানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে আমি — চেষ্টাটা আমার কাছে বোকামি মনে হয়, মনে হয় অযাচিত। জীবনকে সাজিয়েগুজিয়ে রাখতেই হবে। তার জন্য নতুন বেশভূষা না হওয়া পর্যন্ত পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে নিলে চলবে না।

মারিয়া ল্‌ভভনা। দুঃখিত, কিন্তু কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

রিউমিন। মানুষের ঠকবার অধিকার আছে, তাই বলছি। আপনি হামেশাই জীবন নিয়ে কথা বলেন। জীবন জিনিসটা কী? শব্দটা শুনলে আমার চোখের সামনে আসে একটা বিরাট, তালগোল পাকানো রাক্ষসের চেহারা, সেটা হামেশাই বলি দাবী করে — মানুষ বলি। দিনের পর দিন সেটা মানুষের মাথা আর মাংস আর রক্ত গিলে খায় গোগ্রাসে। (মনোযোগ দিয়ে রিউমিনের কথা শুনতে শুনতে ক্রমশ ভারভারা মিখাইলভনার মুখে এল উৎকণ্ঠার ছাপ, একটু নড়ে উঠল, যেন তাকে থামিয়ে দিতে চায়।) কেন জানি না। কোন অর্থ দেখি না, কিন্তু আমি জানি যে মানুষ যত বাঁচে তত দেখে আবর্জনা আর ইতরামি — হীন, জঘন্য ইতরামি — আর তাই সত্য ও সুন্দরের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে ওঠে! জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানে সে অপারগ, আবর্জনা আর পাপ সরাতে পারে না সে। আর তাই, যা তার অন্তরাত্মাকে দুমড়ে ভেঙে দিচ্ছে তা না হয় নাই দেখল, চোখ না হয় বন্ধই করল! তার বিতৃষ্ণা যাতে তা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিক না! মানুষ চায় জিরোতে, ভুলতে... চায় সুখশান্তি। (ভারভারা মিখাইলভনার চোখে চোখ পড়াতে চমকে উঠে রিউমিন থেমে গেল।)

মারিয়া ল্‌ভভনা (শান্তভাবে)। যার কথা বলছেন সে কি এতই মেরুদণ্ডহীন? দুঃখের কথা! তাই বুঝি আপনার মনে হয় সুখে শান্তিতে থাকার অধিকার তার আছে? খুব প্রশংসা কিন্তু করছেন না তাকে।

রিউমিন (ভারভারা মিখাইলভনাকে)। মাপ করবেন... চেঁচামেচি করলাম বলে মাপ করবেন। আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন দেখছি।

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনার স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য নয়...

রিউমিন। কীসের জন্য তাহলে?

ভারভারা মিখাইলভনা (শান্তভাবে, ধীরে ধীরে)। দু বছর আগে আপনি ঠিক উল্টো কথা বলেছিলেন আর বলেছিলেন ঠিক এমনি তীব্রভাবে, এমনি প্রত্যয়ে, সেটা মনে পড়ছে।

রিউমিন (উত্তেজিত হয়ে)। কিন্তু মানুষ তো বদলায়, তার চিন্তাধারাও বদলায়।

মারিয়া ল্ভভনা। যে ধ্যান-ধারণা ভয় পাওয়া নেংটি ইঁদুরের মত এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করে সেটা তুচ্ছ অন্ধ ধ্যান-ধারণা।

রিউমিন (উত্তেজিত ভাব তখনো যায়নি)। তাদের ধ্যান-ধারণা এগোয় পাকে পাকে, তবু তো উঁচুতে ওঠে। মারিয়া ল্ভভনা, মনে হচ্ছে আপনি আমার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করেন না।

মারিয়া ল্ভভনা। না, সেটা ঠিক নয়। দেখছি তো আপনি... ইয়ে... আপনি আন্তরিকভাবেই চেঁচাচ্ছেন, আর যদিও হিস্টিরিয়াকে আমি যুক্তি বলে মনে করি না, তবু আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে কোন একটা কারণে আপনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন। সে জন্য লুকোতে চাইছেন। আর আপনি একলা শুধু নন। পৃথিবীতে সন্ত্রস্ত মানুষের সংখ্যা অনেক।

রিউমিন। তা আছে, কারণ জীবনের বিভীষিকার কথা লোকে আরো তীক্ষ্ণভাবে, মরমীভাবে টের পাচ্ছে। সবকিছু পূর্বনির্ধারিত... একমাত্র আকস্মিক জিনিস হল মানুষের অস্তিত্ব, আর সে জিনিসটার কোন উদ্দেশ্য নেই, মানে নেই।

মারিয়া ল্ভভনা। (শান্তভাবে)। আপনার দৈবজনিত অস্তিত্বটাকে সামাজিক আবশ্যকতার স্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন, তাহলে আপনার কাছে জীবন অর্থপূর্ণ হবে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। হায় ভগবান, আমার সামনে লোকে বকা-ঝকা করলে আমার শরীরটা কুঁকড়ে যায়। মনে হয় যেন আমাকেই বকছে, আমাকেই নিন্দা করছে! পৃথিবীতে দয়ামায়া জিনিসটা কত কম! যাকগে, আমার যাবার সময় হয়েছে। এখানে আসতে ভালো লাগে, ভারিয়া... এলে সর্বদাই কিছু না কিছু ইনটেরেস্টিং কথা, কিছু না কিছু, কী বলি -- এমন কিছু শুনি যাতে মনের ভালো দিকটা সাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু রাত হয়েছে, এবার যেতে হয়...

ভারভারা মিখাইলভনা। একটু বসো, ভাই। হঠাৎ যেতে চাইছ কেন? দরকার হলে ওরা ডেকে পাঠাবে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। তা পাঠাবে বোধ হয়। আচ্ছা, আর একটু বসি।

(সোফায় গিয়ে বসল, পাদুটো তুলে, মুড়ে। বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে রিউমিন অস্থিরভাবে কাঁচে টোকা দিচ্ছে।)

ভারভারা মিখাইলভনা (বিষণ্ণভাবে)। আমাদের জীবন কী বিচিত্র! শুধু কথা বলি, কথা আর কথা, কিন্তু কিছু করি না। অসংখ্য মতামত বানাই, সেগুলো তাড়াহুড়ো করে মেনে নিই কিম্বা বরবাদ করি। কিন্তু আমাদের কোন সত্যিকারের বাসনা নেই — কোন স্পষ্ট, জোরালো বাসনা নেই।

রিউমিন। আমার কথা বলছেন?

ভারভারা মিখাইলভনা। সবায়ের কথা বলছি। আমাদের জীবন বিরস, কৃত্রিম, কুৎসিৎ...

ইউলিয়া ফিলিপভনা (ছুটে এল, পিছনে পিছনে কালেরিয়া)। আপনারা সবাই আমাকে সাহায্য করুন...

কালেরিয়া। কিন্তু সত্যি, এখন তো...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। উনি একটা নতুন কবিতা লিখেছেন আর কথা দিয়েছেন যে শিশুভবনের জন্য আমাদের জলসায় সেটা আবৃত্তি করবেন। কিন্তু আমি চাই ওটা এখনি পড়া হোক! আপনারা সবাই বলুন তো ওঁকে পড়তে!

রিউমিন। না কেন, কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা? আপনার কবিতা আমার খুব ভালো লাগে। মনে কেমন শান্তি আসে।

মারিয়া ল্‌ভভনা। আমিও শুনতে চাই। এ সব তর্ক-বিতর্কে আমরা কেমন যেন রূঢ় অভব্য বনে যাই। পড়ুন তো।

ভারভারা মিখাইলভনা। নতুন কিছু, কালেরিয়া?

কালেরিয়া। হ্যাঁ। গদ্য। অত্যন্ত একঘেয়ে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। পড়ুন না, লক্ষ্মীটি! কেন পড়বেন না? চলুন ওদের পেছনে পেছনে যাই।

(কালেরিয়াকে টানতে টানতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।)

মারিয়া ল্‌ভভনা। ভ্লাস মিখাইলভিচ কোথায়?

ভারভারা মিখাইলভনা। পড়বার ঘরে। ওর অনেক কাজ।

মারিয়া ল্‌ভভনা। আজ সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে একটু কর্কশ ব্যবহার করেছি মনে হচ্ছে। ওকে সবসময়ে ভাঁড়ামি করতে দেখলে খারাপ লাগে।

ভারভারা মিখাইলভনা। সত্যি, মনে লেগেছে ওর। ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে পারেন। তার যোগ্য ও। গাদা গাদা লোক ওকে হিতোপদেশ দিয়েছে, কিন্তু স্নেহ দেখায় নি কেউ।

মারিয়া ল্‌ভভনা (হেসে)। আমাদের সবায়ের অভিজ্ঞতাই সে রকম, নয় কি? তাই আমরা পরস্পরের প্রতি এত রূঢ় আর কঠিন।

ভারভারা মিখাইলভনা। ও থাকত বাবার সঙ্গে, তিনি সবসময়েই মাতাল হয়ে ওকে পেটাতেন।

মারিয়া ল্‌ভভনা। ওর সঙ্গে কথা বলে আসি গে।

(পড়বার ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিল, তারপর ভিতরে গেল।)

রিউমিন (ভারভারা মিখাইলভনাকে)। মারিয়া ল্‌ভভনার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব দিনে দিনে বাড়ছে মনে হচ্ছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যাঁ, ওঁকে আমার ভালো লাগে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (মৃদুকণ্ঠে)। সবকিছু নিয়ে কী রকম কড়াভাবে বিচার করে! বড্ডো কড়া!

রিউমিন। সত্যিকার বিশ্বাসীর নির্মমতা ওঁর আছে। কঠিন, অন্ধ নির্মমতা। সেটা লোকের কী করে ভালো লাগতে পারে?

দুদাকভ (হল থেকে এসে)। নমস্কার। আপনাদের বিরক্ত করে থাকলে মাপ করবেন। তুমি তাহলে এখানে দেখছি, ওলগা! কখন বাড়ি ফিরছ?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। দরকার হলে এখখুনি ফিরব। বেড়াতে গিয়েছিলে না কি?

ভারভারা মিখাইলভনা। এক কাপ চা খাবেন, কিরিল আকিমভিচ?

দুদাকভ। না ধন্যবাদ। এত রাত্তিরে চা খাই না। পাভেল সের্গেয়েভিচ, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। কাল দেখা করতে পারি?

রিউমিন। হ্যাঁ, নিশ্চয়।

দুদাকভ। শিশু-অপরাধী আশ্রমের বিষয়ে কথাটা। ওখানে হামেশাই কিছু না কিছু ঘটছে, চুলোয় যাকগে সব! ওখানে তো তাদের পিটয়। কালকের খবরের কাগজগুলোয় সে জন্য আপনাকে আর আমাকে নিয়ে যা-তা লিখেছে।

রিউমিন। সত্যি কথা বলতে, হালে ওদিকে আমি যাই নি। সময় পাই নি।

দ্নুদাকভ। হুঁ। আমাদের কারুরই সময় নেই। আমরা সর্বদা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করি, গন্তব্যে পেঁছনো আর হয় না। কারণটা কী বলুন তো? আমার কথা যদি বলেন, আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। স্নায়ুগুলো শান্ত করার জন্য শুধু এক চক্কর ঘুরে এলাম। স্নায়ুগুলো কাহিল।

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনাকে একটু অসুস্থ দেখাচ্ছে।

দ্নুদাকভ। দেখাবেই তো। আজকেও একটা খারাপ খবর। আমাদের এ গাধাটি, ঐ কর্তাটি আজ ধমকাল যে আমরা বেশী খরচ করি — বলল রোগীরা বড্ড বেশী খায় আর আমরা বড্ড বেশী কুইনিন দিই... গর্দভ! প্রথমত, এটা ওর ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়ত, সহরের নিচের দিকটার জল যদি বের করে দিতে পারে তাহলে কুইনিনের কোন দরকার হবে না। ও কি ভাবে কুইনিন আমি খাই? কুইনিনে আমার বিতৃষ্ণা আর বদমাহসে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে বিচলিত হয়ে কী লাভ, কিরিল? এত দিনে এ সব তোমার গা-সওয়া হওয়া উচিত ছিল মনে হয়।

দ্নুদাকভ। এধরনের ছোটখাটো জিনিসে আমার সমস্ত জীবনটা ভরা। আর 'গা-সওয়া' হবার মানেটা কী? কী গা-সওয়া হবে? যে-কেউ হাঁদারাম এসে আমার কাজে মাথা গলাবে, যা করতে চাই করতে দেবে না? সেটা সইয়ে নেব না আবার! কর্তা যদি একবার বলেন ব্যয়সংকোচ করা আমার উচিত, তাহলে করবই করব, আলবৎ করব — কাজের ক্ষতি হোক না কেন। আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিস নেই, তাই এই কাজটা তো ছাড়তে পারি না।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (ভর্ৎসনার সুরে)। তোমার সংসারটা বড়ো বলে, তাই না কিরিল? তোমার মুখে কথাটা আগেই শুনেছি, কিন্তু এখানে না বললেও চলত... তোমার কোন বিবেচনা নেই, কোন অনুভূতি নেই! (মাথায় শালটা ফেলে তাড়াতাড়ি ভারভারা মিখাইলভনার ঘরের দিকে গেল।)

ভারভারা মিখাইলভনা (পিছু পিছু দৌড়িয়ে)। ওলগা! কী বলছ তুমি!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে)। আমাকে যেতে দাও! ওর এ সব কথা অনেক শুনেছি...

(দুজনে ভারভারা মিখাইলভনার ঘরে গেল।)

দুদাকভ (হতভম্ব হয়ে)। মহা মুশকিল! ওধরনের কথা মোটেই ভাবি নি... মাপ করুন, পাভেল সের্গেয়েভিচ — এরকমটা ঘটবে ভাবতে পারি নি... আমার... আমার বিচলিত লাগছে।

(তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, দোরগোড়ায় কালেরিয়া, ইউলিয়া ফিলিপভনা ও জামিসলভের সঙ্গে দেখা হল।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ডাক্তারমশাই আমাদের আর একটু হলে কাৎ করে দিতেন। ওঁর কী হল?

রিউমিন। স্নায়ুঘটিত ব্যাপার। (ভারভারা মিখাইলভনা এল) ওলগা আলেক্সেয়েভনা বাড়ি চলে গেছেন?

ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যাঁ।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ডাক্তারটিতে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। কেমন-যেন অস্বাস্থ্যকর ভাব ওঁর। ভদ্রলোক তোত্‌লান, আর এমন ভুলোমন যে চশমার খাপে চায়ের চামচ রাখেন, চা নাড়ান ফোঁড়া কাটার ছুরি দিয়ে... প্রেসক্রিপসনে

ভুল করে ওষুধের বদলে খারাপ কিছু অনায়াসে উনি দিতে পারেন।

রিউমিন। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত উনি নিজের মাথায় গুলি মেরে বসবেন।

ভারভারা মিখাইলভনা। কথাটা কী না বললেন!

রিউমিন। ডাক্তারদের আত্মহত্যা করার ঝোঁক আছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। মানুষের চেয়ে কথায় আমাদের বেশী টান, তাই না?

রিউমিন (চমকে উঠে)। ভারভারা মিখাইলভনা!

(পিয়ানোর সামনে বসল কালেরিয়া, তার পাশে দাঁড়িয়ে জামিসলভ।)

জামিসলভ। আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

কালেরিয়া। না।

জামিসলভ। এবার শুনুন সবাই!

(বেশ খোশমেজাজে ঘরে এল মারিয়া ল্ভভনা ও ভ্লাস।)

ভ্লাস। তাহলে কবিতাপাঠ হচ্ছে?

কালেরিয়া (বিরক্ত হয়ে)। যদি শুনতে চান, তাহলে গোলমাল করা চলবে না।

ভ্লাস। দূর হোক বাচাল অবধূত সব!

মারিয়া ল্ভভনা। একটিও কথা বলব না আমরা।

কালেরিয়া। বেশ। এটা গদ্যকবিতা। সুর দিতে হবে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বাজনার সঙ্গে আবৃত্তি! খাসা ব্যাপার! মৌলিক সবকিছু আমার দারুণ ভালো লাগে। অনেকটা বাচ্চার মত... রঙিন পোস্টকার্ড, মোটরগাড়ি এধরনের সব জিনিসে আনন্দ পাই...

ভল্লাস (ওর বলার ঢং নকল করে)। ভূমিকম্প, গ্রামোফোন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা...

কালেরিয়া (জোরে, অত্যন্ত কঠোরভাবে)। সুরু করতে পারি কি? (সবাই তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। দু' এক মিনিট পিয়ানোর চাবিতে আস্তে আস্তে আঙুল চালাল কালেরিয়া) কবিতাটার নাম 'এডেলভিস্‌'। 'আল্‌পসের তুঙ্গ শিখর আচ্ছাদিত তুষারের অনন্ত আবরণে, চারিদিকে হিম স্তব্ধতার রাজত্ব, গরীয়ান মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা প্রজ্ঞার স্তব্ধতা।

পর্বতশিখরের ঊর্ধ্বে আকাশের শেষহীন মরুভূমি, বরফের ঊর্ধ্বে অগণন নক্ষত্রের বিষণ্ণ দ্যুতি।

পাহাড়ের পাদদেশে, পৃথিবীর সংকীর্ণ সমতলভূমিতে চঞ্চল অস্থির জীবনের বিস্তার দিনের পর দিন, আর সমতলভূমির শ্রান্ত মালিক যে মানুষ সে দুঃখের চাপে মুহ্যমান।

পৃথিবীর গহ্বর থেকে উৎসৃত হাসিকান্নার শব্দ, ক্রোধের উন্মত্ত চীৎকার. প্রেমের গুঞ্জন — জীবনের কঠোর, বহুতান সঙ্গীত! কিন্তু পাহাড়ের শিখরে স্তব্ধতা. নক্ষত্রেরা নির্বিকার, মানুষের আর্তনাদে কর্ণপাত তারা করে না।

আলপ্‌সের তুঙ্গ শিখর আচ্ছাদিত তুষারের অনন্ত আবরণে. চারিদিকে হিম স্তব্ধতার রাজত্ব, গরীয়ান মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা প্রজ্ঞার স্তব্ধতা।

কিন্তু যেন পৃথিবীর যন্ত্রণা আর ক্লান্ত মানুষের অশান্তির কাহিনী বলতে, চুপিচুপি জানাতে হিমবাহের পাদদেশে, অনন্ত স্তব্ধতার দেশে ফুটল বিষণ্ণ পাহাড়ি ফুল এডেলভিস।

আকাশের সীমাহীন মরুভূমিতে গর্বিত সূর্য মৌনালোকে ভাসে, নির্বাক চাঁদ করুণ আলো পাঠায়, চেয়ে থাকে উৎকণ্ঠিত তারার দল...

আর দিনের পর দিন শূন্য থেকে নামে নিঃশব্দতার হিম আবরণ, ধীরে ধীরে ঢেকে দেয় নিঃসঙ্গ ফুলটিকে, এডেলভিসকে।'

(চুপচাপ। সবাই চিন্তামগ্ন। দূরে রাত্রির চৌকিদারের লাঠির শব্দ আর হুইশ্‌ল। বিস্ফারিত চোখে শূন্যে চেয়ে বসে আছে কালেরিয়া।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (মৃদুস্বরে)। কী সুন্দর! কী বিষণ্ণ... আর শুদ্ধ...

জামিসলভ। শুনুন, সেজেগুজে এটা আবৃত্তি করা উচিত: শাদা খসখসে নরম ফ্রক যেন এডেলভিসের প্রতিরূপ! কল্পনা করে দেখো। দারুণ জমবে বটে!

ভলাস (পিয়ানোর কাছে গিয়ে)। আমারো বেশ লেগেছে, সত্যি ভালো লেগেছে। (আত্মসচেতনভাবে হেসে) অপূর্ব! অপরূপ! গ্রীষ্মের কাঠফাটা দিনে এক গেলাস সরবতের মত!

কালেরিয়া। যান এখান থেকে!

ভলাস। কিন্তু আমি ঠাট্টা করছি না। চটবেন না।

সাশা (ঢুকে)। মিঃ শালিমভ এসেছেন।

(ঘরে সাড়া পড়ে গেল। দরজার দিকে গেল ভারভারা মিখাইলভনা, কিন্তু শালিমভকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের মাথায় টাক।)

শালিমভ। আমি কি...

ভারভারা মিখাইলভনা (একটু থেমে, মৃদুকণ্ঠে)। আসুন... আপনি। সেগেই এখখুনি আসবে...

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অংক

বাসভদের বাড়ির সামনে বাগানের লম্বা ফালি। পাইন, ফার আর বার্চগাছ চারিদিকে। বারান্দায় লিনেনের পর্দা। স্টেজের সামনের ভাগে বাঁ দিকে দ্বটো পাইনগাছ, তলায় গোল টেবিল, তিনটি চেয়ার। ডান দিকে কয়েকটা গাছের মধ্যে পিঠ-ওয়ালা চওড়া বেঞ্চি। গাছগ্বলির পিছন দিয়ে একটা রাস্তা বনে চলে গিয়েছে। স্টেজের গভীরে ডান দিকে একটা খোলামেলা মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, তার সামনে কয়েকটা বেঞ্চি। মঞ্চ ও **স্বসলভদের** বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের একটা রাস্তা। সন্ধ্যা, স্বর্য অস্তগামী। **কালেরিয়ার** পিয়ানো বাজানোর শব্দ কানে আসছে। মঞ্চের সামনে বেঞ্চিগ্বলো আস্তে আস্তে সাজাচ্ছে **প্বস্তবাইকা**। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে **ক্রপিলকিন**, পিঠে তার বন্দ্বক।

ক্রপিলকিন। ওদিকের বাড়িটা এ বছরে কে নিয়েছে?

প্বস্তবাইকা (বিরসকণ্ঠে)। স্বসলভ বলে ইঞ্জিনিয়র একজন।

ক্রপিলকিন। নতুন লোক তাহলে, আঁ?

প্বস্তবাইকা। কী?

ক্রপিলকিন। নতুন কিনা জিজ্ঞেস করছি। আগের বছরে যারা ছিল তারা নয়?

প্বস্তবাইকা (পাইপটা ম্বখ থেকে নামিয়ে)। তারাই। ওরা সবাই সমান।

ক্রপিলকিন (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)। জানি সেটা। বাব্বলোক সব্বাই।

প্বস্তবাইকা। গর্মিকালে যারা আসে সবাই সমান। গেল

পাঁচ বছরে কত যে লোক দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। বাদলার দিনে পুকুরে বুদবুদের মত — ফুলে ওঠে আর ফেটে যায়, ফুলে ওঠে আর ফেটে যায়...

(গিটার, মাণ্ডোলিন আর বালালাইকা হাতে কয়েকটি তরুণতরুণী হৈহৈ করে বাড়ির পিছন দিক থেকে এসে পথ ধরে বনে চলে গেল।)

ক্রূপিলকিন। শুনছ তো? গানবাজনা। নাটক-ফাটকও করবে নাকি?

পুস্তবাইকা। করবে না কেন? ওদের পেট তো খালি নয়।

ক্রূপিলকিন। ওদের থিয়েটার করা কখনো দেখি নি। মজার নিশ্চয়। তুমি দেখেছ?

পুস্তবাইকা। কিছু দেখা বাকি নেই ভাই।

(স্টেজের ডান দিক থেকে দুভয়েতচিয়ের উচ্চ হাসির শব্দ এল।)

ক্রূপিলকিন। ব্যাপারটা কী রকম?

পুস্তবাইকা। আহামরি কিছু নয়। সেজেগুজে শুধু বক্তৃতা দেয় — মাথায় যা আসে তাই বলে। তারপর চিল্লাচিল্লি আর ছুটোছুটি, যেন কিছু একটা করছে মালুম হয়, এ ওর ওপর চটবার ভান করে। সাচ্চা সিধে লোকের ভাব দেখায় কেউ, কেউ লায়েক লোক সাজে, কেউ বা দেখায় হতচ্ছাড়ার ভাব। যা মর্জি তাই — করলেই হল।

(স্টেজের বাইরে বাঁ দিকে শিস দিয়ে একটা কুকুরকে কে ডাকল, চেঁচিয়ে বলল: 'এদিকে স্পট্, এদিকে!' কুড়ুল দিয়ে একটা বেঞ্চিতে পেরেক ঠুকেঠুকে বসাল পুস্তবাইকা।)

ক্রূপিলকিন। ও হরি, তাই বুঝি! হুঁ। গান-টান হয়?

পুস্তবাইকা। খুব বেশী নয়। কখনো সখনো ইঞ্জিনিয়রের বৌটা চেষ্টা করে গাইতে, কিন্তু ওর গলাটা মিনমিনে, সরু।

ক্রাপিলকিন। বাবুরা আসছেন।

পুস্তবাইকা। আসুক গে।

(খোলামেলা মঞ্চের কাছে ডান দিকে এল দুভয়েতচিয়ে। তার পিছনে সুসলভ।)

দুভয়েতচিয়ে (ভালোভাবেই)। আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করার তুমি কে হে? চল্লিশ হতে না হতে তোমার টাক পড়েছে, আর ষাট বছরেও আমার মাথাভর্তি চুল, পাক না হয় ধরেছে। কী বলো হে?

(অলস এলোমেলোভাবে বোঁচকাগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পুস্তবাইকা। খোলামেলা মঞ্চের পিছনে অলক্ষিতে চলে গেল ক্রাপিলকিন।)

সুসলভ। আপনার তো সোনায় সোহাগা। আচ্ছা, যা বলছিলেন বলুন।

দুভয়েতচিয়ে। বসা যাক। ঠিক এই সময়ে জার্মানদের আবির্ভাব হল। আমার কারখানাটা গুচ্ছির ছোট সেকেলে অকেজো যন্ত্রপাতিতে ভরা, আর ওদের যন্ত্রপাতি একেবারে হালের। ওদের মাল আমার মালগুলোর চেয়ে ভালো আর সস্তা হবেই তো। বুঝলাম আমার মরণদশা উপস্থিত, জার্মানগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোন লাভ নেই। তাই ঠিক করলাম জার্মানদের কাছে কারখানাটা বেচে দেব। (ভাবতে লাগল)

সুসলভ। সবকিছু বেচে দিলেন?

দুভয়েতচিয়ে। সবকিছু, সহরের বাড়িটা ছাড়া... বিরাট পুরনো বাড়ি। আর এখন বসে বসে টাকা গোণা ছাড়া কিছু

করার নেই। হুঃ। বুড়ো বোকা রামবোকা, একটা কথা আছে না। বেচে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু যেন একেবারে ধ্বসে গেল। ভীষণ একঘেয়ে লাগে... নিজেকে নিয়ে কী যে করব জানি না। এই হাত দুটো... এত মজার, আগে কখনো নজরে পড়েনি। আর এখন নড়বড় করে শুধু ঝুলছে, কাজে বাধা দিচ্ছে। (হেসে উঠল। চুপচাপ বারান্দায় এসে ভারভারা মিখাইলভনা পায়চারি করতে লাগল, চিন্তায় মগ্ন সে, হাতদুটো পিছনে জোড় করা) ওই দেখো, বাসভের স্ত্রী। মেয়ের মত মেয়ে! আমার বয়সটা যদি শুধু দশ বছর কম হত!

সুসলভ। কিন্তু আপনি তো বিবাহিত, তাই না?

দ্ভয়েতচিয়ে। বউ ছিল। একাধিকবার বিয়ে করি। কটা বউ মারা গেল, কটা গেল পালিয়ে। বাচ্চাও ছিল — দুটো মেয়ে। দুজনেই মারা গেল। আর একটা ছেলে ছিল। ডুবে মরল সে। আমার স্ত্রীভাগ্য ভালোই — সবকটা বউ রাশিয়ায় জোটে। তোমাদের রুশদের বউ ভাগানো সহজ। স্বামী হিসেবে তোমরা অপদার্থ। ব্যবসার জন্য কোথাও এলেই এদিক ওদিক খোঁজ করতাম, হয়ত দেখলাম খাসা মেয়ে কিন্তু স্বামীটা অপদার্থ, আর... তাকে পটাতে বেশী সময় লাগত না... (বারান্দায় এসে ভ্লাস বোনকে দেখতে লাগল) কিন্তু ওসব অতীতের কথা। এখন কেউ নেই, সব সাফ্।

সুসলভ। কী করবেন, ভাবছেন?

দ্ভয়েতচিয়ে। জানি না। হয়ত তুমি আমাকে পরামর্শ দিতে পারবে? তোমার সুপটা কিন্তু আহামরি লাগে নি। পোর্কটাও নয়। গ্রীষ্মকালে পোর্ক কে খায়?

ভ্লাস। কী ভাবছ, ভারিয়া?

ভারভারা মিখাইলভনা। কিছু না। আমাকে দেখলে করুণা হয়, তাই না?

ভ্লাস (তার কোমর জড়িয়ে)। সান্ত্বনা দিতে পারলে দিতাম, কিন্তু কী বলব জানি না।

ভারভারা মিখাইলভনা। আমাকে একলা থাকতে দাও ভাই।

দ্ভয়েতচিয়ে। ভ্লাস এদিকে আসছে।

সুসলভ। সংটা...

দ্ভয়েতচিয়ে। ছোঁড়াটা খুব চটপটে, কিন্তু উচ্চাশা বিশেষ নেই।

ভ্লাস (কাছে এসে)। কার নেই?

দ্ভয়েতচিয়ে। এই... ইয়ে... আমার ভাইপোটির... হাঃ হাঃ! কিন্তু তোমারো কাজে বিশেষ উৎসাহ আছে বলে তো মনে হয় না।

ভ্লাস। আপনার সঙ্গে আলাপ যৎসামান্য, কিন্তু তাতেই মনে হয় আপনার কাছে 'কাজ' কথাটির অর্থ হল অন্যদের রক্ত শোষণ — সত্যি না? সে অর্থে ঠিক বলেছেন আপনি, সেরকম কাজে আমার মন নেই।

দ্ভয়েতচিয়ে। হাঃ হাঃ! ও নিয়ে মাথা ঘামিও না বাপু। বিস্তর সময় পাবে। অল্পবয়সে ব্যবসাদারের মত ঝুনো হওয়া বড়ো শক্ত — বিবেক তখনো নরম থাকে, মাথায় বুদ্ধির বদলে গোবর। কিন্তু সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যে পড়শীদের রক্তশোষণ উৎকৃষ্ট ব্যাপার। হাঃ হাঃ! শরীরে মাংস লাগার সবচেয়ে দ্রুত উপায় সেটা।

ভ্লাস। এ ব্যাপারে আপনি ঘুঘু লোক। মানতেই হবে আপনার কথা। (অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল)

দ্ভয়েতচিয়ে। হাঃ হাঃ! আমাকে যথাস্থান দেখিয়ে দিয়েছে বলে খুব খুসি দেখছি! খাসা ছোঁড়া! নিজেকে বীরপুঙ্গব ভাবে। তা বেশ, ভেবে যদি ভালো লাগে ভাবুক না! (মাথা নিচু করে নিঃশব্দে বসে রইল)

কালেরিয়া (বারান্দায় এসে)। ওর পরিবর্তন দেখে এখনো অত্যন্ত বিচলিত?

ভারভারা মিখাইলভনা (অনুচ্চকণ্ঠে)। হ্যাঁ।

কালেরিয়া। এখন কীসের প্রত্যাশায় বসে থাকবে?

ভারভারা মিখাইলভনা (বিষণ্ণভাবে)। জানি না... জানি না...

(কাঁধ ঝাঁকিয়ে বারান্দা থেকে নেমে কালেরিয়া বাঁ দিকে গিয়ে বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।)

দ্‌ভয়েতচিয়ে। হুঁ। তাহলে তুমি কী উপদেশ দিচ্ছ, পিওতর? কী করি বলো তো?

সুসলভ। তাড়াহুড়ো করে ঠিক করা যাবে না। ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ভেবেচিন্তে? ছোঃ... কী বললে?

সুসলভ। কিছু না।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। কখনো যে কিছু বলবে তা মনে হয় না। এই যে, লেখক আর উকীল আসছেন। (ডান দিকের বন থেকে বেরিয়ে এল শালিমভ ও বাসভ। দ্‌ভয়েতচিয়েকে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে তারা বাঁ দিকের পাইন গাছগুলোর দিকে গিয়ে টেবিলে বসল। বাসভের গলায় জড়ানো একটা তোয়ালে) বেড়াতে গিয়েছিলেন?

বাসভ। স্নান করে এলাম।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। জলটা ঠাণ্ডা?

বাসভ। এমন কিছু না।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ভাবছি আমিও স্নান করে আসি। চলো হে, পিওতর। যদি ডুবে মরি তাহলে টাকাটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে।

সুসলভ। আমি এখন যেতে পারছি না। ওদের সঙ্গে কথা আছে।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। বেশ, আমি চললাম।

(উঠে ডান দিকের বনের ভিতরে গেল। তাকে কিছুক্ষণ দেখল সুসলভ, তারপর অল্প হেসে বাসভের কাছে গেল।)

বাসভ। ভারিয়া, এক বোতল বিয়র আনতে বলো তো — না, তিন বোতল... তারপর, খুড়োকে কেমন লাগছে?

(বাড়ির ভিতরে চলে গেল ভারভারা মিখাইলভনা।)

সুসলভ। একটু দমে ভারী।

বাসভ। বুড়োরা খুব আমোদ জোগায় না।

সুসলভ। তালে আছেন যাতে আমার সঙ্গে থাকতে বলি।

বাসভ। তাই বুঝি? ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?

সুসলভ। বলতে পারি না। মনে হচ্ছে উনি যা চান তাই হবে।

(বিয়র নিয়ে এল সাশা।)

বাসভ। তুমি এত চুপচাপ কেন, ইয়াকভ?

শালিমভ। মনটা একটু খিঁচড়ে গিয়েছে। খাণ্ডারণী মহিলাটির কী নাম যেন?

বাসভ। মারিয়া ল্‌ভভনা। আজ খাবার সময়ে যা ঘোরযুদ্ধ হল যদি শুনতে, পিওতর!

সুসলভ। আবার মারিয়া ল্‌ভভনা বুঝি?

শালিমভ। ভদ্রমহিলা একেবারে রণচণ্ডী, সেটা না বলে পারছি না।

(বারান্দায় আবার এল ভারভারা মিখাইলভনা।)

সুসলভ। উনি আমার মনের মত মহিলা নন।

শালিমভ। এমনিতে আমার স্বভাব কোমল, কিন্তু স্বীকার করছি অতি কষ্টে নিজেকে চেপে রেখেছিলাম যাতে অপমান না করে বসি।

বাসভ (হেসে)। মহিলাটি কিন্তু ছেড়ে কথা বলেন নি।

শালিমভ (সুসলভকে)। আমার জায়গায় নিজেকে ভেবে দেখুন; আমি হলাম লেখক, রকমারি ভাবাবেগ নিয়ে আমার কারবার, তাই শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত লাগে। এখানে এসেছি জিরতে, একেবারে হাতপা ছেড়ে থাকতে, এসেছি চিন্তার খেই খুঁজে পেতে। আর হঠাৎ একজন মহিলা ছোঁ মেরে এলেন আমার ওপরে, আমার মনের গভীরে খানাতল্লাস সুরু করলেন, কীসে আপনার বিশ্বাস? কীসের আশা আপনার? এ বিষয়ে লেখেন না কেন? অমুক বিষয়ে কেন লেখেন? এ বিষয়ে আপনার চিন্তা অস্পষ্ট, ও বিষয়ে ভুল, অমুক বিষয়ে কুৎসিত। হে ভগবান! সবকিছু স্পষ্ট, ঠিক আর সুন্দরভাবে বলতে এত ভালো করে জানেন, আপনি নিজে কেন লেখেন না, দেবী? পৃথিবীর সেরা বই লিখুন, কিন্তু দোহাই আপনার, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন!

বাসভ। লেখকের কপাল! নদীতে বিহারের সময়ে লোকে মাছ না খেয়ে পারে না আর লেখকের সঙ্গে দেখা হলে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে পারে না। মুখ বেঁকিয়ে হজম করে যাও, দোস্ত!

শালিমভ। বুদ্ধি বা বিবেচনা, কোনটিরই পরিচয় দেন নি মহিলাটি। তোমার বাড়িতে প্রায়ই দর্শন দেন কি?

বাসভ। না। মানে, ঘনঘন আসেন। আমি খুব প্রশ্রয় দিই না। বড্ড বেশী নিজের মতামত, আর বড্ড একরোখা। আমার স্ত্রী ওঁকে সখী ভাব দেখান। আমার স্ত্রীর ওপর

ওঁর প্রভাব ভালো নয়। (চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকাতে ভারভারা মিখাইলভনাকে দেখতে পেল) তুমি ওখানে ভারিয়া?

ভারভারা মিখাইলভনা। দেখতেই তো পারছ।

(সুসলভের বাড়ির রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি এল জামিসলভ ও ইউলিয়া ফিলিপভনা। দুজনে হাসছে। বাসভের দশা দেখে শালিমভ নিজের মনে হাসল।)

জামিসলভ। ভারভারা মিখাইলভনা! আমরা পিকনিকের জোগাড় করছি! নৌকো করে যাব!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। হ্যালো, কী খবর!

ভারভারা মিখাইলভনা। ভেতরে আসুন।

(ওরা ভিতরে গেল। উঠে পড়ে সুসলভ আস্তে আস্তে ওদের অনুসরণ করল।)

জামিসলভ। কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা বাড়িতে আছেন?

শালিমভ (হাসতে হাসতে)। বউকে তুমি একটু ডরাও, তাই না, সের্গেই?

বাসভ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)। বাজে কথা। বউ চমৎকার লোক।

শালিমভ (একটু হেসে)। কথাটা এত করুণভাবে বলছ কেন?

বাসভ (চাপা গলায়, সুসলভের দিকে মাথা নেড়ে দেখিয়ে)। ওর হিংসে হয়। আমার সহকারীকে হিংসে করে। সুসলভের বউটা... দেখেছ তাকে? ডাকসাইটে রূপসী।

(পটভূমির কাছ দিয়ে গেল সনিয়া ও জিমিন।)

শালিমভ। সত্যি না কি? দেখতে হবে তো। সত্যি কথা

বলতে, মারিয়া ল্ভভনা স্ত্রীলোকসংসর্গের স্পৃহাটা দমিয়ে দিয়েছে।

বাসভ। কিন্তু যার কথা বলছি সে অন্য ধরনের। যাক, তুমি নিজেই দেখবে। (একটু থেমে) অনেকদিন নতুন কিছু বেরোয়নি তোমার, ইয়াকভ। বড়ো কিছু একটা লিখছ বুঝি?

শালিমভ (বিড় বিড় করে)। সত্যি যদি জানতে চাও, কিছুই লিখছি না। যা দিনকাল পড়েছে, লিখতে কে পারে? যা ঘটছে তার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। লোকজন সবাই কেমন ঝাপসা আর জগাখিচুড়ী গোছের — ওদের বোঝা ভার।

বাসভ। তাই লেখো না কেন, লেখো যে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছ না। লেখকের প্রধান জিনিস হল আন্তরিকতা।

শালিমভ। ধন্যবাদ। আন্তরিকতা বটে! আন্তরিকতার ব্যাপার নয় এটা। সত্যি সত্যি আন্তরিক হলে আমার করবার থাকত শুধু একটা জিনিস: সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কপির চাষ করা, মাননীয় ডায়োক্লেশিয়ানের মত। (বাড়ির পিছন থেকে এল ভিখিরিদের করুণ, সুর-করে ভিক্ষাপ্রার্থনা: 'যীশুর নামে, মৃত স্বজনদের নামে একমুঠো দাও বাবুরা, যীশুর নামে, মৃত স্বজনদের নামে একমুঠো দাও।' পুস্তবাইকা এসে ওদের তাড়িয়ে দিল) কিন্তু খেতে হবে তো, তাই লিখতে হয়। কার জন্য? জানি না। নিজের পাঠককে স্পষ্ট করে জানা দরকার লেখকের। পাঠক কে? কী রকম লোক? বছর পাঁচেক আগে জানতাম পাঠক কে, জানতাম আমার কাছে কী চায়। কিন্তু হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেললাম। ঠিক — খেই হারিয়ে ফেললাম। এই হল বিপদ, বুঝতে পারছ? লোকে বলে নতুন ধরনের পাঠকের আবির্ভাব হয়েছে। হয়ত হয়েছে, কিন্তু আমি চিনি না। কে সে পাঠক?

বাসভ। তোমার কথা ঠিক মাথায় ঢুকছে না। পাঠকের খেই হারিয়ে ফেলা — তার মানে কী? আমি কি নেই?

আর দেশের সব বুদ্ধিজীবীরা? আমরা তোমার পাঠক নই কি? আমাদের খেই কী করে হারাবে?

শালিমভ (ভাবতে ভাবতে)। হ্যাঁ, বুদ্ধিজীবীরা... নিশ্চয় — তাদের কথা বলছি না। বলছি তার কথা, নতুন ধরনের পাঠকের কথা...

বাসভ (মাথা নেড়ে)। বুঝলাম না।

শালিমভ। আমিও বুঝি না, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হয়। রাস্তায় বেরোই তো কোনো না কোনো মানুষ চোখে পড়ে। ওদের চোখে মুখে বিশেষ একটা কিছু আছে। ওদের দেখি আর মনে মনে টের পাই: ওরা আমার লেখা পড়বে না, আমার বক্তব্যে ওদের আগ্রহ নেই কোনো... এবারের শীতে একটা জলসায় নিজের লেখা পড়েছিলাম। সেখানেও দেখলাম ওদের। আমার দিকে চেয়ে আছে — চোখ মেলে চেয়ে আছে সমনোযোগে, জিজ্ঞাসুভাবে, কিন্তু বুঝতে পারলাম ওরা আমার ধরনের লোক নয়। আমাকে পছন্দ করে না ওরা। লাটিনে ওদের যতখানি প্রয়োজন, আমাতে ঠিক ততখানি। আমাকে সেকেলে ভাবে, আমার বক্তব্যকেও। কারা ওরা? কী ওদের পছন্দ? কী চায় ওরা?

বাসভ। হুঁ, ব্যাপারটা বিচিত্র। কিন্তু তোমার বেলায় এটা শুধু স্নায়ুর ব্যাপার নয় কি? এখানে কিছুদিন কাটিয়ে জিরিয়ে নিলে ধাতস্থ হবে, নিজের পাঠক পাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা মনের শান্তি আর সংযোগ। আমার তো তাই মনে হয়। চলো, ভেতরে যাই। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি, ইয়াকভ — একটু লোক দেখিয়ে... ইয়ে... মানে ময়ূরের মত চলো, তাই বলছি...

শালিমভ (বিস্মিত হয়ে)। ময়ূরের মত চলা, তার মানে?

বাসভ (হেঁয়ালির সুরে)। ইয়ে... ডানা ছড়িয়ে পেখম

দেখাবে। ভারিয়ার কাছে, আমার স্ত্রীর কাছে। যেন ওর চোখে পড়ে — ওর যেন আগ্রহ হয়। দোস্তের মত কাজ হবে সেটা।

শালিমভ (একটু থেমে)। তার মানে, আমাকে... ঠিক আছে। মজার লোক বটে তুমি। বেশ... যদি চাও তাই হবে।

বাসভ। ওহে, জল্পনা-কল্পনা করতে সুরু কোরো না। স্ত্রী হিসেবে ও ভালো, বেশ মেয়ে, কিন্তু কী নিয়ে যেন সারাক্ষণ ভাবে। আজকাল সবাই তাই। এখনকার রেওয়াজ হল মেজাজ, সৃষ্টি ছাড়া নানা বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা, ইত্যাদি। তার মানে সময় নষ্ট। একটা কথা, তুমি কী বিবাহিত? মানে, আমি শুনেছিলাম তুমি বৌকে ছেড়ে দিয়েছ।

শালিমভ। তারপর আবার বিয়ে করি, আবার ছেড়ে দিই। ভালো সঙ্গী হবার মত মেয়ে খুঁজে পাওয়া ভার।

বাসভ। যা বলেছ। ডাহা সত্যি কথা।

(ওরা বাড়ির ভিতরে গেল। হলুদবসনা স্ত্রীলোক একটি ও চেককাটা স্যুট পরিহিত একটি যুবক বেরিয়ে এল বন থেকে।)

স্ত্রীলোক। কী ব্যাপার? এখনো কেউ আসে নি? আমাদের ছটার সময়ে আসতে বলে। রকমসকম কেমন লাগছে তোমার?

যুবক। সত্যি কথা বলতে আমি বরাবর নায়কের পার্ট নিই...

স্ত্রীলোক। একেবারে অসহ্য! কিন্তু ঠিক এরকমটা হবে ভেবেছিলাম।

যুবক। নায়কের পার্ট নিই, আর ও কিনা আমাকে দিল হাসির পার্ট। তাজ্জব ব্যাপার!

স্ত্রীলোক। সেরা পার্টগুলো ওরা নিজেদের জন্য রাখে।

(ডান দিকের বনের মধ্যে দুজনে চলে গেল। উল্টো দিক থেকে এল সনিয়া ও জিমিন। পেছনের দিকে দেখা গেল সুসলভ আস্তে আস্তে নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।)

জিমিন (চাপা গলায়)। সনিয়া, আমি আর ভেতরে যাব না। তাহলে কথা রইল — কাল আমি চলে যাচ্ছি।

সনিয়া (চাপা গলায়)। হ্যাঁ, কথা রইল। কিন্তু মাক্স, সাবধানে থেকো, দোহাই তোমার।

জিমিন (ওর হাত হাতে নিয়ে)। তুমিও সাবধানে থেকো।

সনিয়া। বিদায়। তিন হপ্তার আগে আমাদের আর দেখা হবে না মনে হচ্ছে, তাই না?

জিমিন। হ্যাঁ, ডার্লিং। বিদায়। আমি চলে গেলে তুমি যেন... (বিব্রতভাবে থেমে গেল)

সনিয়া। আমি যেন কী করব না?

জিমিন। কিছু না। নেহাৎ বোকামি। বিদায়, সনিয়া।

সনিয়া (হাত ধরে রেখে)। না, যা বলছিলে বলে ফেলো। তুমি চলে গেলে, কী করব না?

জিমিন (মাথা নিচু করে, মৃদুকণ্ঠে)। আর কাউকে বিয়ে করে বোসো না।

সনিয়া। কথাটা বলতে তোমার মুখে আটকাল না, মাক্স! কথাটা কী করে ভাবতে পারলে! বোকার মত... কী বদখত! কিছু কি বোঝো না তুমি?

জিমিন। বুঝি, কিন্তু... যাক, চটো না। মাপ চাইছি। এধরনের কথা না চাইলেও মনে হয়। লোকে বলে নিজের অনুভূতির ওপর মানুষের হাত নেই।

সনিয়া (গভীর আবেগে)। না, সত্যি নয় কথাটা। আমি

চাই যেন তুমি সেটা জানো। নিজেদের চরিত্রের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এধরনের কথা লোকে বলে, কিন্তু ওসব কথায় আমি বিশ্বাস করি না। মনে রেখো, মাক্স: ওসব আমি বিশ্বাস করি না। এসো তাহলে।

জিমিন (হাতে চাপ দিয়ে)। আচ্ছা, আর আমি ভুলব না, সনিয়া... কখনো ভুলব না। তাহলে আসি, মণি।

(দ্রুত পায়ে জিমিন বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল। চেয়ে চেয়ে দেখল সনিয়া, তারপর আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে ভিতরে গেল। ডান দিকের বন থেকে এল দুদাকভ, ভ্লাস ও মারিয়া ল্ভভনা; ঠিক তাদের পিছনে দ্ভয়েতচিয়ে। মারিয়া ল্ভভনা বেঞ্চিতে বসল, তার পাশে বসে দ্ভয়েতচিয়ে হাই তুলল।)

দুদাকভ। দিনকাল বড়ো খারাপ, লোকে এত সহজে চলাফেরা কী করে করে?

ভ্লাস। বলতে পারি না, ডাক্তারবাবু। যা বলছিলাম: বাবা ছিলেন বাবুর্চি, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল প্রখর। আমাকে ভালোবাসতেন নিষ্ঠুরের মত, যেখানে যেতেন জোর করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, যেমন নিয়ে যেতেন পাইপটাকে। বার কয়েক ওঁকে এড়িয়ে মা'র কাছে পালিয়ে আসি, কিন্তু প্রত্যেকবার ধোপাখানায় ফিরে এসে আমাকে আবার বগলদাবা করতেন, কেউ বাধা দিলে কুপোকাৎ হত। একবার বিশপের ওখানে কাজ করছেন, হঠাৎ তাঁর মারাত্মক শখ হল আমাকে লেখাপড়া শেখাবেন। আর তাই আমাকে যেতে হল একটা সেমিনারিতে, কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতে বাবা একজন ইঞ্জিনিয়রের ওখানে কাজ পেলেন, আর আমাকে ভর্তি করা হল একটা টেকনিকাল স্কুলে... গ্রামাঞ্চল বিভাগের সভাপতির

কাছে তাঁর কাজ হল, আর বছরখানেকের মধ্যে আমি ঢুকলাম কৃষি কলেজে। অন্য যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাকে পেয়ে ধন্য হয়েছিল তাদের মধ্যে আছে আর্ট স্কুল আর কমার্শিয়াল কলেজ। এক কথায় সতেরো বছর বয়স হতে না হতে লেখাপড়ায় আমার এমন দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে গেল যে জোর করেও কিছু শিখতে পারলাম না — এমন কি সিগারেট ফোঁকা বা তাস খেলা পর্যন্ত নয়... আমার দিকে ওরকমভাবে তাকাচ্ছেন কেন, মারিয়া ল্‌ভভনা?

মারিয়া ল্‌ভভনা (বিষণ্ণভাবে)। অত্যন্ত করুণ কাহিনী।

ভ্লাস। করুণ? কিন্তু ওসব তো অতীতের কথা।

গালে পট্টি-বাঁধা স্ত্রীলোক। আমাদের জেনিয়াকে দেখেছেন কেউ? এদিকে এসেছিল? বাচ্চা ছেলে, খড়ের টুপি মাথায়। সোনালী চুল...

মারিয়া ল্‌ভভনা। না, দেখি নি।

স্ত্রীলোক। বেজায় দুষ্টু! রজভদের বাড়ির ছেলে। ওকে দেখেন নি তাহলে ঠিক .. ছোটখাটো খরখরে একটা ছোঁড়া...

ভ্লাস। না, দেখি নি।

(বিড় বিড় করতে করতে স্ত্রীলোকটি চলে গেল।)

দ্‌ভয়েতচিয়ে। জানেন, ভ্লাস, আমি বরং... ইয়ে...

ভ্লাস। কী?

দ্‌ভয়েতচিয়ে। আপনাকে বেড়ে লাগে, তাই বলছিলাম।

ভ্লাস। সত্যি নাকি!

দ্‌ভয়েতচিয়ে। সত্যি বলছি. .

ভ্লাস। তাতে আপনার কদর বেড়ে গেল।

(হেসে উঠল দ্‌ভয়েতচিয়ে।)

দুদাকভ। আপনাকে কঠিন দিনের সম্মুখীন হতে হবে, ভ্লাস।

ভ্লাস। কখন?

দ্বদাকভ। হামেশা।

দ্‌ভয়েতাচিয়ে। না হয়ে ওর উপায় নেই, ও স্পষ্টবক্তা, ওকে বিপদে ফেলে লোকে মজা দেখার চেষ্টা করবে।

ভ্লাস। দেখা যাবে। কিন্তু এবার ভেতরে গিয়ে চা খেলে হয় না? চা তৈয়ার নিশ্চয়।

দ্বদাকভ। বেড়ে বলেছ।

দ্‌ভয়েতাচিয়ে। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু — গৃহকর্ত্রী?

ভ্লাস। আপনারা গেলে গৃহকর্ত্রী খুসি হবেন। চলুন।

(ভ্লাস একছুটে ভিতরে চলে গেল, অন্যরা মন্থরগতিতে তার অনুসরণ করল।)

দ্‌ভয়েতাচিয়ে। খাসা ছেলে।

মারিয়া ল্‌ভভনা। হ্যাঁ, কিন্তু কখনো ধাতস্থ নয়...

দ্‌ভয়েতাচিয়ে। তাতে কিছু এসে যায় না। ওটা কেটে যাবে। মজ্জায় মজ্জায় ও সৎ। বেশীর ভাগ লোকের সততাটা বাইরের ব্যাপার, নেকটাইএর মত, তারা বুক ফুলিয়ে চেঁচায় — 'আমরা সৎ, আমরা সৎলোক, সৎলোক আমরা!' কিন্তু কোন মেয়ে যদি বারবার বলে যে সে কুমারী, তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে সে আর কুমারী নেই। হাঃ হাঃ! মাপ করবেন, মারিয়া ল্‌ভভনা।

মারিয়া ল্‌ভভনা। আপনার মত লোকের কাছে আর কী প্রত্যাশা করা যায়?

(বারান্দায় উঠে বাড়ির ভিতরে গেল ওরা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে সুসলভের দেখা হল ওদের সঙ্গে।)

দ্‌ভয়েতাচিয়ে। কোথায় যাচ্ছ, পিওতর?

সুসলভ। এমনি, সিগারেট খেতে এলাম।

(নিজের বাড়ির দিকে মন্থরগতিতে চলে গেল। পথ হয়ে ওর দিকে দৌড়িয়ে এল গালে পট্টি-বাঁধা স্ত্রীলোকটি। টপহ্যাট পরিহিত পুরুষটি বন থেকে বেরিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।)

স্ত্রীলোক। বাচ্চাটাকে খুঁজছি। ওকে আপনি দেখেছেন কি? ওর নাম কলিয়া... মানে জেনিয়া। জ্যাকেট-পরা ছেলেটা।

সুসলভ (চাপা গলায়)। না, দেখি নি। কেটে পড়ো।

(দৌড়িয়ে চলে গেল স্ত্রীলোকটি।)

টপহ্যাট পরিহিত পুরুষটি (ভদ্রভাবে নমস্কার করে)। মাপ করবেন মশাই, কিন্তু আপনি কি আমার খোঁজ করছেন?

সুসলভ (বিস্মিত হয়ে)। কারোর খোঁজ করছি না। স্ত্রীলোকটি একটা বাচ্চার খোঁজ করছিল।

টপহ্যাট পরিহিত পুরুষটি। বুঝেছেন কিনা, একটা নাটকে নায়কের পার্টে নামার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে...

সুসলভ (চলে যেতে যেতে)। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

টপহ্যাট পরিহিত পুরুষটি (অপমানিত বোধ করে)। কিন্তু কার তালুকাত সেটা? স্টেজ ম্যানেজার কোথায়? দু'ঘণ্টা ধরে হাপিত্যেশ করে ঘুরছি। (সুসলভ চলে গেছে দেখে) চলে গেছে, বেটা অসভ্য!

(খোলামেলা মঞ্চে গিয়ে তার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুসলভের বাড়ির পথ হয়ে এল ওলগা আলেক্সেয়েভনা।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। নমস্কার, পিওতর ইভানভিচ।

স্‌সলভ। নমস্কার। বেশ গুমোট।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। তাই নাকি? আমার তো লাগছে না।

স্‌সলভ (সিগারেট ধরিয়ে)। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে একদল পাগলকে বাড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বেটারা যত সব বাচ্চা ছেলে আর স্টেজ ম্যানেজারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। জানি। আপনি কি ক্লান্ত? হাতদুটো কাঁপছে।

স্‌সলভ (ওর সঙ্গে সঙ্গে বাসভদের বাড়িতে যেতে যেতে)। তার কারণ কাল রাত্তিরে অত্যন্ত বেশী মদ খেয়েছিলাম, ঘুমিয়েছি খুব কম।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কেন মদ খান?

স্‌সলভ। জীবনটা একটু উপভোগ করতে হবে তো।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আমার স্বামীকে দেখেছেন?

স্‌সলভ। বাসভদের ওখানে চা খাচ্ছে।

ভারভারা মিখাইলভনা (বারান্দায় এসে)। আসছ তো, ওলগা?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। এই একটু বেড়াচ্ছিলাম।

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনি চলে গেলেন কেন, পিওতর ইভানভিচ?

স্‌সলভ (একটু হেসে)। ভূমিস্থ হতে চেয়েছিলাম। মারিয়া ল্‌ভভনা আর সাহিত্যিকটির বড়ো বড়ো ছেঁদো বক্তৃতায় ঘেন্না ধরে গেছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। তাই নাকি? শুনতে আমার কিন্তু আপত্তি নেই।

সুসলভ (কাঁধ ঝাঁকিয়ে)। শুনে অত্যন্ত খুসি হলাম। আপাতত আসি... (নিজের বাড়িতে চলে গেল)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (চাপা গলায়)। এ'র এমনটা হয় কেন তোমার মাথায় ঢোকে?

ভারভারা মিখাইলভনা। জানি না, জানবার ইচ্ছেও নেই। ভেতরে গেলে হয় না?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। না, এখানে কিছুক্ষণ বসা যাক। তুমি না থাকলেও ওদের চলবে।

ভারভারা মিখাইলভনা। তা ভালোভাবেই চলবে। আবার কিছু নিয়ে তুমি বিচলিত, তাই না?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। বিচলিত না হয়ে করি কী, ভারিয়া? আজ সন্ধ্যেবেলা সহর থেকে ফিরে উনি পাঁচ মিনিটও বাড়িতে থাকেন নি। তোমার হলে কেমন লাগত বলো তো?

ভারভারা মিখাইলভনা। উনি আমাদের এখানে আছেন।

(এক সারি ফারগাছের দিকে মন্থরপায়ে দুজনে গেল।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (মেজাজটা খিটখিটে)। উনি আমাকে আর ছেলেমেয়েগুলোকে এড়িয়ে চলছেন। আমি জানি ওঁর খাটুনি খুব বেশী, জিরনো দরকার, কিন্তু আমারো তো বিশ্রাম চাই। আমি কত ক্লান্ত যদি জানতে! ঠিকমত কাজ করতে পারি না, সবকিছু গুলিয়ে যায়, তাতে আরো রেগে উঠি। ওঁর বোঝা উচিত যে ওঁর জন্য আমার যৌবন আর গতর বিসর্জন দিয়েছি।

ভারভারা মিখাইলভনা (কোমলভাবে)। বেচারী! নালিশ করতে তোমার ভালো লাগে, তাই না?

(বাড়ি থেকে এল বাদানুবাদের গুঞ্জন। গুঞ্জনটা বেড়ে গেল।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। জানি না, হয়ত তাই। আমার চলে যাওয়া উচিত মনে হয়, সে কথাটা ওঁকে বলতে চাই — ছেলেপিলেদের নিয়ে চলে যেতে চাই।

ভারভারা মিখাইলভনা। কী বললে! কয়েকদিনের ছাড়াছাড়ি দুজনের পক্ষেই ভালো হবে। তোমাকে টাকাটা আমি ধার দেব।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। এরিমধ্যে তোমার কাছে তো অনেক ধারি।

ভারভারা মিখাইলভনা। ও কিছু না। তা নিয়ে বিব্রত হ'য়ো না। এসো, বসা যাক।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। তোমার সাহায্য ছাড়া চালাতে পারি না বলে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে যায়। সত্যি ঘেন্না হয়। তোমার টাকা... তোমার স্বামীর টাকা নেওয়া আমার পক্ষে সহজ ভাবো?.. নিজে সংসার চালাতে না পারলে, সর্বক্ষণ অন্যর সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে চলবে না বুঝলে মানুষের আত্ম-সম্মান থাকে না। মাঝেমাঝে তোমার ওপরেও ঘেন্না হয় — তুমি এত শান্ত বলে; তুমি শুধু কথা বলো, সত্যিকার বাঁচা তোমার নেই, আসল অনুভূতি নেই।

ভারভারা মিখাইলভনা। কিন্তু ভাই, চুপচাপ থাকা ছাড়া আর কী করতে পারি জানি না। নালিশ কখনো করতে দেব না নিজেকে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। যারা নেয় তাদের মনে মনে দাতারা ঘেন্না করে নিশ্চয়... আমি নিজে দাতা হতে চাই!

(রিউমিন দ্রুত পায়ে বাসভের বাড়ির দিকে গেল।)

ভারভারা মিখাইলভনা। যারা নেয় তাদের ঘেন্না করার জন্য?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। হ্যাঁ। লোকজন আমার ভালো লাগে না। মারিয়া ল্ভভনাকে ভালো লাগে না। ও সর্বক্ষণ অন্যদের কড়া সমালোচনা করে কেন? আর রিউমিনকে আমার ভালো লাগে না। সবসময়ে দার্শনিক বুলি ঝাড়ে, কিছু করার মুরোদ নেই। আর তোমার স্বামীকে ভালো লাগে না। ভদ্রলোক ময়দার তালের মতন নরম, তোমাকে ভয় পান। সেটা কি ভালো লাগে? আর তোমার ভাইটি। ও প্রেমে পড়েছে বক্তিমেবাগীশ বদরাগী মেয়েমানুষটার, মারিয়া ল্ভভনার।

ভারভারা মিখাইলভনা (বিস্মিত হয়ে, ভর্ৎসনার সুরে)। কী বলছ তুমি, ওলগা! উচিত নয় এসব কথা মুখে আনা।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। হয়ত নয়, কিন্তু কথাটা সত্যি। আর কালেরিয়া, ভয়ানক জাঁকি। খালি সৌন্দর্য নিয়ে প্রলাপ বকে, আসলে ওর দরকার একটা বিয়ে।

ভারভারা মিখাইলভনা (শান্ত কঠোর সুরে)। ওলগা, এধরনের মনোভাব তোমাকে পেয়ে বসেছে, সেটা বরদাস্ত করা তোমার উচিত নয়। শেষে খানাডোবায় পড়বে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (অনুচ্চকণ্ঠে, কিন্তু জোর আর বিদ্বেষের সঙ্গে)। পরোয়া করি না। কোথায় গিয়ে পড়ব পরোয়া করি না, এই অসহ্য একঘেয়েমীর হাত থেকে নিস্তার পেলেই হল! আমি চাই জীবনের স্বাদ পেতে! অন্যদের চেয়ে খারাপ নই আমি। কী ঘটছে বুঝি, না বোঝার মত বোকা আমি নই। আমি জানি যে তুমিও... হ্যাঁ, বুঝি সব। তোমার জীবনটা দিব্যি কাটছে। স্বামীর টাকাপয়সা আছে, ব্যবসার ব্যাপারে তিনি খুব সাধুপুরুষ নন। আর তুমি... যাতে ছেলেপুলে না হয় তার একটা কিছু ব্যবস্থা করেছ...

ভারভারা মিখাইলভনা (আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে

সবিস্ময়ে ওলগা আলেক্সেয়েভনার দিকে তাকিয়ে রইল)। তুমি... কী বলতে চাও তুমি?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (অস্বস্তি বোধ করে)। কিছু না। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম স্বামী বলেন যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে চায় না।

ভারভারা মিখাইলভনা। তুমি কী বলতে চাও জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমি জঘন্য কিছু একটা করেছি, তাই অভিযোগ করছ। অভিযোগটা কী জানতে চাই না।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। ওরকমভাবে কথা বোলো না, ভারিয়া; ওরকমভাবে আমার দিকে তাকিও না। যাই বল না কেন, কথাটা সত্যি তো। লোকে তোমার স্বামীর বিষয়ে যা-তা বলে...

ভারভারা মিখাইলভনা (শিউরে উঠে বিষণ্ণভাবে)। তুমি আর আমি বোনের মত কাটিয়েছি, ওলগা। তুমি এত অসুখী যদি না জানা থাকত, যদি না মনে থাকত যে এককালে আমরা দুজনে অন্য ধরনের জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম...

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (আন্তরিকভাবে)। ক্ষমা চাইছি। মাপ করো। আমি বড়ো বদরাগী।

ভারভারা মিখাইলভনা। আমাদের জীবন সম্পূর্ণ ও সুন্দর হবে ভেবেছিলাম। আর দুজনে হারানো স্বপ্নের জন্য কেঁদেছি। তুমি আমার মনে ব্যথা দিয়েছ, ওলগা। ব্যথা দিতেই চেয়েছিলে বুঝি? ভয়ানক ব্যথা দিয়েছ!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আর বোলো না, লক্ষ্মীটি!

ভারভারা মিখাইলভনা। আমি চললাম। (ওলগা আলেক্সেয়েভনা উঠে পড়ল) না, আমার সঙ্গে আসতে হবে না। আমি চাই না সেটা।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। বরাবরের জন্য, ভারিয়া? বরাবরের জন্য?

ভারভারা মিখাইলভনা। দাঁড়াও... কেন ওরকম কথা বললে বুঝি না।

(দুভয়েতচিয়ে বারান্দার সিঁড়ি হয়ে দৌড়িয়ে এসে ভারভারা মিখাইলভনার হাত ধরল।)

দুভয়েতচিয়ে (হাসতে হাসতে)। পালিয়ে এলাম, দেবী! আপনার চাঁদমুখ দার্শনিকটি, মিঃ রিউমিন, অকূল পাথারে ফেলেছেন আমাকে। জ্ঞানগম্ভীর বুলি আমার জানা নেই, তাই জবাব দিতে পারছি না। ঝোলাগুড়ে আরশোলা যেমন ডুবে যায়, তেমনি ওঁর বাগ্মিতার বন্যায় আমি ডুবেছি। আর তাই চম্পট দিলাম। চুলোয় যান ভদ্রলোক! তার চেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলা ভালো। এই বিটকেল বুড়ো আপনার টানে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু এমন আনমনা কেন? (ওলগা আলেক্সেয়েভনাকে দেখতে পেয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (ভীরুভাবে)। আমি চলে যাব না কি, ভারিয়া?

ভারভারা মিখাইলভনা (দৃঢ়স্বরে)। হ্যাঁ। (ওলগা আলেক্সেয়েভনা তাড়াতাড়ি চলে গেল। ওর যাওয়া দেখল ভারভারা মিখাইলভনা, তারপর দুভয়েতচিয়ের দিকে ফিরে)। কী বলছিলেন? মাপ করবেন, আমি...

দুভয়েতচিয়ে (ভালোভাবে)। এখানে ডাঙ্গায় মাছের মত মনে হচ্ছে নিজেকে, তাই না? জায়গাটা আপনার উপযুক্ত নয় মোটেই। (হাসল)

ভারভারা মিখাইলভনা (শান্তভাবে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে)। সেমিওন সেমিওনভিচ, এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলার অধিকার কোথা থেকে পেলেন?

দ্ভয়েতচিয়ে। থাক, থাক, আর বলবেন না! অধিকারটা এসেছে আমার বয়স আর অভিজ্ঞতা থেকে।

ভারভারা মিখাইলভনা। মাপ করবেন, কিন্তু মনে হয় তাতে অন্যদের ব্যাপারে মাথা গলানোর কোন অধিকার...

দ্ভয়েতচিয়ে (ভালোভাবে)। সত্যি সত্যি মাথা তো গলাচ্ছি না। শুধু বুঝতে পারছি আপনি দলছাড়া মানুষ, আমিও ওদের মত নই, আর আপনার সঙ্গে কথা বলার ভীষণ ইচ্ছে হল। কিন্তু মনে হচ্ছে ভুল করেছি, আর তাই যদি করে থাকি, ঘাট মানছি।

ভারভারা মিখাইলভনা (হেসে)। আপনার কাছেও ঘাট মানছি। মনে হচ্ছে একটু রূঢ় ব্যবহার করেছি, কিন্তু এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলায় আমি অভ্যস্ত নই।

দ্ভয়েতচিয়ে। অভ্যেস যে নেই সেটা তো দেখতেই পারছি। এখানে সেটা অভ্যেস হবে কী করে? চলুন একটু বেড়িয়ে আসি, যাবেন না কি? বুড়োকে না হয় একটু কৃপা করুন!

(সাইকেল চেপে দ্রুত এল সেমিওনভ, আর একটু
হলে দ্ভয়েতচিয়ের পায়ের কাছে পড়ে যেত।)

দ্ভয়েতচিয়ে (চমকে উঠে)। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, ছোকরা? এটা কী?

সেমিওনভ (হাঁপাতে হাঁপাতে)। মাপ করবেন। সবকিছু শেষ?

দ্ভয়েতচিয়ে। কী শেষ? পাগল না কি?

সেমিওনভ। দুঃখের ব্যাপার!.. একটা টায়ার ফেটে গেল। আজকে আমার দুটো রিহার্শাল ছিল...

দ্ভয়েতচিয়ে। তাতে আমার কী?

সেমিওনভ। মানে, আপনি নামছেন না? মাপ করবেন।

ভেবেছিলাম আপনি পরচুলা পরে মেক-আপ্ করে আছেন।

দ্ভয়েতচিয়ে (ভারভারা মিখাইলভনাকে)। কী বলছে লোকটা?

ভারভারা মিখাইলভনা। আপনি রিহার্শালের জন্য এসেছেন?

সেমিওনভ। হ্যাঁ, আর পথে...

ভারভারা মিখাইলভনা। রিহার্শাল এখনো সুরু হয়নি।

সেমিওনভ (খুব খুসি হয়ে)। ধন্যবাদ। এত খারাপ লাগছিল! আমি হামেশাই কাঁটায় কাঁটায় আসি!

দ্ভয়েতচিয়ে। খারাপ লাগছিল কী নিয়ে?

সেমিওনভ (অনুগ্রহের সুরে)। দেরীতে এলে খারাপ লাগত, তাই বলছি। ক্ষমা করবেন। (মঞ্চে গেল)

দ্ভয়েতচিয়ে। আজব চিড়িয়া। চাপা দিয়েছিল আমাদের আর একটু হলে, কাণ্ডটা দেখুন একবার! চলুন, ভারভারা মিখাইলভনা, আর কোন অবধূত চড়াও করার আগে এখান থেকে সরে পড়ি।

ভারভারা মিখাইলভনা (অন্যমনস্কভাবে)। আচ্ছা বেশ। একটা শাল নিয়ে আসি। একটু দাঁড়ান।

(বাড়ির ভিতরে গেল। দ্ভয়েতচিয়ের কাছে এল সেমিওনভ।)

সেমিওনভ। আরো কয়েকজন সাইকেল চেপে আসছে — দুজন মেয়ে আর ক্যাডেট একটি...

দ্ভয়েতচিয়ে। সর্বনাশ! শুনে অত্যন্ত খুসি হলাম।

সেমিওনভ। এখ্খুনি এসে পড়বে। ক্যাডেটটা কে জানেন? যে মেয়েটি নিজেকে গুলি করেছিল তার ভাই।

দ্ভয়েতচিয়ে। সর্বনাশ!

সেমিওনভ। কাণ্ড বটে! একটা মেয়ে — হঠাৎ কিনা নিজেকে গুলি করে বসল!

দ্‌ভয়েতচিয়ে। কাণ্ডই বটে!

সেমিওনভ। আমি সত্যি ভেবেছিলাম আপনি মেক-আপ করে আছেন। এত চুল। আপনার মুখটাও সে-রকম দেখাচ্ছে।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ধন্যবাদ। পুলকিত বোধ করছি।

সেমিওনভ। আপনাকে খোসামোদ করতে চাই নি, সত্যি বলছি!

দ্‌ভয়েতচিয়ে। জানি আপনি চান নি। কিন্তু মাথায় ঢুকছে না খোসামোদ করার মতো কী আছে?

সেমিওনভ। বুঝছেন না, কেন? মেক-আপ করলে লোককে সবসময়েই খোলতাই দেখায়। সিন-সিনারির ভার আপনার হাতে নেই তো?

(বন থেকে বেরিয়ে এল সুসলভ। পটভূমির কাছে দেখা যাচ্ছে হলুদবসনা স্ত্রীলোক ও চেককাটা স্যুট পরিহিত যুবকটিকে।)

দ্‌ভয়েতচিয়ে। না, আমি শুধু ওই ভদ্রলোকটির চাচা।

হলুদবসনা স্ত্রীলোক। মিঃ সাজানভ!

সেমিওনভ। আমাকে ডাকছে। বিচিত্র ব্যাপার... আমার নামটা অত্যন্ত আটপৌরে, কিন্তু কারো মনে থাকে না কখনো। নমস্কার।

(তাড়াতাড়িতে অভিবাদন জানিয়ে স্ত্রীলোকটির দিকে গেল।)

সুসলভ (কাছে এসে)। আমার গিন্নীকে দেখেছেন? (দ্‌ভয়েতচিয়ে মাথা নাড়াতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল) মনে হচ্ছে অভিনেতা অভিনেত্রীরা জড়ো হচ্ছে।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ছোকরা ছিনেজোঁকটা আমাকে আর ছাড়ে না। বলল কিনা আমি সিন-সিনারির শিল্পী বা ওই ধরনের

কিছু একটা, বেটা বক্রপদ অ্যামিবা! ওই শোনো, আবার ঝগড়া বেধেছে!

(বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কালেরিয়া, শালিমভ, রিউমিন ও ভারভারা মিখাইলভনা। ওদের কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল দ্‌ভয়েতচিয়ে। বেঞ্চিতে বসে সুসলভ বেজার মুখে ওদের দেখছে।)

শালিমভ (হাঁফ ধরে গেছে)। ওর উগ্র মেজাজ এড়াবার জন্য মনে হচ্ছে উত্তর মেরুতে পালিয়ে যাই।

রিউমিন। উনি এত জাঁহাবাজ, আমার অসহ্য লাগে। এত অসহিষ্ণু হওয়াটা পাপ। ওঁর মত লোকেরা কেন ধরে নেয় যে সবায়ের ওঁর মত ভাবা উচিত?

ভারভারা মিখাইলভনা (সবায়ের দিকে একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে)। ওঁরা যে সব জিনিসে বিশ্বাস করেন তার চেয়ে মহৎ ও সুন্দর জিনিস আছে সেটা প্রমাণ করুন ওঁদের কাছে।

কালেরিয়া। সবায়ের ভরা পেটের স্বপ্ন ওঁরা দেখেন, তাতে মহৎ বা সুন্দর কী দেখলে তুমি?

ভারভারা মিখাইলভনা (আবেগের সঙ্গে)। জানি না। কিন্তু এর চেয়ে মন-ছোঁয়া কথা আমি তো কিছু দেখি না। (শালিমভের আগ্রহ হল) ঠিক করে বলতে পারছি না, কিন্তু আমি মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি যে লোকজনের মনে মানবতা বোধ জাগিয়ে দেওয়া আমাদের উচিত... প্রত্যেকের মনে, কাউকে বাদ না দিয়ে! তাহলে একে-ওকে অপমান করা আমরা ছেড়ে দেব। পরস্পরের অনুভূতির কদর আমরা করি না, আর সেইটাই মনে লাগে, সেইটাই অনুশোচনার বিষয়।

কালেরিয়া। হায় ভগবান! সেটা মারিয়া ল্‌ভভনার কাছে আমাদের শিখতে হবে!

ভারভারা মিখাইলভনা। তোমরা সবাই ওঁর এত বিরুদ্ধে কেন?

রিউমিন। তার জন্য উনিই দায়ী। উনি লোককে তিতিবিরক্ত করে ছাড়েন। যখনি কেউ জীবনের অর্থ আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে তখনি মনে হয় সাঁড়াশির প্যাঁচে পড়ে নাজেহাল হচ্ছি।

কালেরিয়া। এধরনের মানুষের সঙ্গে থাকা অসহ্য।

ভারভারা মিখাইলভনা। আর কালেরিয়া, যারা শুধু অভিযোগ-অনুযোগ করা ছাড়া আর কিছু করে না তাদের সঙ্গে থাকা কি সহজ? স্পষ্ট কথা বলা যাক: যারা নিজেদের বিষয়ে আলাপ করা ছাড়া আর কিছু করে না, অভিযোগ-অনুযোগে কানে তালা লাগিয়ে দেয়, অথচ জীবনকে ভালো করার জন্য কিছু করে না, তাদের সঙ্গে থাকা কি সহজ? আমরা কী করি, তুমি আর আমি?

রিউমিন। আর উনি?.. মারিয়া ল্ভভনা? শত্রুতা জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর কী করেন উনি?

কালেরিয়া। আর ভুলে যাওয়া উত্তম নানা বুলি আওড়ান। মড়ার উপদেশে জ্যান্ত মানুষের কাজ চলে না।

(সখের থিয়েটারের লোকেরা খোলা মঞ্চের চারদিকে জড়ো হচ্ছে। মঞ্চে উঠে পুস্তবাইকা চেয়ার সাজাচ্ছে।)

দ্ভয়েতচিয়ে। অত বিচলিত হবেন না, ভারভারা মিখাইলভনা। আলোচনাটা ছেড়ে চলুন বেড়িয়ে আসি। কথা দিয়েছিলেন আপনি।

ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যাঁ, যাব। নিজের ভাবনাচিন্তা আর ভাব কথায় প্রকাশ করতে না পারলে ভয়ানক খারাপ লাগে। মনের দিক দিয়ে আমি বোবা।

শালিমভ। কিন্তু তা নন আপনি, ভারভারা মিখাইলভনা। আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?

ভারভারা মিখাইলভনা। যদি চান।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। চলুন নদীর ধারে কুঞ্জে যাওয়া যাক। আজ এত ব্যাকুল কেন আপনি?

ভারভারা মিখাইলভনা। বোধ হচ্ছে যেন একটা বিচ্ছিরি মনোমালিন্য হয়েছে।

(ওরা বনে চলে গেল। ওদের দেখতে দেখতে সুসলভ একটু হেসে উঠল।)

রিউমিন (ওদের দেখতে দেখতে)। কী ভাবে ইনি পাখা মেলেছেন... তার আসার পর... মানে শালিমভের... কথা বলার ঢংটা কেমন! আর শেষ পর্যন্ত লোকটা কী? ও যে লিখে লিখে দেউলিয়া হয়ে গেছে সেটা না বুঝে উনি পারেন না। শালিমভ খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মতামত জাহির করে বটে, কিন্তু ও নিজেকে শুধু ঠকায়, অন্যদের ঠকায়।

কালেরিয়া। ভারিয়া সেটা জানে। কাল রাত্তিরে শালিমভের সঙ্গে কথা বলার পর একেবারে বাচ্চার মত ওকে কাঁদতে দেখেছি। শালিমভ আসার আগে ভারিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও বলিষ্ঠ সাহসী মানুষ; ভেবেছিল ওর নিজের রিক্ত জীবনে শালিমভ কিছু নতুন আর চমৎকার জিনিস আনবে।

(বাড়ির পিছন থেকে এল জামিসলভ ও ইউলিয়া ফিলিপভনা। জামিসলভ ফিসফিস করে কী একটা বলাতে ইউলিয়া ফিলিপভনা হেসে উঠল। সুসলভের নজর সেদিকে গেল।)

রিউমিন। চলুন ভেতরে যাই। আমাদের কিছু বাজিয়ে হয়ত শোনাবেন আপনি? গান-গান মেজাজ হয়েছে এখন।

কালেরিয়া। যা বলেন। হ্যাঁ, আশেপাশের সব জিনিস যখন এত... তখন খুব খারাপ লাগে...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। দেখুন! দেখুন! আমাদের অভিনেতা ইতিমধ্যেই হাজির! ছটার সময়ে রিহার্শালের কথা, আর এখন?

জামিসলভ। সাড়ে সাতটা। এককালে শুধু আপনি দেরী করে আসতেন। আর এখন সবাই দেরী করে আসে। আপনার প্রভাবের ফল।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আপনি কি বেয়াড়াপনা করছেন?..

জামিসলভ। না, খোসামোদ করছি। কিন্তু ভেতরে গিয়ে কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে হবে। যাব নাকি?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বেশী দেরী করবেন না কিন্তু!

(বাড়ির ভিতরে গেল জামিসলভ। গাছের ঝাড়টার দিকে অলসভাবে যেতে যেতে ইউলিয়া ফিলিপভনা আপন মনে গুন গুন করছে। স্বামীকে চোখে পড়ল।)

সুসলভ। কোথায় ছিলে?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ওই ওখানে... আর ওখানে...

(মঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে হলুদবসনা স্ত্রীলোক, যুবক, সেমিওনভ, ক্যাডেট এবং দুটি মেয়ে। সশব্দে পুস্তবাইকা একটা টেবিল ঠিক জায়গায় রাখছে। হাসি, ডাক: 'শুনুন সবাই!' 'অধিকারী মশাই কোথায়?' 'মিঃ স্তেপানভ!' 'উনি এখানেই কোথাও, এই তো দেখলাম।' 'ফিরতি-ট্রেন ধরতে পারব না!' 'মাপ করবেন, আমার নাম স্তেপানভ নয়, সেমিওনভ।')

সুসলভ। ওর সঙ্গে বরাবর ছিলে?.. ওই লোকটার সঙ্গে — ওই... সবায়ের চোখের সামনে। কী করছ ভেবে দেখো, ইউলিয়া! সবাই আমাকে নিয়ে হাসে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। হাসে বুঝি?.. কী বীভৎস।

সুসলভ। এ নিয়ে আমাদের দুজনের খোলাখুলি কথা বলতে হবে। আমি চাই না যে তুমি...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। যাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করছে তার স্ত্রী হতে অবশ্যই আমি চাই না।

সুসলভ। সাবধান, ইউলিয়া! আমি পারি...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। গাড়োয়ানের মত অসভ্য হতে। সেটা আমার জানা আছে।

সুসলভ। মুখ সামলে কথা বলো, ছেনাল কোথাকার!

ইউলিয়া ফিলিপভনা (শান্তভাবে, গলা নামিয়ে)। বাড়িতে এ ছোট্ট ব্যাপারটার ফয়সালা হবে। এখানে লোকজন। এখান থেকে যাও। নিজের মুখটা যদি একবার দেখতে!

(বিতৃষ্ণায় অল্প শিউরে উঠল। ওর দিকে এক পা বাড়াল সুসলভ, তারপর তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বনের পথ ধরে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল, দাঁতে দাঁত চিপে বিড়বিড় করতে করতে।)

সুসলভ। তোমাকে গুলি করব একদিন!

ইউলিয়া ফিলিপভনা (পিছু ডেকে)। আজকেই করবে না কি? (গেয়ে উঠল): 'জ্বলন্ত জলে ডোবে...' (গলাটা কেঁপে উঠল) 'ক্লান্ত দিন...'

(শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নিচু করল। উত্তেজিতভাবে মারিয়া ল্‌ভভনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তার পিছনে দুদাকভ ও বাসভ, দুজনের হাতে ছিপ।)

বাসভ (ছিপ খুলতে খুলতে)। আপনার আরো নম্র হওয়া উচিত মারিয়া ল্‌ভভনা। আরো অমায়িক। আমরা সবাই তো মানুষ... ধুত্তোর ছাই, ছিপটার এ দশা কে করল।

মারিয়া ল্‌ভভনা। কিন্তু আপনি বোঝেন না!

দুদাকভ। দেখছেন না ও ক্লান্ত?

বাসভ। আপনি ঠিক কথা বলছেন না। আপনার মতে লেখক হলেই ক্ষুদে দেবতা হওয়া উচিত। প্রত্যেক লেখকের তো সেটা পোষাবে না।

মারিয়া ল্‌ভভনা। জীবন আর মানুষের কাছে ক্রমশ বেশী করে দাবী আমাদের করতে হয়।

বাসভ। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু সেটা করতে হয় সাধ্যের সীমা না ছাড়িয়ে। সবকিছু তো আস্তে আস্তে বাড়ে। বিবর্তন! সেটা ভুললে চলবে না।

মারিয়া ল্‌ভভনা। আমি অসম্ভব কিছু চাই না। কিন্তু যে দেশে আমরা আছি সে দেশে শুধু এক ধরনের লোকই সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন, আমাদের লোকেদের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তাদের অবস্থা ভালো করার জন্য সংগ্রাম চালাতে পারেন, সে লোক হলেন লেখক। একমাত্র লেখকই এটা পারেন, আর এটা করা তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

বাসভ। সত্যি কথা, কিন্তু...

মারিয়া ল্‌ভভনা (সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে)। আপনার বন্ধু সেটা করছেন বলে আমার মনে হয় না। ওঁর উদ্দেশ্য কী? আদর্শ কী? কী উনি ঘৃণা করেন? কী ভালোবাসেন? ওঁর কাছে ন্যায় অন্যায় কী? উনি বন্ধু না শত্রু? আমি জানি না।

(দ্রুতপায়ে চলে গিয়ে বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।)

বাসভ (ছিপের সুতো ঠিক করতে করতে)। আপনার... ইয়ে... আপনার উচ্ছ্বাসের জন্য আপনাকে সমীহ করি, মারিয়া ল্‌ভভনা, কিন্তু... চলে গেছেন বুঝি? এত উষ্মার খোরাক কোত্থেকে উনি পান বলতে পারেন? স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত জানে যে লেখকের সৎ হওয়া উচিত আর... মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি; সৈনিকের হওয়া উচিত সাহসী, বুদ্ধিমান হওয়া উচিত উকীলের। কিন্তু এই অসম্ভব ভদ্রমহিলাটি বাসি বুলি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ছাড়েন। যাকগে, ডাক্তার, মাছগুলো কেমন টোপ গিলছে দেখি গিয়ে। ছিপের এ দশা কোন বেটা করল?

দুদাকভ। হুঁ। ভদ্রমহিলা অনেক কথা বলছেন বুদ্ধিমতীর মত... কিন্তু ওঁর তো কোন হাঙ্গামা নেই। ওঁর নিজের প্র্যাকটিস আছে, বেশী রোগী না হলেও চলে।

বাসভ। ইয়াকভটা বজ্জাত। ওকে ভদ্রমহিলা কোণঠেসা করাতে কী কৌশলে পিছলে বেরিয়ে গেল দেখলেন? (হাসল) মেজাজে থাকলে ইয়াকভ খাসা কথাবার্তা বলে! হ্যাঁ, কথাবার্তা বলে খাসা, কিন্তু ওর প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর — জানেন তো, তার সঙ্গে ছ মাস মাত্র কাটিয়েছিল, তার পরেই দূর করে দেয় তাকে...

দুদাকভ। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে স্বামীস্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়েছিল।

বাসভ। তাই না হয় বলি, ওদের বিচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি মারা গেছে আর এখন তার ছোটখাটো সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে চাইছে। মন্দ নয়, কী বলুন?

দুদাকভ। ছোঃ, ছোঃ! অত্যন্ত খারাপ। এটা বাড়াবাড়ি বলতেই হবে!

বাসভ। ও তা ভাবে বলে তো মনে হয় না। যাকগে, চলুন নদীতে যাওয়া যায়।

দুদাকভ। কী ভাবছি জানেন ?

বাসভ। না। কী ?

দুদাকভ (আস্তে আস্তে, চিন্তান্বিতভাবে)। আমরা দুজনে দুজনকে ঘৃণা করি না — এটা ভেবে আপনার অবাক লাগে না — মানে অদ্ভুত মনে হয় না ?

বাসভ (দাঁড়িয়ে পড়ে)। মানে ? ইয়ার্কি করছেন নাকি ?

দুদাকভ। মোটেই না। যাই বলুন না কেন, আমরা একেবারে অপদার্থ, তাই না ?

বাসভ (পায়চারি করতে করতে)। না, তা মনে হয় না। জীবন সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সুস্থ। যদি আপত্তি না করেন তো বলি, মোটামুটি আমি লোকটা স্বাভাবিক।

দুদাকভ। কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না।

বাসভ। আমি ? শুনুন ডাক্তার, আমার মনে হয় আপনি একটু... এক কথায় বলতে গেলে ডাক্তারের নিজের চিকিৎসা করা উচিত। নদীতে গিয়ে জলে ঠেলে ফেলে দেবেন না তো ?

দুদাকভ (গম্ভীরভাবে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে)। কেন তা করতে যাব ?

বাসভ (সরে যেতে যেতে)। তার আমি কি জানি ? আপনার মেজাজটা খুব খাপছাড়া।

দুদাকভ (বিরস মুখে)। আপনার সঙ্গে সিরিয়াস্ কথাবার্তা বলা মুশকিল।

বাসভ। তার চেষ্টা করবেন না। সিরিয়াস কথাবার্তার বিষয়ে আপনার ধারণাটা আশ্চর্য। ওর ধার না ঘেঁষাই ভালো।

(বাসভ ও দুদাকভ বেরিয়ে গেল। ডান দিকে এল সনিয়া ও ভ্লাস। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে

জামিসলভ দৌড়ে গেল মঞ্চে, সেখানে সরবে তাকে সবাই অভ্যর্থনা করল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করছে, তারা ওর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল।)

সনিয়া। আপনার কবিতায় আমি বিশ্বাস করি না।

ভল্লাস। অসীম দুর্ভাগ্য। কয়েকটা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছি, যেমন:

হায়রে হায়, পোলাও আর মাংস
বড়লোকের খাদ্য,
দুঃখী ভল্লাস দেবেই তাদের ছেড়ে
এই তো প্রতিপাদ্য।

সনিয়া (হাসতে হাসতে)। এরকম তুচ্ছ জিনিসে সময় নষ্ট করেন কেন? নিজেকে আরো একটু সিরিয়াসলি নিলে তো পারেন?

ভল্লাস (মৃদুকণ্ঠে, হেঁয়ালির ভাবে)। বুদ্ধিমতী সনিয়া, সে চেষ্টা করেও দেখেছি। প্রমাণ স্বরূপ কবিতা পর্যন্ত আছে। (অনুনাসিক সুরে গাইল):

ছোটখাটো জিনিসে অরুচি,
মহান মানুষ কিনা,
বিরাট জিনিসে করি তাক,
বামন হয়ে চাঁদে হাত।

সনিয়া (ব্যগ্রভাবে)। আপনি এরকম মানুষ কেন? লোক হাসাতে চান না নিশ্চয়, আমি জানি। কী চান আপনি?

ভল্লাস (জোর দিয়ে)। সুখী হতে।

সনিয়া। আর তার জন্য কী করছেন?

ভল্লাস (যেন ভেঙে পড়ে)। কিছু না। একেবারে কিছু না।

মারিয়া লুভভনা (বন থেকে)। সনিয়া!

সনিয়া। এই যে। কী?

মারিয়া ল্‌ভভনা। তোর কজন বন্ধু এসেছে দেখা করতে।

সনিয়া। যাচ্ছি। (বন থেকে বেরুনো পথে দেখা গেল মারিয়া ল্‌ভভনাকে।) এই ভাঁড়টার ভার নাও তো। বাজে কথা ছাড়া কিছু বলেন না, সে জন্য দরকার ওঁকে বেদম পেটানো। (দৌড়িয়ে চলে গেল)

ভয়্নাস (বিনীতভাবে)। আচ্ছা, সুরু করুন। স্টেশন থেকে সারা পথ আপনার কন্যা আমাকে পিটিয়েছে, কিন্তু এখনো প্রাণে বেঁচে আছি।

মারিয়া ল্‌ভভনা (কোমলভাবে)। ওরকমভাবে কথা বলবেন না। আপনি নিজের কাছে আর অন্যান্যদের কাছে শুধু নিজেকে খাটো করেন। সেটা উচিত নয়।

ভয়্নাস (ওর চোখ এড়িয়ে)। উচিত নয় আপনি বলছেন, কিন্তু সবাই যে বেজায় সিরিয়াস। আমি চাই যে ওরা হাসে। (হঠাৎ অত্যন্ত সহজ আন্তরিকভাবে, তীব্র আবেগে) সবকিছুতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, মারিয়া ল্‌ভভনা। ওদের কাউকে আমি ভালোবাসি না, শ্রদ্ধা করি না। ওরা মশার মত ক্ষুদে আর তুচ্ছ। ওদের সঙ্গে সিরিয়াসলি কথা বলতে পারি না। ওদের দেখলেই ইচ্ছে হয় পোজ দিই, ওদের চেয়ে খোলাখুলিভাবে পোজ দিই। আমার মাথায় রাজ্যের হাবিজাবি। মনে হয় চেঁচাই, গালিগালাজ দিই, নালিশ করি। ধুত্তোর ছাই, যদি কিছু একটা না ঘটে তাহলে মদ খেতে সুরু করব শীগগিরই! ওদের সঙ্গে থাকি, ওদের মত না হয়ে উপায় কী, আর সেজন্য এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব বনে গিয়েছি। ওদের স্থূলতায় বিষিয়ে যাই। ওই তো ওরা ওখানে — শুনতে পারছেন? এদিকে আসছে। মাঝে মাঝে ওদের দেখলেই আমার গা জ্বলে। চলুন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, ভীষণভাবে চাই!

মারিয়া ল্‌ভভনা (ওর হাত ধরে)। আপনাকে এরকমটা দেখে কত যে ভালো লাগছে যদি জানতেন।

ভ্লাস। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মুখের ওপরে ওদের অপমান করি, কিন্তু প্রাণপণে সামলে নিই।

(দুজনে বনে গেল। ডান দিকে এল শালিমভ, ইউলিয়া ফিলিপভনা ও ভারভারা মিখাইলভনা।)

শালিমভ। আবার গুরুগম্ভীর কথাবার্তা! রেহাই দিন! যতটা সহ্য করা যায় দর্শন, ততটা সহ্য করেছি। কিছুক্ষণ শান্তিতে থাকতে দিন, অন্তত স্নায়ুগুলো যতক্ষণ না ঠিক হয় ততক্ষণ! আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হল বেড়ানো আর মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। স্নায়ু বিকল না করে মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে চান? ভারি অদ্ভুত তো। আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন না কেন?

শালিমভ। আপনার স্বাগত অনুমতির সুযোগ নিতে পারলে অত্যন্ত খুসি হব।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। অনুমতি তো দিইনি, আপনাকে শুধু জিজ্ঞেস করেছি...

শালিমভ। প্রশ্নটা সম্মতি গোছের বলে ধরে নিতে দিন।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। যাক, অনেক হয়েছে। প্রশ্নের জবাব দিন, ঠিকমত দিন।

শালিমভ। কোন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সম্ভব জানি, কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। প্রকৃতিকে এড়াবার জো নেই।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। তার মানে আপনার মতে বন্ধুত্ব হল শুধু প্রেমের উপক্রমণিকা?

শালিমভ। প্রেম জিনিসটা আমি খুব সিরিয়াসলি নিই। কারো প্রেমে পড়লে তাকে আমি তুলে ধরতে চাই, আমার

চিন্তাধারা ও অনুভূতির মালায় তার জীবন সাজাতে চাই।

জামিসলভ (মঞ্চের কাছে)। ইউলিয়া ফিলিপভনা! এদিকে আসুন!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। যাচ্ছি। আপাতত বিদায়, মালী মশাই! আপনার চাঁপাগুলো ঠিকমত সাজাবেন যেন! (মঞ্চের দিকে গেল)

শালিমভ। তা সাজাব, অবিলম্বেই সাজাব! ভদ্রমহিলাটি এত হাসিখুসি আর মিষ্টি! এরকম অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছেন কেন, ভারভারা মিখাইলভনা?

ভারভারা মিখাইলভনা। গোঁফজোড়া আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে...

শালিমভ (হেসে)। তাই নাকি? ধন্যবাদ। আমার কথা বলার ধরনে অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে। বেজায় কড়া লোক আপনি। কিন্তু ওঁর সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলা যে কঠিন সেটা নিশ্চয় মানবেন।

ভারভারা মিখাইলভনা। কোন কিছুতে আর অবাক হব না মনে হচ্ছে...

শালিমভ। ও। আমাকে এরকমটা দেখবেন ভাবেননি, তাই না? কিন্তু হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রিউমিনের মত নিজের ধ্যান-ধারণা ক্রমাগত গলাবাজি করে বলা যায় না। ও, মাপ করবেন, উনি ত মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুলোক!

ভারভারা মিখাইলভনা (মাথা নেড়ে)। কোন বন্ধু নেই আমার।

শালিমভ। আমার অন্তরলোকের মূল্য আমার কাছে এত বেশী যে, যে-কেউ এসে পড়লে তার সামনে সেটা খুলে ধরি না। পিথাগোরাসের সাকরেদরা শুধু বাছাই করা লোকদের কাছে নিজেদের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করত।

ভারভারা মিখাইলভনা। আর এখন আপনার গোঁফজোড়া অনাবশ্যক মনে হচ্ছে।

শালিমভ। ধুত্তোর ছাই গোঁফ! প্রবচনটা জানেন তো — পড়েছ মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। প্রবচনটা মন্দ নয়, বিশেষ করে তার কাছে যে নিঃসঙ্গতার তিক্ত পেয়ালা শেষ করেছে। নিঃসঙ্গতার কবলে আপনি এখনো পুরোপুরি পড়েননি বোধ হয়, সেজন্য যে পড়েছে তাকে বোঝা আপনার পক্ষে কঠিন... কিন্তু মনে হচ্ছে আপনাকে আটকে রাখছি।

(মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চের দিকে গেল। সেখানে কয়েকজন দর্শক দেখছে জামিসলভকে, বই হাতে সে মঞ্চের এদিক থেকে ওদিকে চুপি চুপি যাচ্ছে, একটা দৃশ্য কী ভাবে অভিনয় করতে হবে সেটা সেমিওনভকে দেখাচ্ছে। মাছ ধরার ছিপ হাতে বাড়ি থেকে বের হল বাসভ।)

বাসভ। ভারিয়া! এলাহী মাছ ধরা! এমনকি সবকিছু ভণ্ডুল-করা ডাক্তারটা পর্যন্ত এক টোপে মাছ ধরেছে! এই মাছটা কেমন বলো তো? খুড়োমশাই ধরেছেন তিনটে। (চারিদিকে চেয়ে) শোনো, আসবার সময়ে দেখলাম ভ্লাস হাঁটু গেড়ে মারিয়া ল্‌ভভনার সামনে বসে আছে! কুঞ্জগৃহের কাছে। ভেবে দেখো একবার! ওর হাতে চুমু খাচ্ছে! ওর সঙ্গে তোমাকে এ নিয়ে আলোচনা করতে হবে, ভারিয়া। হাজার হোক, ও তো এখনো নেহাৎ ছোকরা। মারিয়া ল্‌ভভনা ওর মায়ের বয়সী।

ভারভারা মিখাইলভনা (মৃদুকণ্ঠে)। সেগেই, এটা কাউকে বোলো না, জনপ্রাণীকে নয়, কথা দাও আমাকে!

তুমি বুঝতে পারো নি। ব্যাপারটা ভুলচোখে দেখেছ। সবাইকে তুমি বলে বেড়াবে মনে হচ্ছে, আর তাহলে ব্যাপারটা বিচ্ছিরি দাঁড়াবে।

বাসভ। কী নিয়ে অত বিচলিত হচ্ছ? যদি না বলবার হয় তাহলে বলব না, ব্যস। কিন্তু হাস্যকর নয় ব্যাপারটা? মারিয়া ল্‌ভভনাটা...

ভারভারা মিখাইলভনা। কথা দাও যে ব্যাপারটা একেবারে ভুলে যাবে। কথা দাও!

বাসভ। কথা দিলাম। গোল্লায় যাক ওরা। কিন্তু পারো তো বলো ব্যাপারটা কী?

ভারভারা মিখাইলভনা। বলতে পারি না। কিন্তু জানি তুমি যা ভাবছ তা নয়। ফষ্টিনষ্টি নয়।

বাসভ। হুঁ। ফষ্টিনষ্টি নয়! ছোঃ, ছোঃ! তাহলে জিনিসটা কী, ভারিয়া? আচ্ছা বেশ, একটিও কথা বলব না, ভয় পেও না। আরো মাছ ধরতে চললাম — কিছু কানে যাবে না, চোখে দেখব না, জানব না কিছু। হ্যাঁ, একটা কথা... ইয়াকভটা দেখা গেল চিড়িয়া বিশেষ।

ভারভারা মিখাইলভনা (শঙ্কিত হয়ে)। কেন, কী হল সের্গেই? নতুন কিছু?

বাসভ। তুমি অত্যন্ত নার্ভাস, ভারিয়া। এটা একেবারে আলাদা ঘটনা।

ভারভারা মিখাইলভনা (ঘৃণাভরে)। শুনতে চাই না, সত্যি চাই না, সের্গেই।

বাসভ (বিস্মিত হয়ে, তাড়াতাড়ি)। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, কী বোকা তুমি! কী হয়েছে তোমার? মৃত স্ত্রীর সম্পত্তি শালীর কাছ থেকে হাতাবার চেষ্টা করছে ও, কথাটা এই, আর কিছু নয়।

ভারভারা মিখাইলভনা (ব্যথায়, ঘৃণায়)। থামো! থামো

বলছি! বোঝো না কেন? এধরনের কথা আমি শুনতে চাই না, সের্গেই!

বাসভ (চটে)। তোমার স্নায়ুগুলোর চিকিৎসা করা উচিত, ভারিয়া। তোমার ব্যবহারটা অদ্ভুত, প্রায় অপমানকর। বলছি বলে কিছু মনে কোরো না।

(দ্রুতপায়ে বাসভ চলে গেল। ভারভারা মিখাইলভনা আস্তে আস্তে বারান্দায় গেল। খোলা মঞ্চ থেকে এল হৈচৈ, হাসির কলরোল।)

জামিসলভ। চৌকিদার! লণ্ঠনটা কোথায়?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। মিঃ সমভ, আমার পার্টটা কোথায়?

সেমিওনভ। সেমিওনভ, যদি কিছু মনে না করেন।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। মনে করিনি।

জামিসলভ। শুনুন সবাই! এবার সুরু হল বলে!

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অংক

বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গা। পটভূমির গভীরে গাছের তলায় গালিচা পাতা, তার উপরে বোতল ও খাবার। গালিচা ঘিরে বসে **বাসভ, দ্‌ভয়েতচিয়ে, শালিমভ, সুসলভ** ও **জামিসলভ**। ওদের ডান দিকে কিছু দূরে একটা বড়ো সামোভার, তার কাছে ডিশ ধুচ্ছে **সাশা**, আর **পুস্তবাইকা** লম্বা হয়ে শুয়ে পাইপ টানছে। **পুস্তবাইকার** পাশে মাটিতে দুটো দাঁড়, কয়েকটা ঝুরি, একটা টিনের বালতি। স্টেজের সামনের দিকটায় বাঁ দিকে খড়ের গাদা ও গাছের নাড়া। খড়ের ওপরে বসে **কালেরিয়া, ভারভারা মিখাইলভনা** ও **ইউলিয়া ফিলিপভনা**। নিম্নকণ্ঠে **বাসভ** কী একটা বলছে, আর পুরুষ সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কখনো-সখনো শোনা যাচ্ছে **সনিয়ার** গলা, আর স্টেজের বাইরে ডান দিক থেকে একটা বালালাইকা ও গিটারের শব্দ। দিন শেষ হয়ে আসছে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বিরস পিক্‌নিক্‌।

কালেরিয়া। আমাদের জীবনের মত বিরস।

ভারভারা মিখাইলভনা। পুরুষদের তো মেজাজ শরিফ।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। অনেক টেনেছে, হৃষ্ট চিত্তে খিস্তির গপ্প করছে বোধ হয়।

(একটুক্ষণ চুপচাপ। সনিয়া: 'ওরকম নয় — আরো আস্তে!' গিটারের ঝঙ্কার। দ্‌ভয়েতচিয়ে হেসে উঠল।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আমি বেশ মদ খেয়েছি, কিন্তু খুসি লাগছে না মোটেই। বরং এক গেলাস কড়া মদ পেটে পড়লে আমি সিরিয়াস হয়ে যাই, মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় বিলকুল বেপরোয়া কিছু একটা করে বসি।

কালেরিয়া (বিষণ্ণভাবে)। সবকিছু ঝাপসা, গোলমেলে, আমার ভয় করছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। কীসের ভয়?

কালেরিয়া। লোকের ভয়, সবাই তো নির্ভরযোগ্য নয় — বিশ্বাস করা যায় না ওদের।

ভারভারা মিখাইলভনা। সেটা ঠিক। ওরা নির্ভরযোগ্য নয়। তোমাকে বুঝি আমি।

(আরমেনীয় উচ্চারণে বাসভ: 'কিন্তু কেন, সোনা আমার? এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!' পুরুষদের অট্টহাসি।)

কালেরিয়া। না, তুমি আমাকে বোঝো না, আর তোমাকে আমি বুঝি না, কেউ কাউকে বোঝে না, বোঝবার চেষ্টা করে না... লোকেরা শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র ভাসে, উত্তরের হিমসমুদ্রে বরফের চাঁই'এর মত, ধাক্কা লাগে এর-ওর সঙ্গে...

(উঠে পড়ে দুভয়েতচিয়ে ডান দিকে চলে গেল।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (মৃদুকণ্ঠে গাইল)।

জ্বলন্ত জলে ডোবে
ক্লান্ত দিন...

(ভারভারা মিখাইলভনা কথা বলতে সুরু করাতে গান থামিয়ে ইউলিয়া ফিলিপভনা একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।)

ভারভারা মিখাইলভনা। জীবন যেন বেচাকেনার জায়গা, সবাই দশ মুঠোর বদলে একমুঠো দিয়ে ঠকাতে চায়।

ইউলিয়া ফিলিপভনা।

নীল আকাশ অন্ধকার,
ছায়া সব ক্ষীণ...

কালেরিয়া। দেখতে যাতে একঘেয়ে না লাগে তার জন্য মানুষের কী করা দরকার?

ভারভারা মিখাইলভনা। মানুষের উচিত আরো সৎ, আরো সাহসী হওয়া।

কালেরিয়া। ওদের উচিত আরো স্পষ্ট হওয়া, ভারিয়া। অন্তত ওদের সম্পর্ক আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আঃ, দর্শনের বকুনি ছাড়ুন তো! একটুও মজা লাগছে না এতে। গান গাওয়া যাক...

ভারভারা মিখাইলভনা। ইউলিয়া ফিলিপভনা, সেদিনকার গাওয়া আপনার ডুয়েটটা ভালো লেগেছিল।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। গানটা বেশ, না? বেশ মিষ্টি আর খাঁটি। খাঁটি আর মিষ্টি হলে আমার ভালো লাগে। আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? সত্যি ভালো লাগে — মিষ্টি খাঁটি দৃশ্য, মিষ্টি খাঁটি শব্দ... (হেসে উঠল)

কালেরিয়া। আমার অন্তরে গভীর ক্রোধ জমছে, হেমন্তে বিরাট ধূসর মেঘের মত। ক্রোধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, ভারিয়া। কাউকে ভালোবাসি না আমি, চাই না বাসতে। আর বিটকেল আইবুড়ী হয়ে আমি মরব।

ভারভারা মিখাইলভনা। এধরনের কথা বোলো না, ভাই। এত নীরস...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বিয়েটাও ভালো জিনিস কিনা সন্দেহ। আপনার জায়গায় রিউমিনকে বিয়ে করতাম আমি। ওর স্বভাবটা একটু টক কিন্তু...

(সনিয়া: 'দাঁড়াও! এবার সুরু করতে পারো। না, মাণ্ডোলিনটা আগে।' মাণ্ডোলিন আর গিটারে একটা ডুয়েট।)

কালেরিয়া। লোকটা ময়দায় তৈরী...

ভারভারা মিখাইলভনা। একটা করুণ গান জানতাম, কথাগুলো কেন যেন বারবার মনে হচ্ছে... মা'র ধোপানীরা গাইত গানটা। আমার তখন বয়স খুব কম — জিমনাসিয়ামে পড়ি। মনে আছে বাড়ি ফিরে দেখতাম কাচবার জায়গাটা দমবন্ধ করা ভাপে ভরে গেছে, অর্ধনগ্ন মেয়েরা উঠছে নামছে আর কোমল ক্লান্ত গলায় অস্পষ্টভাবে গাইছে:

মা মণি, মা মণি লক্ষ্মীটি,
দেখলে আমায় কাঁদতে,
কেউ তো নেই, মা মণি,
আমার তো এই খাটুনি...

গানটা শুনে কান্না পেত। (বাসভ: 'সাশা, আরো বিয়র আনো তো, আর পোর্ট।') কিন্তু দিনগুলো সুখের ছিল। মেয়েগুলো আমাকে ভালোবাসত। সন্ধ্যে হলে কাজের পর চায়ের জন্য ওরা একটা ঝকঝকে পরিষ্কার টেবিলের চারধারে জমা হত। আমাকে বসতে দিত ওদের সঙ্গে, ওদের মত।

কালেরিয়া। কী সব বিরস কতাবার্তা তুমি বল, ভারিয়া। তুমি আর মারিয়া ল্ভভনা।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। সত্যি আমরা এখন যেভাবে আছি সেটা বিচ্ছিরি।

ভারভারা মিখাইলভনা (চিন্তান্বিতভাবে)। সত্যি তাই। আর তা নিয়ে কী যে করব তাও জানি না। মা সারা জীবন অত্যন্ত খাটেন, কিন্তু তবু কী দয়ামায়া তাঁর ছিল, কী হাসিখুসি না তিনি ছিলেন! সবাই মা'কে ভালোবাসত। আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। যেদিন জিমনাসিয়ামে আমার পড়া শেষ হল, মনে হয় সে দিনটা তাঁর জীবনে সবচেয়ে সুখের ছিল।

সেসময় তিনি আর হাঁটতে পারতেন না — বাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। মরলেন তিনি কোন ঝামেলা না করে। আমাকে বললেন, 'কাঁদিস নে, ভারিয়া, আমার যাবার সময় হয়েছে। জীবন কাটিয়েছি, যা করার তা করেছি। এবারে যাবার পালা।' আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশী অর্থপূর্ণ ছিল ওঁর জীবন। নিজেকে সব সময়েই খাপছাড়া লাগে আমার। যেন অজানা দেশে, অজানা মানুষের মধ্যে আছি। এধরনের জীবন, বুদ্ধিজীবীদের জীবন, আমার বোধগম্য নয়। মেলায় আটচালার মত তাড়াহুড়ো করে বানানো নড়বড়ে আর ভঙ্গুর এ জীবন যেন নদীতে ভেসে-যাওয়া বরফের টুকরোর মত। বরফের টুকরোগুলো শক্ত, চকচকে, কিন্তু তাদের মধ্যে জমে থাকে নোংরার চাপ, অনেক কিছু থাকে যা কুৎসিৎ, লজ্জাকর। কোনো জোরালো, খাঁটি বই পড়লেই মনে হয় সত্য-রবির উত্তাপে নিশ্চয়ই বরফ গলে ভেতরের জমাট নোংরাটা বের হয়ে আসবে, নদীর জলে কোথাও যাবে ভেসে...

কালেরিয়া (ঘৃণাভরে)। তোমার স্বামীটিকে ছেড়ে চলে যাও না কেন? লোকটা ইতর, তোমার যোগ্য মোটেই নয়।

(গভীর বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল ভারভারা মিখাইলভনা।)

কালেরিয়া (জোর দিয়ে)। ওকে ছেড়ে চলে যাওয়া অবশ্য উচিত তোমার। চলে যাও কোথাও, হয় পড়াশোনা করো নয় একটা প্রেমিক জোটাও, যা হয় একটা কিছু করো, কিন্তু ওকে ত্যাগ করো!

ভারভারা মিখাইলভনা (বিতৃষ্ণায় দাঁড়িয়ে উঠে)। কী অভব্য কথা, কালেরিয়া!

কালেরিয়া। ছেড়ে না যাবার কোন কারণ নেই। ময়লাতে

তুমি ঘাবড়াও না। ধোপার পাট আর ওধরনের জিনিস তো তোমার ভালো লাগে। যেখানে হোক তুমি থাকতে পারো।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ভাই-এর সম্বন্ধে অত্যন্ত মধুর বুলি দেখছি আপনার!

কালেরিয়া (ধীরভাবে)। যদি চান তাহলে আপনার স্বামীর বিষয়েও এরকম মধুর কথা বলতে পারি।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (হেসে)। বলুন, কিছু মনে করব না। অনেক সময়ে আমি নিজেই ওকে নানা মধুর কথা শোনাই আর ও পাগল হয়ে উঠে মুখের মত জবাব দেয়। এই তো সেদিন আমাকে ব্যভিচারিণী বলল।

ভারভারা মিখাইলভনা। তাতে আপনি কী বললেন?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। কিছু না। ব্যভিচার জিনিসটা কী আমি ঠিক জানি না, কিন্তু ওর হয়ত বলার কারণ ছিল। আমি কৌতূহলী — বেটাছেলেদের বিষয়ে আমার গভীর কৌতূহল রোগের মত। (দাঁড়িয়ে উঠে কয়েক পা হেঁটে গেল ভারভারা মিখাইলভনা) আমার মুখটা চাঁদপানা, সেটাই হল আমার অসীম দুর্ভাগ্য। যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম তখন মাস্টারমশাইরা যেভাবে আমার দিকে তাকাতেন তাতে লাল হয়ে উঠতাম, লজ্জা হত, আর সেটা বেড়ে লাগত তাঁদের, হেসে তাঁরা ঠোঁট চাটতেন, পেটুকের মত।

কালেরিয়া (শিউরে উঠে)। উঃ, কী জঘন্য!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। জঘন্য নয়? তারপর বিবাহিত বান্ধবীরা আমাকে কিছু শেখাল। কিন্তু যে ব্যক্তিটির কাছে আমি সবচেয়ে ঋণী তিনি হলেন আমার স্বামী। আমার মনটা আবিল করে দিলেন তিনি। উনিই বেটাছেলের বিষয়ে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুললেন। (হেসে উঠল। শালিমভ উঠে পড়ে আস্তে আস্তে মেয়েদের আড্ডায় যোগ দিতে এল।) আর প্রতিদানে ওঁর জীবনটা আবিল করে দিলাম আমি।

একটা কথা আছে না — কিলটি খেলে চড়টি ফেরৎ দেবে।

শালিমভ (কাছে এসে)। কথাটা বেশ মানানসই। যিনি কথাটা বলেন তিনি নিশ্চয়ই খুব দয়ালু দরাজ ব্যক্তি ছিলেন। নদীর ধারে বেড়িয়ে আসবেন নাকি, ভারভারা মিখাইলভনা?

ভারভারা মিখাইলভনা। গেলে হয়।

শালিমভ। হাত ধরাধরি করে যেতে পারি কি?

ভারভারা মিখাইলভনা। না, ধন্যবাদ।

শালিমভ। আপনাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন? ভাই'এর সঙ্গে আপনার একেবারে মিল নেই... ভাইটি আপনার ফূর্তিবাজ — বেশ মজার লোক ..

(দুজনে ডান দিকে চলে গেল।)

কালেরিয়া। আমাদের মধ্যে সুখী বলতে কেউ নেই। এই ধরুন আপনি — আপনি সবসময়েই বেশ চঞ্চল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ওই লোকটাকে আপনার ভালো লাগে? আমার মনে হয় ওর কেমন যেন ছিঁচকে ভাব আছে। লোকটা ব্যাঙের মত ঠাণ্ডা আর নোংরা চটচটে। চলুন, আমরাও নদীর ধারে যাই।

কালেরিয়া (উঠে পড়ে)। চলুন।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। মনে হয় শালিমভের ঝোঁক পড়েছে ভারিয়ার ওপর। আমাদের মধ্যে ভারিয়াকে সত্যিই অচেনা লোক বলে মনে হয়। প্রত্যেকের দিকে কী রকম অদ্ভুতভাবে তাকান... কীরকম তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে। কী চান উনি? ওঁকে আমার ভালো লাগে, কিন্তু ভয়ও করি। মানুষটি অত্যন্ত কড়া আর সুস্থ।

(ওরা বেরিয়ে গেল। ডান দিক থেকে এল চীৎকার আর হাসির শব্দ। 'নৌকো একটা! জলদি!

দাঁড়গুলো কোথায় গেল? দাঁড়গুলো আনো!’ তাড়াহুড়ো না করে পুস্তবাইকা উঠে দাঁড়াল, দাঁড়টা কাঁধে ফেলে রওনা হবে, এমন সময়ে জামিসলভ ছিনিয়ে নিল সেগুলো। যে দিক থেকে লোকের গলা শোনা যাচ্ছে সে দিকে ছুটে গেল সুসলভ ও বাসভ।)

জামিসলভ। চটপট করো, কুঁড়ের বাদ্‌শা! হৈচৈ কানে আসছে না বুঝি? কিছু একটা হয়ত ঘটেছে, আর তুমি চলেছ শামুকের মত। (দৌড়ে চলে গেল)

পুস্তবাইকা (বিড়বিড় করতে করতে ওর অনুসরণ করল)। কিছু ঘটলে ওরকমভাবে ওরা চেঁচাত না। পায়ে ধুলো উড়িয়ে নিজেকে বীরপুঙ্গব ভাবছেন!

(কয়েক মুহূর্তের জন্য স্টেজ ফাঁকা হয়ে গেল। চীৎকার শোনা যাচ্ছে: ‘পাথর ছুঁড়ো না। ধরো ওটাকে! দাঁড় দিয়ে ধরো!’ হাসি। বাঁ দিক থেকে এল মারিয়া ল্‌ভভনা ও ভ্লাস। দুজনেই ভীষণ বিচলিত।)

মারিয়া ল্‌ভভনা (উত্তেজিত কিন্তু নিচু গলায়)। ছেড়ে দিন এটা! এরকম কথা কানে শুনতে চাই না আমি। আর কখখনো বলবেন না! এরকম কথা বলার কোন সুযোগ আপনাকে দিয়েছি মনে হয় আপনার?

ভ্লাস। আমি বলব! বলবই আমি!

মারিয়া ল্‌ভভনা (হাত বাড়িয়ে যেন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়)। মানসম্ভ্রম কি আমার নেই?

ভ্লাস। আপনাকে ভালোবাসি... বলছি আপনাকে ভালোবাসি! ভালোবাসি আপনার হৃদয়কে, আপনার বুদ্ধিকে। ভালোবাসি আপনার পাকা চুলের গোছাটা। ভালোবাসি

আপনার চোখজোড়া, আপনার কথা বলার ধরন। আপনার সবকিছু ভালোবাসি, ভালোবাসি পাগলের মত, কায়মনে!

মারিয়া ল্ভভনা। চুপ করুন! কোন মুখে একথা বলেন?

ভ্লাস। আপনাকে ছেড়ে বাঁচব না আমি। আপনাকে আমার দরকার, যেমন দরকার নিশ্বাসের হাওয়া।

মারিয়া ল্ভভনা। হায় ভগবান! থামবেন না আপনি!

ভ্লাস (মাথা চেপে)। নিজের কদর বুঝতে শিখিয়েছেন আপনি! জাগিয়েছেন আত্মমর্যাদাবোধ। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম, কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না। আত্মবিশ্বাস এনেছেন আপনি...

মারিয়া ল্ভভনা। যান আপনি, এরকমভাবে আর যন্ত্রণা দেবেন না আমাকে। সত্যি দেবেন না, লক্ষ্মীটি।

ভ্লাস (নতজানু হয়ে)। আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন আপনি, কিন্তু যথেষ্ট দেননি। দয়া করুন, দরাজ হন! আপনার মনোযোগ শুধু নয়, প্রেমেরও যোগ্য যে সেটা বিশ্বাস করতে চাই। পায়ে পড়ি, তাড়িয়ে দেবেন না আমাকে।

মারিয়া ল্ভভনা। পায়ে পড়ছি আমি! চলে যান! পরে উত্তর দেব। এখন নয়। উঠুন, দোহাই আপনার, উঠুন!

ভ্লাস (উঠে পড়ে)। আপনার ভালোবাসা ছাড়া বাঁচতে পারব না, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন। এসব অপদার্থ লোকেদের ছোঁয়াচে আমার হৃদয় আবিল হয়ে গেছে, বিরাট পূত অগ্নিশিখায় পুড়িয়ে শুদ্ধ করে তুলতে হবে সেটাকে।

মারিয়া ল্ভভনা। আমার ওপর আপনার কি এতটুকু শ্রদ্ধা নেই? আমি, আমি তো নেহাৎ বুড়ী! না জেনে আপনার উপায় নেই। চলে যান, দোহাই আপনার, চলে যান!

ভ্লাস। আচ্ছা, যাচ্ছি। কিন্তু কথা দিন, পরে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।

মারিয়া ল্ভভনা। বলব। পরে... কিন্তু এখন যান!

(ডান দিকের বনে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে বোনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ভ্লাসের।)

ভারভারা মিখাইলভনা। সাবধান! কী হল তোমার!..

ভ্লাস। তুমি... দুঃখিত।

মারিয়া ল্ভভনা (ভারভারা মিখাইলভনার দিকে হাত বাড়িয়ে)। ভারিয়া, এদিকে আসুন!

ভারভারা মিখাইলভনা। কী হল? ও কি আপনাকে অপমান করেছে?

মারিয়া ল্ভভনা। না। মানে, হ্যাঁ। অপমান? জানি না। বলতে পারি না।

ভারভারা মিখাইলভনা। বসুন। কী হয়েছে বলুন।

মারিয়া ল্ভভনা। আমাকে ও বলল... (হেসে উঠল, উদ্ভ্রান্তের মত তাকাল ভারভারা মিখাইলভনার দিকে) ও বলল... যে আমাকে ভালোবাসে। আর আমার তো চুল পেকেছে, তিনটে দাঁত বাঁধানো? বুড়ী হয়ে গেছি! সেটা কি ওর চোখে পড়ে না! আমার মেয়ের বয়স আঠারো! অসম্ভব! হাস্যকর ব্যাপার!..

ভারভারা মিখাইলভনা (বিচলিত হয়ে)। লক্ষ্মীটি! ধীর হোন, সব কথা বলুন আমাকে। আপনি এমন...

মারিয়া ল্ভভনা। অপদার্থ। শুধু মেয়েমানুষ, গুষ্ঠির মেয়েমানুষের মত... অভাগিনী মেয়েমানুষ মাত্র! ওকে প্রত্যাখ্যান করা আমার উচিত, কিন্তু পারছি না। আমি চলে যাব।

ভারভারা মিখাইলভনা। ও! ওর জন্য আপনার দুঃখ হচ্ছে। ওকে আপনি দেখতে পারেন না... বেচারী ভ্লাস!

মারিয়া ল্‌ভভনা। ওঃ মিথ্যা কথা বলছি! ওর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে না, হচ্ছে নিজের জন্য।

ভারভারা মিখাইলভনা (দ্রুতভাবে)। কিন্তু... কিন্তু কেন?

(বন থেকে বেরিয়ে এসে কয়েক মুহূর্ত খড়ের গাদার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল সনিয়া। দুহাতে ফুলের গোছা, ইচ্ছে ছিল মা ও ভারভারা মিখাইলভনার উপরে ছড়িয়ে দেবে। মা'র কথা ওর কানে গেল, কয়েক পা এগোল, তারপর ফিরে লঘুপায়ে চলে গেল।)

মারিয়া ল্‌ভভনা। ওকে আমি ভালোবাসি! শুনে আপনার মজা লাগছে? হ্যাঁ, ওকে ভালোবাসি। চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু বাঁচতে চাই আমি। আমি বুভুক্ষু! জীবনের আসল স্বাদ এখন পর্যন্ত পাইনি। আমার বিবাহিত জীবন ছিল তিন বছরের একটানা যন্ত্রণা। এর আগে কখনো কাউকে ভালোবাসিনি, আর এখন... স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু আদর চাই! বলিষ্ঠ মধুর আদর চাই! অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে! অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে! জানি আমি। সেজন্য আপনাকে বলছি ওকে বোঝান। ওকে বোঝান যে ও ভুল করেছে, সত্যি সত্যি আমাকে ভালোবাসে না। এককালে আমার মনে সুখ ছিল না। ভীষণ ভুগেছি। আবার ভুগতে চাই না।

ভারভারা মিখাইলভনা। কিন্তু ভাই, এত ভয় পাবার কী আছে আমি বুঝি না। যদি ওকে ভালোবেসে থাকেন আর ও আপনাকে ভালোবাসে, তাহলে বাদ সাধবার কী আছে? ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার কথা ভেবে ভয় হচ্ছে? সে যন্ত্রণা হয়ত অনেক সুদূর!

মারিয়া ল্‌ভভনা। তাহলে আপনি ভাবেন এটা সম্ভব? আমার মেয়ের কী হবে? আমার সনিয়ার? আর আমার

বয়সের? পোড়া বয়স! আর আমার পাকাচুলের! ওর বয়স এত কম! বছর ঘুরতে না ঘুরতে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ও। না, না! এরকম লজ্জা অপমান সইতে পারব না আমি।

ভারভারা মিখাইলভনা। কী লাভ ভেবেচিন্তে, হিসেবনিকেস করে কী হবে? জীবন যেভাবে আসে সেভাবে গ্রহণ করতে আমরা সবাই এত ভয় পাই! ভয় পাব কেন? কিন্তু কী বলছি তা নিজেও জানি না বললে হয়। হয়ত যা বলা উচিত নয় তাই বলছি। বুঝি না কিছু। জানলার শার্সিতে কানা মাছির মত মাথা ঠুকে মরছি, চেষ্টা করছি বাইরে যাবার। আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে... আপনি সুখী হন আমি চাই। আর ভাই-এর জন্য খারাপ লাগছে। আপনি ওর অনেক ভালো করতে পারেন। ওর মা বলতে কেউ ছিল না কখনো... কত অবিচার অপমান সহ্য করতে হয়েছে ওকে! আপনি হবেন ওর মায়ের মতন...

মারিয়া লভভনা (মাথা হেঁট করে)। মা। হ্যাঁ, মা শুধু। বুঝেছি। ধন্যবাদ!

ভারভারা মিখাইলভনা (তাড়াতাড়ি)। না বোঝেন নি! আমি বলি নি যে...

(ডান দিকের বন থেকে রিউমিন বেরিয়ে এল। ওদের দুজনকে দেখে মুখে হাত রেখে কাশল। আওয়াজটা কানে গেল না ওদের। আরো কাছে এল রিউমিন।)

মারিয়া লভভনা। বলতে না চাইলেও সরল সত্য কথাটা বলেছেন। আমাকে হতে হবে ওর মায়ের মত। মা আর বন্ধু। ভাই, কান্না পাচ্ছে আমার। এখন যাই। ওই যে, রিউমিন

ওখানে দাঁড়িয়ে। আমার মুখটা বোকা-বোকা দেখাচ্ছে নিশ্চয়। বুড়ীর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে!

(আস্তে আস্তে, ক্লান্তভাবে বনের ভিতরে চলে গেল।)

ভারভারা মিখাইলভনা। আমিও আসছি।

রিউমিন (তাড়াতাড়ি)। একটু দাঁড়ান, ভারভারা মিখাইলভনা! বেশীক্ষণ ধরে রাখব না...

ভারভারা মিখাইলভনা। আমি আসছি, মারিয়া ল্‌ভভনা। চৌকিদারের কুঠির দিকে যাবেন। কী বলতে চান, পাভেল সের্গেয়েভিচ?

রিউমিন (চারিদিক দেখে নিয়ে)। বলছি এক্ষুনি। (মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।)

ভারভারা মিখাইলভনা। এমন রহস্য ভরে চারিদিকে তাকালেন কেন? কী হয়েছে?

(পটভূমির কাছে গুনগুন করতে করতে সুসলভ স্টেজের ডাইনে থেকে বাঁয়ে গেল। শোনা গেল বাসভের গলা: 'ভ্লাস, আমাদের কবিতা পড়ে শোনাবার কথা ছিল তোমার। কোথায় যাচ্ছ?')

রিউমিন। আমি... আমি ঢাক গুড়গুড় করব না। আপনি আমাকে অনেক দিন ধরে চেনেন...

ভারভারা মিখাইলভনা। চার বছর। কিছু হয়েছে নাকি?

রিউমিন। আমি ঠিক আত্মস্থ আর নেই... ভয় করছে! কথাটা বলে ফেলার সাহস হচ্ছে না। আমি চাই যে আপনি... যে আপনি...

ভারভারা মিখাইলভনা। কী বলতে চাইছেন আপনি?

রিউমিন। আঁচ করুন। চেষ্টা করুন!

ভারভারা মিখাইলভনা। কী আঁচ করব? সহজভাবে বলতে পারেন না?

রিউমিন (মৃদুকণ্ঠে)। যা আপনাকে বলতে চেয়েছি অনেক দিন। এখন বুঝতে পেরেছেন? আঁচ করতে পারছেন?

(চুপচাপ। ভ্রূকুটি করে ভারভারা মিখাইলভনা মুহূর্তকাল রিউমিনের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর সরে গেল একপাশে।)

ভারভারা মিখাইলভনা (আপনা থেকেই)। অদ্ভুত দিন বটে!

রিউমিন (মৃদুকণ্ঠে)। মনে হয় সারা জীবন — এমন কি না দেখে, না জেনে আপনাকে ভালোবেসেছি। আপনি আমার মানসী, সেই মহান মূর্তি, যে মূর্তি যৌবনে সবাই নিজেদের জন্য সৃষ্টি করে আর সন্ধান করে, মাঝে মাঝে আজীবন ব্যর্থ সন্ধান করে। কিন্তু আপনাকে আমি খুঁজে পেলাম, খুঁজে পেলাম আমার মানসীকে।

ভারভারা মিখাইলভনা (ধীরভাবে)। অনুগ্রহ করে এসব আমাকে বলবেন না, পাভেল সের্গেয়েভিচ। আপনাকে আমি ভালোবাসি না।

রিউমিন। কিন্তু হয়ত... বলতে দিন আমাকে...

ভারভারা মিখাইলভনা। কী? আর বলে কী হবে?

রিউমিন। কী করি? (আস্তে হাসল) তাহলে এই শেষ? কত না সহজ জিনিসটা! আপনাকে কথাটা বলব মনস্থির করতে আমার কত দিন না লেগেছে! কত না আনন্দে আর ভয়ে অপেক্ষা করেছিলাম সেই মুহূর্তটির যখন আপনাকে বলব যে আপনাকে ভালোবাসি! আর এখন — সব শেষ!

ভারভারা মিখাইলভনা। আমি সত্যি অত্যন্ত দুঃখিত, পাভেল সের্গেয়েভিচ।

রিউমিন। হ্যাঁ, জানি! কিন্তু আমার সমস্ত আশা আপনাকে ঘিরে, আমার সম্বন্ধে আপনার মনোভাব নিয়ে, আর এখন তার কিছু রইল না। বাঁচার মত কিছু রইল না।

ভারভারা মিখাইলভনা। এরকমভাবে কথা বলবেন না। আপনার কথা শুনলে মনে ঘা লাগে। দোষটা কী আমার?

রিউমিন। আমার মনে ঘা লাগে না ভাবছেন? নিষ্ফল শপথের চাপে আমি ভেঙে পড়েছি। যৌবনে নিজের কাছে, অন্যদের কাছে শপথ করেছিলাম যে যা ন্যায় মনে করি তার হয়ে লড়াই করার জন্য আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করব। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো ফুরিয়ে গেছে, আর কিছু করি নি, কিছু না। প্রথম প্রথম প্রস্তুতির জন্য সময় কাটিয়েছি, দেখেছি আশপাশের হালচাল কেমন, শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করেছি। নিজেরি অজান্তে শান্ত জীবনধারায় অভ্যেস হয়ে গেছে, ভালো লাগত সে জীবনযাত্রা, সত্যি বলতে সে ধারার ওলটপালটকে ভয় করেছি। খোলাখুলিভাবে কথা বলছি, আশা করি সেটা বুঝেছেন। অন্তত একবার অকপটে কথা বলার সুযোগ দিন! এসব বলতে লজ্জা হচ্ছে... তবু সে লজ্জায় আছে প্রীতির ছাপ — পাপ স্বীকার করে ধার্মিক লোক যে আনন্দ পায়।

ভারভারা মিখাইলভনা। কিন্তু... আপনার জন্য কী করতে পারি আমি?

রিউমিন। আপনার ভালোবাসা চাইছি না, চাইছি অনুকম্পা। সংসার যেভাবে অবিরত আমার ওপর দাবীদাওয়া চাপাচ্ছে তাতে আমি শঙ্কিত। সাবধানে তাদের এড়িয়ে চলি, নানা তত্ত্বের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। সেটা বুঝতে আপনার বাকি নেই, জানি। যেদিন প্রথম আপনাকে দেখলাম সেদিন

বুকে জ্বলে উঠল অদ্ভুত আশা, মনে হল আমার নানা প্রতিশ্রুতি সার্থক করতে আপনি সাহায্য করবেন, জীবনের উন্নতিসাধনের জন্য আমার আত্মপ্রয়োগে দেবেন শক্তি আর আকাঙ্ক্ষা।

ভারভারা মিখাইলভনা। (তীব্র আবেগে, হতাশায়)। কিন্তু সেটা আমি পারি না! বিশ্বাস করুন, পারি না! নিজে আমি নিঃসম্বল। আমি নিজেই উদ্‌ভ্রান্ত। জীবনের অর্থ কী তার খোঁজ করে চলেছি, কিন্তু বৃথায়। আর এটাকে আপনি জীবন বলেন? যেভাবে আমরা থাকি সেভাবে থাকা কী সম্ভব? আমার প্রাণমন গভীরভাবে চায় জীবন্ত সুন্দর কিছু, কিন্তু আমাদের ঘিরে আছে তুচ্ছ জীবনযাত্রা। এভাবে বেঁচে থাকা বীভৎস, ঘৃণ্য, লজ্জাকর! লোকেরা শঙ্কিত, এ-ওকে আঁকড়ে ধরছে, সাহায্য চাইছে, আর্তনাদ করে ওঠে তারা, চেঁচিয়ে ওঠে...

রিউমিন। আমিও সাহায্য চাইছি! অধুনা আমি দুর্বল, অস্থির মানুষ, কিন্তু আপনি যদি...

ভারভারা মিখাইলভনা। (আবেগের সঙ্গে)। কথাটা সত্যি নয়। বিশ্বাস করি না আমি। অনুকম্পা জাগাবার জন্য শুধু আপনি বলছেন! আমার যথেষ্ট শক্তি থাকলেও নিজের হৃদয় তো আপনার বুকে চাপাতে পারতাম না! মানুষের বাইরে এমন কোন একটা শক্তি আছে যেটা তার রূপান্তর ঘটাতে পারে, কথাটা বিশ্বাস করি না আমি। সে শক্তি হয় তার মধ্যে আছে কিম্বা একেবারে তার অস্তিত্ব নেই। যাক, আমাকে চুপ করতে হবে। মনে হচ্ছে কেমন একটা বিরূপ ভাব আসছে...

রিউমিন। আমার ওপর? কিন্তু কেন?

ভারভারা মিখাইলভনা। না, আপনার ওপর নয়, সবাইকার ওপর। আমরা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি নিজেদের।

কী করলে লোকে আমাদের চাইবে আমরা জানি না। আমার মনে হয় আজ না হয় কাল অন্য ধরনের লোকজন আসবে, বলিষ্ঠ সাহসী লোক, আবর্জনার মত ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে আমাদের... আমাদের সব ভুলভ্রান্তি আর মিথ্যার জন্য বিরূপ লাগছে আমার।

রিউমিন। আর আমার সমস্ত ভুলভ্রান্তি নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই। এখন সেগুলো তছনছ করে দিয়েছেন, বাঁচার মত কিছু নেই আমার।

ভারভারা মিখাইলভনা (বিতৃষ্ণায়)। নিজের হৃদয় আমার কাছে এভাবে খুলে দেবেন না। সম্পত্তিলুঠের ফলে যে নিঃসম্বল তার জন্য আমার দুঃখ হয়, কিন্তু যে সম্পত্তি উড়িয়েছে কিম্বা যে জন্ম থেকে নিঃসম্বল তার জন্য হয় না।

রিউমিন (অপমানিত বোধ করে)। এত নিষ্ঠুর হবেন না! আপনি নিজেও তো রুগ্ন, আহত।

ভারভারা মিখাইলভনা (জোর দিয়ে, প্রায় গর্বিতভাবে)। যারা আহত তারা রুগ্ন নয়, শুধু তাদের শরীর ভাঙা। মন যাদের বিষিয়ে গেছে তারা রুগ্ন।

রিউমিন। আমাকে দয়া করুন! যাই হোক না কেন, মানুষ তো আমি!

ভারভারা মিখাইলভনা। আর আমি! আমি কি মানুষ নই? নাকি আপনার জীবনকে সহজতর করার জন্য যেটুকু দরকার আমি শুধু তাই? এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? যৌবনে শুধু আপনিই তো প্রতিশ্রুতি আর প্রতিজ্ঞা করেন নি — হাজার হাজার লোক নিজেদের শপথ ভেঙেছে আপনার মত।

রিউমিন (বিব্রতভাবে)। বিদায়! কথাটা আপনাকে বলতে অনেক দেরী হয়ে গেল বুঝছি। কিন্তু শালিমভও... ভালো করে ওকে দেখে নেবেন... একবার দেখবেন, তাহলে দেখবেন যে...

ভারভারা মিখাইলভনা (কঠোরভাবে)। শালিমভ? আপনার কোন অধিকার নেই...

রিউমিন। আসি! আর কিছু বলব না। বিদায়!

(বাঁ দিকের বনে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল। যেন ওকে অনুসরণ করবে এমনভাবে একপা বাড়াল ভারভারা মিখাইলভনা, তারপর দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বসল গাছের গুঁড়িতে। স্টেজের গভীরে যেখানে কার্পেটের উপর খাবার রাখা, এল সুসলভ, এক গেলাস মদ খেল। উঠে পড়ে ভারভারা মিখাইলভনা বাঁ দিকে বনে চলে গেল। ডান দিক থেকে তাড়াতাড়ি এল রিউমিন, চারিদিকে তাকিয়ে হতাশার ভঙ্গীতে খড়ের গাদার উপরে বসল। সুসলভের অল্প নেশা হয়েছে, শিস দিতে দিতে গেল রিউমিনের কাছে।)

সুসলভ। শুনলেন তো?

রিউমিন। কী?

সুসলভ (বসে)। তর্কটা।

রিউমিন। না। কী নিয়ে?

সুসলভ (সিগারেট ধরিয়ে)। একদিকে ভ্লাস, অন্যদিকে লেখকপ্রবর ও জামিসলভ।

রিউমিন। শুনি নি।

সুসলভ। দুর্ভাগ্য।

রিউমিন। সাবধান, খড়ের গাদায় আগুন লেগে যাবে!

সুসলভ। জাহান্নমে যাক। হ্যাঁ, রীতিমত তর্কবিতর্ক। কিন্তু সবটা ধাপ্পা... এককালে আমিও দর্শন নিয়ে পড়াশুনো

করেছিলাম। ওসব সৌখীন বুলি আমিও ছাড়তাম, ওদের মূল্য কী জানা আছে: রক্ষণশীলতা, বুদ্ধিজীবী, গণতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। বাসি বুলি। মিথ্যের ঝুড়ি! মানুষ প্রথমত এবং প্রধানত হল প্রাণীবিশেষ, সেটা জানা কথা। যতই চাল মারুক না কেন, মানুষ সবচেয়ে বেশী করে যা চায়, আর যেটা লুকোনো যায় না, সেটা হল খাওয়াদাওয়া আর স্ত্রীলোক। এটাই হল সত্যি কথা, নির্জলা সত্যি কথা! শালিমভের প্রলাপ বুঝতে পারি — ও তো লেখক; কথার কারচুপি ওর পেশা। ভ্লাসকেও বুঝতে পারি — ও বোকা, ওর বয়স কম। কিন্তু জোচ্চোর জামিসলভটা, হিংস্র জন্তুটা যখন কথা সুরু করে তখন মনে হয় এক ঘুঁষিতে ওর মুখ বন্ধ করে দিই!.. আপনি শুনেছেন? ও বাসভকে একটা খাসা ব্যাপারে জড়িয়েছে! স্রেফ পঞ্চাশ হাজার রুবল মারবে ওরা, কিন্তু সুনামের একেবারে দফারফা। আর ওই উঁচকপালী ভারভারাটা, কাকে নাগর করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না...

রিউমিন। ইতরামি! (তাড়াতাড়ি চলে গেল)

সুসলভ। ভব্য গাধা! (ডান দিক থেকে বের হল পুস্তবাইকা, মুখ থেকে পাইপ বের করে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাল সুসলভের দিকে।) হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? মানুষ বুঝি আগে দেখ নি কখনো! চলে যাও!

পুস্তবাইকা। যাচ্ছি। (মন্থর পায়ে চলে গেল)

সুসলভ (খড়ে হাতপা ছড়িয়ে)। 'পৃথিবীতে মানুষের মোক্ষ কী?' (কাশল) জোচ্চোরের দল, আর কিছু না। 'সোনা হল যত নষ্টের গোড়া...' ছাইভস্ম! একবার হাতে এলে টাকাটা কিস্সু না। (তন্দ্রার ভাব) আর লোকে আমার সম্বন্ধে কী ভাবে তাতে ভয় পাওয়া... সেটা হল... মানে

লোকে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে... ভেতরে ভেতরে তোরা সবাই জোচ্চোর, মাইরি বলছি!

(ঘুমিয়ে পড়ল। হাত ধরাধরি করে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে এল দুদাকভ ও ওলগা। ওলগা দুদাকভের কাঁধে ভর দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।)

দুদাকভ। আমাদের দুজনেরি ভুল হয়েছিল। কাজ আর ভাবনাচিন্তার চাপে আমরা ঠিক বুঝতে পারি নি। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হারালাম আমরা। কিন্তু আমাকে শ্রদ্ধা করবে কেন জানি না। কে আমি?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। ওগো, তুমি আমার ছেলেমেয়ের বাপ। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি।

দুদাকভ। আমি অবসাদে ভেঙে পড়ে যা-তা বলে বসি, নিজেকে সামলাতে পারি না, আর তুমি সবকথা এমন গায়ে মাখো, ফলটা কী হয়? ঝগড়া...

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। তুমি আর ছেলেমেয়েরা। আর কেউ নেই...

দুদাকভ। পুরনো দিনের কথা ভেবে দেখো, ওলগা। এধরনের জীবনের কথা কি ভেবেছিলাম আমরা, তুমি আর আমি? (বাঁ দিকের গাছের মধ্যে দেখা গেল ইউলিয়া ফিলিপভনা ও জামিসলভকে।) মোটেই না বলতে গেলে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কিন্তু কী করা যায় বলো। ছেলেমেয়েরা আছে। ওদের দেখাশোনা করা দরকার।

দুদাকভ। হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়...

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। বেচারা! কিন্তু কী করতে পারি আমরা?

(বনে অদৃশ্য হয়ে গেল দুজনে।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে)। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ও মর্মস্পর্শী দৃশ্যটা! দেখে শেখা উচিত আমার!

জামিসলভ। পঞ্চম শিশুর উপক্রমণিকা — না ষষ্ঠ শিশুর? ইউলিয়া, আপনার জবাবের প্রতীক্ষায় আছি।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (ঠাট্টার সুরে)। কী বলব এখন জানি না। ওরা দুজনে কেমন মধুর। আমারো নিষ্ঠাবতী হয়ে যাওয়া উচিত হয় তো। কী বলুন চাঁদ?

জামিসলভ। পরে হলে চলবে, ইউলিয়া।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। হ্যাঁ, পরে। আমি ঠিক করেছি পাপের পথে থেকে গ্রীষ্মের এই মরসুমী ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক সমাপ্তির সুযোগ দেব। ভ্লাস আর লেখকটির সঙ্গে কী নিয়ে গলাবাজি করছিলেন?

জামিসলভ। ভ্লাস আজ আধা-পাগলা মনে হচ্ছে। আমরা নিজেদের নানা বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছিলাম।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আর তুমি কীসে বিশ্বাস করো?

জামিসলভ। আমি? শুধু নিজেতে, ইউলিয়া... আর খুসিমত থাকার অধিকারে!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আর আমি, কোন কিছুতে আমার বিশ্বাস নেই...

জামিসলভ। ছেলেবেলায় আধপেটা গোছের ছিলাম, যৌবনেও তাই। বুভুক্ষু আর মর্মপীড়িত। সত্যি, ইউলিয়া, ফিরে তাকালে আমার অতীতটা অপ্রীতিকর। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেছি, কুৎসিৎ অনেক কিছু দেখেছি। অনেক ভুগেছি। আর এখন নিজের জীবনের বিচারক আর মালিক হলাম — ব্যস... যাক, এখন যেতে হবে। আসি, মণি। কিন্তু আমাদের একসঙ্গে লোকে যাতে বেশী না দেখে তা করতে হবে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (অতিরঞ্জিত ভাবাবেগে)। **হে** প্রেমিকপ্রবর, আমরা একত্রে থাকি কি আলাদা থাকি কী এসে যায় তাতে? কীসের ভয় আমাদের? আমরা তো প্রেমপাগল!

জামিসলভ। চললাম, সোনা! (বনে চলে গেল)

(ওকে যেতে দেখল ইউলিয়া ফিলিপভনা, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারিদিকে তাকাল। মৃদুকণ্ঠে গাইতে গাইতে গেল খড়ের গাদার দিকে:

মা যেমন ঘুম পাড়ায় শিশুকে
তেমনভাবে সান্ত্বনা দাও
আমার জর্জরিত হৃদয়কে...

হঠাৎ দেখতে পেল স্বামীকে। থমকে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠল, মুহূর্তকাল নিঃসাড়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর যেন চলে যাবার ভঙ্গী করল, কিন্তু না গিয়ে হেসে তার পাশে বসল, একগাছা ঘাস দিয়ে সুড়সুড়ি দিল তার মুখে। বিরক্তির আওয়াজ করল সুসলভ।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। অত্যন্ত সুরেলা আওয়াজ।

সুসলভ। কোন শালা ?.. ও, তুমি ?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। কী দারুণ গন্ধ রে বাবা! খড়ের পুরো গাদাটা সুগন্ধ ডোবাতে পারেনি! দামী মদ খেয়ে খেয়ে তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে যে, সখা আমার!

সুসলভ (ওর দিকে হাত বাড়িয়ে)। তুমি? এত কাছে? এরকমটা কবে যে শেষ ঘটেছিল মনে পড়ছে না।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আর মনে করার চেষ্টার কোন মানে নেই। শোনো, আমার একটা উপকার করবে?

সুসলভ। কী বলো। জানোই তো তোমার জন্য সব করব।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আদর্শ স্বামী!

সুসলভ (হাতে চুমো খেয়ে)। কী বলো। আমাকে কী করতে হবে বলো।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (পকেট থেকে ছোট একটা রিভলভার বের করে)। এসো দুজনে দুজনকে গুলি করি। প্রথমে তুমি, তারপর আমি।

সুসলভ। কী ভয়ংকর ঠাট্টা, ইউলিয়া! বীভৎস জিনিসটা নামাও তো — দোহাই তোমার।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। দাঁড়াও। হাতটা সরাও বলছি! আমার কথাটা মনের মত হল না? কিন্তু আমাকে গুলি করে মারার সংকল্প তো তুমি করে ফেলেছ। আমি নিজেকে প্রথমে গুলি করতাম, কিন্তু ভয় হচ্ছে তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে বেঁচে থাকবে, আর দ্বিতীয়বার বোকা বনতে আমি চাই না, তোমাকে ছেড়ে দিতেও চাই না। তুমি আর আমি বরাবর, চিরকাল একসঙ্গে থাকব, তথাস্তু। খুসি হলে?

সুসলভ (অত্যন্ত বিচলিত হয়ে)। ওটা তুমি করতে পারো না, ইউলিয়া, ওটা পারো না!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। হ্যাঁ, পারি। বলো, তোমাকে গুলি করি সেটা কি চাও?

সুসলভ (মুখ ঢেকে)। ওরকমভাবে আমার দিকে তাকিও না। তোমার মতিগতি শয়তান জানে! আমি চলে যাব। আর সহ্য হয় না।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (প্রফুল্লভাবে)। বেশ, এগোও, পেছন দিক থেকে গুলি করব। না গো, এখন আর পারছি না... মারিয়া ল্‌ভভনা আসছে। খাসা মেয়ে ও। পিওতর, ওর প্রেমে পড়ো না কেন? ওর চুলগুলো কী সুন্দর!

সুসলভ (রুদ্ধস্বরে)। তুমি আমাকে পাগল করে দেবে! কেন? কী করেছি যে আমাকে এত ঘেন্না করো?

ইউলিয়া ফিলিপভনা (অবজ্ঞার সঙ্গে)। তোমাকে ঘেন্না করা যায় না।

স্নসলভ (মৃদ্নকণ্ঠে, হাঁপিয়ে)। কেন তুমি আমাকে এমন যন্ত্রণা দাও? কেন বলো তো।

(চিন্তাকুলভাবে মন্থরপায়ে এল মারিয়া ল্ভভনা। ইউলিয়া ফিলিপভনার সামনে দাঁড়িয়ে স্নসলভ, ওর হাতের রিভলভারে দৃষ্টি নিবদ্ধ।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। মারিয়া ল্ভভনা, এদিকে আসন্ন! পিওতর, তুমি যাও, তুমি আমাকে বজ্জাত মেয়েমান্নষ বানিয়ে ছেড়েছ... যাও। আমরা কি শীগগিরই বাড়ি ফিরছি, মারিয়া ল্ভভনা?

মারিয়া ল্ভভনা। জানি না আমাদের দলের লোক সবাই যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয়। ভারভারা মিখাইলভনাকে দেখেছেন?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ও খ্নব সম্ভব লেখকের সঙ্গে আছে। পিওতর, ভেবেছিলাম তুমি নদীর ধারে যাচ্ছ। যাও তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা বেশ থাকতে পারব।

(কোন কথা না বলে স্নসলভ চলে গেল।)

মারিয়া ল্ভভনা (অন্যমনস্কভাবে)। কী কড়া লোক আপনি!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। তাতে ওর ভালো হবে। শ্ননেছিলাম কে একজন দার্শনিক নাকি একবার বলেছিলেন যে মেয়েছেলের কাছে যাবার সময় বেটাছেলেদের সর্বদা চাবন্ক নিয়ে যাওয়া উচিত।

মারিয়া ল্ভভনা। নীটশে বলেছিলেন...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। তাই বন্ঝি? লোকটা পাগল ছিল,

তাই না? আমি কোন দার্শনিককে, পাগল দার্শনিক বা সুস্থ দার্শনিককে চিনি না, কিন্তু নিজে দার্শনিক হলে বলতাম যে বেটাছেলের কাছে যাবার সময় মেয়েছেলেদের সর্বদা ভারী ডাণ্ডা সঙ্গে নেওয়া উচিত। (পটভূমির কাছে বাঁ দিক থেকে এল ওলগা আলেক্সেয়েভনা ও কালেরিয়া। যে গালিচায় খাবার রাখা তার ধারে বসল দুজনে।) আরো শুনেছি একটা বর্বর উপজাতির কথা, তাদের চমৎকার একটা প্রথা আছে — রসকেলির আগে তারা মেয়েদের মাথায় ডাণ্ডা মারে। আমাদের লোকেরা আরো সভ্য — ওরা ডাণ্ডা মারে বিয়ের পরে। আপনার মাথায় কি ডাণ্ডা পড়েছিল?

মারিয়া ল্ভভনা। পড়েছিল।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (হেসে)। বর্বররা আরো সৎ, আপনার মনে হয় না? কিন্তু আপনাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন?

মারিয়া ল্ভভনা। জিজ্ঞেস করবেন না। আপনিও কি অসুখী?

(ডান দিকে এল দ্ভয়েতচিয়ে। মাথায় টুপি নেই, হাতে ছিপ।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (হাসতে হাসতে)। আমাকে অভিযোগ-অনুযোগ করতে কেউ কখনো শুনেছে? আমি সবসময়েই হাসিখুসি। এই যে, খুড়োমশাই এসেছেন। ওঁকে ভালো লাগে? আমার লাগে, ভীষণ ভালো লাগে।

মারিয়া ল্ভভনা। হ্যাঁ, মানুষটা বেশ মনে হয়।

দ্ভয়েতচিয়ে (কাছে এসে)। টুপিটা হারিয়ে গেছে... ছেলে-ছোকরারা নৌকো করে ওটার উদ্ধারের চেষ্টা করল, ফলে ওটা একেবারে নদীগর্ভে চলে গেছে! আপনাদের কারোর বাড়তি রুমাল আছে? তাহলে মাথাটা বাঁধি, টাকটা মশার হাত থেকে রক্ষা পায়।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (উঠে দাঁড়িয়ে)। দাঁড়ান, আমি একটা নিয়ে আসছি। (স্টেজের পিছন দিকে গেল)

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ভ্লাস এইমাত্র আমাদের পড়ে আনন্দ দিচ্ছিল। খাসা ছেলে।

মারিয়া ল্‌ভভনা। ওকে আপনার মজার মনে হয়?

দ্‌ভয়েতচিয়ে। হ্যাঁ, অত্যন্ত। হাসি-তামাশায় টগবগ করছে। নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনাল। মেয়েদের একজন বলল তার এ্যালবামে কিছু লিখে দিতে, আর ও লিখল... লিখল, তুমি তাকালে আমার দিকে, চোখে তোমার হাসি, আর তোমার দৃষ্টি সটান ঢুকল আমার হৃদয়ে, আর তাই দিনরাত্রি বিরহে কাটাচ্ছি... এধরনের কবিতা জানেন তো...

মারিয়া ল্‌ভভনা (তাড়াতাড়ি)। হ্যাঁ, জানি। আপনাকে আর বলতে হবে না, সেমিওন সেমিওনভিচ, কবিতাটি আমি জানি... আপনি এখানে কি অনেক দিন থাকবেন?

দ্‌ভয়েতচিয়ে। অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছে — ভেবেছিলাম ভাইপোর সঙ্গে বরাবর থেকে যাব, কিন্তু ওকে খুব উদ্‌গ্রীব মনে হচ্ছে না। আমার আর কোথাও যাবার নেই। আপন বলতে কেউ নেই দুনিয়াতে। টাকাপয়সা আছে প্রচুর, তাছাড়া কিছু নেই!

মারিয়া ল্‌ভভনা (অন্যমনস্কভাবে, ওর দিকে না তাকিয়ে)। আপনি তাহলে সত্যি সত্যি খুব বড়োলোক?

দ্‌ভয়েতচিয়ে। যদি শুনতে চান তো বলি, প্রায় লাখদশেক আছে, লাখদশেক, হাঃ হাঃ! আমি মারা গেলে সবটা পাবে পিওতর, কিন্তু তাতে ওর কোন খেয়াল নেই বলে মনে হয়। আমার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহারের কোন চেষ্টা করে না। সাধারণত ও কেমন যেন জবুথবু — কোন কিছুতে বিশেষ আগ্রহ নেই মনে হয়। ওকে বুঝি না আমি। হয়ত ও জানে টাকাটা

শেষ পর্যন্ত তো পাবেই — তার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট করে কী হবে? হাঃ হাঃ!

মারিয়া ল্ভভনা (এবারে একটু আগ্রহ দেখিয়ে)। বেচারা আপনি! কোন ভালো কাজে টাকাটা দান করেন না কেন? টাকাটার সদ্গতি হবে তাহলে।

দ্ভয়েতচিয়ে। একজন ফুলবাবু আমাকে একই পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু তাকে আমি পছন্দ করি না। ভান দেখাল যে নিজে উদারনৈতিক, কিন্তু বেটা জোচ্চোর বৈ আর কিছু নয়, সেটা বুঝতে পারলাম। সত্যি কথা বলতে, সমস্ত টাকাটা পিওতরকে দিতে হবে সেটা দুর্ভাগ্য। ওর তাতে কী উপকার হবে? এমনিতেই ও বেজায় দাম্ভিক। (মারিয়া ল্ভভনা হেসে উঠল, দ্ভয়েতচিয়ে ওর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।) হাসছেন কেন? ভাবছেন আমি বোকা? বোকা নই আমি; একলা থাকা শুধু আমার অভ্যেস নেই, এই যা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) একটি মেয়ের জন্য হাহুতাশ করি, তারপর ভেবে দেখে সকলের জন্য দুঃখু হয়। মারিয়া ল্ভভনা! ভালো কথা, আপনাকে আমার বেশ লাগে। (হেসে উঠল)

মারিয়া ল্ভভনা। ধন্যবাদ!

দ্ভয়েতচিয়ে। বিনা কারণে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। ধন্যবাদ পাবার কথা আপনার। এই ধরুন, আপনি আমাকে 'বেচারী' বললেন। হাঃ হাঃ! এর আগে কখনো শুনিনি কথাটা... সবাই আমাকে বড়োলোক বলে। হাঃ হাঃ! আর নিজেও ভাবতাম আমি বড়োলোক, কিন্তু দেখা গেল আমি বেচারী লোক।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (হাতে রুমাল নিয়ে এল)। খুড়োমশাই, আপনি কি প্রেম নিবেদন করছেন?

দ্ভয়েতচিয়ে। ও রসে এখন আমি বঞ্চিত। এ বয়সে ছিটেফোঁটা শ্রদ্ধা শুধু, আর কিছুর ক্ষমতা নেই। বেশ বেশ,

ভালো করে র‍ুমালটা বেঁধে দাও। ভাবছি গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক যাবার আগে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। এই তো... বেশ মানিয়েছে।

দ‍ুভয়েতচিয়ে। মিথ্যে কথা। আমার মুখটা পুরুষোচিত। আমার সঙ্গে আসবে না কি? ভালো কথা, তুমি নিজের কর্তাকে ভালোবাসো কিনা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আমার স্বামীকে ভালোবাসা সম্ভব আপনি মনে করেন?

দ‍ুভয়েতচিয়ে। তাহলে ওকে বিয়ে করলে কেন?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ও এমন ভাব দেখিয়েছিল যে ইনটেরেস্টিং লোক।

দ‍ুভয়েতচিয়ে। হাঃ হাঃ! তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না!

(তিনজনে পটভূমির কাছের গালিচাটায় গেল, সেখান থেকে শোনা যেতে লাগল ওদের কথাবার্তা ও হাসির নিয়মিত ক্ষীণ শব্দ। বাঁ দিক থেকে ঢুকল শালিমভ, দুদাকভ, ভ্লাস ও বাসভ, বাসভের নেশা হয়েছে। স্টেজের গভীরে গেল ভ্লাস, ওর দলের অন্যরা গেল খড়ের গাদায়।)

জামিসলভ (বন থেকে হেঁকে)। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে!

বাসভ। খাসা জায়গা, তাই না ইয়াকভ? বেড়ানোটা বেড়ে জমেছিল বলা যায়।

শালিমভ। তুমি তো সারাদিন বসে বসে মাল টেনেছ, আর কিছু করো নি। নেশায় চুর হয়ে আছ।

(গালিচার কাছে সনিয়া দ‍ুভয়েতচিয়ের মাথায় র‍ুমালটা নতুন করে বেঁধে দিল। হাসি। বন

থেকে বেরিয়ে জামিসলভ গালিচার কাছে এল, একটা মদের বোতল আর গোটা কতক গেলাস তুলে নিয়ে বাসভের কাছে গেল। ওর পেছনে পেছনে দ্ভয়েতচিয়ে, সনিয়াকে হটাবার জন্য হাত নাড়ছে।)

বাসভ (খড়ের গাদার উপরে ধপাস করে বসে)। এখানেই বসা যাক। বসে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা ভালো। সত্যি কথা। প্রকৃতি, বন, গাছপালা, খড়ের গাদাটা... প্রকৃতিকে এত ভালোবাসি! (হঠাৎ করুণ সুরে) আর লোকজনকে ভালোবাসি। আমাদের এই প্রকাণ্ড, দরিদ্র, অদ্ভুত দেশকে, আমাদের এই রাশিয়াকে, আমার স্বদেশকে ভালোবাসি! সবাইকে ভালোবাসি, সবকিছুকে! আমার অন্তরটা পীচের মত নরম! উপমাটা খাসা, ইয়াকভ — মনে রেখো ওটা। কোন না কোন দিন ওটা ব্যবহার করতে পারো — পীচের মত কোমল অন্তর...

শালিমভ। ব্যবহার করব নির্ঘাৎ।

সনিয়া। সেমিওন সেমিওনভিচ! বাঁধাটা এখনো শেষ হয়নি যে।

দ্ভয়েতচিয়ে। অনেক ফাজলামি হয়েছে। আমার মত বুড়োকে বোকা বানানো হচ্ছে! আমার মনে দাগা দিয়েছ... হাঃ হাঃ!

বাসভ। আঃ, এক বোতল মদ দেখছি! এক পাত্তর ঢালো তো। এই হল জীবন, বন্ধুগণ!.. সহজভাবে, বন্ধুর মত করে জীবনকে যারা গ্রহণ করে, তাদের জীবন আনন্দে ভরা। সাচ বাত, বন্ধুগণ, জীবনে উন্নতি করতে হলে তোমাদের হতে হবে বন্ধুভাবাপন্ন আর বিশ্বাসপরায়ণ। শিশুর মত সরল বিশ্বাসে সবকিছু দেখতে হবে, তাহলে সবকিছু সুন্দর

হয়ে যাবে। (গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দুভয়েতাঁচয়ে বাসভের বাক্যোচ্ছ্বাস শুনে হেসে উঠল।) আমাদের একমাত্র দরকার পরস্পরের অন্তরে শিশুর মত সরল বিশ্বাসে চেয়ে দেখা। খুড়োমশাই হাসছেন কী নিয়ে? উনি একটা বাচ্চা ছটফটে মাছ ধরেছিলেন, আমি গিয়ে সেটা আবার জলে, জলের মাছকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তার কারণ আমি... আমি প্রকৃতির পূজারী। সত্যি কথা। আর মাছ আমার পেয়ারের জিনিস। আর খুড়োমশাই ওইখানে, নদীতে নিজের টুপিটা হারালেন!

শালিমভ। সের্গেই, প্রলাপ বকছ তুমি!

বাসভ। অন্যের বিচার করলে তোমার বিচার করবে। তোমার মত আমিও সুবক্তা। তুমি বাগ্মী লোক, আর আমিও বাগ্মী লোক। শুনছ? মারিয়া লুভভনা কথা বলছে। অপরূপ স্ত্রীলোক। শ্রদ্ধার যোগ্য!

শালিমভ। ওঁর মত মুখরা মেয়েলোক আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া, যে সব স্ত্রীলোক শ্রদ্ধার যোগ্য সাধারণত তাদের তারিফ আমি করি না।

বাসভ (খুসি হয়ে)। ঠিক বলেছ! শ্রদ্ধাভাজনাসুরা উল্টো ধরনের মেয়েমানুষদের চেয়ে খারাপ। সত্যি কথা।

দুভয়েতাঁচয়ে। ইয়ে...! রাণীর মত যার বউ তার মুখে কথাটা মানাচ্ছে বটে!

বাসভ। আমার বৌ? ভারিয়া? ওরে বাবা, নিষ্ঠাবতী বটে সে, শুদ্ধাচারিণী একজন! পুণ্যবতী যদি কেউ থাকে তাহলে সে হল আমার বৌ! কিন্তু ওর সঙ্গে ঘর করাটা মজার নয় মোটেই। বইটই সবকিছু পড়ে, আর সর্বদা কোনো না কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির বুলি শোনায়। আসুন, ওর স্বাস্থ্যকামনা করে পান করি!

শালিমভ। সমাপ্তিটা অপ্রত্যাশিত। কিন্তু মারিয়া লুভভনা...

বাসভ (বাধা দিয়ে)। জানো, আমার মুহুরীর সঙ্গে উনি প্রেম করছিলেন? সত্যি কথা। ও প্রেম নিবেদন করছিল, আমি হাতেনাতে ধরে ফেললাম।

দ্ভয়েতচিয়ে। হুম — মানে... মনে হচ্ছে কথাটা না তোলাই ভালো। (চলে গেল)

বাসভ। ও, তাই তো, ভুলে গিয়েছিলাম। অত্যন্ত গোপন কথা।

কালেরিয়া (কাছে এসে)। সের্গেই, ভারিয়াকে দেখেছ?

বাসভ। আমার ভগিনী যে। আমার প্রিয় লেখিকা... ইয়াকভ, তোমাকে নিজের কবিতা শুনিয়েছে? শোনা পর্যন্ত সবুর করো। বড়ো বড়ো ব্যাপার সব — মেঘ... পাহাড়... তারা...

কালেরিয়া। নেশা করা হচ্ছিল বুঝি?

বাসভ। এক গেলাস মাত্র।

জামিসলভ। এই বোতল থেকে এক গেলাস।

শালিমভ। আপনার লেখা শুনতে পেলে অত্যন্ত খুসি হব, কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা।

কালেরিয়া। আপনার কথা বিশ্বাস করে যদি গোটাচারেক মোটা মোটা খাতা নিয়ে আসি, তাহলে?

শালিমভ। ভয় পাবেন না, আমি সহজে ঘাবড়াই না।

কালেরিয়া। দেখা যাবে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (বন থেকে গাইছে)। ঘরে চলো, ঘরে পালাও! ঘরে চলো! পালাও!

(ডানদিকে চলে যেতে যেতে সনিয়ার সঙ্গে দেখা হল কালেরিয়ার। ইউলিয়ার গলা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে গেল জামিসলভ। ওকে যেতে দেখে চোখ ঠারল বাসভ, ঝুঁকে পড়ে শালিমভের কানে কানে কী বলল। হেসে উঠল শালিমভ।)

কার্লোরিয়া। বাড়ি ফেরার জন্য তৈরী ?

সনিয়া। হ্যাঁ, সবাই ক্লান্ত...

কার্লোরিয়া। যখনি বাড়ি ছাড়ি সঙ্গে থাকে একটা কী অস্পষ্ট আশা। কিন্তু বরাবর ফিরি হতাশায়। তোমার কী তেমন হয় ?

সনিয়া। না।

কার্লোরিয়া। হবে পরে।

সনিয়া (হাসতে হাসতে)। অলক্ষুণে জিনিস আপনার ভালো লাগে মনে হয়।

কার্লোরিয়া। তাই নাকি ? তোমার উজ্জ্বল চোখে চিন্তার উদ্বিগ্ন ছায়া আনতে আমার সখ যায়। তোমাকে প্রায়ই দেখি স্থূল নোংরা লোকেদের ভিড়ে, আর তোমার নির্বিকারভাব দেখে অবাক লাগে। ওসব লোককে তোমার জঘন্য লাগে না ?

সনিয়া (হাসতে হাসতে)। ওদের নোংরামিটা বাইরের। সাবানজলে ধুয়ে যায়।

(স্টেজের পিছন দিকে ওরা যেতে ওদের কথাবার্তা অস্পষ্ট হয়ে এল।)

শালিমভ (উঠে পড়ে)। তোমার জিভটা বড়ো কুটিল, সের্গেই। সাবধান তুমি, নিজেও তো স্বামী।

বাসভ। আমি ?

শালিমভ। প্রকৃতি আশ্চর্য বটে, কিন্তু মশা কেন ? চাদরটা কোথায় ফেলে এসেছি।

(ডান দিকে চলে গেল। হাতপা ছড়িয়ে গুনগুন করে একটা সুর গাইতে লাগল বাসভ। স্টেজের পিছনে সাশা, সনিয়া ও পুস্তবাইকা খাবার আর

প্লেট তুলছে। বাঁ দিকে, খড়ের গাদার কাছে ঢুকল ভারভারা মিখাইলভনা, হাতে ফুলের গোছা।)

ভল্লাস (বন থেকে)। নৌকোয় কে কে যাচ্ছে?

বাসভ। ভারিয়া? তুমি? আমি একেবারে একলা। সব্বাই চলে গেছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। আবার বড্ড বেশী মদ খেয়েছ, সের্গেই...

বাসভ। না, বিশেষ খাইনি।

ভারভারা মিখাইলভনা। ব্র্যাণ্ডি খাওয়া তোমার উচিত নয়। আবার বুকের ব্যামোর কথা তুলবে।

বাসভ। বেশীর ভাগ সময়ে পোর্ট খাই। আমাকে বোকো না, ভারিয়া। তুমি হামেশাই আমাকে নিয়ে এত কড়াকড়ি করো, আর আমি লোকটা এত নরম। সবকিছুকে শিশুর মত কোমলভাবে ভালোবাসি। পাশে বোসো মণি, মন খুলে কথা কওয়া যাক। আমাদের দুজনের একটা বোঝাপড়ার দরকার।

ভারভারা মিখাইলভনা। আঃ, থামো! সবাই বাড়ি ফেরার জন্য তৈরী হচ্ছে। ওঠো, নৌকোয় চলো। ওঠো, সের্গেই!

বাসভ। তোমার যা খুসি। কোথায় যেতে হবে? ওখানে? বেশ।

(অত্যন্ত বেসামাল পায়ে ও চলে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে রইল ভারভারা মিখাইলভনা, মুখের ভাবটা কঠোর। হঠাৎ চোখে পড়ল শালিমভকে, সে কোন শব্দ না করে কাছে এল, মুখে মৃদু হাসির রেশ।)

শালিমভ। আপনার মুখটা কেমন দেখাচ্ছে, চোখের দৃষ্টিটা করুণ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?

ভারভারা মিখাইলভনা। একটু।

শালিমভ। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এদের সঙ্গে থেকে ক্লান্ত। আর এদের মাঝে আপনাকে দেখলে খারাপ লাগে। ক্ষমা করবেন।

ভারভারা মিখাইলভনা। কীসের জন্য?

শালিমভ। আমার কথাটা হয়ত আপনার ভালো লাগে নি?

ভারভারা মিখাইলভনা। খারাপ লাগলে আপনাকে বলতাম...

শালিমভ। এই মুখর দলের মধ্যে দেখি আপনি নিঃশব্দে ঘোরেন, আপনার দৃষ্টি খোঁজে কোন একটা প্রশ্নের জবাব। আর আপনার নিঃশব্দতা বাক্যের চেয়ে বাঙময়। নিঃসঙ্গতার হিম নিঃশ্বাস আমারো পরিচিত।

সনিয়া (চেঁচিয়ে)। মা! তুমি কি নৌকো করে যাচ্ছ?

মারিয়া ল্‌ভভনা (বন থেকে)। না, হেঁটে ফিরছি।

ভারভারা মিখাইলভনা (একটা ফুল শালিমভের দিকে বাড়িয়ে)। ফুলটা নেবেন না কি?

শালিমভ (হেসে, অভিবাদন করে)। ধন্যবাদ। বন্ধুর মত এত সরলভাবে দেওয়া ফুল সযত্নে রাখি আমি। (ডান দিকের বন থেকে ভ্লাসের হাঁক: 'ওহে চৌকিদার! অন্য দাঁড়টা কোথায় গেল?') ফুলটা কোনো বইএর পাতার মধ্যে রাখব। ভবিষ্যতে কোনো না কোনো দিন চোখে পড়বে, মনে পড়বে আপনার কথা। কথাটা হাস্যকর বুঝি? না সেণ্টিমেণ্টাল?

ভারভারা মিখাইলভনা (মৃদুকণ্ঠে, মাথা নিচু করে)। না। বলুন...

শালিমভ (ওর মুখে সকৌতূহলে তাকিয়ে)। করুণ

ছন্নছাড়া লোকেদের মাঝে থাকতে আপনার অসুখী লাগে নিশ্চয়।

ভারভারা মিখাইলভনা। কী ভাবে বাঁচা উচিত ওদের আপনি শিখিয়ে দিন।

শালিমভ। শিক্ষকের আত্মপ্রত্যয় আমার নেই। এ পৃথিবীতে আমি আগন্তুক, জীবনের নিঃসঙ্গ দর্শক। গালভরা বক্তৃতা দিতে জানি না, আমার কোন কথায় যে এদের মনে সাহসের অনুপ্রেরণা আসবে তার ভরসা নেই। কী ভাবছেন?

ভারভারা মিখাইলভনা। আমি? যা ভাবছি তাতে মানুষকে ঘৃণ্য দেখায়, আর তাই সে ভাবনা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেওয়া উচিত।

শালিমভ। আর এইভাবে মনটাকে শ্মশানে পরিণত করবেন? তার চেয়ে লোকজনের ভিড় থেকে শুধু সরে আসা ভালো হবে না? বিশ্বাস করুন, ভিড় থেকে দূরে থাকলে হাওয়াটা আরো পরিষ্কার, আরো সুস্থ হয়ে যায়, সবকিছু আরো স্পষ্ট হয়।

ভারভারা মিখাইলভনা। কী বলছেন বুঝেছি, আর তাতে ভয়ানক বিষণ্ণ লাগছে, যেন কোন নিকটজনের দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে।

(ডান দিকে হৈচৈ।)

শালিমভ (ওর কথা না শুনে)। যা বলছি তাতে আমার কী গভীর বিশ্বাস যদি জানতেন!.. শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে যে আপনার সংস্পর্শে থাকলে ইচ্ছে হয় আন্তরিক হই, আরো ভালো, আরো বিচক্ষণ মানুষ হই।

ভারভারা মিখাইলভনা। ধন্যবাদ...

শালিমভ (উত্তেজিতভাবে ওর হাতে চুমু খেয়ে)।

আপনার পাশে দাঁড়ালে কোন বিরাট সুখের দোরগোড়ায় আছি মনে হয়, সে সুখ সমুদ্রের মত অতল, অজানা। যেন অন্যদের আকর্ষণ করার কুহক শক্তি আছে আপনার, চুম্বক যেমন করে লোহাকে টানে। আর একটা বেপরোয়া উন্মত্ত চিন্তা আমাকে ভর করে। আমার মনে হয় যদি আপনি...

(থেমে গিয়ে চারিদিকে তাকাল। একান্তভাবে তাকে দেখল ভারভারা মিখাইলভনা।)

ভারভারা মিখাইলভনা। যদি আমি... কী?

শালিমভ। ভারভারা মিখাইলভনা... আপনি... আপনি হাসবেন না তো, সত্যি বলুন, বলব?

ভারভারা মিখাইলভনা। না, কী আপনি চান জানি। মেয়েদের মনহরণের কায়দা আপনি ভালোভাবে জানেন না।

শালিমভ (বিদ্রূত হয়ে)। না, আপনি বোঝেন নি। আপনি...

ভারভারা মিখাইলভনা (সহজ, বিষণ্ণ, মৃদুকণ্ঠে)। আপনার বই পড়ে আপনাকে কী রকম ভালোবাসতাম যদি জানতেন! আপনার দেখা পাবার জন্য কী ভাবে প্রতীক্ষা করেছিলাম! নিশ্চিত ছিলাম যে আপনি মহৎ ও ভালো লোক, সবকিছু আপনার কাছে স্পষ্ট। যেদিন আমাদের স্কুলে আপনি নিজের লেখা পড়ে শুনিয়েছিলেন — আমার বয়স তখন মাত্র সতেরো — তখনি নিশ্চিত ছিলাম। আর তখন থেকে আপনার চেহারা আমার হৃদয়ে জ্বলেছে, দীপ্ত তারার মত।

শালিমভ (বিরসভাবে, মাথা নিচু করে)। আর বলবেন না, দোহাই আপনার। মাপ চাইছি...

ভারভারা মিখাইলভনা। এ জীবন অসহ্য লাগলেই আপনার কথা ভাবতাম, আর তখন আরো সহনীয় মনে হত জীবনকে। অন্তত কিছু আশা ছিল তো।

শালিমভ। দয়া করুন! চেষ্টা করুন বুঝতে...

ভারভারা মিখাইলভনা। আর তারপর আপনি এখানে এলেন। আর অন্য সবায়ের মত আপনিও... হুবহু তাদের মত। কী সাংঘাতিক! কী হয়েছে আপনার? মানুষে কি নিজের মনোবল কখনো টিঁকিয়ে রাখতে পারে না?

শালিমভ (উত্তেজিতভাবে)। কিন্তু অন্য লোকেদের বেলায় যা মেনে নেন আমার বেলায় তা মানবেন না কেন? আলাদা মাপকাঠিতে দেখবেন কেন? আপনারা সবাই নিজেদের মনমতো বাঁচবেন, আর আমি লেখক বলে নিজের মনমতো থাকতে পারব না, আপনাদের মনমতো থাকতে হবে, তাই বুঝি?

ভারভারা মিখাইলভনা। এরকমভাবে কথা বলবেন না। আর আমার ফুলটা ফেলে দিন। ওটা দিয়েছিলাম অন্য মানুষটিকে, যাকে সাধারণ লোক থেকে আলাদা ভেবেছিলাম, তাকে। ফেলে দিন ওটা...

(দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল।)

শালিমভ (ওর যাওয়া দেখতে দেখতে)। ধুত্তোর ছাই! (ফুলটা হাতে পিষে ফেলল) ঠোঁটকাটা মেয়ে বটে!

(অস্থিরভাবে রুমালে মুখ মুছে যেদিকে ভারভারা মিখাইলভনা গিয়েছে সেদিকে চলল। বাঁ দিকের বন থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল দুদাকভ ও ওলগা।)

জামিসলভ (বনে গান গাইছে)। 'ত্বরায় এসো হে রাত্রি, নামাও তোমার...'

ইউলিয়া ফিলিপভনা (গানটার খেই ধরে)। '...অন্ধকার স্বচ্ছ ঘোমটা...'

ভ্লাস (বনের মধ্যে)। দোহাই, বোসো!

দুদাকভ। আর একটু হলে আমাদের দেরী হয়ে যেত।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। ভয়ানক ক্লান্ত আমি! কিরিল, লক্ষ্মীটি, এদিনটার কথা ভুলো না কিন্তু!

দুদাকভ। তুমিও ভুলবে না — কথা দিয়েছ যে আবেগের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেবে না।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আমার এত ভালো লাগছে, ওগো! এখন থেকে জীবনের গতি বদলে যাবে।

(ওরা চলে গেল। হাতে ঝুড়ি, ডান দিক থেকে এল পুস্তবাইকা, মাটিতে কী যেন একটা খুঁজছে।)

পুস্তবাইকা। জঞ্জাল। ওরা শুধু ফেলে যায় এঁটো আর জঞ্জাল। দুনিয়াটা ভরিয়ে দেয় ময়লায়। (বাঁ দিকে চলে গেল)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (বন থেকে)। আর কে আসে নি?

সনিয়া। মা!

বাসভ। মা!

মারিয়া ল্‌ভভনা (বাঁ দিক থেকে এল, ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে)। এই যে, সনিয়া!

সনিয়া (ছুটে গিয়ে)। আমরা যাচ্ছি, মা! কিন্তু কী হয়েছে তোমার?

মারিয়া ল্‌ভভনা। কিছু না। আমি হেঁটে ফিরব। ওদের বল আমার জন্য দাঁড়াতে হবে না। ছুট্রে যা।

সনিয়া (এক পাশে ছুটে গিয়ে মুখে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে বলল)। তোমরা যাও, আমাদের জন্য দাঁড়িও না! আমরা হেঁটে ফিরছি... কী? বিদায়!

দ্‌ভয়েতোচিয়ে (বন থেকে)। হেঁটে হাঁপিয়ে পড়বে।

সনিয়া। বিদায়!

মারিয়া ল্‌ভভনা। ওদের সঙ্গে নৌকোতে গেলি না কেন?

সনিয়া। তোমার সঙ্গে যেতে চাই বলে।

মারিয়া ল্‌ভভনা। বেশ, চল্‌।

সনিয়া। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক প্রথমে। খারাপ লাগছে, মা? মা মণি আমার! বোসো এখানে — এভাবে বোসো। দাঁড়াও, তোমাকে জড়িয়ে বসি — এইভাবে। আচ্ছা, এবার বলো তো কী হয়েছে তোমার।

(বনে হাসি, কথাবার্তা, চীৎকার।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (বন থেকে)। নৌকোটাকে দোলানো থামাও তো!

জামিসলভ। না, গাইবেন না... বাজাতে দিন!

বাসভ (বন থেকে)। বাজিয়েরা গলুইতে বসবে।

(গিটার আর ম্যাণ্ডোলিন বাঁধা হচ্ছে শোনা গেল।)

ভল্লাস (বন থেকে)। চললাম আমরা!

মারিয়া ল্‌ভভনা। সনিয়া, লক্ষ্মীসোনা, যদি তুই জানতিস কথাটা!

সনিয়া (সরলভাবে)। আমি জানি।

মারিয়া ল্‌ভভনা। না, জানিস না।

সনিয়া। মনে আছে, মা, যখন ছোটবেলায় অংক করতে পারতাম না বলে কাঁদতাম তখন তুমি এভাবে তোমার বুকে আমার মাথাটা চেপে ঘুম পাড়ানো গান গুনগুন করে গাইতে...

ঘুমোও মাগো!
ঘুমোও মা মণি!

এবার তোমার অংকটা গুলিয়ে গেছে, মা মণি। যদি সত্যি ওকে ভালোবাসো...

(দুভয়েতচিয়ের হাসি।)

মারিয়া ল্ভভনা। চুপ, সনিয়া! তুই কী করে জানলি?

(গিটার ও ম্যাণ্ডোলিনটা বাজতে সুরু করল।)

সনিয়া। শ্-শ্। চুপ করে শুয়ে থাকো।

ঘুমোও মাগো!
ঘুমোও মা মণি!

আমার মা'র মত বুদ্ধিমতী আর কেউ নেই দুনিয়াতে। আমাকে সহজে স্পষ্টভাবে দেখতে শেখান তিনি... ও ভারী ভালো ছেলে, মা... ওকে ফিরিয়ে দিও না। তোমার পাল্লায় পড়লে ও এমন কি আরো ভালো হবে। তুমি তো ইতিমধ্যেই পয়লা নম্বরের একটা মানুষের নমুনা তৈরী করেছ — আমি সত্যি সত্যি তো পয়লা নম্বরের — তাই না? আর এখন ওরকম আর একটা বানাবে তুমি...

মারিয়া ল্ভভনা। কিন্তু বাছা, অসম্ভব সেটা!

সনিয়া। ও হবে আমার ভাই-এর মত... ওর ঝোঁক আছে রূঢ় হবার, ওকে তুমি নরম, শান্ত হতে শেখাবে — তোমার কোমলতার তো শেষ নেই! উৎসাহে কাজ করতে শেখাবে ওকে, তুমি নিজে যেমনভাবে খাটো সেভাবে, আমাকে যেভাবে খাটতে শিখিয়েছিলে সেভাবে। আমার বেশ একটা সঙ্গী হবে ও, দুজনে দারুণ থাকব — প্রথমে আমরা তিনজন শুধু, তারপর আমরা চারজন — কেননা পাগলা মাক্সিমটাকে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। ওকে আমি ভালোবাসি, মা। আর ভালোবাসার যোগ্য ও।

মারিয়া ল্ভভনা। তুই সুখী হবি সন্দেহ নেই, বাছা। সুখী না হয়ে তুই পারবি না।

সনিয়া। উঠো না। ও আর আমি পড়াশোনা শেষ করব, তারপর নিটোল, বিচিত্র জীবনযাত্রা হবে আমাদের। আমরা চারজন, মা, — চারজন সাহসী, খাঁটি লোক!

মারিয়া ল্ভভনা। আমার সোনা! মণি আমার! আমরা তিনজন — তুই, তোর বর আর আমি। আর ও — ও যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে তোর ভাই'এর মত, আর আমার ছেলের মত থাকতে হবে ওকে।

সনিয়া। আর আমরা বাঁচার মত বাঁচব। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাঁচব! কিন্তু একটু জিরিয়ে নাও, মা। কেঁদো না...

ঘুমোও মাগো!
ঘুমোও মা মণি!

(সনিয়ার গলা কেঁপে গেল। দূরে শোনা যাচ্ছে গিটার আর ম্যাণ্ডোলিনের শব্দ।)

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অংক

সন্নিবেশ দ্বিতীয় দৃশ্যের মত। গোধূলি। সূর্য অস্তগত। পাইনগাছগুলির নিচে বসে দাবা খেলছে **বাসভ** ও **সুসলভ**। রাত্রির খাবারের জন্য বারান্দায় টেবিল সাজাচ্ছে **সাশা**। ডান দিকের বন থেকে আসছে গ্রামোফোনের কর্কশ শব্দ। বাড়ির ভিতরে পিয়ানোয় একটি করুণ সুর বাজাচ্ছে **কালেরিয়া**।

বাসভ। দেশের দরকার এমন লোকের যাদের সদুদ্দেশ্য আছে। এধরনের লোক বিবর্তনে বিশ্বাস করে। লম্ফঝম্ফ করে কাজ করে না।

সুসলভ। তোমার গজটি নিলাম...

বাসভ। নাও। সদুদ্দেশ্যবান লোকেরা জীবনের ধারা বদলায় ক্রমে ক্রমে, অলক্ষ্যে, কিন্তু যেসব পরিবর্তন তারা আনে শুধু সেগুলোই টেঁকে।

(বাড়ির পিছন থেকে দ্রুতগতিতে এল দুদাকভ।)

দুদাকভ। হ্যালো! গিন্নী কি এখানে?

বাসভ। দেখি নি। বসুন, ডাক্তারমশাই।

দুদাকভ। বসার উপায় নেই। সময় নেই। ছাপানোর জন্য মাষ্টারদের রিপোর্টটা তৈরী করে ফেলতে হবে।

বাসভ। যত দূর মনে হয় গত দু'বছর ধরে রিপোর্টটা আপনি তৈরী করছেন।

দুদাকভ (চলে যেতে যেতে)। কী আর করি বলুন,

একমাত্র আমাকেই তো খাটতে হয়। আশেপাশে গুচ্ছির লোক আছে বটে, কিন্তু কুটোটি পর্যন্ত কেউ নাড়ে না। কেন বলতে পারেন?

বাসভ। ডাক্তারটি বড়ো বোকাসোকা।

সুসলভ। তোমার চাল...

বাসভ। হুম্। বলছিলাম যে আমাদের সদুদ্দেশ্যবান হওয়া দরকার। মানুষকে ঘৃণা করাটা বাড়াবাড়ি একটা বিলাস মনে হয় আমার। এসব অঞ্চলে আমি প্রথমে আসি এগারো বছর আগে... সঙ্গে ছিল শুধু একটা ব্রিফকেস আর একটা গালিচা। ব্রিফকেসটা খালি, গালিচাটা পাতলা, জীর্ণ। আর আমি নিজেও রোগা ছিলাম...

সুসলভ। তোমার মন্ত্রীটি এই গেল।

বাসভ। আঃ! তোমার ঘোড়ার চালটা চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?

সুসলভ। দার্শনিকতা করে যে, সর্বদা হারে সে।

বাসভ। যা সত্যি তা সত্যি, কথা আছে না।

(খেলায় একাগ্র মন দিল দুজনে। ডান দিকের বন থেকে বেরিয়ে এল ভ্লাস ও মারিয়া ল্ভভনা। দাবা খেলোয়াড়দের দেখতে পেল না ওরা।)

মারিয়া ল্ভভনা (মৃদুকণ্ঠে)। এটা শীগগিরই কাটিয়ে উঠবেন আপনি, লক্ষ্মীটি, সত্যি উঠবেন বিশ্বাস করুন। আর তখন মনে মনে আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন।

ভ্লাস। ব্যাপারটা কঠিন। এত কঠিন যে বলা যায় না।

(বাসভ কান পাতলা, সুসলভকে চুপ করে থাকতে বলল ইসারায়।)

মারিয়া ল্ভভনা। এখান থেকে চলে যান। তাড়াতাড়ি

চলে যান, ভাই। চিঠি লিখব কথা দিচ্ছি... খেটে কাজ করুন। জগতে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিন... মনে সাহস আনুন, তুচ্ছ জিনিসের কাছে কখনো হার মানবেন না। আপনার স্বভাবটা ভালো আর আমি আপনাকে ভালোবাসি, সত্যি ভালোবাসি। (বাসভের চোখ গোল হয়ে উঠল। হেসে ওর দিকে তাকাল সুসলভ।) কিন্তু আমার ভালোবাসায় আপনার ক্ষতি হতে পারে, আর সেটা ভেবে ভয় করে। হ্যাঁ, স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, ভয় পাই আমি। মোহটা কিছু দিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠবেন আপনি, কিন্তু আমি — যত দিন যাবে তত বেশী ভালোবাসব আপনাকে আর শেষটা হবে হাস্যকর, এমন কি স্থূল। আমার পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাকর হবে।

ভল্লাস। শপথ করে বলছি...

মারিয়া ল্‌ভভনা। করবেন না। আপনি শপথ করবেন আমি চাই না।

ভল্লাস। ভালোবাসা কেটে গেলেও আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অটুট থাকবে...

মারিয়া ল্‌ভভনা। হায়রে, যে মেয়ে ভালোবাসে তার পক্ষে ওটা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, ব্যক্তিগত সুখের মুখে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে লজ্জা করে আমার। কথাটা হয়ত বোকা-বোকা, অস্বাভাবিক ঠেকছে, কিন্তু আজকাল ব্যক্তিগত সুখের ধান্দায় ঘোরা লজ্জাকর মনে হয়। আপনি চলে যান, ভাই! কখনো যদি এমন সময় আসে যে আপনার বন্ধুর দরকার, আমি প্রতীক্ষায় থাকব। আপনি হবেন আমার ছেলের মত — অত্যন্ত আদরের ছেলের মত... বিদায়!

ভল্লাস। আপনার হাতটা দিন... আপনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসি। কত না ভালোবাসি আপনাকে! কান্না পাচ্ছে... বিদায়!

মারিয়া ল্‌ভভনা। বিদায়, প্রিয় বন্ধু! আমার উপদেশটা মনে রাখবেন — কোন কিছুকে ভয় পাবেন না, নিজেকে খাটো করবেন না কখনো, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না!

ভ্লাস। বিদায়! আমার প্রথম মনের মানুষ, এত ভালো আর এত শুদ্ধ। ধন্যবাদ... (ডান দিকের বনে দ্রুতপদে চলে গেল মারিয়া ল্‌ভভনা। বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভ্লাস হঠাৎ দেখল বাসভ ও সুসলভকে, বুঝল কথাবার্তাটা ওদের কানে গিয়েছে। থমকে দাঁড়াল সে। উঠে পড়ে নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল বাসভ, তার কাছে গেল ভ্লাস) কোন কথা নয়! একটিও কথা নয়! মুখ খুলবেন না একেবারে! (বাড়ির ভিতরে চলে গেল)

বাসভ (ঘাবড়ে গিয়ে)। কী খেঁকুড়ে ছোকরা রে বাবা!

সুসলভ (হাসতে হাসতে)। পিলে চম্‌কে গিয়েছে বুঝি?

বাসভ। দেখলে তো ধরণ-ধারণটা! ব্যাপারটা জানতাম অবশ্য, কিন্তু... এধরনের, এধরনের জাঁকালো ভাবাবেগ আশা করি নি কখনো। বোকার বেহদ্দ সব!

(উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সুসলভের বাড়ির রাস্তা হয়ে এল ইউলিয়া ফিলিপভনা ও জামিসলভ। ইউলিয়া এল তার স্বামীর কাছে, জামিসলভ গেল বাড়িতে।)

সুসলভ। ও ইচ্ছে করে ও-সব বলল যাতে ছোঁড়াটার টান আরো বেড়ে যায়।

বাসভ। হায় ভগবান, খাসা কমেডি বটে, কী বলো?

সুসলভ (ভ্রূকুঞ্চন করে)। বৌটি শেয়ালনীর মত সেয়ানা।

আমার ওপর জঘন্য একটা চাল চেলেছে। ওর কথায় খুড়োমশাই সমস্ত টাকাকড়ি দাতব্য করেছেন...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। পিওতর, কে একজন এসেছে...

বাসভ (বাধা দিয়ে)। কী ঘটেছে ওকে জিজ্ঞেস করুন, ইউলিয়া ফিলিপভনা।

সুসলভ। লোকটি কে?

ইউলিয়া ফিলিপভনা (বাসভকে)। কী ব্যাপার? (স্বামীকে) ঠিকেদার একজন। বলছে জরুরী কথা আছে — কোথায় কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে।

সুসলভ (তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে)। আবার কী হল?

বাসভ। ঘটনাটা কেমন লাগে আপনার বলুন তো। আমরা দুজনে, আপনার স্বামী ও আমি এখানে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ মারিয়া ল্ভভনা... (উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল) মনে হচ্ছে উনি, ওরা দুজনে প্রেমে পড়েছে!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। কে? মারিয়া ল্ভভনা আর উনি? (হেসে উঠল)

বাসভ। না, ভ্লাস। সংটা।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। ও, এই। আপনার কৃপায় সেটা তো সবাই অনেক দিন হল জানে।

বাসভ। ব্যাপারটা জানেন... খুঁটিনাটিগুলো ইনটেরেস্টিং।

(বাড়ির পিছন থেকে এল রিউমিন ও দ্ভয়েতচিয়ে, দ্ভয়েতচিয়ের হাতে কয়েকটা পার্সেল।)

দ্ভয়েতচিয়ে। ভারভারা মিখাইলভনা কি বাড়িতে আছেন? কী এনেছি দেখুন।

বাসভ। ভ্রমণ সাঙ্গ করে তাহলে ফিরে এসেছেন? নমস্কার! চমৎকার দেখাচ্ছে — রোদেপড়া সরেস রং, আর মেদ কিছু কমেছে। কোথা থেকে আসছেন?

রিউমিন। দক্ষিণ থেকে। জীবনে এই প্রথম সমুদ্র দেখলাম। কেমন আছেন, ইউলিয়া ফিলিপভনা?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আপনার চেহারাটা সত্যিই ভালো হয়েছে পাভেল সের্গেয়েভিচ। ভাবছি নিজেও সমুদ্রের দিকে ঘুরে আসি।

দুভয়েতাচিয়ে। ভেতরে চললাম... (যেতে যেতে) বউমা, তোমার জন্য এক বাক্স চকোলেট এনেছি বিদায়-উপহার হিসেবে।

বাসভ।

সমুদ্র আমার দেখা।
তৃষ্ণার্ত চোখে দেখলাম তার বিস্তার,
আর দেখতে দেখতে যাচিয়ে নিলাম
আমার অন্তরের শক্তি।

কবিতাটা এ-রকম নয়? বেশ, বেশ, তাহলে আপনি এসেছেন! বাড়িতে যান, আমার স্ত্রী আপনাকে দেখে খুসি হবেন।

রিউমিন। ওখানটা অপরূপ সুন্দর। সমুদ্রের মহিমা একমাত্র সঙ্গীতেই ধরা পড়ে বোধ হয়। সমুদ্রের সামনে মানুষ খাটো হয়ে যায়, যেমনটা হয় শাশ্বতের চিন্তা করলে, মনে হয় মানুষ অতি ক্ষুদ্র আর খড়ের কুটোর মত তুচ্ছ।

(বাড়ির পিছন থেকে এল ভারভারা মিখাইলভনা।)

বাসভ। দাবার গুটিগুলো তুলে নিই। ভারিয়া, পাভেল সের্গেয়েভিচ ফিরে এসেছেন, জানো?

ভারভারা মিখাইলভনা। তিনি কি এখানে?

বাসভ (ওর কাছে গিয়ে)। হ্যাঁ। আর মনে হচ্ছে নিজের

মিঠে শব্দের ভাণ্ডারে আরো কয়েকটা কথা যোগ করেছেন। যা ঘটল যদি তুমি জানতে, ভারিয়া! সুসলভ আর আমি এখানে বসে দাবা খেলছিলাম, আর হঠাৎ মারিয়া ল্‌ভভনা আর ভ্লাস — কী বলছি বুঝতে পারছ? ওদের সত্যি সত্যি পীরিতি চলেছে? (হেসে উঠল) আর তুমি তো একেবারে নিশ্চিত ছিলে যে ব্যাপারটা অন্য কিছু। অন্য কিছু নয়, বেমালুম পীরিতি। সত্যি কথা!

ভারভারা মিখাইলভনা। থাক্ গে, সেগেই! তোমার গালগল্প আর শুনতে চাই না।

বাসভ। দাঁড়াও, ভারিয়া। এখনো তো তোমাকে কিছুই বলি নি...

ভারভারা মিখাইলভনা। আমার ভাই আর মারিয়া ল্‌ভভনার মধ্যে যা ঘটছে সেটার উল্লেখ করতে তোমায় মানা করেছিলাম, আর তুমি সবাইকে বলে দিয়েছ। বলাটা ঘৃণ্য, সেটা বোঝো না?

বাসভ। ধুত্তোর ছাই! তোমার সঙ্গে দেখছি কথা না বলাই ভালো...

ভারভারা মিখাইলভনা। কথাবার্তাটা একটু কমিয়ে নিজে কী করছ সে বিষয়ে বেশী করে ভাবলে পারো। সের্গেই, তোমার সম্বন্ধে লোকে কী বলাবলি করছে সেটায় তোমার কান দেওয়া উচিত।

বাসভ। আমার সম্বন্ধে? ওদের বলাবলিতে আমি কান দিই না। যা খুসি বলুক গে। কিন্তু আমার অবাক লাগে যে, ভারিয়া, তুমি, আমার স্ত্রী হয়ে তুমি...

ভারভারা মিখাইলভনা। তোমার স্ত্রী হওয়াটা যতটা সম্মানের কথা বলে ভাবো ততটা নয়, সে সম্মানের গুরু ভারে আমি কাহিল।

বাসভ (চটে গিয়ে)। কী বলছ, ভারভারা?

(বারান্দায় দেখা গেল দ্‌ভয়েতচিয়ে ও ভ্লাসকে।)

ভারভারা মিখাইলভনা। যা ভাবি, যা অনুভব করি তাই বলছি।

বাসভ। কিন্তু কথাটা কী বলতেই হবে তোমাকে।

ভারভারা মিখাইলভনা। বেশ বলব। পরে।

(বিরাগসূচক শব্দ করে বাসভ বাড়ির ভিতরে চলে গেল। বিরূপ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখল ভ্লাস, তারপর বারান্দার সিঁড়ির একটু নিচু ধাপে বসল।)

দ্‌ভয়েতচিয়ে। আপনার জন্য কিছু চকোলেট এনেছি, ভারভারা মিখাইলভনা।

ভারভারা মিখাইলভনা। ধন্যবাদ।

দ্‌ভয়েতচিয়ে (সিঁড়ির ধাপে বসে)। মহিলাদের সবায়ের জন্য চকোলেট এনেছি, যাতে তাঁরা আমাকে ভুলে না যান। আপনার একটা ফটো দেবেন বলেছিলেন ভুলবেন না?

ভারভারা মিখাইলভনা। ও, তাই তো। দাঁড়ান, নিয়ে আসছি। (বাড়ির ভিতরে গেল)

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ওহে ভ্লাস খুড়ো, তাহলে আমরা চললাম, কী বলো?

ভ্লাস। এরি মধ্যে চলে গেলে হত!

দ্‌ভয়েতচিয়ে। একটা দিনের অর্ধেকেরও কম বাকি। হুম্। যদি তোমার বোনটিকে শুধু আমাদের সঙ্গে নিতে পারতাম। এখানে ওর কিছুই করার নেই।

ভ্লাস (বিরসভাবে)। কারুর জন্যই কাজ নেই এখানে।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। তুমি আমার সঙ্গে আসছ বলে আমি খুসি। আমাদের ছোট্ট সহরটা খাসা, মধ্যিখানে একটা নদী,

আর চারদিকে বন। আমার বাড়িটা বিরাট — দশটা ঘর। তার একটাতে কাশলে প্রত্যেকটা ঘরে গমগম করে ওঠে। শীতকালে ভয়ানক একলা লাগে বাড়িটায়, বাইরে শুধু হু-হু হাওয়া। (ডান দিকে দ্রুতপদে এল সনিয়া) যৌবনকালে একলা থাকাটা ভালো, কিন্তু আমার মত বুড়োর দশায় পড়লে পাশে কেউ থাকলে আরো ভালো লাগে। হাঃ হাঃ! (সনিয়াকে) বিদায়, ছুঁড়ী!.. কাল চলে যাচ্ছি, আর পরশুদিন আমার কথা কিছু মনে থাকবে না তোমার।

সনিয়া। না, থাকবে। আপনাকে ভুলব কী করে, আপনার নামটা এমন মজার।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। না ভোলার সেটাই একমাত্র কারণ বুঝি! যাকগে, তার জন্য ধন্যবাদ।

সনিয়া। না, দাদু, আপনাকে ভুলব না। আপনি বেশ সাধাসিধে মানুষ, কোন চাল নেই, আর সাধাসিধে লোকদের আমার ভালো লাগে। কিন্তু আমার মা'কে কী কোথাও দেখেছেন?

দ্‌ভয়েতচিয়ে। দেখবার সৌভাগ্য হয়নি।

ভল্লাস। তিনি এখানে নেই। চলো, তাঁর খোঁজ করা যাক। হয়ত নদীর ধারে কুঞ্জে আছেন।

কালোরিয়া। তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি কি?

সনিয়া। চলুন।

(তিনজনে বনের মধ্যে গেল। ওদের দেখতে দেখতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গুনগুন করতে লাগল দ্‌ভয়েতচিয়ে। ফটো হাতে বেরিয়ে এল ভারভারা মিখাইলভনা। তার পিছনে রিউমিন।)

ভারভারা মিখাইলভনা। এই যে, ছবিটা। আপনি কখন যাচ্ছেন?

দ্ভয়েতচিয়ে। কাল। লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। সত্যি, আপনাকে যা ভালোবেসে ফেলেছি!

ভারভারা মিখাইলভনা। আমাকে লোকে ভালোবাসবে কেন?

দ্ভয়েতচিয়ে। প্রেমের বিচিত্র গতি। আসল প্রেম হল সূর্যের মত — কী তার অবলম্বন কেউ জানে না।

ভারভারা মিখাইলভনা। এ-বিষয়ে অতটা নিশ্চিত নই আমি।

দ্ভয়েতচিয়ে। নিশ্চিত নন, তা তো দেখছি... আমার সঙ্গে চলুন না কেন? আপনার ভাই তো যাচ্ছে। ওখানে করবার মত কিছু একটা খুঁজে পাবেন।

ভারভারা মিখাইলভনা। কী পাব? আমি তো কিছুই করতে জানি না!

দ্ভয়েতচিয়ে। কখনো শেখেন নি বলে। এখন শিখতে পারেন। ভ্লাস আর আমি দুটো স্কুল বসাব, একটা মেয়েদের জন্য, অন্যটা ছেলেদের জন্য...

রিউমিন (অন্যমনস্কভাবে)। জীবনে তাৎপর্য আনতে গেলে বিপুল মহান কিছু করা দরকার, এমন কিছু করা দরকার যেটা যুগে যুগে বেঁচে থাকবে, দরকার কোনো-একটা মন্দির গঠন করা...

দ্ভয়েতচিয়ে। এসব গালভরা জিনিস আমার মাথায় ঢোকে না। এমন কি স্কুলগুলোর কথা পর্যন্ত আমার মাথায় আসে নি, কিন্তু একজন দয়ালু ব্যক্তি এসে ওটা আমায় বাতলে দিলেন।

রিউমিন। শিক্ষার উচ্চতম প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু জোগায় না, শুধু তত্ত্ব আর অনুমান, জীবনের রহস্যভেদে তারা অসমর্থ।

ভারভারা মিখাইলভনা (চটে উঠে)। কী একঘেয়ে কথা! কী ছেঁদো, গতানুগতিক কথা!

রিউমিন (সবায়ের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র শান্ত হাসি হেসে)। জানি। বাসি কথা, হেমন্তের পাতার মত... কেন যে বলি জানি না। অভ্যাসবশে হবে বা, কিম্বা হয়ত হেমন্ত সুরু হয়েছে বলে। প্রথম সমুদ্র দেখার পর থেকে সবুজ ঢেউ'এর কল্পনাগুঞ্জন আমার অন্তরে বেজে চলেছে। সে সঙ্গীতে মানুষের সমস্ত কথা ডুবে যায়, সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত।

ভারভারা মিখাইলভনা। কী বিদঘুটেভাবে কথা বলেন আপনি? কী হয়েছে আপনার?

(ডান দিকের বন থেকে বেরিয়ে এল কালেরিয়া ও ভ্লাস।)

রিউমিন (হেসে)। কিছু না। একেবারে কিছু নয়।

কালেরিয়া। দৃঢ়পায়ে দাঁড়ানোর মানে হল হাঁটু পর্যন্ত কাদায় দাঁড়ানো।

ভ্লাস। তার চেয়ে ত্রিশঙ্কুর মত থাকতে কি চান? নিজের জামাকাপড়ে আর মনে কোন দাগ না লাগে আপনি শুধু তাই চান। কিন্তু আপনার মত নিষ্প্রাণ, ফিটফাট লোক কার কাজে লাগে?

কালেরিয়া। নিজের কাজে লাগে।

ভ্লাস। সেটা আপনি ভাবেন।

কালেরিয়া। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আপনি অত্যন্ত অভব্য। (বাড়ির ভিতরে চলে গেল)

দ্ভয়েতোচিয়ে। ওহে, ভ্লাস চাচা, মেয়েটিকে চটিয়ে দিয়ে বেশ খুসি হয়েছ না কি?

ভ্লাস (বারান্দার সিঁড়ির নিচের ধাপে বোনের পাশে বসে)। ও-তে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। (কথা বলার ধরন নকল করে): 'হায়রে! একঘেয়েমিতে আমি মরতে বসেছি!'

ওকে বললাম লোকদের সঙ্গে থাকা দরকার, মরাটা কিন্তু একলা সারা উচিত।

রিউমিন (তাড়াতাড়ি)। ঠিক বলেছেন। নিষ্ঠুর শোনালেও কথাটা সত্যি। খুব সত্যি!

(বারান্দায় এল বাসভ ও ইউলিয়া ফিলিপভনা।)

ভারভারা মিখাইলভনা (যেন মনে মনে কথা বলছে)। আমাদের হৃদয় স্পর্শ না করে জীবন বয়ে যায়, শুধু সাড়া আনে আমাদের চিন্তায়...

বাসভ। ভারিয়া, সাশাকে বললাম আমরা এখানে খাব। (নিজের বাড়ি থেকে দ্রুতপায়ে এল সুসলভ।) আপনাদের বিদায় উপলক্ষে ছোটখাটো একটা পার্টি হোক, সেমিওন সেমিওনভিচ। শ্যাম্পেন খাবার ভালো ছুতো...

দ্ভয়েতচিয়ে। মনে নাড়া দিল কথাটা।

সুসলভ। ইউলিয়া, একবার এদিকে এসো তো।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। কেন, কিছু হয়েছে না কি?

(স্ত্রীর কানে কানে কী যেন বলতে বলতে সুসলভ তাকে আগিয়ে নিয়ে গেল। কথাটা শুনে ওর কাছ থেকে চমকে সরে এল ইউলিয়া। সুসলভ ওর হাত ধরে ডান দিকটায় নিয়ে গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ওরা অনুচ্চকণ্ঠে আলাপ করল, বাসভ চলে যাবার পর ফিরে এল বারান্দায়।)

বাসভ। সেরা সসেজ আপনাদের খাওয়াব, বন্ধুগণ। এ-রকম সসেজ কখনো মুখে দেননি! আমার এক মক্কেল ইউক্রেন থেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমার সহকারীটি কোথায়? (চাপা গলায়) ও আবার ইউলিয়া ফিলিপভনার স্বামীরও সহকারী কি না...

ভারভারা মিখাইলভনা (রুদ্ধ ক্রোধে)। সেগেই, কথাটা জঘন্য!

বাসভ (বেপরোয়াভাবে)। কিন্তু কথাটা সবাই জানে ভারিয়া। বুঝি না তুমি কেন... সাশা!.. (ভিতরে গেল)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (বিদ্বেষের আনন্দে)। খুড়োমশাই, পিওতরের তৈরী জেলের একটা দেয়াল দুটো মিস্ত্রীর ওপরে এইমাত্র ধ্বসে পড়েছে।

সুসলভ (অল্প হেসে)। আর তাই নিয়ে ওর খুসির অন্ত নেই।

ভারভারা মিখাইলভনা (ভীতভাবে)। সত্যি না কি? কোথায় ঘটেছে ব্যাপারটা?

সুসলভ। মফঃস্বলের ছোট্ট একটা সহরে।

দ্ভয়েতোচিয়ে। অভিনন্দন জানাই। (অবজ্ঞায়) দেখালে বটে! ওখানে একবারও যাও নি মনে হচ্ছে?

সুসলভ। গিয়েছিলাম। দোষটা নচ্ছার ঠিকেদার বেটার।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। মিথ্যে কথা। ও যায় নি কখনো, একবারও যায় নি। যাবার সময় হয় নি।

দ্ভয়েতোচিয়ে। তোমাদের দরকার হল প্রহারেণ ধনঞ্জয়। তোমরা কী নিষ্কর্মার ধাড়ী!

সুসলভ (অল্প হেসে)। নিজেকে গুলি করব, সেটা ঠিকমত কিছু করা হবে।

রিউমিন (মাথা নেড়ে)। না, আপনি তা করবেন না। নিজেকে গুলি কখনো করবেন না।

সুসলভ। যদি করি? হঠাৎ যদি করি?

ভারভারা মিখাইলভনা। মিস্ত্রী দুজনের কী হল, পিওতর ইভানভিচ? মারা গিয়েছে?

সুসলভ (বেজার মুখে)। জানি না। কাল ওখানে আমাকে যেতে হবে।

(ওলগা আলেক্সেয়েভনা ঢুকল।)

ভ্লাস (জোর গলায়)। কুৎসিত ব্যাপার!

সুসলভ (দাঁত দেখিয়ে)। চেপে যান, ছোকরা, চেপে যান!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (কাছে এসে)। নমস্কার। আপনারা সবাই বাদলা দিনের ভিজে কাকের মত বসে আছেন। আজ আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছে মনে হচ্ছে। এই যে, পাভেল সের্গেয়েভিচ! কবে ফিরে এলেন?

(সুসলভ স্ত্রীকে একপাশে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কী বলল। ওর মুখে রাগের ছাপ। ইউলিয়া ফিলিপভনা ব্যঙ্গ করে নিচু হয়ে ওকে অভিবাদন জানিয়ে বারান্দায় ফিরে এল। যেন কারো তোয়াক্কা করে না এমন ভাবে শিস দিতে দিতে সুসলভ চলে গেল নিজের বাড়িতে। একবার ইউলিয়া ফিলিপভনার দিকে তাকিয়ে দ্ভয়েতচিয়ে সুসলভের অনুসরণ করল।)

রিউমিন। আজকে ফিরেছি।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। ফিরেই সটান এখানে এসেছেন? বন্ধুত্বের কি নিষ্ঠা আপনার। হাওয়াটা কেমন যেন গুমোট ঠেকছে, না? গ্রীষ্ম তো শেষ হল বলে... আমরা সবাই সহরে ফিরে যাব, আবার ঘেরা পড়ব পাথরের দেয়ালে, পরস্পরের সঙ্গে এখনকার মত ঘন ঘন আর দেখা হবে না। হাবভাব হবে অচেনার মত।

ভ্লাস (নিন্দে করার ভঙ্গীতে)। অভিযোগ-অনুযোগ সুরু হল আবার!..

বাসভ (বারান্দার দরজা থেকে)। পাভেল সের্গেয়েভিচ! একবার এদিকে আসুন তো!

(রিউমিন বাড়ির ভিতরে গেল, পথে দেখা হল কালেরিয়া ও শালিমভের সঙ্গে। ওলগা আলেক্সেয়েভনার কথার জবাব না দিয়ে ভ্লাস উঠে পড়ে পাইনগাছের দিকে গেল।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (ভ্লাসকে)। কথাটা সত্যি নয়?

শালিমভ (বিরক্ত, উদাসীনভাবে)। গণতন্ত্রের কাছ থেকে লোকে নতুন জীবন আশা করে, কিন্তু গণতান্ত্রিক কী ধরনের জানোয়ার কে বলতে পারে?

কালেরিয়া (উত্তেজিতভাবে)। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন; একশো বার সত্যি কথাটা! গণতান্ত্রিক এখনো জানোয়ার, বর্বর। উদরচিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই।

শালিমভ। আর কিঁচকিঁচে জুতো পরে ঘোরে।

কালেরিয়া। কীসে তার বিশ্বাস? মূলমন্ত্র কী?

ভ্লাস (বিরক্ত হয়ে)। আর আপনার? কীসে আপনি বিশ্বাস করেন? আপনার মূলমন্ত্রটা কী?

কালেরিয়া (ভ্লাসের কথায় কান না দিয়ে)। কিছু একটাতে যারা বিশ্বাস করে তারাই জীবনে নতুন প্রেরণা জোগায়। তারা হল মনের দিক দিয়ে অভিজাত।

ভ্লাস। তাঁরা কারা? কোথায় তাঁদের হদিস মেলে?

কালেরিয়া। আপনার সঙ্গে কথা বলছি না, ভ্লাস। ইয়াকভ পেত্রভিচ, আসুন, বসা যাক!

(বারান্দা থেকে নেমে এসে পাইনগাছের নিচে বসে নিম্নকণ্ঠে ওরা আবার আলোচনা সুরু করল। কালেরিয়া অস্থির, শালিমভ শান্ত, ওর অঙ্গ সঞ্চালন মন্থর, অবসন্ন, যেন অত্যন্ত ক্লান্ত সে।)

ভারভারা মিখাইলভনা (ভ্লাসের কাছে গিয়ে)। তুমি অল্পতেই চটে উঠছ আজ, ভ্লাস।

ভ্লাস (বিরসভাবে)। ভয়ানক খারাপ লাগছে, ভারিয়া...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। চলুন নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি, ভ্লাস মিখাইলভিচ।

ভ্লাস। ইচ্ছে করছে না, কিছু মনে করবেন না।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। আরে চলুন। আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

ভ্লাস (অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে যেতে)। কথাটা কী?

(ইউলিয়া ফিলিপভনা ওর হাত ধরে চলে যেতে যেতে কানে কানে কী বলল। ভারভারা মিখাইলভনা গেল বারান্দায়।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (ভারভারা মিখাইলভনার হাত ধরে)। ভারিয়া, তুমি কি এখনো আমার ওপর চটে আছ?

ভারভারা মিখাইলভনা (বিষণ্নভাবে)। চটে? না তো।

ভ্লাস (স্টেজের ওধার থেকে উচ্চকণ্ঠে)। লোকটা ইতর! যদি আমার বোনের স্বামী না হত তাহলে...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। চুপ! (ওকে টেনে বনে নিয়ে গেল)

ভারভারা মিখাইলভনা (সন্ত্রস্তভাবে)। সর্বনাশ! কী হল আবার!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আমাদের সখী ইউলিয়া খুব সম্ভব কিছু লাগাচ্ছে। কিন্তু ভারিয়া, তোমার রাগ এখনো পড়েনি দেখছি। তোমার বোঝা উচিত যে বিরক্তির মুহূর্তে লোকে যা বলে সেটা...

ভারভারা মিখাইলভনা (বিষণ্নভাবে)। কথাটা ছেড়ে দাও, ওলগা, জোড়াতালি দেওয়া জিনিস আমার ভালো লাগে না... এমন কি বন্ধুত্বও নয়।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (উঠে পড়ে)। রাগ পুষে রাখার মত মানুষ যে তুমি সেটা ভাবি নি। ভুলে যেতে পারো না? অন্তত ক্ষমা করতে তো পারো।

ভারভারা মিখাইলভনা (কঠিন, দৃঢ়ভাবে)। আমরা বড্ড বেশী ক্ষমা দেখাই... সেটা দুর্বলতা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায় তাতে। একজন আছেন যাঁকে আমি বড্ড বেশী ক্ষমা করে এসেছি, ফলে তাঁর চোখে এখন আমি কিছু না...

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (একটু থেমে)। নিজের স্বামীর কথা বলছ? (শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভারভারা মিখাইলভনা, জবাব দিল না।) লোকে কী তাড়াতাড়ি না বদলে যায়! ছাত্র হিসেবে ওকে আমার মনে আছে — পয়সাকড়ি ছিল না, কিন্তু আমুদে, নির্ঝঞ্ঝাট লোক, সবাই ওকে ভালোবাসত। কিন্তু তুমি একেবারে বদলাওনি বললেও চলে... এখনো তুমি আগেকার মত গম্ভীর আর চিন্তাশীল। যখন শুনলাম ওকে বিয়ে করবে তখন মনে আছে কিরিল বলেছিল তোমার মত বউ থাকলে সের্গেই বিগড়ে যাবে না কখনো। ও বলেছিল সের্গেই বাচাল, স্থূলতার দিকে ওর ঝোঁক আছে, কিন্তু তুমি...

ভারভারা মিখাইলভনা (সহজভাবে)। কথাটা আমাকে কেন শোনাচ্ছ, ওলগা? কিছু করার জো নেই আমার, সেটা বোঝাতে?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। ভারিয়া! কী করে ভাবতে পারলে সেটা? ওটা হঠাৎ আমার মনে এল...

ভারভারা মিখাইলভনা (আস্তে আস্তে, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যেন রায় দিচ্ছে)। হ্যাঁ, আমি দুর্বল, কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাই তো বলতে চেয়েছিলে? তুমি না বললেও আমি জানি, ওলগা। অনেক দিন ধরে জানি।

সাশা (বারান্দায় এসে)। ভারভারা মিখাইলভনা, কর্তা আপনাকে ডাকছেন।

(কোন কথা না বলে ভিতরে গেল ভারভারা মিখাইলভনা।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (ওর অনুসরণ করতে করতে)। কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, ভারিয়া...

কালেরিয়া (মৃদুকণ্ঠে)। যে লোক ভাবে সত্যের সন্ধান পেয়েছে আমার কাছে সে মৃতের সামিল। (চুপচাপ। সিগারেট খাচ্ছে শালিমভ।) বলুন তো জীবন আপনার কাছে বোঝা বলে ঠেকে?

শালিমভ। কখনো-সখনো বেশ ভারী মনে হয়।

কালেরিয়া। প্রায়ই?

শালিমভ। আনন্দ পাই না কখনো। এত কিছু দেখেছি, আনন্দ পাবার জো নেই। আর দিনকাল যা পড়েছে, আনন্দের অনুকূল নয়।

কালেরিয়া (শান্তভাবে)। মননশীল ব্যক্তি মাত্রেরই জীবন মহান নাটকের মত।

শালিমভ। সত্যি তাই। ভালো কথা...

কালেরিয়া। কী?

শালিমভ (উঠে পড়ে)। সত্যি বলুন তো, আমার গল্প কি আপনার ভালো লাগে?

কালেরিয়া (ব্যগ্রভাবে)। ভীষণ ভালো লাগে! বিশেষ করে আপনার একেবারে হালের লেখাগুলো! ওগুলো ততটা রিয়ালিস্টিক নয়, স্থূল রক্তমাংসের কথা কম আছে। বিষণ্ণতার পাতলা কুয়াশায় ওগুলো আচ্ছন্ন, সে বিষণ্ণতা মন ভরিয়ে দেয়, দিনশেষের মেঘ যেমন আচ্ছন্ন করে সূর্যকে। তাদের তারিফ করার ক্ষমতা খুব কম লোকের আছে, কিন্তু যারা পারে তারাই হল আপনার আসল গুণগ্রাহী।

শালিমভ (হেসে)। ধন্যবাদ। আপনি... ইয়ে... আপনি আপনার কবিতার কথা আমাকে বলছিলেন। আমাকে পড়ে শোনাবেন?

কালেরিয়া। শোনাব। পরে। (নীরব সম্মতিতে মাথা নোয়াল শালিমভ। চুপচাপ। ডান দিকে বন থেকে বেরিয়ে এসে ভ্লাস ও ইউলিয়া ফিলিপভনা পাইনগুলোর দিকে গেল। টেবিলের পাশে বসে কনুই টেবিলে রেখে ভ্লাস আপন মনে শিস দিতে লাগল। বাড়ির ভিতরে গেল ইউলিয়া ফিলিপভনা।) না, এখনি শোনাব?

শালিমভ। কী বললেন?

কালেরিয়া (বিষণ্ণ হাসি হেসে)। এরি মধ্যে ভুলে গেলেন? এত তাড়াতাড়ি!

শালিমভ (ভ্রূকুঞ্চিত করে)। কী হল — বলুন তো দেখি...

কালেরিয়া (উঠে পড়ে)। কবিতা পড়তে বলছিলেন আমাকে। এখনি পড়ব না কি?

শালিমভ (তাড়াতাড়ি)। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ুন। কী সুন্দর সন্ধ্যা? খুব ভালো হবে। কিন্তু আপনি ভুল বুঝেছেন: আমি ভুলি নি, চিন্তায় ডুবে ছিলাম বলে আপনার প্রশ্নটি ধরতে পারি নি।

কালেরিয়া (বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে)। আচ্ছা বেশ, কবিতাগুলো নিয়ে আসছি, কিন্তু ঠিক জানি যে আপনার ইনটেরেস্টিং লাগবে না।

শালিমভ (ওর দিকে তাকিয়ে)। বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই লাগবে।

(কালেরিয়া সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, শালিমভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ বেঁকাল।

ঘুরে তাকাতে ভ্লাসকে নজরে পড়ল। সুসলভের বাড়ির পথ হয়ে এল দুভয়েতচিয়ে ও সুসলভ। দুজনে চুপচাপ, মনে হচ্ছে দুজনে দুজনের উপরে চটেছে।)

শালিমভ (ভ্লাসকে)। দিবাস্বপ্ন দেখছেন?

ভ্লাস (রূঢ় না হয়ে)। শিস দিচ্ছি।

(বারান্দায় এল ওলগা আলেক্সেয়েভনা, রেলিঙের কাছে একটা বেতের চেয়ারে বসল, নিচু গলায় ওলগা আলেক্সেয়েভনা কী বলছে রিউমিনকে, সে পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে; বাসভ টেবিলের কাছে গিয়ে খাবারদাবার দেখল; ভারভারা মিখাইলভনা একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; জামিসলভ তার সামনের একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।)

বাসভ। সবাই এখানে? ভ্লাস? মারিয়া লভভনা?

ভ্লাস। আমি এখানে।

(গুনগুন করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ইউলিয়া ফিলিপভনা সিঁড়ির একটা ধাপে বসল।)

জামিসলভ। আমরা সবাই অত্যন্ত জটিল মানুষ, ভারভারা মিখাইলভনা।

বাসভ (রেলিং থেকে ঝুঁকে)। তুমি ওখানে, ইয়াকভ? বেশ।

জামিসলভ। আমাদের মনের গতি জটিল বলেই আমরা

বাছাই করা লোক, আমরা হলাম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। আর আপনি...

(দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জামিসলভের কথা শুনছে দুভয়েতচিয়ে। বক্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুসলভ, যেখানে শালিমভ ও ভ্লাস চুপ করে বসেছিল সেখানে গেল। ডান দিক থেকে, বন থেকে এল সনিয়া ও মারিয়া লভভনা।)

ভারভারা মিখাইলভনা (অস্থিরভাবে)। আমরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নই। আমরা হলাম সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। আমরা শুধু মরসুমী লোক... আসি আর যাই। আরামের নীড়ের খোঁজে আমরা এত ব্যস্ত যে কিছু পারি না, পারি শুধু কথা বলতে।

বাসভ (বিদ্রূপ করে)। নিজের তত্ত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ তুমি।

(নোটবই হাতে কালেরিয়া বেরিয়ে এল, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।)

ভারভারা মিখাইলভনা (তীব্র আবেগে)। আর আমাদের কথা মিথ্যেয় ভরা। মনের রিক্ততা ঢাকার জন্য সুন্দর-সুন্দর বুলিতে, সস্তা বইপড়া বিদ্যেয় নিজেদের সাজাই। সত্যিকার বাঁচি না আমরা, তবু জীবনের ট্র্যাজেডির কথা বলি, আর হাহুতাশ আর অনুযোগের আনন্দে হাবুডুবু খাই।

(বারান্দায় এল দুদাকভ, এমন জায়গায় দাঁড়াল যেখানে তার স্ত্রী তাকে দেখতে পায় না।)

রিউমিন (অস্থিরভাবে)। কথাটা ন্যায্য নয়। অভাব-অনুযোগের শ্রী আছে। লোকের শোক আর বিলাপের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করাটা নিষ্ঠুর, ভারভারা মিখাইলভনা।

ভারভারা মিখাইলভনা। বিলাপ শুনে শুনে পচে গিয়েছে। চুপ করে থাকার মত সাহসের সময় এসেছে আমাদের। ছোটখাটো দুঃখশোক নিয়ে ক্রমাগত কথা বলার অধিকার আমাদের নেই। যখন জীবন নিয়ে আমরা সুখী তখন কী করে চুপ থাকতে হয় আমরা সবাই বেশ ভালোভাবে জানি... জানি না? সবাই গোপনে নিজের সুখ চেখে চেখে দেখে, কিন্তু ছোটখাটো খোঁচা লাগলে, কষ্ট পেলে সবাই সেটা প্রকাশ্যে প্রত্যেককে দেখিয়ে বেড়ায়, ছাতে উঠে চলে হাহুতাশ। রান্নাঘরের এঁটো আবর্জনায় বাতাস বিষিয়ে দিই আমরা। ঠিক তেমনি ভাবে মনের আবর্জনা বাইরে ছড়াই। আমাদের বিলাপ আর হাহাকারের বিষে হাজার হাজার সুস্থ লোক যে মরে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের খোস পাঁচড়া সবাইকে দেখাবার অধিকার কে দিল?

(কিছুক্ষণ চুপচাপ।)

ভ্লাস (আস্তে আস্তে)। বেশ বলেছ, ভারিয়া!

দুভয়েতচিয়ে। অত্যন্ত সত্যি কথা। খাসা মেয়ে।

(কোন কথা না বলে ভারভারা মিখাইলভনার হাতে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল মারিয়া ল্‌ভভনা। পাশে দাঁড়িয়ে ভ্লাস ও সনিয়া। অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল রিউমিন।)

রিউমিন। একটা কথা। আমাকে বলতে দিন... শেষবার!

কালেরিয়া। চুপ করে থাকার মত সাহসের সময় এসেছে আমাদের।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (বাসভকে)। আজকাল ভারিয়া কী বেয়াড়া আর কর্কশভাবে না কথা বলে।

বাসভ। যেমন বলেছিল ধোপার গা...

(থেমে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে হাত দিয়ে মুখ চাপল। ভারভারা মিখাইলভনা এত উত্তেজিত যে কথাটা শুনতে পেল না, কিন্তু অন্য অনেকের কানে গেল। সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে হাসতে হাসতে পাইনগুলোর কাছে চলে গেল জামিসলভ। মৃদু হেসে শালিমভ ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। ভ্লাস ও সনিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল বাসভের দিকে। অন্যরা কিছু শোনে নি এমন ভান করল। কষ্টকর নিস্তব্ধতা। সুসলভ হেসে উঠে কাশল। কিছু একটা গড়বড় হয়েছে লক্ষ্য করে ভারভারা মিখাইলভনা উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে তাকাল।)

ভারভারা মিখাইলভনা। বেয়াড়া কিছু বলেছি না কি — অনুচিত কিছু? সবায়ের হাবভাব এমন অদ্ভুত কেন?

ভ্লাস (উচ্চকণ্ঠে)। রূঢ় কথা কিছু তুমি বলো নি।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (কিছু না-জানার ভাব করে)। কেন, কী আবার হল?

মারিয়া ল্‌ভভনা। থামো, ভ্লাস! (বাসভের বচনের জের ঘুরিয়ে দেবার জন্য কথা বলতে সুরু করল, কিন্তু বলতে বলতে বক্তব্যের বিষয়ে তার উদ্দীপনা গেল বেড়ে। শালিমভ, সুসলভ ও জামিসলভ ইচ্ছে করেই তার কথায় কান দিল না। দুদাকভ অনুমোদনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছে। সকৃতজ্ঞভাবে বাসভ মারিয়া ল্‌ভভনার দিকে তাকাল, অন্যদের ইসারা করে বলল শুনতে।) আমাদের অন্য রকম হওয়া উচিত, আমাদের প্রত্যেকের। আমরা হলাম তাদের সন্তান যারা রান্না করত, ধোপার পাট ছিল যাদের, সুস্থ মেহনতী মানুষের সন্তান আমরা, আমাদের হওয়া উচিত অন্য রকম। লেখাপড়া জানা রুশদের সঙ্গে জনসাধারণের রক্তের সম্পর্ক এর আগে

হয়নি কখনো। আমাদের স্বজনেরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অন্ধকারে আর আবর্জনায় হাড় ভাঙা খাটে, রক্তের সম্পর্ক আছে বলে আমাদের কায়মনে চাওয়া উচিত তাদের জীবন প্রসারিত করা; ঢেলে সাজা, আলোকিত করে তোলা। সেটার চেষ্টা করা চাই তাদের কৃপা করে নয়, দয়ার বশে নয়, করা উচিত আমাদের নিজেদের খাতিরে, অভিশপ্ত বিচ্ছিন্নতার হাত এড়াবার জন্য, যে গভীর গহ্বর থেকে তারা ওপরে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন আমরা ওদের শত্রু, ওদের মেহনতে বাঁচি, সে গহ্বর দূর করার জন্য। সবায়ের জন্য শ্রেয় জীবনের পথের খোঁজে ওরা পাঠিয়েছিল আমাদের; আমরা এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেলাম। আর নিজেদের গড়া এই বিচ্ছিন্নতায় আমাদের জীবন ভরে যায় উৎকণ্ঠায়, ভেঙে যায় নানা টানা পোড়েনে। আমাদের জীবনের আসল কথা হল তাই। কিন্তু দোষটা আমাদের, যে দুর্ভোগ নিজেদের ওপর আমরা টেনে এনেছি সেটা উচিত শাস্তি। আর ভারিয়া, তুমি যা বলেছ, বিলাপে আকাশ বিষোবার কোন অধিকার নেই আমাদের। (নিজের প্রয়াসে অবসন্ন হয়ে মারিয়া ল্ভভনা ভারভারা মিখাইলভনার পাশে বসে পড়ল। চুপচাপ।)

দুদাকভ (অন্যদের দিকে তাকিয়ে)। এই!.. এই হল কথা, খাঁটি কথা বলেছে!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। তুমি? এদিকে এসো তো।

শালিমভ (টুপি একটু তুলে)। যা বলার বলেছেন, মারিয়া ল্ভভনা?

মারিয়া ল্ভভনা। হ্যাঁ।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (স্বামীকে বারান্দার এক কোণে নিয়ে গিয়ে)। তুমি শুনেছ? বুঝেছিলে? বাসভটা অত্যন্ত বোকা!

দুদাকভ (নিম্নকণ্ঠে)। বাসভ কেন?

(বারান্দায় অনেকে নড়াচড়া করে উঠল। ভারভারা মিখাইলভনা তাকাল সবায়ের দিকে। বাসভের বেফাঁস কথা যে সবাই ভুলেছে সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নয়।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। শ্-শ্। ভারিয়া অনেক বিচ্ছিরি কথা শোনাতে ও ভারিয়াকে বলল ধোপার গাধা।

দুদাকভ। বাসভটা নিরেট মূর্খ। ওলগা, শোনো, আমি যখন বাড়ি থেকে আসছি...

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। দাঁড়াও, কালেরিয়া ওর কবিতা শোনাবে। কিন্তু বেশ করেছে বাসভ, আমি খুসি হয়েছি। হালে ভারিয়ার জাঁক বেড়েছে ভয়ানক।

(রিউমিন মনমরা হয়ে বারান্দা থেকে নেমে পায়চারি করতে লাগল।)

শালিমভ। শুনুন সবাই! কালেরিয়া ভাসিলিয়েভনা অনুগ্রহ করে তাঁর কবিতা পড়ে শোনাতে রাজী হয়েছেন।

বাসভ। বেশ, বেশ। সুরু করে দাও বোনটি।

কালেরিয়া (সলজ্জভাবে)। যদি তোমরা চাও।

শালিমভ। চেয়ারটা নিন।

কালেরিয়া। না, ধন্যবাদ। ভারিয়া, আমার কবিতায় হঠাৎ সবার আগ্রহের কারণটা বলতে পারো? আমি অভিভূত বনে গিয়েছি।

ভারভারা মিখাইলভনা। বলতে পারি না। কেউ হয়ত কোন অসমীচীন মন্তব্য করেছে, আর সেটা চাপা দেবার জন্য সবাই ব্যস্ত।

কালেরিয়া। তাহলে সুরু করি। তোমার কথার দশা আমার কবিতাগুলোরও কপালে আছে ভারিয়া। জীবনের পাঁক সবকিছু শুষে নেয়...

পাণ্ডুর পূত বরফকুচি
উড়ে উড়ে পড়ছে,
হিম কুঞ্জ থেকে হেমন্তের হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত
ঝরা ছোট ফুলের মত।

আলতোভাবে তারা জমছে
রুগ্ন পৃথিবীর গায়ে চাদর যেন,
নবজাতের মত নিষ্পাপ শুভ্রতায় ঢাকছে
পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত।

ঝোপঝাড় আর গাছ নিষ্প্রাণ,
দিনরাত্রির সাড়া নেই কোন,
শীতে জমাট মহাশূন্য থেকে
নিঃশব্দে পড়ছে পাণ্ডুর বরফকুচি।

(চুপ করল সবাই, তাকাল কালেরিয়ার দিকে
যেন আরো কিছুর প্রতীক্ষায়।)

শালিমভ। চমৎকার!

রিউমিন (ভাবতে ভাবতে)।

হিম কুঞ্জ থেকে হেমন্তের হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত
ঝরা ছোট ফুলের মত।

ভ্লাস (অধীরভাবে)। আমিও কবিতা লিখি; আমিও পড়ে শোনাতে চাই!

দুভয়েতচিয়ে (হাসতে হাসতে)। শোনা যাক!

শালিমভ। প্রতিযোগিতাটা ইনটেরেস্টিং।

ভারভারা মিখাইলভনা। তুমি পড়বেই, ভ্লাস?

জামিসলভ। মজার কবিতা হলে পড়তেই হবে ওঁকে।

মারিয়া ল্ভভনা। নিজের ধর্ম কখনো ভুলবে না, সেটা মনে রেখো লক্ষ্মীটি।

(ভ্লাসের উত্তেজিত মুখে সবায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ। নিস্তব্ধতা।)

ভ্লাস। আবর্জনার মত কবিতায় কত সহজে লোকজনের মন ভরিয়ে দেওয়া যায় সেটা আপনাদের দেখাতে চাই। (পরিষ্কারভাবে, সজোরে):

ছিচকাঁদুনে ক্ষুদে যত লোক
ডরে উঠে ঝড়ঝাপটায়
জীবনকে এড়াবার ধান্দায়
ঘোরে দুনিয়ায়।

বিবস কাপুরুষ, মিথ্যাচারী লোক,
বুক ভরা শুধু ছিচকাঁদুনিতে,
তারা ভাবে সুখ পাবে মাগনায়,
চায় তারা আবাম, তৃপ্তি, বিশ্রাম।

গালভরা ফাঁকা নানা বুলি,
চুরিকরা অসার চিন্তা,
ছিচকাঁদুনে ক্ষুদে যত লোক,
জীবনের কিনারায় আস্তে
আস্তে গুঁড়ি মারছে তারা।

(কবিতাপাঠ শেষ করে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ভ্লাস, একে একে তাকাল শালিমভ, রিউমিন ও সুসলভের দিকে। সবাই চুপচাপ। প্রত্যেকের অস্বস্তি লাগছে। আস্তে আস্তে সিগারেট ধরাল শালিমভ। সুসলভ উত্তেজিত। মারিয়া ল্ভভনা ও ভারভারা মিখাইলভনা কীসের ভয়ে যেন ভ্লাসের কাছে গেল।)

দুদাকভ (শান্ত ও স্পষ্টভাবে)। অত্যন্ত উপযোগী বটে। একেবারে লক্ষ্যভেদী বলতে হবে।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বাহবা! এরকম জিনিস আমার মনের মত!

দ্ভয়েতাচিয়ে। গালে ছোট্ট খাসা একটা চড়, তা না হয়ে যায় না!

কালেরিয়া। স্থূল আর বিদ্বেষে ভরা। ওতে ভালো লাগার কী আছে ওঁর?

জামিসলভ। মজার নয় মোটেই, একেবারে নয়।

শালিমভ। তোমার ভালো লেগেছে, সের্গেই?

বাসভ। আমার? জানি না। মানে ছন্দটা কাঁচা, কিন্তু হাসির কবিতার টুকরো হিসেবে...

জামিসলভ। ঠাট্টা হিসেবে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর।

ইউলিয়া ফিলিপভনা (শালিমভকে)। ভান করায় আপনি অত্যন্ত ওস্তাদ!

সুসলভ (আক্রোশের সঙ্গে)। আপনার সেই ছিচকাঁদুনে ক্ষুদে লোকদের একজন আমি... আমাকে অনুমতি দিন জবাব দিতে ওটার... ওটার... আমি দুঃখিত, কিন্তু ওটাকে কী নামে ডাকব জানি না। কিন্তু ভ্লাস মিখাইলভিচ, আপনাকে জবাব আমি দেব না। জবাব দেব আপনার প্রেরণার উৎস যিনি তাঁকে, মারিয়া ল্ভভনাকে!

ভ্লাস। তার মানে? কী বলছেন ভেবে দেখবেন!

মারিয়া ল্ভভনা (গর্বিতভাবে)। আমাকে? অত্যন্ত বিচিত্র বটে। কিন্তু বলে ফেলুন।

সুসলভ। এই কবিটির অধিষ্ঠাত্রী আপনার কাছে বিচিত্র নয়, সেটা জানি।

ভ্লাস। ইতরামি করবেন না!

ইউলিয়া ফিলিপভনা (মৃদুকণ্ঠে)। আর কিছু করতে ও জানে না।

সুসলভ। বাধা দেবেন না... কথাটা শেষ করি, তারপর

কথার জবাবদিহি দেব। মারিয়া ল্‌ভভনা, আপনি হলেন যাকে বলে উচ্চ আদর্শের লোক। কী একটা রহস্যময় উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন... উদ্দেশ্যটা মহান হতে পারে, এমন কি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হতে পারে... বলতে পারি না আমি। কিন্তু স্পষ্টত আপনি মনে করেন যে অন্যের কার্যকলাপ তুচ্ছ ভাবে দেখার অধিকার আপনার আছে।

মারিয়া ল্‌ভভনা (শান্তভাবে)। কথাটা ঠিক নয়।

সুসলভ। আপনি সক্কলের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, লোকের কী ভাবে চলা উচিত শেখাতে চান। অন্যদের বিচার করার জন্য এই ছোকরাটিকে উস্কিয়ে দিয়েছেন...

ভলাস। আজে-বাজে কী বকছেন?

সুসলভ (আক্রোশে)। ধৈর্য ধরুন, যুবক! আপনার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অনেক দিন সহ্য করেছি!.. আমি এই বলতে চাই, মাননীয়া মারিয়া ল্‌ভভনা, যেভাবে থাকা আমাদের উচিত ভাবেন সেভাবে যদি না থাকি তার যথেষ্ট কারণ আছে! ছেলেবেলায় আমরা অনেকদিন না খেয়ে থেকেছি, সয়েছি অনেক কিছু। বড়ো হয়ে যে খেয়েদেয়ে প্রাণভরে ফুর্তি করে থাকতে চাইব, অতীতের যত ক্ষিধে আর দুর্ভোগ পুষিয়ে নিতে চাইব, সেটা স্বাভাবিক।

শালিমভ (কঠিন সুরে)। 'আমরা' বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

সুসলভ (তীব্রতরভাবে)। আমরা? আপনি, আমি, ও, আমরা সবাই। হ্যাঁ, আমরা সবাই গরীবের ছেলে। আমরা সবাই শৈশবে খেটেছি, না খেয়ে থেকেছি... আর এখন বয়স হয়েছে, খেয়ে পড়ে তাই বিশ্রাম নিতে চাই, জীবনকে নিতে চাই সহজভাবে — এটাই হল আমাদের মনস্তত্ত্ব। আপনার সেটা পছন্দ না হতে পারে, মারিয়া ল্‌ভভনা, কিন্তু এটা স্বাভাবিক, আমাদের কাছ থেকে অন্য কিছু আশা করা যায়

না। আমাদের মানবপ্রকৃতি হল প্রথম কথা, মারিয়া ল্ভভনা, আর তারপর হল বাইরের রঙচঙ আর চটক। আর তাই বলছি... ক্ষেমা দিন আমাদের! দিবারাত্রি আমাদের বকে, অন্যদের দিয়ে বকুনি খাইয়ে, আমাদের কাপুরুষ আর আলসে বলে আপনি বুঝি ভাবছেন আমাদের সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন মানুষে পরিণত করবেন? না! আমাদের একজনও...

দুদাকভ। কী সস্তা কথা! বক্তৃতাটা শেষ করলে হয় না?

সুসলভ (আগের চেয়ে অনেক তীব্রভাবে)। আর আমি, আমি ছোকরা নই, বলা ভালো, মারিয়া ল্ভভনা, আমাকে শেখাবার চেষ্টা করাটা অর্থহীন। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমি হলাম সাধারণ রুশ, তার মানে সাধারণ রুশ মধ্যবিত্ত তার বেশী কিছু নয়! আমি তাই, আর হতে চাই তাই। তাই হতে ভালো লাগে, যদি শুনতে চান... আপনার বক্তৃতা আর হিতোপদেশ, আপনার সব উচ্চ আদর্শ সত্ত্বেও নিজের মর্জিমত থাকার অভিলাষ আছে আমার!

(মাথায় সজোরে টুপিটা চাপিয়ে সুসলভ দ্রুত পায়ে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। সবাই বিচলিত। জামিসলভ, বাসভ ও শালিমভ একপাশে সরে গিয়ে উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করতে লাগল। ভারভারা মিখাইলভনা ও মারিয়া ল্ভভনা দাঁড়িয়ে রইল একত্রে। ইউলিয়া ফিলিপভনা, দ্ভয়েতচিয়ে, দুদাকভ ও তার স্ত্রী আর একটি দল হল। সবায়ের অশান্তি। মনমরা কালেরিয়া পাইনগাছের নিচে একলা দাঁড়িয়ে। দ্রুত পায়চারি করছে রিউমিন।

ভ্লাস (মাথা চেপে এক দিকে চলে যেতে যেতে)। হে ভগবান! মরতে কেন ওটা করতে গেলাম!

(ওর কাছে গিয়ে সনিয়া কী যেন বলল।)

মারিয়া ল্‌ভভনা। হিস্টিরিয়ার খিঁচুনি। একমাত্র মাথা খারাপ হলেই লোকে এমন ব্যবহার করে।

রিউমিন (মারিয়া ল্‌ভভনাকে)। সত্য কথন কী ভয়াবহ জিনিস এখন বুঝতে পারছেন তো?

ভারভারা মিখাইলভনা। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার!

দ্‌ভয়েতচিয়ে (ইউলিয়া ফিলিপভনাকে)। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না... কিস্‌সু না!

ইউলিয়া ফিলিপভনা। মারিয়া ল্‌ভভনা, ও কি আপনার মনে ব্যথা দিয়েছে?

মারিয়া ল্‌ভভনা। আমাকে? না, না। নিজেকে দিয়েছে!

দ্‌ভয়েতচিয়ে। গতিক চমৎকার বলতে হবে, বন্ধুগণ! চমৎকার গতিক!

দুদাকভ (স্ত্রীকে)। এক মিনিট... (দ্‌ভয়েতচিয়েকে) বিষফোঁড়া একটা ফাটল। অন্তরে বিষফোঁড়া। আমাদের যে-কারুর ওরকমটা হতে পারে। (হাত নেড়ে উত্তেজনায় তোতলাতে লাগল, বেশী বলতে পারল না আর।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। নিকোলাই পেত্রভিচ...

জামিসলভ (কাছে এসে)। আপনি কি বিচলিত বোধ করছেন?

ইউলিয়া ফিলিপভনা। একটুও না। কিন্তু এখানে থাকতে আর মন চাইছে না। আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলুন।

জামিসলভ। বোকার মত ব্যাপার, তাই না? দুঃখের কথা। কর্তা আমাদের তাক লাগাবার জন্য এমন একটা লোভনীয় জিনিস তৈরী করে রেখেছিলেন।

ইউলিয়া ফিলিপভনা। যথেষ্ট হয়েছে।

(দুজনে চলে গেল।)

শালিমভ (কালেরিয়ার কাছে গিয়ে)। কেমন লাগল ব্যাপারটা?

কালেরিয়া। ভয়াবহ! জলার পাঁক উঠে আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে যেন — দম বন্ধ করে দিচ্ছে!..

(বাসভ ভ্লাসের কাছে গিয়ে তার হাত ধরল।)

ভ্লাস। কী চান?

বাসভ (একপাশে নিয়ে যেতে যেতে)। একটা কথা আছে।

রিউমিন (উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভারভারা মিখাইলভনার কাছে গিয়ে)। মধ্যবিত্ত পিত্তের এই বিকারোচ্ছ্বাসে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি, কোন হুঁস নেই, ভারভারা মিখাইলভনা। চললাম। বিদায়। আপনাকে শুধু বিদায় জানাতে এসেছিলাম। একসঙ্গে শান্ত সন্ধ্যা একটি কাটাতে ভীষণভাবে চেয়েছিলাম — শেষ সন্ধ্যা আমার! চিরদিনের মত চললাম। বিদায়!

ভারভারা মিখাইলভনা (রিউমিনের কথা না শুনে)। কী ভাবছি জানেন? সুসলভ হয়ত আপনাদের সকলের চেয়ে সৎ। ঠাট্টা করছি না। কথাটা উনি বললেন অভব্যের মত, কিন্তু যা বললেন তিক্ত সত্য সেটা, সেটা বলার সাহস আর কারও নেই!

রিউমিন (ব্যাহত হয়ে)। শুধু এই বলছেন? আপনার বিদায়জ্ঞাপন তাহলে এই! হে ভগবান! (স্টেজের পিছনের দিকে চলে গেল।)

বাসভ (ভ্লাসকে)। বেশ, বেশ, আজ বেশ মুরোদ দেখালে বটে, ছোকরা! এখন কী করা যায়? আমার বোনকে অপমান করেছ, ইয়াকভকেও, ও আবার লেখক, যাকে বলে নামডাকওয়ালা লেখক। সুসলভকে অপমান করেছ। আর রিউমিনকে। মাপ চাইতে হবে তোমাকে।

ভ্লাস। কী? মাপ চাইব আমি? ওদের কাছে?

বাসভ। ব্যাপারটা এত সিরিয়াসলি নিও না। শুধু বলো যে একটু মজা করতে চেয়েছিলে, মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। ওরা তোমাকে মাপ করবে — তোমার নানা প্যাঁচে ওরা অভ্যস্ত — সবাই জানে তুমি ছিটগ্রস্ত।

ভ্লাস (চীৎকার করে)। জাহান্নমে যান! ছিটগ্রস্ত হলেন আপনি! আপনি হলেন সং, আর কিছু না!

সনিয়া। দোহাই বাপু! আস্তে কথা বললে হয় না!

ভারভারা মিখাইলভনা। ভ্লাস, কী বলছ তুমি?

মারিয়া ল্‌ভভনা। আমাদের সবাইকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। চলে যাও, ভ্লাস, চলে যাও, বাছা।

বাসভ। এত সহজ নয়। এবারে আমাকে অপমান করেছে।

ভারভারা মিখাইলভনা। থামো, সের্গেই। ভ্লাস!

বাসভ। আমাকে সং বলার জন্য উচিত শিক্ষা দেব ওকে।

ভ্লাস। বোনকে সম্মান করি বলে শুধু আপনাকে বলতে পারি না...

ভারভারা মিখাইলভনা। ভ্লাস! আর একটিও কথা নয়!..

(কাছে এল কালেরিয়া।)

সাশা (ভারভারা মিখাইলভনাকে)। খাবার দেব কি?

ভারভারা মিখাইলভনা। যাও এখান থেকে!

সাশা (দ্‌ভয়েতচিয়েকে নিচু গলায়)। খাবার দিলে ভালো হবে। টেবিলে খাবার দেখলে কর্তার রাগ পড়ে যাবে।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ভাগো এখান থেকে! ভাগো!

বাসভ (ভ্লাসকে)। তোমাকে দেখাব আমি! (হঠাৎ চেঁচিয়ে) ভুঁইফোঁড় ছোঁড়া!

কালেরিয়া। সের্গেই, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে না কি?

বাসভ। বেটা ভুঁইফোঁড়, আর কিছু নয়!

শালিমভ (বাসভের হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগল। সাশা অনুসরণ করল ওদের)। ছাড়ান দাও।

মারিয়া ল্‌ভভনা। ভ্লাস মিখাইলভিচ! কেন এটা করলেন?

ভ্লাস। দোষটা আমার? আমার?

সাশা। খাবার দেব, সের্গেই ভাসিলিয়েভিচ?

বাসভ। ভাগো হিঁয়াসে! আমি কেউ না — নিজের বাড়িতে কেউ না!.. (বাড়ির ভিতরে গেল।)

মারিয়া ল্‌ভভনা (সনিয়াকে)। ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। (ভ্লাসকে।) যান, ভ্লাস।

ভ্লাস। আমাকে মাপ করুন। আর দিদি, তুমিও ক্ষমা করো। আমারি দোষ। বেচারী দিদি! এ জায়গাটা ছাড়ো। অন্য কোথাও চলে যাও।

ভারভারা মিখাইলভনা (আস্তে আস্তে)। কোথায় যাব?

দ্‌ভয়েতচিয়ে। আমাদের সঙ্গে। দারুণ জমবে তাহলে। (ওর কথা কারও কানে গেল না। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও ফিরে সুসলভের বাড়ির রাস্তা ধরে চলে গেল।)

মারিয়া ল্‌ভভনা। ভারিয়া, আপনিও চলুন আমাদের বাড়িতে।

ভারভারা মিখাইলভনা। যাব... পরে। ভ্লাস... আমি আসছি।

(বাড়ির ভিতরে গেল ভারভারা মিখাইলভনা। তার অনুসরণ করল মারিয়া ল্‌ভভনা। ভ্লাস ও সনিয়া বনের ভিতরে গেল। কালেরিয়া একেবারে ভেঙে পড়েছে, স্খলিত পায়ে বাড়ির ভিতরে গেল।)

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কী দৃশ্যরে বাবা! আর কেউ ভাবেনি এমনটা হবে! কেমন করে ঘটল বুঝতে পেরেছ, কিরিল!

দুদাকভ। আমি? ও, হ্যাঁ। আমরা এ-ওকে দুচক্ষে যে দেখতে পারব না একদিন সেটা অবধারিত ছিল। ভ্লাস একেবারে আঁতে ঘা দিয়েছে, ওলগা। কিন্তু তোমার বাড়ি যাবার সময় হয়েছে।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। দাঁড়াও। ব্যাপারটা বেজায় উত্তেজনার। কিছু একটা ঘটবে হয়ত।

দুদাকভ। ছি, ওলগা! তাছাড়া সত্যি বাড়ি যাবার সময় হয়েছে... বাচ্চাগুলো কেঁদে ককিয়ে মরছে। ভোলকা ঝিকে উদ্দেশ্য করে চিলের মত চেঁচাচ্ছিল আর ঝি চটে গিয়েছে। ভোলকা বলল ঝি ওর কান মলে দিয়েছে। এক কথায়, হট্টগোল বেধে গিয়েছে। বাড়ি যাওয়া উচিত তোমার অনেকক্ষণ আগেই বলেছি।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। না, বলো নি। একবারও বলো নি।

দুদাকভ। বলেছি। ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, বাসভের সম্বন্ধে তুমি কী একটা বললে, সে সময়ে বলেছিলাম, মনে নেই?

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। একটা কথাও বলো নি, ঘুণাক্ষরেও বলো নি!

দুদাকভ। কেন যে তর্ক করছ বুঝি না। স্পষ্ট মনে আছে বললাম, বাড়ি চলে যাও!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। আমায় তুমি বললে ঐ কথা — বাড়ি চলে যাও! কক্ষনো না। ওকথা লোকে বলে শুধু চাকরবাকর আর বাচ্চাদের।

দুদাকভ। ওলগা, বেজায় ঝগড়ুটে তুমি!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কিরিল, তুমি কথা দিয়েছিলে মেজাজ দেখাবে না!

দুদাকভ (লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যেতে যেতে)। ধুত্তোর ছাই! আহাম্মকী! একেবারে মেয়েলী!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (পিছু ধাওয়া করে)। কী বললে, আহাম্মকী? মেয়েলী? (সজল চোখে) যা বললে তার জন্য ধন্যবাদ।

(বনে অদৃশ্য হয়ে গেল দুজন। কয়েক মুহূর্ত স্টেজ খালি। অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল। বারান্দায় এল বাসভ ও শালিমভ।)

শালিমভ। একটু দার্শনিক গোছের হওয়া উচিত তোমার, বন্ধু। ছোটখাটো ব্যাপারে এমন আত্মহারা হওয়াটা বোকামী।

বাসভ। ভুঁইফোঁড় বেটা! ছোট মুখে বড়ো কথা! কিন্তু আশা করি তুমি চটো নি, চটেছ না কি?

শালিমভ। এরকম ব্যাপারের মুখোমুখি আমাদের প্রায়ই হতে হয়... চুটকী কাগজে ব্যর্থ কবির লেখা গোটা কয়েক লাইন, কিন্তু সেগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

(বারান্দা থেকে নেমে দুজনে পাইনগাছের নিচে দাঁড়াল। ওদের কাছে দ্রুতপায়ে এল সুসলভ।)

সুসলভ। সের্গেই ভাসিলিয়েভিচ! আমি ফিরে এলাম এই জন্য যে... আমি জানি তোমার কাছে মাফ চাওয়া উচিত... (শালিমভকে) আপনার কাছেও, কিন্তু আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মারিয়া ল্ভভনাকে দেখলে আমার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়, ওকে আর ওর মত লোকদের দুচক্ষে দেখতে পারি না আমি। ওর মুখ, ওর কথা বলার ধরন, ওর সবকিছু আমার অসহ্য।

বাসভ। তোমাকে বুঝি, বন্ধু। পুরোপুরি বুঝি। বুদ্ধিবিবেচনা দেখানো লোকের উচিত।

শালিমভ (বিরসস্বরে)। আপনি মাত্রা ছাড়িয়েছিলেন...

বাসভ (তাড়াতাড়ি)। তাতে কী হয়েছে? ও যা বলেছে তার প্রত্যেকটায় আমার সায় আছে। ওর জায়গায় হলে আমি মারিয়া ল্ভভনাকে বলতাম...

সুসলভ। ব্যাপারটা হল এই যে সব মেয়েই অভিনেত্রী! রুশ মেয়েদের বেশীর ভাগ হল বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেত্রী। ওরা নিজেদের নায়িকা বানাতে ভালোবাসে...

বাসভ। হুঁ, মেয়েদের কথা। ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলা বেজায় শক্ত!

(ভারভারা মিখাইলভনা ও মারিয়া ল্ভভনা বারান্দায় এল।)

শালিমভ। আমরা নিজেরাই সেটাকে কঠিন করে তুলি। আমাদের কর্তব্য ওদের নীচু জাতি হিসেবে দেখা।

বাসভ (যেন অন্য কারুর চিন্তা প্রকাশ করছে)। খাঁটি কথা। ঠিক বলেছ, বন্ধু! আমাদের চেয়ে মেয়েরা জানোয়ারদের কাছাকাছি। আর আমাদের ইচ্ছাশক্তির বশে ওদের আনতে গেলে, আমাদের হতে হবে অত্যন্ত নির্মম অথচ অমায়িক।

(ডান দিকে বনে বন্দুকের শব্দ। কিন্তু সেটা কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করল না।)

সুসলভ। না, আমাদের দরকার ওদের গর্ভিণী করে রাখা, তাহলে আমাদের মর্জিমত থাকতে হবে ওদের।

ভারভারা মিখাইলভনা (মৃদুকণ্ঠে কিন্তু জোর দিয়ে)। কী জঘন্য!

মারিয়া ল্ভভনা। হে ভগবান, কী অধঃপতন! চলে আসুন, ভারিয়া!

(মুখের কাছে হাত এনে কাশতে কাশতে সরে গেল সুসলভ।)

বাসভ (স্ত্রীর কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে)। থাক্, থাক্, পিওতর — তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলছ...

ভারভারা মিখাইলভনা (শালিমভকে)। আর আপনি! আপনি!

শালিমভ (টুপি খুলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে)। আমি, দেখতেই পারছেন।

মারিয়া ল্‌ভভনা। চলে আসুন, ভারিয়া, তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

(ওকে টেনে নিয়ে গেল। ওদের যাওয়া সন্ত্রস্তভাবে দেখল বাসভ।)

বাসভ। ধুত্তোর... সব কথা ওরা শুনেছে নিশ্চয়!

শালিমভ (একটু হেসে)। খাসা দোস্ত বটে, দেখালে তুমি!

বাসভ (বিরক্ত, বিচলিতভাবে)। ওর কী হয়েছিল কে জানে — বেটা জানোয়ার! ওধরনের কথা যেখানে-সেখানে বলা যায় না!

শালিমভ (নীরসসুরে)। কাল আমি যাচ্ছি। এখানটা স্যাঁতসেঁতে আর কনকনে লাগছে। চলো ভেতরে যাই।

বাসভ (বেজারভাবে)। ওখানে গিয়ে কালেরিয়া কাঁদছে নিশ্চয়ই দেখবে।

(ওরা ভিতরে গেল। কোন শব্দ নেই। বাড়ির পিছন থেকে এল পুস্তবাইকা ও ক্রপিলকিন, গরম জামাকাপড় গায়ে, হাতে হুইশ্‌ল্ আর ঝুমঝুমি। সুসলভের বাড়িতে পিয়ানোতে কে যেন দু' একটা গৎ বাজাল, তারপর ইউলিয়া ফিলিপভনা ও জামিসলভ একসঙ্গে গাইল।)

পুস্তবাইকা। ও পথে নিজের চেহারাটা দেখাও, আমি এ পথে নিজের বদন দেখাই, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে স্তেপানিদার কাছে চা খাওয়া যাবে।

ক্রাপিলকিন। বড্ড তাড়াতাড়ি এসেছি; কেউ ঘুমোয়নি এখনো।

পুস্তবাইকা। চেহারা দেখানো নিয়ে কথা, আর কিছু নয়। চলো।

ক্রাপিলকিন (বাঁ দিকে চলে যেতে যেতে)। এই চল্লেম, হরি হে দীনবন্ধু!

পুস্তবাইকা। কী জঞ্জালটাই না ফেলে গিয়েছে শালারা! যেন পিকনিক করতে আসে মরসুমী লোকগুলো, এসে জায়গাটা নোংরা করে চলে যায়, আর ঝাড়পোঁচটা করতে হয় আমাদের...

(অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হুইশল আর ঝুমঝুমি দিয়ে জোরে জোরে শব্দ করল সে। প্রত্যুত্তরে শিস দিল ক্রাপিলকিন। চলে গেল পুস্তবাইকা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কালেরিয়া বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে পাইনগাছের তলায় বসল। গানের সুরে গুনগুন করছে সে, তালে তালে মাথা নাড়ছে। ডান দিকের বন থেকে শোনা গেল পুস্তবাইকার গলা।)

পুস্তবাইকা (সন্ত্রস্ত হয়ে)। কে আপনি? এটা কী? হায় ভগবান!

(সচকিত মুখে কান পাতল কালেরিয়া।)

পুস্তবাইকা (রিউমিনকে ধরে এনে)। আপনি কি বাসভদের ওখানে যেতে চান?

কালেরিয়া। সেগেই! সেগেই!

রিউমিন। ডাক্তার!.. ডাক্তার ডাকুন!

কালোরিয়া। পাভেল সের্গেয়েভিচ! আপনি? কী হয়েছে? কী হয়েছে ওঁর?

পুস্তবাইকা। আমি পথ ধরে গেনু, আর দেখলুম উনি হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে আসতেছেন। বললেন চোট লেগেছে...

কালোরিয়া। চোট লেগেছে? সের্গেই, মারিয়া ল্‌ভভনার কাছে যাও! ওঁর ডাক্তার দরকার, শীগগির!..

বাসভ (বাড়ি থেকে দৌড়িয়ে এসে)। কী হয়েছে? কী ঘটেছে?

রিউমিন। আমাকে মাপ করুন।

কালোরিয়া। কে আপনাকে জখম করেছে?

পুস্তবাইকা (বিড়বিড় করে)। এখানে ওঁকে কে আবার জখম করবে? নিজেই দিয়েছেন। এই তো অস্তরটা। (কোটের বুক থেকে একটা রিভলভার বের করে প্রশান্তভাবে সেটা নিরীক্ষণ করে দেখল।)

বাসভ। আপনি? ভেবেছিলাম জামিসলভ। ভেবেছিলাম পিওতর ওকে... (ডাকতে ডাকতে দৌড়িয়ে চলে গেল।) মারিয়া ল্‌ভভনা!

শালিমভ (কম্বল গায়ে)। কী হল? কিছু ঘটেছে না কি?

কালোরিয়া। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?

রিউমিন। আমি লজ্জিত, ভীষণ লজ্জিত।

শালিমভ। ভয়ের কারণ নেই হয়ত?

রিউমিন। এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলুন। আমি চাই না উনি আমাকে দেখেন। আমাকে নিয়ে যান, দোহাই আপনাদের।

কালেরিয়া (শালিমভকে)। যান তো... ডাক্তারকে নিয়ে আসুন...

(শালিমভ তাড়াতাড়ি সুসলভের বাড়িতে গেল। ছুটোছুটির শব্দ, উত্তেজিত চীৎকার। মারিয়া ল্‌ভভনা, ভারভারা মিখাইলভনা, সনিয়া ও ভ্লাস এল।)

মারিয়া ল্‌ভভনা। আপনি? সনিয়া, হাত লাগা তো। ওঁর জ্যাকেটটা খুলে ফেল। আস্তে আস্তে, উত্তেজিত হোস না।

ভারভারা মিখাইলভনা। পাভেল সের্গেয়েভিচ...

রিউমিন। ক্ষমা করুন। ভেবেছিলাম একেবারে শেষ করে দেব, কিন্তু হৃৎপিণ্ড ছোট হলে, বেশ জোরে কাজ করলে ব্যাপারটা অত সহজে হয় না।

ভারভারা মিখাইলভনা। কিন্তু কেন? কেন?

কালেরিয়া (রিউমিনকে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত)। কী নিষ্ঠুর আপনি! (নিজেকে সামলে নিয়ে।) কী বলছি! মাপ করুন।

ভ্লাস (কালেরিয়াকে)। যান আপনি, এধরনের জিনিস দেখা উচিত নয় আপনার। যান!

ভ্লাস পাইনগাছগুলোর দিকে চলে গেল। সুসলভের সঙ্গে ছুটে এল দ্‌ভয়েতচিয়ে, মাথায় টুপি নেই, গায়ে জ্যাকেট ছাড়া ভেস্ট, কাঁধে ঝোলানো একটা কোট, ওদের পিছনে পিছনে এল জামিসলভ, ইউলিয়া ফিলিপভনা, দুদাকভ, ওলগা আলেক্সেয়েভনা; দুদাকভ উস্কোখুস্কো খিটখিটে, তার স্ত্রী বিনীত ও ভীত।)

মারিয়া ল্‌ভভনা। এইখানে লেগেছে; আমার মনে হয় না এমন কিছু একটা।

রিউমিন। লোকজন এসে পড়ছে। ভারভারা মিখাইলভনা, আপনার হাতটা দিন।

ভারভারা মিখাইলভনা। কিন্তু কেন?

রিউমিন। আপনাকে ভালোবাসি। আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না।

ভলাস (দাঁতে দাঁত চেপে)। জাহান্নমে যাও তুমি ও তোমার প্রেম!

কালেরিয়া (জোরে ফিস্‌ফিস করে)। কী করে কথাটা বললেন আপনি, মড়ার ওপর খাড়ার ঘা দেবার সাহস কী করে আপনার হয়!

মারিয়া ল্‌ভভনা (ভারভারা মিখাইলভনাকে)। আপনি চলে যান। (রিউমিনকে) আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই, সামান্য চোট লেগেছে। এই যে আর একজন ডাক্তার এসেছেন।

দুদাকভ। ব্যাপারটা কি? বন্দুকের গুলি লেগেছে? কাঁধে! কাঁধে গুলি করে লাভটা কী? যদি সত্যিই মরতে চান তাহলে বুকের বাঁ দিকে কিম্বা রগে গুলি করা দরকার।

মারিয়া ল্‌ভভনা। কী বলছেন ভেবে দেখুন, কিরিল আকিমভিচ!

দুদাকভ। তাই তো। মাপ করুন। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন? বেশ। এবার ভিতরে নিয়ে যান...

বাসভ। আমাদের ওখানে। আমাদের বাড়িতে, কী বলো, ভারিয়া?

রিউমিন। আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না। হেঁটে যেতে পারব।

দুদাকভ। পারবেন? বেশ।

রিউমিন (স্খলিত পায়ে যেতে যেতে, বাসভ ও সুসলভ

তাকে ধরে আছে)। নিজের জীবনটা যাচ্ছেতাই করেছিলাম, ভালোভাবে মরতেও পারলাম না। কর্ণার পাত্র।

(ওকে ওরা বাড়িতে নিয়ে গেল। সঙ্গে গেল দ্দাকভ।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা। কথাটা ঠিক বলেছেন উনি।

জামিসলভ (বিরসভাবে)। লজ্জাকর প্রহসন!

প্স্তবাইকা (দ্‌ভয়েতচিয়েকে)। ওঁকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি।

দ্‌ভয়েতচিয়ে। ভালো। বেশ ভালো করেছ!

প্স্তবাইকা। এত যে কষ্ট করলাম, ভদকার জন্য কিছ্ পাব না?

দ্‌ভয়েতচিয়ে (ভৎর্সনার স্রে)। তোমার কোন অন্ভূতি নেই দেখছি! (একটি টাকা দিল।)

প্স্তবাইকা। সেলাম।

কালেরিয়া (ভারভারা মিখাইলভনাকে)। উনি কি মারা যাবেন? আমারি মারা যাওয়া উচিত ছিল, তাই না, ভারিয়া?..

ভারভারা মিখাইলভনা। চুপ... ওরকম কথা বোলো না! (হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত) কী জঘন্য জীব আমরা সবাই। কেন, কেন বলো তো?

শালিমভ (মারিয়া ল্‌ভভনাকে)। চোটটা কি বিপজ্জনক?

মারিয়া ল্‌ভভনা। না...

শালিমভ। ঘটনাটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। ভারভারা মিখাইলভনা, শ্ন্ন...

ভারভারা মিখাইলভনা (চমকে উঠে)। কী?

শালিমভ। কিছ্ক্ষণ আগে আপনি আমাকে বলতে শ্নোছলেন...

(বাসভ, স্সলভ ও দ্দাকভ এল।)

বাসভ। ওকে শুইয়ে দিয়েছি।

ভারভারা মিখাইলভনা। আমাকে রেহাই দিন! বিশ্বাস করি না... শুনতে চাই না কোনো ব্যাখ্যা! আপনাদের সবাইকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি! আপনারা হতভাগ্য, অবজ্ঞাকর, বিকলাঙ্গ জীব!

ভলাস। দাঁড়াও, দিদি, আমাকে বলতে দাও। ওঁরা কী আমি জানি, ওঁরা হলেন মুখোসপরা সং। নিজেদের সব মিথ্যে, ইতরতা, ভাবের দারিদ্র্য আর চিন্তার অশ্লীলতা ঢাকা দেবার জন্য ওঁরা যেসব পোষাকআসাক পরেন সেগুলো ছিঁড়ে ফেলার জন্য সারা জীবন কাটাব আমি!

(কাঁধ ঝাঁকিয়ে একদিকে চলে গেল শালিমভ।)

মারিয়া ল্ভভনা। থামুন! কোন ফল হবে না এতে!

ভারভারা মিখাইলভনা। না, শুনুক ওরা। ওদের কী ভাবে দেখি সেটা ওদের বলার অধিকার অনেক মূল্য দিয়ে পেতে হয়েছে। ওরা আমার মনকে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে, আমার জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে। আগে আমি এ-রকম ছিলাম? এখন এমন কিছু নেই যেটা আমি বিশ্বাস করি, এক্কেবারে কিছু নেই। কোন শক্তি আর আমার নেই, বাঁচবার মত নেই কিছু। আগে আমি এরকমটা ছিলাম নাকি!

ইউলিয়া ফিলিপভনা (তীব্র যন্ত্রণায়)। এটা আমিও বলব! এ কথাটা আমিও বলতে পারি!

ওলগা আলেক্সেয়েভনা (দুদাকভকে)। ভারিয়াকে দেখো। ভালো করে ওর মুখটা একবার দেখো। এরকম কুৎসিৎ ভাব কখনো দেখেছ?

(এক ঝটকায় স্ত্রীর হাতটা সরিয়ে দিল দুদাকভ।)

বাসভ। থামো, ভারিয়া। কী দরকার বলার? শেষ পর্যন্ত

এমন কিছু তো একটা ঘটে নি। বোকার মত ব্যবহার করেছে রিউমিন, কিন্তু তার জন্য...

ভারভারা মিখাইলভনা। আমার কাছে এসো না সের্গেই!

বাসভ। কিন্তু মণি...

ভারভারা মিখাইলভনা। আমি কখনো তোমার মণি ছিলাম না, তুমিও আমার মণি নও। আমরা দুজনে বরাবর স্বামীস্ত্রী, তাছাড়া আর কোন সম্পর্ক কখনো ছিল না। এখন আমাদের মধ্যে কিছুই নেই। আমি চলে যাচ্ছি!

বাসভ। কোথায়? ছিঃ, ভারিয়া! লোকের সামনে! বলতে গেলে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে...

(স্টেজের গভীরে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল সুসলভ।)

ভারভারা মিখাইলভনা। লোক নেই এখানে।

মারিয়া লভভনা। চলে আসুন, ভারিয়া...

ইউলিয়া ফিলিপভনা। বাধা দিও না ওকে, যা বলবার বলতে দাও।

দভয়েতোচিয়ে (তিক্তভাবে)। তোমরা সবাই আমাকে আজ ভয়ানক নাজেহাল করেছ, সত্যি করেছ!

কালেরিয়া (মারিয়া লভভনাকে)। কী হল? কী হয়েছে বুঝছেন?

মারিয়া লভভনা। শান্ত হোন। ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন।

ভারভারা মিখাইলভনা। হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি — এখান থেকে যত দূরে পারি তত দূর, এখানটায় সবকিছু পচা আর বিকৃত। এদের কিছু করবার নেই, এদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বাঁচতে চাই আমি! ঠিক করেছি বাঁচব... বাঁচব আর কিছু না কিছু করব... তোমাদের বিরুদ্ধে! তোমাদের

বিরুদ্ধে! (ওদের দিকে তাকিয়ে হতাশায় চেঁচিয়ে) কখনো যেন তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত না হয়!

ভ্লাস। চলো, দিদি। যথেষ্ট বলেছ। (ওকে নিয়ে যেতে লাগল।)

বাসভ (শালিমভকে)। কী সাংঘাতিক দেখেছ! এবিষয়ে কিছু একটা করতে সাহায্য করো না কেন?

শালিমভ (বিদ্রূপ করে)। ওঁকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও। তাছাড়া আর কী করার আছে?

ইউলিয়া ফিলিপভনা (ভারভারা মিখাইলভনার কাছে গিয়ে)। আমিও যেতে পারতাম যদি!

বাসভ। ভারিয়া, কোথায় যাচ্ছ? আপনার কাছে এটা আশা করি নি, মারিয়া ল্ভভনা। আপনি ডাক্তার। ওকে ধাতস্থ করার জন্য আপনার কিছু করা উচিত।

মারিয়া ল্ভভনা। আমাকে ছেড়ে দিন!

দ্ভয়েতচিয়ে (বাসভকে)। ছোঃ! বেড়ে লোক বটে! (ডান দিকে বনে ভারভারা মিখাইলভনা ও ভ্লাসের অনুসরণ করল।)

কালেরিয়া (ফোঁপাতে ফোঁপাতে)। আর আমি? আমার কী হবে?

সনিয়া (ওর কাছে গিয়ে)। চলুন আমাদের বাড়িতে। (ওকে নিয়ে গেল।)

ইউলিয়া ফিলিপভনা (ভয়াবহ প্রশান্তভাবে)। পিওতর ইভানভিচ, আমরা একসঙ্গে ঘর করি চলো।

(মুখ বিকৃত করে সুসলভ স্ত্রীর অনুসরণ করল।)

বাসভ। কী হচ্ছে বলো তো! হঠাৎ সবায়ের মাথা একেবারে বিগড়ে গিয়েছে নাকি? রিউমিনের মত আহাম্মক দেখেছ কখনো! ওর স্নায়ুবিকার ঘটেছে বলে... কিছু বলছ না কেন,

ইয়াকভ? কী নিয়ে হাসছ? ভাবছ সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে? এত আকস্মিকভাবে ঘটল জিনিসটা — দুরুম — ব্যস, আর সবকিছু ভেঙে চুরমার। এখন কী করা যায়?

শালিমভ। ধৈর্য ধরো, বন্ধু। হিস্টিরিয়াজনিত বাক্যবিলাপ এটা, আর কিছু নয়।

(বাসভের হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগল। পিছনে হাত মুড়ে দুদাকভ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, আস্তে আস্তে গেল ডান দিকে, সেখানে গাছের নিচে তার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে ছিল তার স্ত্রী।)

বাসভ। উচ্ছন্নে যাক সব!

শালিমভ (বিদ্রূপ করে)। এসো হে, এসো। দেখলে তো, সুসলভরা ঠিক করেছে ঘর করবে বলে। শান্তভাবে আমরাও তাই করি।

ওলগা আলেক্সেয়েভনা। কিরিল, ও কি মারা যাবে?

দুদাকভ (খিটখিটিয়ে)। না। চলো। কেউ মরবে না...

(বনে চলে গেল ওরা।)

শালিমভ। সমস্তটা এত খেলো, বন্ধু... সবকিছু। লোকজন, ঘটনাবলী, সব... এক গেলাস মদ দাও তো। সবকিছু অত্যন্ত তুচ্ছ, বন্ধু। (মদ্যপান করল। বন থেকে এল চৌকিদারের হুইশলের টান টান আওয়াজ।)

যবনিকা পতন।

১৯০৪







'তীব্রতম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একখণ্ড যুগ নিয়ে তাকে উদ্‌ঘাটিত করা হচ্ছে... বৈশিষ্ট্যসূচক একদল শিল্পিত প্রতিমূর্তির মাধ্যমে। "শত্রুপক্ষ" হল শ্রেষ্ঠ সাম্প্রতিক নাটক, আর্ট থিয়েটারের ইতিহাসে অন্যতম সেরা অনুষ্ঠান।'

ভ্লাদিমির নেমিরোভিচ-দানচেঙ্কো

শত্রুপক্ষ

কয়েকটি দৃশ্য



চরিত্রাবলী

জাখার বার্দিন, বয়স ৪৫।

পলিনা, জাখারের স্ত্রী, বযস ৪০।

ইয়াকভ বার্দিন, বয়স ৪০।

তাতিয়ানা, ইযাকভের স্ত্রী, বয়স ২৮, অভিনেত্রী।

নাদিয়া, পলিনার বোনঝি, বয়স ১৮।

পেচেনেগভ, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, বার্দিনদের জ্যাঠামশাই।

মিখাইল স্ক্রোবতভ, বয়স ৪০, কারবারী, বার্দিনদেব অংশী।

ক্লিওপেত্রা, মিখাইলেব স্ত্রী, বযস ৩০।

নিকোলাই স্ক্রোবতভ, মিখাইলেব ভাই, বয়স ৩৫, আইনবিদ।

সিন্‌ৎসভ, কেরাণী।

গলাগ, কেরাণী।

কন, ভূতপূর্ব সৈনিক।

গ্রেকভ
লের্ভাশিন
ইয়াগোদিন } মজুর
রিয়াব্‌ৎসভ
আকিমভ

আগ্রাফেনা, বার্দিনদের বাড়ীর তত্ত্বাবধায়িকা।

22*

ববয়েদন্ত, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেন।

কুভাচ, করপোরাল।

সৈন্যবাহিনীর ল্যাফটেনাণ্ট

পুলিশের কর্তা

পুলিশম্যান

সশস্ত্র পুলিশ, সৈনিক, মজুর, কেরাণী, চাকর

প্রথম অঙ্ক

বড়ো প্রাচীন লিণ্ডেন গাছে ছায়াচ্ছন্ন বাগান। বাগান যেখানে ঘন সেখানে সৈন্যবাহিনীর একটি সাদা তাঁবু। ডানদিকে গাছের নিচে ঘাসের চাপড়ায় তৈরী বসবার বড়ো জায়গা, সামনে টেবিল। বাঁদিকে গাছের নিচে প্রাতরাশের জন্য পাতা আর একটি টেবিল। ছোট সামোভার ফুটছে। টেবিলের চারপাশে বেতের চেয়ার। কফি তৈরী করছে আগ্রাফেনা। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কন পাইপ টানতে টানতে কথা বলছে পলাগির সঙ্গে।

পলাগি (বেঢপ অঙ্গভঙ্গী করে কথা বলছে)।... অবশ্য আপনি ভালো জানেন। আমি চুনোপুঁটি, আমার জীবনটা তো তুচ্ছ। কিন্তু প্রত্যেকটা শশা নিজের হাতে পুঁতেছি, আর সেগুলো বিনা ক্ষতিপূরণে আমি তুলতে অনুমতি দিতে পারি না।

কন (বেজারভাবে)। তোমার অনুমতির পরোয়া কে করছে।

পলাগি (বুকে হাত রেখে)। কিন্তু শুনুন! সম্পত্তি কেড়ে নিলে আইনের সাহায্য ভিক্ষা করার অধিকার কি আমার নেই?

কন। যাও না সাহায্য চাও গে। আজ ওরা তোমার শশা নিয়েছে, কাল গর্দান নেবে... এই তো হল এখন আইন!

পলাগি। কিন্তু... আপনার মুখে কথাটা অদ্ভুত ঠেকছে, এমন কি বিপজ্জনক পর্যন্ত! আপনি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক,

অর্ডার অব সেণ্ট জর্জ পেয়েছেন, আপনি কী করে আইনকে এত অবজ্ঞা করছেন?

কন। আইন নেই। আছে শুধু হুকুম। লেফ্‌ট-রাইট! ফ-রো-য়ার্ড মার্চ! আর লোকে মার্চ করে। যখন বলবে 'থামো', তার মানে থামো!

আগ্রাফেনা। কন, তামাক খাওয়াটা থামালে পারো বাপু, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নেতিয়ে পড়ছে...

পলাগি। ক্ষিদের তাড়নায় চুরি করে থাকলে হয়ত ওদের আমি মাপ করতে পারি... পেটের দায়ে লোকে অনেক কিছু করে। বলা যায় সমস্ত শয়তানীর মূলে হল ক্ষিদে। মানুষের ক্ষিদে যখন পায় তখন অবশ্য...

কন। দেবদূতেরা খেতেন না কিছু, তবু শয়তান ভগবানের বিপক্ষে গিয়েছিল...

পলাগি (প্রসন্ন চিত্তে)। ওটাকে আমি নষ্টামী বলব!..

(ইয়াকভ বার্দিন এল। কথা বলার ধরনটা শান্ত, যেন নিজের কথা শুনছে। অভিবাদন জানাল পলাগি। কন যেমন-তেমন একটা সেলাম ঠুকল।)

ইয়াকভ। এই যে। কী করা হচ্ছে এখানে?

পলাগি। জাখার ইভানভিচের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ আছে...

আগ্রাফেনা। ও নালিশ করতে এসেছে। কাল রাত্তিরে কারখানার কয়েকটা লোক ওর শশা চুরি করেছে।

ইয়াকভ। তাই বুঝি... আমার ভাই-কে বোলো...

পলাগি। ঠিক তাই... ওঁর কাছেই যাচ্ছি।

কন (খিটখিটিয়ে উঠে)। তোমাকে তো কোথাও যেতে দেখছি না। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু গজ্‌গজ্‌ করছো।

পলাগি। আপনাকে তো বাধা দিচ্ছি না, দিচ্ছি কি?

যদি কাগজ-টাগজ পড়তেন তাহলে অবশ্য বলতে পারতেন আপনার কাজের ব্যাঘাত করছি।

ইয়াকভ। কন, এ দিকে এসো!

কন (যেতে যেতে)। পলাগি, তুমি নেহাৎ কিপটে... আর ছেঁচড়া!

পলাগি। চেপে যান! অনুযোগ-অভিযোগ করার জন্য মুখ দেওয়া হয়েছে মানুষকে...

আগ্রাফেনা। আহা পলাগি, থামো বাপু... মানুষের চেয়ে ঘ্যানঘেনে মশার সঙ্গে তোমার মিল বেশী...

ইয়াকভ (কনকে)। ও এখানে কী করছে? চলে গেলেই পারে...

পলাগি (আগ্রাফেনাকে)। আমার কথা যদি কানে লাগে, হৃদয়ে নাড়া না দেয়, তাহলে চুপ করে যাই। (হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল, গাছগুলো ছুঁতে ছুঁতে।)

ইয়াকভ (বিব্রতভাবে)। ওহে কন, কাল রাত্তিরে আবার... কারো মনে ঘা দিয়েছি না কি?

কন (একটু হেসে)। তাই মনে হচ্ছে।

ইয়াকভ (পায়চারি করতে করতে)। হুঁ... অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার! নেশা হলেই লোককে কেন যে অপমান করে কথা বলি?

কন। মাঝে মাঝে নেশার ঝোঁকে লোকের সত্যিকার দিল খোলে, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নয়। নেশা হলে তাদের সাহস বেড়ে যায়, কারোর তোয়াক্কা রাখে না, এমন কি নিজেদের পর্যন্ত ছেড়ে কথা বলে না। আমাদের কোম্পানিতে একটা হাবিলদার ছিল, নেশা না হলে বেটা চুকলি কেটে আর ধামা ধরে সময় কাটাত, আর সবসময়ে মারমুখো। মাতাল হলে লোকটা কাঁদতে শুরু করত বাচ্ছার মতো। বলত, 'ভাই সব, আমিও মানুষ তোমাদের সব্বায়ের মতো। আমার

মুখে থুতু দাও, ভাই সব'। কয়েক জন সত্যি সত্যি থুতু দিত।

ইয়াকভ। কাল কাকে অপমান করলাম ?

কন। সরকারী উকিলকে। তাঁকে গণ্ডমূর্খ বলেছিলেন। আর তারপর বললেন, ডিরেক্টরের বৌ-এর একগাদা নাগর আছে।

ইয়াকভ। দেখ দিকি ব্যাপারটা... ও নিয়ে আমার কী মাথাব্যথা ?

কন। জানি না... আর তারপর...

ইয়াকভ। থাক, থাক কন; যথেষ্ট হয়েছে... নয়ত দেখা যাবে সকলকেই কিছু না কিছু বলে অপমান করেছি... সবকিছুর মূলে হল এই সর্বনেশে ভদ্‌কা... (টেবিলের কাছে গিয়ে বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর বড়ো একটি পাত্রে মদ ঢেলে নিয়ে আস্তে আস্তে খেতে লাগল। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আগ্রাফেনা।) আমার জন্য একটু কষ্ট হচ্ছে, না ?

আগ্রাফেনা। বড়ো দুঃখের কথা... আপনি সবায়ের সঙ্গে এত সহজ সরল ব্যবহার করেন। অন্যান্য বাবুদের মতো মোটেই নন আপনি...

ইয়াকভ। কিন্তু কনের দয়া নেই। ও শুধু গুরুগম্ভীর বাতচিত করে। লোকে যাতে ভাবতে শুরু করে সেজন্য তাকে অপমান করা উচিত। তাই না, কন? (তাঁবু থেকে এল জেনারেলের কণ্ঠস্বর, চেঁচিয়ে ডাকছে: 'ওহে, কন!') আমার মনে হয় লোকে তোমার সঙ্গে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছে বলে তুমি এত সজাগ ?

কন (যেতে যেতে)। জেনারেলটির বদনদর্শনই আমাকে বোকা বানিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট...

জেনারেল (তাঁবু থেকে বেরিয়ে)। কন! নদীতে চলো! জলদি! (বাগানে দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেল।)

ইয়াকভ (একটা চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে)। আমার স্ত্রী কি এখনো ঘুমোচ্ছে?

আগ্রাফেনা। না, তিনি উঠে ইতিমধ্যে চান করে এসেছেন।

ইয়াকভ। তাহলে আমার জন্য তোমার দুয়া হয়, বটে?

আগ্রাফেনা। আপনার দরকার চিকিৎসা করানো।

ইয়াকভ। বেশ, একটু ব্র্যান্ডি দাও তো।

আগ্রাফেনা। না খেলেই ভালো হয় ইয়াকভ ইভানভিচ?

ইয়াকভ। কেন? একপাত্র মদ না খেলে আমার কী ভালোটা হবে?

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আগ্রাফেনা একটা পাত্রে একটু ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল। উত্তেজিত অবস্থায় মিখাইল স্ক্রোবতভের প্রবেশ। অস্থিরভাবে নিজের ছুঁচলো কালো দাড়ি টানছে, হাতের টুপিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।)

মিখাইল। জাখার ইভানভিচ উঠেছেন? এখনো ওঠেন নি? যা ভেবেছিলাম! দাও তো... ঠান্ডা দুধ আছে? ধন্যবাদ। নমস্কার ইয়াকভ ইভানভিচ!.. খবরটা শুনেছেন?.. বদমাসগুলো বলছে সর্দার দিচকভকে ছাড়িয়ে দিতেই হবে... না ছাড়ালে ধর্মঘটের ভয় দেখাচ্ছে... জাহান্নমে যাক বেটারা...

ইয়াকভ। দিচকভকে ছাড়িয়ে দিন, আবার কী।

মিখাইল। সেটা করা এমন কিছু নয়, কিন্তু কথাটা তা নয়, বুঝলেন কিনা! কথাটা হল ওদের আমল দিলে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। আজ বলছে সর্দারকে ছাড়িয়ে দাও, মজা দেখবার জন্য কাল বলবে গলায় দড়ি দিতে...

ইয়াকভ (মৃদু কণ্ঠে)। আপনি মনে করেন কাল তারা তা চাইবে?

মিখাইল। আপনার মজা লাগছে মনে হচ্ছে! ঝুলকালি মাখা এইসব মহোদয়দের আপনি সামলাবার চেষ্টা করে দেখুন না — হাজারখানেক লোক, নানা মুনির নানা কথায় মাথা বিগড়ে গিয়েছে, মুনিদের মধ্যে আপনার স্নেহের উদারনীতিক দাদাটিও আছেন, আর আছে লিফলেট-লিখিয়ে একগাদা গণ্ডমূর্খ... (ঘড়ি দেখে।) প্রায় দশটা বাজে, আর ওরা শাসাচ্ছে যে মজাটা দেখাতে শুরু করবে দুপুরের খাবারের পরে... সত্যি ইয়াকভ ইভানভিচ, আমি ছুটিতে থাকার সময়ে কারখানাটায় কাণ্ড বাঁধিয়েছেন বটে আপনার দাদা... উনি দৃঢ় চরিত্র নয় বলে লোকগুলো একেবারে পেয়ে বসেছে...

(ডানদিক থেকে সিন্‌ৎসভের প্রবেশ। বয়স প্রায় তিরিশ। মুখে, সমস্ত চেহারায় ধীরস্থির একটা কিছু আছে যেটা মনে ছাপ ফেলে।)

সিন্‌ৎসভ। মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ! মজুরদের কয়েকজন প্রতিনিধি আপিসে এসে মালিকের সঙ্গে দেখা করার দাবী করছে।

মিখাইল। দাবী? অনুগ্রহ করে ওদের বলো গোল্লায় যেতে! (বাঁদিক থেকে পলিনা এল।) মাপ করুন পলিনা দামাত্রয়েভনা!

পলিনা (অনুগ্রহসূচকভাবে)। গালিগালাজ করাটা আপনার অভ্যেস। কিন্তু এবারের উপলক্ষ্যটা কী?

মিখাইল। 'সর্বহারারা', আবার কী!.. ওরা 'দাবী করে!..' আগে আমার কাছে ওরা বিনীত 'অনুরোধ' নিয়ে আসত...

পলিনা। লোকজনের সঙ্গে আপনার ব্যবহার অত্যন্ত কর্কশ, সেটা বলবই!

মিখাইল (হাত দিয়ে হতাশার ভঙ্গী করে)। ব্যস, হয়ে গেল!

সিন্‌ৎসভ। ওদের কী বলব তাহলে?

মিখাইল। থাকুক ওরা দাঁড়িয়ে... তুমি যাও! .

(ধীরেসুস্থে সিন্‌ৎসভ বেরিয়ে গেল।)

পলিনা। লোকটার মুখটা ইনটেরেস্টিং। আমাদের এখানে অনেক দিন কাজ করছে না কি?

মিখাইল। বছরখানেক...

পলিনা। দেখে ভদ্রগোছের মনে হয়। লোকটা কে?

মিখাইল (কাঁধ ঝাঁকিয়ে)। মাসে চল্লিশ রুবল ক'রে পায়। (ঘড়ি দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, চারিদিক তাকাতে গাছের নিচে পলগিকে চোখে পড়ল।) এখানে কী করা হচ্ছে? আমার কাছে না কি?

পলগি। না, মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ, জাখার ইভানভিচের দর্শনার্থে এসেছি...

মিখাইল। কী দরকারে?

পলগি। স্বত্বাধিকার লংঘনের একটা ব্যাপারে...

মিখাইল (পলিনাকে)। এটি হল একটি নতুন কর্মচারী! বাগান-টাগান করার দিকে ঝোঁক আছে। এর দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবীতে সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে একটি উদ্দেশ্যে — সেটি হল ওর স্বার্থহানি করা। সবকিছুতে ওর বিরক্তি চাগিয়ে ওঠে — সূর্য, ইংলণ্ড, নতুন যন্ত্রপাতি, ব্যাঙ...

পলগি (হেসে)। যদি অনুমতি দেন তো বলি ব্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাং করতে শুরু করলে সবাই বিরক্ত হয়...

মিখাইল। আপিসে ফিরে যাও তো! সমস্ত কিছু ছেড়ে

চলে এসে নালিশ করা, এ কী অভ্যেস তোমার বাপু? ওসব চলবে না... কেটে পড়ো এখান থেকে!

(পলগি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে চলে গেল। অল্প হেসে পলিনা লরনেট দিয়ে দেখতে লাগল ওকে।)

পলিনা। বেজায় কড়া লোক আপনি! লোকটা মজার... আমার মনে হয় অন্যান্য দেশের লোকেদের তুলনায় রাশিয়ার লোকেরা বেশী রকমারি।

মিখাইল। ঝকমারি বললে মেনে নিতাম। পোনেরো বছর ধরে লোকজন চরাচ্ছি... আমাদের সব পাদরী-সাহিত্যিকদের লেখা এই মহৎ রুশ জনগণকে আমি বেশ ভালোই জানি।

পলিনা। পাদরী-সাহিত্যিক?

মিখাইল। আপনার ওই চের্নিশেভ্স্কি, দব্রলিউবভ, জ্লাতোভ্রাতস্কি, উস্পেনস্কির গুষ্ঠি আর কি... (ঘড়ি দেখে) জাখার ইভানভিচ আসতে এত দেরী করছেন!

পলিনা। কেন দেরী হচ্ছে জানেন? আপনার ভাই-এর সঙ্গে কাল রাত্তিরের দাবা খেলাটা শেষ করছেন।

মিখাইল। আর কারখানায় ওরা দুপুরের খাবারের পর কাজ বন্ধ করার ভয় দেখাচ্ছে... রাশিয়ার কখনো ভালো হবে না! এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এটা হল মগের মুলুক! কাজকর্মের প্রতি লোকজনের জৈব বিতৃষ্ণা এখানে, শৃঙ্খলা বজায় রাখার সামর্থ্য একেবারে নেই... আইনের থোড়াই কেয়ার করে!..

পলিনা। সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক! যে দেশে আইন নেই সে দেশে আইন সমীহ কেন করবে লোকে? আপনি ও আমি জানি যে আমাদের সরকার...

মিখাইল। ও, আমি কারোর সাফাই গাইছি না! এমন কি

সরকারেরও নয়। এ্যাংলো-স্যাক্সনদের কথাই ধরুন…(জাখার বার্দিন ও নিকোলাই স্ক্রোবতভ ঢুকল।) রাষ্ট্র গড়বার মতো এমন মালমশলা কোথাও নেই। আইনের সামনে ইংরেজ সার্কাসের ঘোড়ার মতো পেছনের পা তুলে নাচে। আইনের প্রতি ওর দরদ অস্থিমজ্জাগত… নমস্কার, জাখার ইভানভিচ! হ্যালো, নিকোলাই! আপনাদের উদারপন্থার একেবারে হালের ফলাফলের কথা বলি তাহলে! মজুররা দাবী করছে যেন এই মুহূর্তে আমি দিচকভকে তাড়িয়ে দিই। শাসাচ্ছে যদি না দিই তাহলে দুপুরের খাবারের পর কাজ ছেড়ে দেবে… আজ্ঞে হ্যাঁ! ব্যাপারটা কেমন লাগছে আপনার?

জাখার (কপাল ঘষতে ঘষতে)। আমার? হুঁ… দিচকভ? যে বেটা… সবসময়ে মারমুখো আর মেয়েদের পেছনে ছোটে?.. ওকে তো স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়ে দেওয়া চলে! ন্যায্য কথা সেটা।

মিখাইল (উত্তেজিতভাবে)। হায় ভগবান! মান্যবর, আপনি ভেবেচিন্তে কথাটা বলুন। এটা ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নয়, কাজের প্রশ্ন। ন্যায়বিচার নিকোলাইয়ের এলাকা। আবার বলি, আপনার ন্যায়ের ধারণাটা ব্যবসার সর্বনাশ ঘটাবে।

জাখার। সেটা কী করে সম্ভব? কথাটা উল্টোপাল্টা শোনাচ্ছে!

পলিনা। আমার সামনে ব্যবসার কথা… তা-ও এত সকালে।

মিখাইল। দুঃখিত, কিন্তু আমি নাচার। ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করতেই হবে। ছুটিতে যাবার আগে কারখানাটা ছিল আমার হাতের মুঠোয় (মুষ্টিবদ্ধ একটি হাত তুলে দেখাল), লোকে টুঁ শব্দটি করার সাহস পেত না! আপনারা তো জানেন আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে রবিবারের ওসব আমোদপ্রমোদে, পাঠচক্র-ফক্রে ভালো কিছু আমি দেখি নি… জ্ঞানের কণা পড়লে কাঁচা রুশী মন বুদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত

হয়ে ওঠে না, শুধু ধোঁয়া ওঠে আর ধিকি-ধিকি করে জ্বলে...

নিকোলাই। ধীরস্থিরভাবে কথা বলা উচিত।

মিখাইল (অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে)। হিতোপদেশের জন্য ধন্যবাদ। হিতোপদেশটা একেবারে খাঁটি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি মেনে নিতে পারি না! আট বছর ধরে আমি যে ভিত্তিটা পাকা করেছি সেটা ছ'মাসের মধ্যে মজুরদের প্রতি আপনার মনোভাবের দরুন নড়ে উঠেছে, শিথিল হয়ে পড়েছে, জাখার ইভানভিচ। মজুররা সবাই আমাকে খাতির করত। ওরা আমাকে দেখত মনিবের মতো... আর এখন সবাই জানে দুটো মনিব, একজন ভালো আর একজন খারাপ। ভালোটি অবশ্য, আপনি...

জাখার (বিব্রতভাবে)। কিন্তু... ইয়ে... তা কেন?

পলিনা। আপনার কথাটা অদ্ভুত মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ!

মিখাইল। বলার কারণ আছে... আপনি আমায় বোকার হদ্দ করে ছেড়েছেন। শেষবার যখন কথাটা ওঠে তখন মজুরদের বলেছিলাম দিচকভকে ছাড়াবার আগে কারখানা বন্ধ করে দেব... ওরা বুঝল যা বলেছি তাই করব, তাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল। জাখার ইভানভিচ, শুক্রবার আপনি মজুর গ্রেকভকে বলেছেন যে দিচকভটা গুণ্ডামার্কা লোক, আপনার ইচ্ছে ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া...

জাখার (নরমভাবে)। কিন্তু শুনুন, লোকটা সবাইকে মারধোর করে বেড়ায়... সেটা সহ্য করা আমাদের চলে না। আমরা পাশ্চাত্যের লোক, সভ্যতা বলে একটা জিনিষ আছে।

মিখাইল। প্রথম কথা হল — আমরা কারখানার মালিক? ছুটির দিন হলেই মজুররা এ-ওকে পেটায়; তা নিয়ে আমাদের কী মাথাব্যথা? আপাততঃ মজুরদের ভদ্রব্যবহার শেখানোটা আপনাকে স্থগিত রাখতে হবে। এই মুহূর্তে

ওদের প্রতিনিধিরা অফিসে আপনার অপেক্ষায় আছে, ওরা আপনাকে বলবে দিচকভকে তাড়িয়ে দিতে। কী মতলব আপনার?

জাখার। দিচকভকে আপনি একেবারে অপরিহার্য বলে মনে করেন?

নিকোলাই (শুষ্কগলায়)। আমার মনে হয় এটা একজন ব্যক্তির প্রশ্ন নয়, নীতির প্রশ্ন।

মিখাইল। ঠিক তাই! কারখানার মালিক কে — তুমি, আমি না মজুররা? এটা হল সেই প্রশ্ন।

জাখার (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে)। বুঝেছি, কিন্তু...

মিখাইল। এবার যদি ওদের কথা মেনে নিই, তাহলে এর পরে ওরা কী দাবী করবে বলা যায় না। ওরা কানকাটা। ছ'মাস ধরে রবিবারের স্কুল, ইত্যাদি যা ক্ষতি করবার করেছে। ওরা নেকড়ের মতো কটমট করে আমার দিকে তাকায়, কিছু লিফলেটও দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের আমেজও পাওয়া যাচ্ছে... হুম!

পলিনা। সমাজতন্ত্র—তাও এ রকম একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায়... আপনি হাসালেন বটে...

মিখাইল। তাই না কি? ভদ্রে, বাচ্ছারা যতদিন ছোট থাকে ততদিন বেশ মজার জিনিষ। কিন্তু গোকুলে বাড়ে ওরা, আর হঠাৎ একদিন দেখেন যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আস্ত বদমাস সব...

জাখার। কী করবেন ভাবছেন?

মিখাইল। কারখানাটা বন্ধ করে দেব ভাবছি। ক'দিন বেটারা না খেয়ে থাকুক, তাহলেই মেজাজ পড়ে যাবে। (ইয়াকভ উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে মদ্যপান করল, তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।) কারখানা বন্ধ করলেই মেয়েদের আবির্ভাব হবে,.. কাঁদতে শুরু করবে ওরা, আর

মেয়েদের অশ্রুজল স্বপ্নবিলাসীদের ওপরে স্মেলিং সল্টের মতো কাজ করে। তক্ষুনি জ্ঞান ফিরে আসে!

পলিনা। কী নিষ্ঠুর!

মিখাইল। জীবনে এ রকম নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন আছে।

জাখার। কিন্তু... ইয়ে... এ কাজটা... কাজটা একেবারে অপরিহার্য বলে মনে করেন?

মিখাইল। আর কিছু আপনি বাতলাতে পারেন?

জাখার। গিয়ে যদি ওদের সঙ্গে কথা বলি?

মিখাইল। আপনি নিশ্চিত ওদের কথা মেনে নেবেন. আর তাহলে আমার অবস্থাটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে... যদি মনে না করেন তো বলি, আপনার ইতস্তত করাটা প্রায় আমাকে অপমান করার সামিল! অন্য ক্ষতির কথা না হয় নাই বললাম।

জাখার (তাড়াতাড়ি)। কিন্তু আমি তো আপত্তি করছি না, বন্ধু। শুধু ব্যাপারটা ভেবে দেখার চেষ্টা করছি। আমি যতটা জমিদার, শিল্পপতি ততটা নই, সেটা আপনাকে বুঝতেই হবে..: এসব আমার কাছে অত্যন্ত অভিনব আর জটিল... আমি চাই সুবিচার... চাষারা মজুরদের চেয়ে নরম, তারা বেশী ভালোমানুষ... তাদের সঙ্গে আমি দিব্যি মানিয়ে চলি!.. অবশ্য এটা ঠিক যে মজুরদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ইনটেরেসটিং, কিন্তু মোটের ওপর আপনার সঙ্গে আমি এক মত। মজুররা অত্যন্ত বেয়াড়া।

মিখাইল। ওদের এত প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন, বিশেষত তার ফলে বেয়াড়া...

জাখার। আপনার যাবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা অস্থিরতা চোখে পড়তে শুরু করল... কিছু গণ্ডগোল পর্যন্ত বেধেছিল। হয়ত আমি খুব বিবেচনা করে চলি নি... কিন্তু মজুরদের শান্ত করতে হল। কাগজে আমাদের নিয়ে

লেখাজোখা হয়েছে... বেশ কড়া কথা পর্যন্ত লেখা হয়েছে, বলতেই হবে...

মিখাইল (অধৈর্যভাবে)। এখন দশটা বেজে সতেরো। একটা কিছু সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হবে। ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে হয় কারখানা বন্ধ করতে হবে নয় আমাকে কারবারটা ছাড়তে হবে। কারখানা বন্ধ করলে আমাদের কোন লোকসান হবে না। যা করবার তা করেছি। জরুরী বায়নাগুলো তৈরী, আড়তে বাকি মাল মজুত...

জাখার। হুঁ-উ-উ। এক্ষুনি ঠিক করতে হবে... ও, হ্যাঁ। আপনি কী বলেন নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ?

নিকোলাই। দাদার সঙ্গে আমি একমত। আমাদের কাছে সভ্যতার মূল্য যদি থাকে তাহলে নির্দিষ্ট নীতি লংঘন করলে চলবে না।

জাখার। তার মানে আপনিও মনে করেন কারখানাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত? আফসোসের কথা!.. মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ, চটবেন না... আমার উত্তরটা আপনি পাবেন... এই ধরুন, দশ মিনিটের মধ্যে! তাহলে চলবে তো?

মিখাইল। চলবে!

জাখার। পলিনা, আমার সঙ্গে চলো তো...

পলিনা (স্বামীর সঙ্গে যেতে যেতে)। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার রে বাবা!

জাখার। কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকদের অকপট শ্রদ্ধা করতে শিখেছে চাষীরা... (দুজনে বেরিয়ে গেল।)

মিখাইল (দাঁতে দাঁত চিপে)। নাড়ু গোপাল! দক্ষিণে চাষীরা যা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তার পরেও এটা বলছে! গণ্ডমূর্খ!..

নিকোলাই। আস্তে মিখাইল! এ রকম আত্মহারা হয়ে কী হবে?

মিখাইল। আমার স্নায়ুগুলো ফেটে পড়বার জোগাড়, দেখছো না? আমি কারখানায় চললাম আর — দেখো! (পকেট থেকে একটি রিভলভার বের করে।) ওরা আমাকে ঘেন্না করে, তার জন্য দায়ী ওই গণ্ডমূর্খটি! কিন্তু সবকিছু আমি ছেড়ে দিতে পারি না। ছেড়ে দিলে প্রথমে তুমিই আমাকে দোষ দেবে। আমাদের সমস্ত টাকা কারখানাতে লাগানো হয়েছে... আমি ছেড়ে দিলে ঢেকো আহাম্মকটা সর্বনাশ ঘটাবে।

নিকোলাই (ধীরভাবে)। তাহলে অবস্থাটা সত্যিই খারাপ, অবশ্য তুমি যদি বাড়িয়ে না বলে থাকো।

সিন্‌ৎসভ (ঢুকে)। মজুররা আপনাকে ডাকছে।

মিখাইল। আমাকে? কী চায় ওরা?

সিন্‌ৎসভ। গুজব রটেছে যে দুপুরের খাবারের পর কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

মিখাইল (ভাইকে)। শুনলে তো? কী করে ওরা জানল?

নিকোলাই। হয়ত ইয়াকভ ইভানভিচ বলে দিয়েছেন।

মিখাইল। গোল্লায় যাক সব! (অদম্য বিরক্তিতে সিন্‌ৎসভের দিকে তাকিয়ে।) তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন মিঃ সিন্‌ৎসভ? এখানে আসছো, জিজ্ঞাসাবাদ করছো?

সিন্‌ৎসভ। খাজাঞ্চি আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

মিখাইল। বলেছেন, তাই বুঝি? এ রকম ভাবে তাকাবার আর মুখ বেঁকানোর অভ্যেসটা কোথা থেকে পেলে? কী নিয়ে তোমার এত আনন্দ?..

সিন্‌ৎসভ। সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করি।

মিখাইল। না, আমার তা মনে হয় না... আর ভবিষ্যতে আমাকে আরো সম্মান দেখিয়ে কথা বললে ভালো হয়, বুঝলে? (সিন্‌ৎসভ স্থির দৃষ্টিতে মিখাইলের দিকে তাকিয়ে রইল।) কীসের জন্য দাঁড়িয়ে আছো?

তাতিয়ানা (ডানদিক থেকে এসে)। এই যে, পরিচালক মশাই... যথারীতি তাড়াহুড়ো চলেছে? (সিন্‌ৎসভকে ডেকে।) হ্যালো মাতভেই নিকোলায়েভিচ!

সিন্‌ৎসভ (অন্তরঙ্গভাবে)। নমস্কার! কেমন লাগছে এখন? ক্লান্ত বোধ করছেন?

তাতিয়ানা। একটুও না। শুধু দাঁড় বেয়ে বেয়ে হাত দুটো ধরে গেছে... আপনি কি অফিস যাচ্ছেন? চলুন, ফটক পর্যন্ত আপনার সঙ্গে যাই। আপনাকে আমার কী বলার আছে জানেন?

সিন্‌ৎসভ। না, কোথা থেকে জানব!

তাতিয়ানা (সিন্‌ৎসভের পাশাপাশি যেতে যেতে)। কাল আপনি অনেক বিচক্ষণ কথা বললেন, তার চেয়েও বড়ো কথা, বলেছেন খুব ভাবাবেগ দিয়ে, কী একটা উদ্দেশ্য নিয়ে... কয়েকটা জিনিষ যত কম আবেগে বলা যায় তত ওজনে ভারী হয়... (ওদের আলাপ অস্পষ্ট হয়ে এল।)

মিখাইল। ব্যাপারখানা দেখলে? বেয়াড়াপনার জন্য যে কর্মচারীকে এইমাত্র বকলাম সে কিনা চোখের সামনে ইয়াকভের স্ত্রীর সঙ্গে তার দহরমমহরম জাহির করছে!.. ইয়াকভটা মাতাল, আর ওর স্ত্রী হল অভিনেত্রী। এখানে কী করে দুজনে জুটল সেটা শুধু ভগবান জানেন!..

নিকোলাই। মেয়েটি অদ্ভুত। চেহারাটা ভালো, সুবেশা, লোভনীয় বলা চলে, তবু মনে হয় বাউণ্ডুলেটার সঙ্গে ওর একটা লটঘট আসন্ন। অত্যন্ত অভিনব মেয়েটি, কিন্তু বেজায় বোকা।

মিখাইল। এটা হল তোমাদের ভাষায় গণতান্ত্রিক হওয়া। জানো তো, ওর মা গাঁয়ের স্কুল মাস্টার, ও বলে যে সাধারণ লোকজন সর্বদাই ওর মন টানে... ধুত্তোর ছাই, এইসব গেঁয়ো বাবুদের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেই হত...

নিকোলাই। অভিযোগ ক'রে কী লাভ! কারবারটার প্রধান তুমি।

মিখাইল। এখন পর্যন্ত নয়... কিন্তু হব।

নিকোলাই। আমার ধারণা মেয়েটা সহজে লভ্য... শরীরে কামটা বেশী মনে হয়।

মিখাইল। আমাদের উদারনীতিক ভদ্রলোকটি ঘুমতে গেলেন না কি?.. নাঃ, রাশিয়ার কোন গতি কক্ষনো হবে না, শুনে রাখো কথাটা!.. ঘোরের মধ্যে বকবক করে লোকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে... আর দিবাস্বপ্ন দেখছে... সংসারে কার কোথায় স্থান কেউ জানে না... আর সরকার, সরকার মানে কুচক্কুরে অপোগণ্ড যত... কিস্‌সু জানে না বেটারা... কিস্‌সু করতে পারে না...

তাতিয়ানা (ফিরে এসে)। আপনিও গলাবাজি করছেন না কি?.. কেন জানি না সবাই চেঁচাতে শুরু করেছে...

আগ্রাফেনা। জাখার ইভানভিচ আপনাকে ডাকছেন, মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ...

মিখাইল। এতক্ষণে সময় হল! (বেরিয়ে গেল।)

তাতিয়ানা (টেবিলের ধারে বসে)। উনি এত বিচলিত কেন?

নিকোলাই। ব্যাপারটা আপনার মোটেই ইনটেরেস্টিং লাগবে না।

তাতিয়ানা (ধীরভাবে)। ওঁকে দেখলে একটা পুলিশম্যানের কথা মনে হয়, কস্ত্রোমায় আমাদের থিয়েটারে প্রায়ই পাহারা দিত... লোকটা লম্বা, রোগা, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

নিকোলাই। দাদার সঙ্গে তার আদলটা কোথায় আমি তো দেখছি না।

তাতিয়ানা। চেহারার মিলের কথা বলছি না...

পুলিশম্যানটারও সর্বদা তাড়াহুড়ো লেগে থাকত; লোকটা হাঁটত না কখনো, দৌড়ত। ধূমপান করত না, সিগারেটের ধোঁওয়া গিলত শুধু; বাঁচবার সময় তার হাতে একেবারে ছিল না। সমস্ত সময় কোথাও না কোথাও ছুটোছুটি চলত... কিন্তু ঠিক যে কোথায় যাবে নিজেই জানত না।

নিকোলাই। সত্যি জানত না আপনার মনে হয়?

তাতিয়ানা। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকলে লোকে ধীরেসুস্থে সেটা পাবার চেষ্টা করে। ও লোকটা সমস্তক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে বেড়াত। আর সে ছুটোছুটিটা বিশেষ ধরনের। মনে হত কে যেন ওকে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাড়াহুড়োর ফলে পায়ে পা আটকে যেত, বাধা দিত নিজেকে, অন্য সবাইকে। লোকটা লোভী ছিল না — সংকীর্ণ অর্থে লোভী ছিল না... সমস্ত কর্তব্যকর্ম সেরে ফেলবার উৎকট উৎকণ্ঠা ছিল তার, আর সে কর্তব্যকর্মের একটা হল ঘুষ নেওয়া। ঘুষ নেওয়া নয়, যাকে বলে ছিনিয়ে নেওয়া, আর এত তাড়ায় যে ধন্যবাদ দিতে পর্যন্ত মনে থাকত না... শেষ পর্যন্ত লোকটা গাড়ীচাপা পড়ে মারা গেল...

নিকোলাই। আপনি কি বলতে চান যে দাদার উদ্যম উৎসাহের পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই?

তাতিয়ানা। আমার কথা শুনে আপনার তাই মনে হল? আমার বক্তব্য তা নয়... আপনার দাদাকে দেখে আমার শুধু সেই পুলিশম্যানটার কথা মনে পড়ে...

নিকোলাই। দাদার জন্য কথাটা খুব প্রশংসার নয়, সেটা না বলে পারছি না।

তাতিয়ানা। আপনার দাদাকে প্রশংসা করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই।

নিকোলাই। আপনার মনোহরণের ধরনটা গতানুগতিক নয়।

তাতিয়ানা। তাই বুঝি?

নিকোলাই। আর ধরনটায় বিশেষ আমোদ নেই।

তাতিয়ানা (ধীরভাবে)। আপনার সঙ্গে আমোদ করা কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব?

নিকোলাই। কী যে বলেন!

পলিনা (প্রবেশ করে)। আজ সবকিছু গড়বড় হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কেউ প্রাতরাশ খাচ্ছে না, খিট্‌খিট করছে... মনে হচ্ছে কেউ ভালো করে ঘুমোয় নি। আজ সকালে ক্লিওপেত্রা পেৎরভনার সঙ্গে নাদিয়া বনে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে গিয়েছে... যদিও কাল আমি ওকে মানা করেছিলাম... আমার কপাল... বেঁচে থাকা দায়!

তাতিয়ানা। তুমি বড্ডো বেশী খাও...

পলিনা। কথা বলার এ কেমন ছিরি তাতিয়ানা? লোকজনের প্রতি তোমার মনোভাবটা অস্বাভাবিক...

তাতিয়ানা। সত্যি?

পলিনা। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়, দায়িত্বজ্ঞানের বালাই না থাকলে সবকিছু ধীরচিত্তে নেওয়া বেজায় সহজ! কিন্তু হাজারখানেক লোক অন্নের জন্য একজনের ওপর নির্ভর করলে... ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকম দাঁড়ায়!

তাতিয়ানা। ওদের খাওয়ানো ছেড়ে দাও, খুসীমতো থাকতে দাও ওদের... সমস্ত কিছু দিয়ে দাও ওদের — কারখানা, জমি, সব — আর নিজে শান্তিতে থাকো।

নিকোলাই (সিগারেট ধরিয়ে)। কোন নাটক থেকে এটা পেয়েছেন?

পলিনা। এ রকম কথা কেন বলো আমি বুঝি না তাতিয়ানা! জাখার কতটা বিচলিত সেটা যদি দেখতে... কিছু দিনের জন্য, মজুরদের মতিগতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কারখানাটা বন্ধ রাখা আমরা ঠিক করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা

কেমন দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখো! কত লোকের কাজ থাকবে না... আর ওদের বাচ্ছাকাচ্ছা আছে... বিচ্ছিরি ব্যাপার!

তাতিয়ানা। এতই যদি বিচ্ছিরি তাহলে ওটা করা কেন?.. নিজেকে কেন যন্ত্রণা দিচ্ছো?

পলিনা। আঃ তাতিয়ানা, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না! আমরা বন্ধ না করলে মজুররা ধর্মঘট করবে, সেটা আরো খারাপ।

তাতিয়ানা। কী খারাপ হবে?

পলিনা। সবকিছু... ওদের সমস্ত দাবী আমরা মেনে নিতে পারি না। আর বাস্তবিক পক্ষে দাবীগুলো ওদের নয়। সমাজতন্ত্রীর দল ওদের মাথায় নানা জিনিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে আর ওরা গলাবাজি করে বেড়াচ্ছে... (আবেগের সঙ্গে।) আমার মাথায় ব্যাপারটা ঢোকে না বাপু! বিদেশে সমাজতন্ত্র যথাস্থানে আছে, সমাজতন্ত্রী নেতারা প্রকাশ্যে নিজেদের কার্যকলাপ চালান। কিন্তু আমাদের দেশে নেতারা মজুরদের গলি-ঘুপসিতে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করেন, বোঝে না যে দেশে রাজা আছে সে দেশে সমাজতন্ত্রের স্থান নেই!.. আমাদের দরকার সংবিধান, সমাজতন্ত্র নয়... আপনার কী মনে হয়, নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ?

নিকোলাই (অল্প হেসে)। আমার মতটা একটু আলাদা। সমাজতন্ত্র অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিষ। আর যে দেশে কোন স্বাধীন... ইয়ে... যাকে বলে জাতীয় দর্শন নেই, যে দেশে সবকিছু ঝট করে ধার করা হয়, সে দেশ সমাজতন্ত্রের উর্বরা জমি পেতে বাধ্য... আমরা উগ্রপন্থী... সেটাই আমাদের দুর্বলতা।

পলিনা। অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন! আমরা সত্যি উগ্রপন্থী।

তাতিয়ানা (উঠে পড়ে)। বিশেষ করে তুমি আর তোমার স্বামী। আর আমাদের এই সরকারী উকিলপ্রবরটি...

পলিনা। তুমি জানো না তাতিয়ানা... আমাদের অঞ্চলে জাখারকে 'লাল' বলে লোকে ভাবে!

তাতিয়ানা (পায়চারি করতে করতে)। আমার মনে হয় উনি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেন, আর তাও কদাচিৎ...

পলিনা। তাতিয়ানা! তোমার মাথায় কী ঢুকেছে বলো তো!..

তাতিয়ানা। কেন, তোমাকে অপমান করলাম না কি? ইচ্ছে করে করি নি... তোমাদের জীবন আমার কাছে সখের থিয়েটারের মতো ঠেকে। ভূমিকাগুলো ভুলভাবে বাছা হয়েছে, কারোর প্রতিভা নেই, সবায়ের অভিনয় বেজায় খারাপ... আর নাটকটারও মাথামুণ্ডু নেই...

নিকোলাই। কথাটা যা বললেন কিছুটা সত্যি। সবায়ের অভিযোগ যে নাটকটা অত্যন্ত বিরক্তিকর!

তাতিয়ানা। বিরক্তিকর আমাদের দোষে, আর স্টেজের অন্য রামশ্যামরা বুঝতে শুরু করেছে সেটা... একদিন আমাদের মঞ্চ থেকে ভাগিয়ে দেবে ওরা...

(জেনারেল ও কনের প্রবেশ।)

নিকোলাই। বাঃ! আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন না?

জেনারেল (আসতে আসতে হেঁকে)। পলিনা! জেনারেলের জন্য একটু দুধ! ঠাণ্ডা হওয়া চাই কিন্তু!.. (নিকোলাইকে।) এই যে, আইনের জাহাজ!.. দেখি তোমার হাতটা, বউমা! কন, তোমার পড়াটা বলো! সৈনিক মানে কী?

কন। উপরওয়ালা যা চায় সৈনিক তাই, হুজুর!

জেনারেল। যদি বলে মাছ হতে, তাহলে?

কন। সৈনিকের সবকিছু হবার সামর্থ্য থাকা চাই...

তাতিয়ানা। কাল আপনি এই দৃশ্যটি দিয়ে আমাদের আনন্দ জুগিয়েছিলেন... এটা কি রোজ আমাদের শুনতে হবে?

পলিনা (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)। রোজ, ওঁর সাঁতার শেষ হবার পর।

জেনারেল। হ্যাঁ, রোজ! আর সর্বদাই অবশ্যি নতুন কিছু না কিছু! এই ঘাগী রসিকটা নিজে নিজে প্রশ্ন বানাবে আর উত্তর জোগাবে নিজে।

তাতিয়ানা। কন, তোমার ভালো লাগে এটা?

কন। জেনারেলের ভালো লাগে।

তাতিয়ানা। আর তোমার?

জেনারেল। ওরও ভালো লাগে...

কন। সার্কাসের পক্ষে আমার বয়স বেশী... কিন্তু পেটের খাতিরে কাষ্ঠহাসি হেসে সবকিছুই সইতে হয়...

জেনারেল। সেয়ানা বজ্জাত! পেছন ফেরো! ফরওয়ার্ড মার্চ!..

তাতিয়ানা। বুড়ো বেচারীকে নিয়ে হাসাহাসি করতে আপনার কখনো বিরক্ত লাগে না?

জেনারেল। আমিও বুড়ো! কিন্তু তোমাতে বিরক্তি ধরে যায় ঠিক... অভিনেত্রীর কাজ চিত্তবিনোদন করা, কিন্তু তুমি?

পলিনা। জ্যাঠামশাই, তুমি জানো...

জেনারেল। আমি কিছু জানি না...

পলিনা। কারখানাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে...

জেনারেল। অ্যাঁ! খুব ভালো! কলের ভোঁ আর শুনতে হবে না। রোজ সকালে গভীর নিদ্রার সময়ে হঠাৎ ভোঁ... ভোঁ... ভোঁ! বেশ করেছো, বন্ধ করে দাও ওটা!

মিখাইল (দ্রুতপদে এসে)। নিকোলাই, এক মিনিট! কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কয়েকটা জিনিষ করা দরকার, যদি কিছু ঘটে... উপ-শাসনকর্তার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাও; অবস্থাটা সংক্ষেপে ওঁকে জানিয়ে সৈন্য পাঠাতে বলো... আমার নামে সই কোরো।

নিকোলাই। ওঁর সঙ্গে আমারো বন্ধুত্ব আছে।

মিখাইল। মজুরদের প্রতিনিধিগুলোকে... জাহান্নমে যাক বেটারা!.. টেলিগ্রামের কথা কাউকে বোলো না। সময় হলে আমিই বলব... আচ্ছা?

নিকোলাই। বেশ।

মিখাইল। মর্জিমতো কাজ করতে পারলে খাসা লাগে! তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী, কিন্তু মনের দিক দিয়ে আরো জোয়ান, তাই না?

নিকোলাই। এটা যৌবনের লক্ষণ নয় বরং নার্ভাসনেস মনে হয়...

মিখাইল (শ্লেষের সঙ্গে)। নার্ভাসনেস না কি সেটা দেখাব'খন। (হাসতে হাসতে চলে গেল।)

পলিনা। তাহলে ওরা মনস্থির করে ফেলেছে নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ?

নিকোলাই (বেরিয়ে যেতে যেতে)। তাই মনে হচ্ছে।

পলিনা। হে ভগবান!

জেনারেল। কী ঠিক করল ওরা?

পলিনা। কারখানা বন্ধ করে দেবে...

জেনারেল। ও, তাই... কন!

কন। এই যে হুজুর।

জেনারেল। বঁড়শী আর নৌকোটা।

কন। সব তৈয়ার।

জেনারেল। মাছ নিয়ে কেলি করতে চললাম... মানুষ

নিয়ে কেলি করার চেয়ে সেটা ভালো... (হাসতে হাসতে।) কথাটা খাসা বলেছি, না? (দৌড়িয়ে এল নাদিয়া।) এই যে, প্রজাপতি!.. কী ব্যাপার?

নাদিয়া (আনন্দের সঙ্গে)। যা অ্যাডভেঞ্চারটা হল! (পিছন ফিরে ডাকল।) এদিকে আসুন গ্রেকভ! ওঁকে যেতে দেবেন না, ক্লিওপেত্রা পেৎরভনা! জানো মাসী, আমরা বন থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময়ে হঠাৎ তিনটে 'মাতাল মজুরকে দেখলাম...

পলিনা। দেখলি তো! তোকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম...

ক্লিওপেত্রা (তার পিছনে এল গ্রেকভ)। ভাবতে পারেন কী জঘন্য!

নাদিয়া। জঘন্য কেন? কী মজাটাই না হল!.. তিনজন মজুর মাসী... সবাই মাথা নুইয়ে প্রণাম করছে, হাসছে আর বলছে: 'নমস্কার, নমস্কার বিবিসাব...'

ক্লিওপেত্রা। কর্তাকে বলব ওদের ছাড়িয়ে দিতে, বলবই বলব...

গ্রেকভ (হেসে)। কেন বলুন তো?

জেনারেল (নাদিয়াকে)। ওই... কেলেমুখটা কে রে?

নাদিয়া। উনি... উনি তো আমাদের বাঁচালেন দাদু, বুঝছো না?

জেনারেল। না, কিছু বুঝি নি!..

ক্লিওপেত্রা (নাদিয়াকে)। যে ভাবে বলছো তাতে বোঝার সাধ্য কার!

নাদিয়া। যা ঘটলো তাই তো বললাম!

পলিনা। তোর কথার মাথামুণ্ডু বোঝা অসম্ভব নাদিয়া!

নাদিয়া। তার কারণ, তোমরা আমায় খালি বাধা দিচ্ছো!..

ওরা আমাদের কাছে এসে বলল: 'সবাই মিলে একটা গান ধরা যাক, কী বলেন?..'

পলিনা। ওঃ, কী আস্পর্ধা!

নাদিয়া। মোটেই না! ওরা বলল: 'আমরা শ্নেছি, আপনারা চমৎকার গান... অবশ্য আমাদের অল্প নেশা ধরেছে, কিন্তু নেশা হলেই আমাদের খোলে, ব্ঝলেন কি না!' আর সেটা সত্যি, মাসী! নেশা করলে ওরা বরাবরকার মতো হাঁড়িম্খো হয়ে থাকে না...

ক্লিওপেত্রা। আমাদের কপাল ভালো, এই য্বকটি...

নাদিয়া। আপনার চেয়ে রসিয়ে বলছি! ক্লিওপেত্রা পেৎরভনা তো প্রথমেই ওদের বকতে শ্র্ করলেন... কোন দরকার ছিল না তাঁর ! সত্যি কোন দরকার ছিল না!.. তখন ওদের একজন, ইয়া লম্বা আর রোগা...

ক্লিওপেত্রা (গম্ভীরম্খে)। ওকে আমি জানি!

নাদিয়া। ওঁর হাত ধরে অত্যন্ত কর্ণগলায় বলল: 'আপনি এত র্পসী, এত মার্জিতা মহিলা, আপনাকে দেখলেই ভালো লাগে, কেন রাগ করছেন? আপনার কোন লোকসান তো করি নি।' এত মিষ্টিভাবে বলল কথাটা... একেবারে হৃদয় থেকে। তখন আর একজন চোয়াড়ে গোছের লোক... বলল: 'ওদের সঙ্গে কথা বলছিস কেন? যেন তোর কথা ওরা সমঝাবে! ওরা আদমী নয়, জন্তু!..' আমরা, আমরা হলাম জন্তু — উনি আর আমি! (হেসে উঠল।)

তাতিয়ানা (হাসতে হাসতে)। মনে হচ্ছে বর্ণনাটা তোর বেশ লেগেছে?

পলিনা। তোকে কতবার বলেছি নাদিয়া... যেখানে-সেখানে ঘ্রে ঘ্রে বেড়ালে...

গ্রেকভ (নাদিয়াকে)। আমি এখন যেতে পারি?

নাদিয়া। না, না! চা খেতে চান?.. কিম্বা দুধ? খাবেন?

(জেনারেল হেসে উঠল। কাঁধ ঝাঁকাল ক্লিওপেত্রা। গ্রেকভকে দেখতে দেখতে তাতিয়ানা দাঁত চেপে গুনগুন করতে লাগল। মাথা নিচু করে পলিনা যে চামচেগুলো মুছছিল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।)

গ্রেকভ (হেসে)। না, ধন্যবাদ। আমার কিছু চাই না।

নাদিয়া (জেদ ক'রে)। দয়া ক'রে লজ্জা করবেন না!.. এঁরা সবাই... ভালো লোক, সত্যি বলছি!

পলিনা (আপত্তি ক'রে)। নাদিয়া!

নাদিয়া (গ্রেকভকে)। এখুনি যাবেন না, গল্পটা এখনো শেষ হয় নি...

ক্লিওপেত্রা (অসন্তুষ্ট হয়ে)। এক কথায় ইনি ঠিক সময়ে এসে পড়লেন, আর কথাবার্তা কয়ে মাতাল বন্ধুদের বুঝিয়ে উদ্ধার করলেন আমাদের... আমি ওঁকে বললাম বাড়ী পেঁৗছিয়ে দিতে। ব্যস আর কিছু নয়!..

নাদিয়া। আপনার বলার রকমটা কেমন যেন! ব্যাপারটা ওরকম হলে তো বলবার কিছু থাকত না!

জেনারেল। আদ্যন্তটা কী তাহলে?

নাদিয়া (গ্রেকভকে)। বসুন! মাসী, এঁকে বসতে বলছো না কেন? আর সবায়ের মুখ এমন গোমড়া কেন?

পলিনা (বসে থেকেই, গ্রেকভকে)। আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ...

গ্রেকভ। ওটা কিছু না...

পলিনা (আগের চেয়ে নিরস গলায়)। এঁদের রক্ষা করে অত্যন্ত উপকার করেছেন।

গ্রেকভ (ধীরভাবে)। রক্ষা করার কোন কথা ওঠে নি... এ'দের ক্ষতি করতে কেউ চায় নি।

নাদিয়া। মাসী! কথার কী ছিরি তোমার...

পলিনা। আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করিস না...

নাদিয়া। সত্যি কিন্তু কেউ কাকে রক্ষা করে নি! উনি শুধু ওদের বললেন: 'এ'দের ছাড়ান দাও তো হে, কাজটা ভালো করছো না!' এ'কে দেখে ওরা বেজায় খুসী। হৈ-হৈ করে বললো: 'গ্রেকভ! চলো আমাদের সঙ্গে, বুদ্ধিমান ছোকরা তুমি!' আর, মাসী, সত্যি সত্যি ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান... মাপ করবেন গ্রেকভ, কথাটা কিন্তু সত্যি!..

গ্রেকভ (হেসে)। আপনি আমাকে বিব্রত অবস্থায় ফেলছেন...

নাদিয়া। আমি করি নি, করেছে ওরা।

পলিনা। নাদিয়া!.. তোর উচ্ছ্বাস আর তো সহ্য হয় না... লোক হাসালি তুই... যথেষ্ট হয়েছে!..

নাদিয়া (উত্তেজিতভাবে)। হাসবার মতো হলে আমাকে নিয়ে হাসো! পে'চার মতো মুখ ক'রে বসে আছো কেন সবাই? হাসো-না!

ক্লিওপেত্রা। নাদিয়ার অভ্যেস আছে তিলকে তাল করার, আর সেটা করে ঢাক পিটিয়ে। আপাতত অচেনা একজনের সামনে সেটা বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে... ওকে নিয়ে উনি হাসছেন যে সেটা তো স্পষ্ট।

নাদিয়া (গ্রেকভকে)। আমাকে নিয়ে আপনি হাসছেন? কেন?

গ্রেকভ (সহজভাবে)। মোটেই না। আপনার তারিফ করছি...

পলিনা (ভীষণ বিচলিত হয়ে)। কী? জ্যাঠামশাই...

ক্লিওপেত্রা (অল্প হেসে)। দেখলেন তো!

জেনারেল। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে! নেবু বেশী কচলালে তেতো হয়ে যায়। এই নাও, ছোকরা, এবার যাও...

গ্রেকভ (ঘুরে দাঁড়িয়ে)। ধন্যবাদ... ওটার কোন দরকার নেই।

নাদিয়া (হাত দিয়ে মুখ ঢেকে)। ওঃ! কী করছো দাদু?

জেনারেল (গ্রেকভকে থামিয়ে)। দাঁড়াও! এটা দশ রুবল...

গ্রেকভ (ধীরভাবে)। তাতে কী এসে যায়?

(মুহূর্তকালের জন্য সবাই নিস্তব্ধ।)

জেনারেল (বিমূঢ়ভাবে)। ইয়ে... আপনি কে বলুন তো?

গ্রেকভ। মজুর।

জেনারেল। কামার?

গ্রেকভ। না, ফিটার।

জেনারেল (কঠোরভাবে)। একই কথা! টাকাটা নিচ্ছো না কেন?

গ্রেকভ। আমার চাই না।

জেনারেল (বিরক্ত হয়ে)। এটা কি নাটক হচ্ছে? তুমি কী চাও?

গ্রেকভ। কিস্সু না।

জেনারেল। হয়ত এই মেয়েটির পাণিপ্রার্থনা করার মতলব আছে?

(হেসে উঠল। সবাই বিব্রত।)

নাদিয়া। এই... কী বলছো তুমি দাদু!

পলিনা। দোহাই আপনার, জ্যাঠামশাই...

গ্রেকভ (জেনারেলকে, ধীরভাবে)। আপনার বয়স কত?

জেনারেল (বিস্মিত হয়ে)। কী? আমার বয়স... কত?

গ্রেকভ (আগেকার মতো ধীরভাবে)। আপনার বয়স কত?

জেনারেল (চারিদিকে তাকিয়ে)। আমি... ইয়ে... আমার বয়স একষট্টি... কী ব্যাপার?

গ্রেকভ (প্রস্থানোদ্যত হয়ে)। আক্কেল হবার মতো বয়স হয়েছে আপনার।

জেনারেল। কী?.. আমার... আক্কেল হবার?..

নাদিয়া (গ্রেকভের পিছু পিছু দৌড়িয়ে)। শুনুন, শুনুন... চটবেন না! ওঁর বয়স হয়েছে। এরা সবাই সত্যি ভালো লোক। সত্যি বলছি!

জেনারেল। আজব কাণ্ড!

গ্রেকভ। বিচলিত হবেন না... আর কী আশা করা যেতে পারে!

নাদিয়া। গরমের জন্য এটা হল... গরমে সবায়ের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে... তাছাড়া গল্পটা আমি গুছিয়ে বলতে পারি নি একেবারে...

গ্রেকভ (হেসে)। যে ভাবেই বলুন না কেন, এঁদের মাথায় ঢুকত না, বিশ্বাস করুন।

(দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেল।)

জেনারেল (অত্যন্ত বিচলিতভাবে)। আমাকে ওরকমটা বলল... কী আস্পর্ধা!

তাতিয়ানা। মিছি মিছি ওকে টাকা দেখালেন।

পলিনা। এঃ নাদিয়া!.. নাদিয়াটা অসম্ভব!

ক্লিওপেত্রা। লোকটার কী সাহস! কী দেমাক! কর্তাকে বলব, ওকে তখন...

জেনারেল। বেটা কুত্তার বাচ্ছা!

পলিনা। নাদিয়াটা অসম্ভব মেয়ে!.. ওর সঙ্গে চলে গেল... ওকে নিয়ে আমার যন্ত্রণার শেষ নেই।

ক্লিওপেত্রা। যত দিন যাচ্ছে আপনাদের সোশ্যালিস্টরা তত বেয়াড়া হচ্ছে...

পলিনা। ওকে সোশ্যালিস্ট মনে হল কেন?

ক্লিওপেত্রা। চোখের সামনে দেখছি! ভব্য মজুরগুলো সবাই সোশ্যালিস্ট...

জেনারেল। জাখারকে বলব... এক্ষুনি হতচ্ছাড়াটাকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে!

তাতিয়ানা। কারখানা বন্ধ।

জেনারেল। হোক গে, তবু ওদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া চাই!

পলিনা। তাতিয়ানা! নাদিয়াকে ডেকে নিয়ে এসো... লক্ষ্মীটি! ওকে বলো আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি...

(তাতিয়ানা চলে গেল।)

জেনারেল। নচ্ছার বেটা! 'আপনার বয়স কত?' — বটে!

ক্লিওপেত্রা। মাতালগুলোর এত আস্পর্ধা, আমাদের লক্ষ্য করে শিস দিচ্ছিল... আর ওদের সঙ্গে আপনি ভদ্রতা করছেন... পড়াশোনা করিয়ে লাই দেওয়া!.. কীসের জন্য?

পলিনা। সত্যি বলেছেন! ভাবতে পারেন, বৃহস্পতিবার গ্রামে গিয়েছিলাম, হঠাৎ কানের কাছে শিস!.. আমাকেও ছাড়ে না! অপমানের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, ঘোড়াগুলো ঘাবড়ে যেতে পারত!

ক্লিওপেত্রা (জ্ঞানগম্ভীরভাবে)। দোষটা অনেকটা জাখার ইভানভিচের! কর্তা বলেন, জাখার ইভানভিচ নিজের আর ওদের মধ্যে উচিত দূরত্বটা রাখেন না...

পলিনা। ওঁর হৃদয়টা বড়ো কোমল... সবায়ের সঙ্গে মাখামাখি করতে চান! ওঁর মনে হয় সাধারণ লোকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখলে দু'পক্ষেরই লাভ... চাষীদের ব্যাপারে

উনি ঠিক। ওরা জমি নেয়, খাজনা দেয়, সবকিছু চলে নির্ঝঞ্ঝাটে। কিন্তু মজুরগুলো... (তাতিয়ানা ও নাদিয়া এল।) নাদিয়া, সোনা, ব্যাপারটা এত অশোভন কেন বুঝিস না...

নাদিয়া (চটে)। তোমরা... অশোভন তোমরা! গরমে তোমাদের মাথা ঘুরে গিয়েছে, তাই চটে গিয়ে খিটখিট করছো। তোমরা কিছু বোঝো না!.. আর দাদু... আহা, কী বোকা তুমি!..

জেনারেল (অত্যন্ত চটে উঠে)। আমি বোকা? আবার?

নাদিয়া। তুমি... তুমি বিয়ের কথাটা কেন বললে? লজ্জা করে না তোমার?

জেনারেল। লজ্জা? অসহ্য, অসহ্য একেবারে! অনেক হয়েছে, একদিনের পক্ষে যথেষ্ট! (গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল।) কন! তোর গুষ্টিশুদ্ধ সবাই উচ্ছন্নে যাক! বেটা গেল কোথায়, বেটা গণ্ডমূর্খ!

নাদিয়া। আর, মাসী! তুমি বিদেশে থেকেছো, রাজনীতি নিয়ে লম্বাচওড়া বক্তৃতা দাও!.. অথচ লোকটাকে বসতে বললে না, এক কাপ চা পর্যন্ত দিলে না!..

পলিনা (লাফিয়ে উঠে একটা চামচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে)। অসহ্য... কী বলছিস তুই?..

নাদিয়া। আর ক্লিওপেত্রা পেৎরভনা, আপনি... রাস্তায় আসতে আসতে আপনি ওর সঙ্গে মোলায়েম ভদ্র ব্যবহার করলেন — আর এখানে এসেই...

ক্লিওপেত্রা। আমার কী করা উচিত ছিল, ওকে চুমু খাওয়া? দুঃখিত, কিন্তু ওর মুখটা ময়লা। ভালো কথা, আমাকে বকার অধিকার তোমাকে কে দিল? দেখছেন তো, পলিনা দমিত্রিয়েভনা? এই হল আপনাদের গণতন্ত্র বা কী যেন বলে — মানবতা!.. আর এ সমস্ত কিছুর জন্য এখন ভুগতে

হচ্ছে শুধু আমার স্বামীকে... কিন্তু আপনাদেরো ভুগতে হবে, দেখবেন!

পলিনা। ক্লিওপেত্রা পেৎরভনা, নাদিয়ার ব্যবহারের জন্য আপনার কাছে মাপ চাইছি...

ক্লিওপেত্রা (চলে যেতে যেতে)। কোন দরকার নেই... এটা শুধু নাদিয়ার কথা নয়... দোষ সকলেরই!

পলিনা। শোন নাদিয়া! তোর মা মারা যাবার সময়ে তোকে মানুষ করার ভার যখন আমাকে দিল...

নাদিয়া। মায়ের কথা তুলো না! তাঁর সম্বন্ধে ঠিক কথা তুমি কখনো বলো না!

পলিনা (অবাক হয়ে)। নাদিয়া! তোর কী শরীর খারাপ হয়েছে?.. ভেবে দেখ কী বলছিস! তোর মা তো আমারি বোন ছিল। তোর চেয়ে ভালো করে ওকে আমি জানতাম...

নাদিয়া (অশ্রু সম্বরণ করতে না পেরে)। তুমি কিছু জানো না! গরীব আর বড়োলোকদের মধ্যে কোন নাড়ীর সম্পর্ক নেই... আমার মা ছিলেন গরীব, আর ভালোমানুষ... গরীবদের তুমি বোঝো না! এমন কি তাতিয়ানা মাসীকে পর্যন্ত তুমি চেনো না...

পলিনা। নাদিয়া, এখান থেকে যা, বলছি!

নাদিয়া (যেতে যেতে)। আচ্ছা যাচ্ছি!.. কিন্তু ঠিক কথা বলেছি! আমার কথাটা ঠিক, তোমার নয়!

পলিনা। হায় ভগবান!.. সুস্থ সবল মেয়েটা, হঠাৎ... প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্থ হয়ে গেল! মাপ করো তাতিয়ানা, কিন্তু ওর ওপর তোমার প্রভাবটা বড্ড চোখে পড়ছে। সব বিষয়ে তুমি ওর সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলো যেন ও বড়ো হয়ে গিয়েছে... কর্মচারীদের মধ্যে... অফিসের বিদঘুটে লোকগুলোর মধ্যে ওকে নিয়ে যাও... সৃষ্টিছাড়া কান্ড! আর নৌকো করে ঘুরে বেড়ানো...

তাতিয়ানা। অত অশান্ত হয়ো না... এক গেলাস জল খাবে না কি? মজুরটির সঙ্গে তোমার ব্যবহার খুব বিচক্ষণ হয় নি তোমাকে মানতেই হবে! ওকে বসতে বললে চেয়ারটা অশুদ্ধ হয়ে যেত না।

পলিনা। তুমি ভুল বলছো... মজুরদের সঙ্গে আমার ব্যবহার ঠিক নয় কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সবকিছু সীমা রেখে করতে হয়!..

তাতিয়ানা। নাদিয়াকে আমি কোথাও নিয়ে যাই না, যাই বলো না কেন। ও যায় নিজে থেকে... আর ওকে বাগড়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি না।

পলিনা। নিজে থেকে যায়! যেন কী করছে ও বোঝে!

(মন্থরপায়ে ইয়াকভ ঢুকল, অল্প নেশা হয়েছে।)

ইয়াকভ (বসে)। কারখানায় গণ্ডগোল বাধবে...

পলিনা (অতিষ্ঠভাবে)। থামুন আপনি, ইয়াকভ ইভানভিচ!..

ইয়াকভ। হ্যাঁ, বাধবে। গড়বড় হবে। ওরা কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেবে, আর আমাদের আগুনে সেদ্ধ করে নেবে... খরগোসের মতো।

তাতিয়ানা (বিরক্ত হয়ে)। এরি মধ্যে মদ খেতে শুরু করেছো?

ইয়াকভ। এসময়ে প্রত্যহ আমি মদ্যপ অবস্থায় থাকি... এইমাত্র ক্লিওপেত্রাকে দেখলাম... অতি বাজে মেয়েমানুষ! গুচ্ছির প্রেমিক আছে বলে নয়... মনের মতন রতন যেখানে ও বসাতে চায় সেখানে একটা বুড়ো খেঁকি কুকুর বাগিয়ে বসে আছে, সেজন্য...

পলিনা (উঠে পড়ে)। হে ভগবান, হে ভগবান!..

চলছিলো সবকিছু বেশ ভালোভাবে আর হঠাৎ... (বাগানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে লাগল।)

ইয়াকভ। ঘিয়েভাজা, খেঁকি কুকুর। বপুটা বড়ো নয়, কিন্তু বেজায় লোভী। বসে থাকে আর দাঁত দেখায়... সবকিছু গিলেছে বেটা... কিন্তু আরো চায়... কিন্তু কী চায় জানে না... সেজন্য বেটার ছটফটানি...

তাতিয়ানা। চুপ ইয়াকভ্!.. তোমার দাদা আসছেন।

ইয়াকভ। আসতে দাও, কী এসে যায়! তাতিয়ানা, আমি জানি আমাকে ভালোবাসা আর সম্ভব নয়... জানি বলে ব্যথা পাই! সত্যি ব্যথা পাই... কিন্তু তবু তোমাকে না ভালোবেসে পারি না...

তাতিয়ানা। তোমার দরকার একটু চাঙা হয়ে আসা... যাও তো, গিয়ে মাথায় জল ঢেলে এসো...

জাখার (প্রবেশ ক'রে)। কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ওদের বলা হয়েছে?

তাতিয়ানা। জানি না।

ইয়াকভ। না, এখনো বলা হয় নি, কিন্তু মজুরদের জানতে বাকি নেই।

জাখার। কী করে? ওদের কে বলেছে?

ইয়াকভ। আমি। গেলাম, বলে দিলাম।

পালিনা (কাছে এসে)। বলতে গেলেন কেন?

ইয়াকভ (কাঁধ ঝাঁকিয়ে)। এমনি... ওরা এ বিষয়ে কৌতূহলী। ওদের তো আমি সব বলি, যা শুনতে চায় বলে দিই। আমার মনে হয় ওরা আমাকে ভালোবাসে। কর্তার ভাইটা মাতাল ভাবতে ওদের ভালো লাগে। এতে করে ওদের মনে হয় যে সবাই সমান।

জাখার। হুঁ... তুমি ঘনঘন কারখানায় যাও, ইয়াকভ... তাতে অবশ্য আমার বলার কিছু নেই!.. কিন্তু মিখাইল

ভাসিলিয়েভিচ বলেন, মজুরদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় কারখানার ব্যবস্থার নিন্দে তুমি করো...

ইয়াকভ। মিথ্যে কথা। ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা, কিস্‌সু আমি জানি না।

জাখার। উনি বলেন যে মাঝে মাঝে তুমি সঙ্গে করে ভদ্‌কা নিয়ে যাও...

ইয়াকভ। মিথ্যে কথা। ভদ্‌কা সঙ্গে নিই না, আনাই, আর মাঝে মাঝে নয়, সর্বদা। তুমি তো জানো ভদ্‌কা ছাড়া ওরা আমার কথায় কর্ণপাত করবে না!

জাখার। কিন্তু, ইয়াকভ, তুমি নিজে বিবেচনা ক'রে দেখো — তুমি মালিকের ভাই...

ইয়াকভ। ওটাই আমার একমাত্র অপরাধ নয়...

জাখার (অপমানিত বোধ ক'রে)। বেশ, চুপ করলাম! আর কিছু বলবো না! কেন জানি না আশেপাশের সবাই আমার বিরুদ্ধে দেখছি...

পলিনা। খাঁটি কথা। নাদিয়া কী বলল যদি শুনতে!

পলাগি (ছুটে এসে)। ম্যানেজারকে... ওরা... ওরা... ম্যানেজারমশাইকে খুন করেছে...

জাখার। কী?

পলিনা। কী বললে তুমি?

পলাগি। একেবারে মেরে ফেলেছে... উনি পড়ে গেলেন...

জাখার। কে... কে গুলি করল?

পলাগি। মজুররা।

পলিনা। ওরা ধরা পড়েছে?

জাখার। ওখানে ডাক্তার আছে?

পলাগি। জানি না...

পলিনা। ইয়াকভ ইভানভিচ!.. আপনি এক্ষুনি যান!

ইয়াকভ (অসহায় ভঙ্গী করে)। কোথায়?

পলিনা। কী করে ঘটল ব্যাপারটা?

পলাগ। ম্যানেজারমশাই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন... একজন মজুরের পেটে লাথি মারেন...

ইয়াকভ। ওরা... আসছে...

(হট্টগোল। মিখাইল স্ক্রোবতভকে বয়ে নিয়ে এল নিকোলাই ও লেভশিন। লেভশিন মাঝবয়সী মজুর, মাথায় টাক। সঙ্গে এল আরো কয়েকটি মজুর ও কর্মচারী।)

মিখাইল (ক্লান্ত গলায়) ছেড়ে দাও... রেখে দাও আমাকে...

নিকোলাই। গুলি কে করল দেখেছিলে?

মিখাইল। আমি ক্লান্ত... আর পারি না...

নিকোলাই (জোর করে)। কে গুলি করল দেখেছিলে?

মিখাইল। আমার লেগেছে... লাল-চুলো লোক একটা... আমাকে রেখে দাও... লাল-চুলো লোক একটা...

(ঘাসের চাপড়ার বসার জায়গায় ওরা ওকে রাখল।)

নিকোলাই (পুলিশম্যানকে)। শুনলে তো? লাল-চুলো লোক একটা...

পুলিশম্যান। শুনেছি হুজুর!..

মিখাইল। বাদ দাও; এখন কিছু এসে যায় না...

লেভশিন (নিকোলাইকে)। আপাতত এঁকে আর উত্ত্যক্ত না করলে ভালো হয় না?

নিকোলাই। চুপ করো! ডাক্তার কোথায়? ডাক্তার কোথায় তোমায় জিজ্ঞেস করছি?

(সবাই উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক করতে শুরু করল, ফিসফিস করতে লাগল।)

মিখাইল। চেঁচিও না ... ব্যথা... শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে!..

লেভশিন। তাই করুন মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ। হায় রে! সবকিছুর গোড়ায় টাকা, জীবনের মূলে হল টাকা... টাকা হল আমাদের জীবনমরণ...

নিকোলাই। পুলিশম্যান! বাইরের লোকদের এখান থেকে চলে যেতে বলো।

পুলিশম্যান (নিচু গলায়)। ভাগো হিঁয়াসে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখা হচ্ছে?..

জাখার (ধীরভাবে)। ডাক্তার কোথায়?

নিকোলাই। মিখাইল!.. মিখাইল!.. (দাদার উপরে ঝুঁকে পড়ল, অন্য সকলেও তাই করল।) মনে হচ্ছে... সব শেষ... হ্যাঁ শেষ।

জাখার। অসম্ভব! অজ্ঞান হয়ে গেছেন নিশ্চয়।

নিকোলাই (আস্তে আস্তে, শান্ত গলায়)। শেষ। বুঝতে পারছেন না জাখার ইভানভিচ? ও মারা গিয়েছে...

জাখার। না, না! আপনি ভুল করছেন, বোধ হয়!

নিকোলাই। না। আর এটার জন্য দায়ী, আপনি!

জাখার (অভিভূত হয়ে)। আমি?

তাতিয়ানা। কী নিষ্ঠুর কথা... কী উদ্ভট!

নিকোলাই (অত্যন্ত জোর দিয়ে)। হ্যাঁ, আপনি!..

পুলিশের কর্তা (দৌড়তে দৌড়তে এসে)। ম্যানেজারমশাই কোথায়? খুব জখম হয়েছেন না কি?

লেভশিন। মারা গিয়েছেন। উনি সর্বদা লোককে ওঠাতেন বসাতেন, আর এখন!.. একবার ওঁর দিকে চেয়ে দেখুন...

নিকোলাই (পুলিশের কর্তাকে)। মরার আগে উনি কোনক্রমে বলে গিয়েছেন যে লাল-চুলো একটা লোক ওঁকে মেরেছে...

পুলিশের কর্তা। লাল-চুলো?

নিকোলাই। হ্যাঁ। আপনাকে বিধিব্যবস্থা করতে হবে... এক্ষুনি!

পুলিশের কর্তা (পুলিশম্যানকে)। সব কটা লাল-চুলোকে জমা করো!

পুলিশম্যান। জো হুজুর!

পুলিশের কর্তা। দেখো কেউ যেন সরে না পড়ে!

(পুলিশম্যান বেরিয়ে গেল।)

ক্লিওপেত্রা (হাঁপাতে হাঁপাতে এসে)। ও কোথায়?.. মিখাইল!.. কী হল... মূর্ছা গিয়েছে বুঝি? নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ... ও কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে? (ঘুরে দাঁড়াল নিকোলাই।) প্রাণ নেই? মারা গিয়েছে?

লেভশিন। উনি এখন চুপচাপ... রিভলভার দেখিয়ে ওদের ভয় দেখাচ্ছিলেন, রিভলভারটা ওঁর নিজের ওপর ছুটল।

নিকোলাই (ক্রুদ্ধভাবে, নিচু গলায়)। ভাগো এখান থেকে! (পুলিশের কর্তাকে।) এটাকে এখান থেকে সরান তো!

ক্লিওপেত্রা। ডাক্তার... ডাক্তার কী বলছেন?

পুলিসের কর্তা (লেভশিনকে, নিচু গলায়)। ভাগো হিঁয়াসে!

লেভশিন (নিচু গলায়)। যাচ্ছি। ধাক্কা দিচ্ছেন কেন?

ক্লিওপেত্রা (মৃদু কণ্ঠে)। তাহলে ওকে মেরে ফেলেছে?

পলিনা (ক্লিওপেত্রাকে)। বেচারী...

ক্লিওপেত্রা (মৃদু কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ কণ্ঠে)। সরে যান! এর জন্য দায়ী আপনারা... আপনারা দায়ী!

জাখার (বিমর্ষভাবে)। আপনি... ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছেন... জানি, কিন্তু এ কথাটা... এ কথাটা কেন বলছেন?

পলিনা (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে)। কী ভয়ঙ্কর কথা বলছেন ভেবে দেখুন!..

তাতিয়ানা (পলিনাকে)। তুমি এখান থেকে যাও... ডাক্তার কোথায়?

ক্লিওপেত্রা। আপনাদের সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষির জন্যেই ওঁর মৃত্যু ঘটল!

নিকোলাই (শুষ্ককণ্ঠে)। শান্ত হোন, বৌদি! জাখার ইভানভিচ নিজের দোষের কথা জানেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই...

জাখার (বিমর্ষভাবে)। কিন্তু... আমি কিছু বুঝতে পারছি না! আপনারা কী বলছেন? এ ধরনের অভিযোগ আপনারা কী করে আনতে পারেন?..

পলিনা। কী সাংঘাতিক! হায় ভগবান... মমতা বলে কিছু নেই!

ক্লিওপেত্রা। মমতা বলে কিছু নেই? মজুরদের মন ওঁর বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিলেন, ওদের ওপর ওঁর প্রভাব নষ্ট করে দিলেন... এক কালে ওরা ওঁকে ভয় পেত। দেখামাত্র থরথর করে কাঁপত... আর এখন! ওদের হাতে উনি মরলেন... আর তার জন্য দায়ী আপনারা... আপনারা! ওঁর রক্তের দাগ আপনাদের হাতে!..

নিকোলাই। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়... আর চেঁচাবেন না!

ক্লিওপেত্রা (পলিনাকে)। কাঁদছেন? বেশ, বেশ! কাঁদুন, আরো কাঁদুন। যতক্ষণ না ওঁর রক্তের ছাপ আপনাদের মন থেকে ধুয়ে যায়!..

পুলিশম্যান (ফিরে এসে)। হুজুর!..

পুলিশের কর্তা। আস্তে!

পুলিশম্যান। সব কটা লাল-চুলোকে পাকড়াও করা হয়েছে।

(পটভূমির কাছে বাগান থেকে উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে জেনারেল কনকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল।)

নিকোলাই। শ্-শ্!

ক্লিওপেত্রা। খুনীর দল!

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অংক

চাঁদনী রাত। ঘন, গভীর ছায়া। বাগানের টেবিলে ইতস্ততভাবে ছড়ানো রুটি, শশা, ডিম, বিয়ারের বোতল। ঝাড়ের লণ্ঠনে আলো জ্বলছে। প্লেট ধুচ্ছে **আগ্রাফেনা**। ছড়ি হাতে **ইয়াগোদিন** বসে, সিগারেট মুখে। বাঁদিকে দাঁড়িয়ে **তাতিয়ানা, নাদিয়া** ও **লেভশিন**। কথাবার্তা চলছে মৃদু কণ্ঠে, যেন অন্যকিছু শোনার অপেক্ষায় আছে বক্তারা। উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশার ছাপ পরিবেশে।

লেভশিন (নাদিয়াকে)। মানুষের সবকিছুতে টাকার ময়লা, বুঝলেন দিদিমণি? আর তাই আপনার কাঁচা মন এত ভার... তামার পয়সায় সবাই বাঁধা, সবাই, শুধু আপনি বাঁধা পড়েন নি, আর তাই আপনি দলছাড়া। দুনিয়ায় সব্বায়ের কানে তামার পয়সা ঝুনঝুনি বাজিয়ে বলে, 'ওহে, আমাকে নিজের মতো ক'রে ভালোবাসো...' কিন্তু আপনি তার মধ্যে পড়েন না। পাখি না চালায় লাঙল, না তোলে ফসল।

ইয়াগোদিন (আগ্রাফেনাকে)। লেভশিন আবার ভদ্রলোকদের শেখাতে লেগেছে... বেটা বুরবক্!

আগ্রাফেনা। শেখাবে না কেন? ও খাঁটি কথা বলছে। খাঁটি কথা অল্পস্বল্প বাবুদেরও জানা দরকার।

নাদিয়া। আপনার জীবনটা খুব কষ্টের, তাই না, লেভশিন?

লেভশিন। না, খুব কষ্টের নয়। ছেলেপিলের বালাই

নেই। মেয়েমানুষ একটা আছে, মানে, বউ একটা আছে। বালবাচ্ছাগুলো সব মরে গেছে।

নাদিয়া। তাতিয়ানা মাসী! বাড়ীতে মড়া থাকলে সবাই ফিসফিস ক'রে কথা বলে কেন?..

তাতিয়ানা। কেন জানি না...

লেভশিন (হেসে)। মড়ার সামনে আমরা সবাই পাপী, তাই, দিদিমণি। আমাদের পাপের অন্ত নেই...

নাদিয়া। সবসময়ে তো এ রকমটা হয় না, মানে মৃতদের সবাই... তো আর... সবাই তো লোকের হাতে মারা পড়ে না... তবু লোকে যে কোন মড়ার সামনে ফিসফিসিয়ে কথা বলে...

লেভশিন। সবাই আমাদের হাতে মরে, দিদিমণি! কেউ বা মরে গুলিতে, কেউ বা কথায়। আমাদের কৃতকর্মের দরুন সবাই মরে। নিজেদের অজ্ঞাতে লোককে আমরা সূর্যের আলো থেকে তাড়িয়ে অন্ধকার কবরে পাঠাই... কিন্তু যমের হাতে লোককে ঠেলে দেবার পর পাপের একটু বোধ শুরু হয়। যে মরেছে তার জন্য দুঃখ পাই, নিজেদের ওপর ঘেন্না ধরে যায়, মনে আসে দারুণ আতঙ্ক... তার কারণ আমরা সবাই এক পথের পথিক, আমাদেরো কপালে কবরখানা!..

নাদিয়া। তা-ই, ভাবলে কী ভীষণ লাগে!

লেভশিন। কিস্সু না! আজ ভয় পাওয়া, কাল ভুলে যাওয়া। আবার লোকে ঠেলাঠেলি শুরু করে... ভিড়ের একজন পড়ে গেলে সবাই চুপ মেরে যায়, সরম জাগে নিমেষের জন্য... তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুরু করে আবার সবকিছু, বরাবরকার মতো!.. বেয়াক্কেলের দল! কিন্তু, দিদিমণি, লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই আপনার: মড়াতে আপনার কিছু করতে পারবে না। মড়ার সামনে যতখুসী জোরে আপনি কথা বলতে পারেন...

তাতিয়ানা। জীবনের ধরন বদলাবার জন্য কী করা উচিত?.. তুমি জানো?..

লেভশিন (গূঢ়ভাবে)। পয়সার হাত থেকে রেহাই পেতে হবে... ওটাকে নস্যাৎ করতে হবে... পয়সা না থাকলে কেন আর ঠেলাঠেলি আর খেয়োখেয়ি?

তাতিয়ানা। এই শুধু আর কিছু নয়?

লেভশিন। শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট!..

তাতিয়ানা। বাগানে বেড়াবি না কি, নাদিয়া?

নাদিয়া (বিষণ্ণভাবে)। বেড়ালে হয়...

(বাগানের গভীরে দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেল; টেবিলের কাছে এল লেভশিন। তাঁর কাছে দেখা গেল জেনারেল, কন ও পলাগিকে।)

ইয়াগোদিন। বেনাবনে মুক্তো ছড়াচ্ছিস তুই, লেভশিন... তোর কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই!

লেভশিন। কেন?

ইয়াগোদিন। ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে কী লাভ?.. ওদের মাথায় যেন কিছু ঢুকবে! তুই যা বলছিস তা মজুরের দিল ছোঁবে, বাবুদের নয়...

লেভশিন। দিদিমণি বেশ লোক। গ্রেকভ ওর কথা আমাকে বলেছে...

আগ্রাফেনা। আর এক কাপ চা খাবে না কি?

লেভশিন। খেলে হয়।

(সবাই চুপচাপ। তারপর শোনা গেল জেনারেলের গলা; গাছের ফাঁকে ফাঁকে নাদিয়া ও তাতিয়ানার শুভ্র পরিধানের আভাস।)

জেনারেল। কিম্বা এক গাছা দড়ি রাস্তায় ফেলে রাখো...

এমন ভাবে, যাতে কেউ দেখতে না পায়... একজন এল, আর হঠাৎ — ধপাস্, পপাত ধরণীতলে!

পলাগি। কেউ পড়ে গেলে দেখতে বেড়ে লাগে হুজুর!

ইয়াগোদিন। শুনলি তো!

লেভশিন। তা আর শুনি নি...

কন। বাড়ীতে মরালোক, আজ ওসব করা উচিত হবে না। ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় এটা নয়।

জেনারেল। হিতোপদেশ ছাড়ো তো! তুমি মরলে আমি ডিগ্‌বাজী খাব!

(টেবিলের কাছে এল তাতিয়ানা ও নাদিয়া)

লেভশিন। ভীমরতি ধরেছে বুড়োর!..

আগ্রাফেনা (বাড়ীর দিকে যেতে যেতে)। **সবসময়ে ওঁর মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি...**

তাতিয়ানা(টেবিলের পাশে বসে)। লেভশিন, তুমি কি সোশ্যালিস্ট?

লেভশিন (সরলভাবে)। আমি? না। আমি আর তিমফেই — আমরা তাঁতী। তাঁতী আর কি...

তাতিয়ানা। সোশ্যালিস্টের সঙ্গে জানাশোনা আছে? ওদের কথা কিছু শুনেছ?

লেভশিন। শুনেছি... কাউকে চিনি না বটে, কিন্তু ওদের কথা শুনেছি!

তাতিয়ানা। সিন্‌ৎসভকে চেনো? অফিসে কাজ করে।

লেভশিন। জানি। অফিসের সবাইকে জানি।

তাতিয়ানা। ওর সঙ্গে কখনো কথাবার্তা বলেছো?

ইয়াগোদিন (উদ্বিগ্নভাবে)। ওর সঙ্গে আমাদের কী তালুক? ওরা হল ওপর তলার লোক, আর আমরা হলাম নিচের তলার। অফিসে গেলে ও আমাদের বলে দেয় কর্তা কী চান... ব্যস! এই হল আলাপ।

নাদিয়া। মনে হচ্ছে আপনারা আমাদের ভয় পান। ভয়ের কিছু নেই, আমাদের সত্যিই খুব ইচ্ছে করে জানতে...

লেভশিন। ডরাব কেন? আমরা মন্দ তো কিছু করি নি। আমাদের এখানে এসে পাহারা দিতে বলেছে, তাই এসেছি। ওখানে লোকগুলো একেবারে ক্ষেপে গেছে। বলছে, কারখানাটা জ্বালিয়ে দেবে, সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আমরা তা চাই না। পুড়িয়ে কী লাভ? কী হবে পুড়িয়ে? আমরা নিজেদের হাতে সবকিছু গড়েছি, আমরা আর আমাদের বাপঠাকুর্দারা... পুড়িয়ে দিয়ে হবেটা কী?

তাতিয়ানা। ক্ষতি করার মতলবে তোমাদের এসব জিজ্ঞেস করছি, তা ভাবছো না তো?

ইয়াগোদিন। ক্ষতি করবেন কেন? আমরা তো কারোর ক্ষতি করতে চাই না!

লেভশিন। আমরা কী ভাবছি জানেন: যাকিছু লোকের নিজের হাতে গড়া তা হল হালাল। মানুষের মেহনতকে খাতির করা উচিত, জিনিসপত্র পোড়ালেই চলে না। লোকগুলো আঁধারে — ওরা আগুন চায়। আর ওদের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। যিনি মারা গিয়েছেন তিনি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যাভার করতেন, সেটা না বলে উপায় নেই! আমাদের হুমকি দেবার জন্য... রিভলভারটা দেখাতেন...

নাদিয়া। আর মেসোমশাই? তিনি ওঁর চেয়ে ভালো?

ইয়াগোদিন। জাখার ইভানভিচ?

নাদিয়া। হ্যাঁ, উনি! উনি দয়ালু লোক? না, ওঁর... ব্যবহারও খারাপ?

লেভশিন। তা বলছি না...

ইয়াগোদিন (বেজারভাবে)। আমাদের কাছে সবাই সমান — কড়া হোন বা নরম হোন...

লেভশিন (কোমলভাবে)। কড়া যিনি তিনি কর্তা, নরম যিনি তিনিও। শকুন মাংস বিচার করে না।

ইয়াগোদিন (বিরক্তির সুরে)। জাখার ইভানভিচ দিলদার আদমী অবশ্যি...

নাদিয়া। তার মানে উনি স্ক্রোবতভের চেয়ে ভালো?

ইয়াগোদিন (মৃদু কণ্ঠে)। তিনি তো আর বেঁচে নেই...

লেভশিন। আপনার মেসোমশাই লোক ভালো দিদিমণি... কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে, এই যা...

তাতিয়ানা (বিরক্ত হয়ে)। নাদিয়া চল্... ওরা আমাদের বুঝতে চায় না... দেখছিস না?

নাদিয়া (মৃদু কণ্ঠে)। দেখছি তাই...

(কোন কথা না বলে দুজনে চলে গেল। ওদের যেতে দেখল লেভশিন, তারপর তাকাল ইয়াগোদিনের দিকে; স্মিত হাসি দুজনের মুখে।)

ইয়াগোদিন। পরেশান করে ছাড়ে, তাই না?

লেভশিন। শুনলি তো? ওদের খুব আগ্রহ জানার...

ইয়াগোদিন। হয়ত ভেবেছিল। কিছু একটা ফাঁস করে দেব।

লেভশিন। মেয়েটি কিন্তু ভালো... বড়ো লোক, এই যা খারাপ!

ইয়াগোদিন। আমাদের কাছ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করছিল, মাতভেই নিকোলায়েভিচকে বলে দিতে হবে...

লেভশিন। বলব। গ্রেকভকেও বলব।

ইয়াগোদিন। এখন হাল কেমন ভাবছি... আমাদের দাবী মালিকদের মানতে হবে...

লেভশিন। মেনে নেবে। তারপর কিছু দিন যেতে না যেতে আবার আমাদের কোণঠেসা করবে।

ইয়াগোদিন। পিণ্ডি চটকাবে শালারা...

লেভশিন। হুঁ... হ্যাঁ।

ইয়াগোদিন। হুঁ... বেজায় ঘুম পাচ্ছে!

লেভশিন। একটু সবুর করো... জেনারেল সাহেব আসছেন।

(জেনারেল কাছে এল। বিনীতভাবে তার পাশে পাশে হাঁটছে পলগি। তাদের পিছনে কন। হঠাৎ পলগি জেনারেলের হাত আঁকড়ে ধরল।)

জেনারেল। কী হল?

পলগি। ওখানে গর্ত!..

জেনারেল। ও!.. টেবিলের ওপর এসব কী? কী নোংরা! তোমাদের খানাপিনা চলছিল বুঝি?

ইয়াগোদিন। হ্যাঁ হুজুর... দিদিমণিও আমাদের সঙ্গে খাচ্ছিলেন।

জেনারেল। তাহলে তোমরা পাহারা দিচ্ছ? তাই না?

ইয়াগোদিন। হ্যাঁ, হুজুর... পাহারা দিচ্ছি।

জেনারেল। বেশ, বেশ। গভর্নরের কাছে তোমাদের কথা বলব। তোমরা ক'জন এখানে?

লেভশিন। দুজন।

জেনারেল। বেয়াকুফ্! সেটা তো দেখতে পাচ্ছি। সব মিলিয়ে তোমরা ক'জন?

ইয়াগোদিন। তিরিশেক।

জেনারেল। বন্দুক-টন্দুক আছে?

লেভশিন (ইয়াগোদিনকে)। তোর পিস্তলটা কোথায় তিমফেই?

ইয়াগোদিন। এই তো।

জেনারেল। নলটা ধরেছো কেন?.. কী আপদ! কন, রিভলভার কী ক'রে ধরতে হয় শিখিয়ে দাও তো আহাম্মকগুলোকে। (লেভশিনকে) তোমার রিভলভার আছে?

লেভশিন। না, নেই তো!

জেনারেল। কী ঠিক করেছ, হতচ্ছাড়াগুলো এলে গুলি চালাবে?

লেভশিন। ওরা আসবে না, হুজুর... ওরা, একবার শুধু ফোঁস করে উঠেছিল, এই যা।

জেনারেল। কিন্তু যদি আসে?

লেভশিন। মিল বন্ধ করে দেওয়ায়... ওরা চটেছে হুজুর... অনেকের বালবাচ্ছা আছে তো...

জেনারেল। বকবকানি থামাও! গুলি করবে কিনা জানতে চাই?

লেভশিন। আমরা নারাজ নই হুজুর... করব না কেন? শুধু গুলি ছুঁড়তে জানি না... আর তাছাড়া কী দিয়ে গুলি চালাব? তাও যদি এটা বন্দুক বা কামান হত।

জেনারেল। কন, ওদের শিখিয়ে দাও তো... যাও ওখানে, নদীর ধারে...

কন (বিরসভাবে)। হুজুর, অনুমতি দেন তো বলি যে আঁধার হয়ে গেছে। গুলি চালালে লোকে ভয় পাবে, হৈচৈ করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আপনি যা বলেন, হুজুর, তাই হবে।

জেনারেল। বেশ, কাল শেখালে চলবে!

লেভশিন। আর কাল সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কারখানা আবার খোলা হবে...

জেনারেল। কে খুলবে?

লেভশিন। জাখার ইভানভিচ। উনি মজুরদের সঙ্গে এই নিয়ে বাতচিত করছেন...

জেনারেল। কী আপদ! আমি হলে কারখানাটা একেবারে তুলে দিতাম। সকালে সাইরেনের ভোঁ তাহলে আর শুনতে হত না!..

ইয়াগোদিন। আর কিছু পরে হলে আমাদেরও সুবিধে...

জেনারেল। আর তোমাদের সবাইকে উপোস করিয়ে মারা দরকার! যেমন দাঙ্গাহাঙ্গামা করো!

লেভশিন। এটাকে দাঙ্গাহাঙ্গামা বলেন হুজুর?

জেনারেল। চুপ করো! এখানে কী করা হচ্ছে তোমাদের? বেড়ার কাছে পাহারা দেওয়া দরকার... গুঁড়ি মেরে কেউ এলে তক্ষুনি গুলি চালাবে... জবাবদিহি করব আমি!

লেভশিন। চল্ তিমফেই। পিস্তলটা নে।

জেনারেল। পিস্তল!.. বোকার বেহদ্দ সব! বেটারা রিভলভার কাকে বলে জানে না...

পলগি। হুজুর, অনুমতি দেন তো বলি, ইতরজনের অধিকাংশ অত্যন্ত স্থূল আর জান্তব... এই ধরুন না কেন, — আমার একটি বাগান আছে, আমি নিজ হাতে সব্জী চাষ করি...

জেনারেল। অত্যন্ত প্রশংসনীয়!

পলগি। অবসর পেলেই ক্ষেতে খাটি...

জেনারেল। খাটা উচিত প্রত্যেকের!

(তাতিয়ানা ও নাদিয়া এল।)

তাতিয়ানা (একটু দূর থেকে)। এ রকম চেঁচাচ্ছেন কেন?

জেনারেল। উঃ, লোকগুলোয় ঘেন্না ধরে গেছে। (পলগিকে) তারপর?

পলাগি। কিন্তু প্রায় প্রতি রাত্রে মজুরেরা আমার পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করে...

জেনারেল। মানে, চুরি করে?

পলাগি। যথার্থ বলেছেন। আইনের সাহায্য প্রার্থনা করছি, কিন্তু এ অঞ্চলে আইনের প্রতিনিধি হলেন পুলিশের মাননীয় প্রধান, লোকেদের অভাব অনুযোগে মহাশয়টির অসীম ঔদাসীন্য...

তাতিয়ানা (পলাগিকে)। আপনি এ রকম গালভরা ভাষা কেন ব্যবহার করেন?

পলাগি (বিব্রতভাবে)। করি না কি? মার্জনা করবেন! আমি তিন বছর জিম্‌নাসিয়ামে অধ্যয়ন করেছি, প্রত্যহ সংবাদপত্র পাঠ করি...

তাতিয়ানা (হেসে)। ও, তাই নাকি...

নাদিয়া। আপনি ভীষণ মজার লোক পলাগি!

পলাগি। তাতে যদি আপনারা প্রীত হন তাহলে আমি খুসী! নিজেকে প্রীতিকর করা মানুষের কর্তব্য...

জেনারেল। মাছধরা ভালোবাসো?

পলাগি। চেষ্টা করি নি হুজুর!

জেনারেল (কাঁধ ঝাঁকিয়ে)। অদ্ভুত জবাব!

তাতিয়ানা। কীসের চেষ্টা করেন নি, মাছধরার না ভালোবাসার?

পলাগি (বিব্রতভাবে)। প্রথমটির।

তাতিয়ানা। আর দ্বিতীয়টি?

পলাগি। দ্বিতীয়টি চেষ্টা করে দেখেছি।

তাতিয়ানা। আপনি বিবাহিত?

পলাগি। বিবাহের স্বপ্ন দেখি শুধু... কিন্তু মাসে মাত্র পঁচিশ রুবল আয় (দ্রুতপায়ে নিকোলাই ও ক্লিওপেত্রা প্রবেশ করল।) — বিয়ের দুঃসাহস হয় না।

নিকোলাই (ক্রুদ্ধভাবে)। অবাক কান্ড! সম্পূর্ণ অরাজকতা!

ক্লিওপেত্রা। কী আস্পর্ধা ওঁর, কী আস্পর্ধা!..

জেনারেল। কী হল আবার?

ক্লিওপেত্রা (চেঁচিয়ে)। আপনার ভাইপোটি নাড়ু গোপাল! আমার স্বামীকে যারা খুন করেছে... সেই সব হতচ্ছাড়াদের সমস্ত দাবী তিনি মেনে নিয়েছেন!

নাদিয়া (মৃদু কণ্ঠে)। ওদের সবাই কি খুনী?

ক্লিওপেত্রা। ওঁর মৃতদেহের ইজ্জতটা পর্যন্ত... রাখল না... এমন কি আমার ইজ্জতও! ভেবে দেখুন একবার, কারখানা বন্ধ করার জন্য উনি বদমাসগুলোর হাতে প্রাণ দিলেন, আর ওঁর শেষকৃত্য হবার আগেই কারখানাটা খুলে দেওয়া হচ্ছে!..

নাদিয়া। মেসোমশাই ভয় পেয়েছেন, ওরা সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দেবে...

ক্লিওপেত্রা। তুমি পুঁচকে মেয়ে... চুপ করে থাকো...

নিকোলাই। আর ছোঁড়াটা কী বক্তৃতাই না দিল!.. ডাহা সোশ্যালিস্ট কথাবার্তা...

ক্লিওপেত্রা। একটা কেরাণী হল ওদের পান্ডা, সে ওদের শলাপরামর্শ দেয়... বলল কিনা যিনি মারা গিয়েছেন সবকিছুর জন্য তিনিই দায়ী!

নিকোলাই (নোটবুকে কী একটা লিখতে লিখতে)। লোকটাকে দেখলে আমার সন্দেহ হয়। কেরাণীর মগজে এত বুদ্ধি থাকে না...

তাতিয়ানা। সিন্‌ৎসভের কথা বলছেন?

নিকোলাই। হ্যাঁ, তাই।

ক্লিওপেত্রা। মনে হচ্ছে আমার মুখে কেউ থুতু দিয়েছে...

পলাগ (নিকোলাইকে)। অনুমতি দিলে বলি, মিঃ সিন্‌ৎসভ সংবাদপত্র পাঠের সময় সর্বদা রাজনীতির বিষয়ে

অনেক মন্তব্য করেন, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর সমধিক বিদ্বেষ...

তাতিয়ানা (নিকোলাইকে)। এসবে কান দিতে আপনার ভালো লাগে?

নিকোলাই (জোর দিয়ে)। হ্যাঁ, লাগে!.. ভাবছেন আমাকে লজ্জা পাওয়াবেন?

তাতিয়ানা। আমার মনে হয় মিঃ পলগির এখানে থাকার দরকার নেই...

পলগি (বিব্রতভাবে)। মাপ করবেন... আমি চলে যাচ্ছি! (সত্বর চলে গেল।)

ক্লিওপেত্রা। ওই যে আসছেন... ওঁর মুখ দেখতে চাই না! (দ্রুতপদে প্রস্থান।)

নাদিয়া। কী হল আবার?

জেনারেল। এত উত্তেজনা এ বয়সে সহ্য হয় না। খুন খারাপি, বিদ্রোহ!.. আমাকে বিশ্রামের জন্য এখানে আসতে বলার আগে জাখারের এসব ভেবে দেখা উচিত ছিল... (জাখার এল, উত্তেজিত, কিন্তু খুসী দেখাচ্ছে তাকে। নিকোলাইকে চোখে পড়াতে বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে চশমা ঠিক করে নিল।) স্নেহের ভাইপো, তুমি কী করেছো জানো?

জাখার। এক মিনিট জ্যাঠামশাই... নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ!..

নিকোলাই। বলুন...

জাখার। মজুররা এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে... যে আমার ভয় হল ওরা কারখানাটা পুড়িয়ে দেবে... আর তাই কারখানা বন্ধ না করার দাবীটা মেনে নিলাম। আর দিচকভের বিষয়ে... ওদের দাবীটা — সেটাও মেনে নিলাম, কিন্তু এই সর্তে যে খুনীকে ধরিয়ে দেবে। ওরা তাকে ধরার চেষ্টা করছে...

নিকোলাই (শুষ্ক কণ্ঠে)। ওদের এতটা কষ্ট না করলেও চলবে। ওদের সাহায্য ছাড়াই খুনীকে ধরতে পারব...

জাখার। আমার মনে হয় ওরা নিজেরা ধরলে ভালো হবে... আর হ্যাঁ, আমরা ঠিক করেছি যে কাল দুপুরের খাবারের পর কারখানা খোলা হবে...

নিকোলাই। 'আমরা' বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন?

জাখার। আমি...

নিকোলাই। আচ্ছা... খবরটার জন্য অশেষ ধন্যবাদ... কিন্তু মনে হয় দাদার মৃত্যুর পর ওঁর জায়গাটা আমার ও বৌদির পাওয়া উচিত। নিজে সব ঠিক না করে আমাদের জিজ্ঞেস করা অবশ্য উচিত ছিল আপনার...

জাখার। কিন্তু আপনাকে তো বলেছিলাম আসতে! সিন্‌ৎসভ আপনার কাছে এসেছিল... কিন্তু আপনি রাজী হলেন না।

নিকোলাই। দাদার মৃত্যুর দিন কাজকর্ম করা আমার পক্ষে কঠিন, আশা করি সেটা মানবেন!

জাখার। কিন্তু কারখানায় তো আপনি গিয়েছিলেন!

নিকোলাই। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। বক্তৃতা শোনার জন্য... তাতে কী এসে গেল?

জাখার। কিন্তু শুনুন, দেখা গেল যে আপনার দাদা সহরের কর্তৃপক্ষদের কাছে... সৈন্য পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম করেছিলেন। উত্তরে ওরা জানিয়েছে কাল সকালে সৈন্যরা এসে পড়বে...

জেনারেল। ওহো! সৈন্যরা আসছে! এই তো চাই! সৈন্যরা *এসে পড়লে আর ইয়ার্কি চলবে না!*

নিকোলাই। ব্যবস্থাটা অত্যন্ত বিচক্ষণ...

জাখার। জানি না! সৈন্যরা এলে... মজুরদের উত্তেজনা যাবে বেড়ে... কারখানা না খুললে ওরা কী করে বসবে

ভগবান জানেন! আমার তো মনে হয় আমি ঠিক কাজ করেছি... অন্তত রক্তপাত তো হবে না...

নিকোলাই। আমার অন্য মত। এই সব... এইসব লোকগ্নলোর সমস্ত দাবী মেনে নেওয়া আপনার উচিত হয় নি, অন্তত মৃতের সম্মান রাখতে পারতেন...

জাখার। হায় ভগবান... ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াত তাহলে, সেটা ব্ঝছেন না?

নিকোলাই। তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

জাখার। তা ঠিক... কিন্তু আমার? আমাকে তো মজ্রদের সঙ্গে থাকতে হবে! ওদের রক্তপাত করলে... ওরা কারখানাটা সাবাড় করে দিতে পারত!

নিকোলাই। সেটা আমার বিশ্বাস হয় না।

জেনারেল। আমারো হয় না!

জাখার (বিমর্ষভাবে)। তাহলে যা করেছি তার জন্য আমাকে দোষ দিচ্ছেন?

নিকোলাই। হ্যাঁ, দিচ্ছি!

জাখার (আন্তরিকভাবে)। কেন... এত শত্র্তা কেন? আমি শ্ধ্ চাই ভয়াবহ কিছ্ না ঘটে... আমি রক্তপাত চাই না। শান্তিতে থাকা, য্ক্তিসঙ্গতভাবে থাকা সত্যি কি অসম্ভব? আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, মজ্ররা আমাকে বিশ্বাস করে না... আমি ন্যায্য কাজ করতে চাই শ্ধ্... যা ন্যায্য শ্ধ্ তাই চাই!..

জেনারেল। 'ন্যায্য', সেটা আবার কী ব্যাপার? ওটা একটা শব্দ পর্যন্ত নয়, দ্'একটা অক্ষর মাত্র। ন'য়ে নাকাল, ম'য়ে মাকাল। কিন্তু ব্যবসা ব্যবসাই। ঠিক বলছি না?

নাদিয়া (অশ্রুর্দ্ধ গলায়)। থামো দাদ্!.. এত বিচলিত হয়ো না, মেসোমশাই... উনি কিছ্ বোঝেন না। আহ্‌হা

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ, কেন আপনি কিছু বোঝেন না? আপনি এত বুদ্ধিমান লোক... মেসোমশাইকে কেন বিশ্বাস করেন না?

নিকোলাই। মাপ করুন, কিন্তু আমি চললাম জাখার ইভানভিচ। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ছোটদের কথা শোনা আমার অভ্যেস নেই... (চলে গেল।)

জাখার। দেখলে তো, নাদিয়া...

নাদিয়া (জাখারের হাত ধরে)। ও কিছু না... আসল কথা কী জানো, মজুরদের খুসী করতে হবে... ওরা সংখ্যায় অনেক, আমাদের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী!..

জাখার। দাঁড়া... তোকে না বলে পারছি না... নাদিয়া, তোর ওপরে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি!

জেনারেল। আমিও!

জাখার। মজুরদের ওপর তোর দরদ আছে, সেটা তোর বয়সে খুব স্বাভাবিক, কিন্তু মাত্রাজ্ঞান হারালে চলে না। বুঝেছিস? এই তো আজ সকালে ঐ গ্রেকভকে টেবিলে নিয়ে এসেছিলি.... আমি তাকে চিনি, লোকটা বুদ্ধিমন্ত, কিন্তু ওকে নিয়ে মাসীর সঙ্গে ঝগড়া করার কোন দরকার ছিল না।

জেনারেল। বেশ ক'রে শুনিয়ে দাও তো ওকে!

নাদিয়া। কিন্তু ওটা কেন হয়েছিল তুমি জানো না...

জাখার। তোর চেয়ে বেশী জানি, বুঝলি! লোকগুলো চোয়াড়ে, অশিক্ষিত... একটা আঙুল বাড়ালে ওরা গোটা হাতটা আঁকড়ে ধরে...

তাতিয়ানা। ডুবন্ত লোক যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে।

জাখার। ওরা একেবারে জানোয়ার, ভয়ানক লোভী। ঘায়ে হাত বোলানো নয়, ওদের চাই শিক্ষাদীক্ষা... হ্যাঁ! কথাটা ভেবে দেখিস।

জেনারেল। এবার আমার কথাটা বলি। তুই সেদিনকার মেয়ে, আমার সঙ্গে ব্যাভারটা তোর কী রকম! তোর মনে রাখা দরকার, আমার সমকক্ষ হতে চল্লিশ বছর লাগবে... ততদিন সবুর কর, তার আগে আমার সঙ্গে এ রকম ভাবে কথা বলা সহ্য করব না। বুঝলি? কন!

কন (গাছের পিছন থেকে)। এই যে!

জেনারেল। সেই লোকটা... কী নাম যেন... কোথায় গেল? ওই যে সেই প্যাকাটিটা!

কন। কোন প্যাকাটি?

জেনারেল। ওই যে... নামটা ভুলে যাচ্ছি। রোগা... প্যাটলাটা!..

কন। ও, পলাগি। কোথায় জানি না।

জেনারেল (তাঁবুর দিকে যেতে যেতে)। খুঁজে দেখ!

(মাথা নিচু করে, রুমালে চশমা মুছতে মুছতে জাখার পায়চারি করতে লাগল। নাদিয়া বসে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনকে লক্ষ্য করছে তাতিয়ানা।)

তাতিয়ানা। কে মেরেছে জানা গেছে?

জাখার। ওরা বলছে জানে না, খুঁজে বের করব... অবশ্য জানে ওরা... আমার মনে হয়... (চারিদিকে তাকিয়ে নিচু গলায়) ওরা একটা সমঝোতায় পেৌঁছিয়েছে... ষড় করেছে! এটা ঠিক যে সে ওদের উত্যক্ত করে তুলেছিল, ওদের প্রতি উপহাসও করেছিল। ক্ষমতা জারী করাটা ওর কাছে রোগের মত দাঁড়িয়েছিল... আর তাই ওরা... বীভৎস ব্যাপার, তাই না? এত সহজ, সেজন্য এত বীভৎস! আর এখনো ওরা এমন সরল সহজভাবে চেয়ে থাকে, যেন অপরাধের হুঁশ পর্যন্ত হয় নি... সমস্ত ব্যাপারটা এত বীভৎস সহজ!

তাতিয়ানা। ওরা বলছে স্ক্রোবতভ গুলি করতে যাচ্ছিল, সে সময়ে কে যেন রিভলভারটা ছিনিয়ে নেয়, আর...

জাখার। সেটা এমন কিছু নয়। গুলি করেছিল ওরা... স্ক্রোবতভ নয়...

নাদিয়া। তুমি বসছো না কেন?

জাখার। সে সৈন্য ডেকে পাঠাল কেন? ওরা টের পেয়ে যায়... সবকিছু ওরা টের পায়! ফলে ওর মৃত্যু ঘনিয়ে এল। কারখানা খুলে দিতে আমি বাধ্য হলাম... না খুললে অনেক দিন পর্যন্ত ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বাভাবিক হত না। দিনকাল যা পড়েছে, ওদের সঙ্গে বিবেচনা ক'রে, সমীহ ক'রে চলতে হয়... ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে কে বলতে পারে? আজকাল সাধারণ লোকের সঙ্গে বিচক্ষণ লোকমাত্রেরই দোস্তি করা দরকার... (স্টেজের পিছন দিকে দেখা গেল লেভশিনকে।) কে আসছে?

লেভশিন। আমরা... পাহারা দিচ্ছি।

জাখার। আচ্ছা, একজনকে মেরে ফেলার পর তোমরা বেশ শান্তশিষ্ট বনে গিয়েছ, তাই না লেভশিন?

লেভশিন। জাখার ইভানভিচ, আমরা হামেশাই এ রকম... শান্তশিষ্ট।

জাখার (ভর্ৎসনার সুরে)। তাই বুঝি! আর লোককেও মারো শান্তভাবে, না? ভালো কথা, শুনলাম তুমি নাকি কী একটা বাণী ছড়াচ্ছো... নতুন নতুন সব কথা — টাকার দরকার নেই, মালিকদের দিন ফুরিয়ে গিয়েছে — এই সব কথা। লেভ তলস্তয় বললে... মানাত, মাপ করা যেত, কিন্তু তুমি এসব ছাড়ো তো বাপু! এতে তোমার ভালো কিছু বর্তাবে না।

(ডানদিক থেকে সিন্‌ৎসভ ও ইয়াকভের গলা
শোনা যাচ্ছে, সেদিকে গেল তাতিয়ানা ও নাদিয়া।
গাছের পিছন থেকে এল ইয়াগোদিন।)

লেভশিন (শান্তভাবে)। কী বাতাই? দিন গুজরান করেছি, ভেবেছি, আর তাই বাতাই।

জাখার। মালিকেরা পিশাচ নয়। তোমাদের সেটা বোঝা দরকার... আমি লোকটা নেহাৎ খারাপ নই, তোমাদের সাহায্য করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত... আমি চাই ইনসাফ্...

লেভশিন (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। নিজের ক্ষতি কে বা করতে চায়?

জাখার। আমি তোমাদের ভালো করতে চাই, সেটা বোঝো না কেন?

লেভশিন। বুঝি অবশ্য...

জাখার (তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে)। না, ঠিক বলছো না। বোঝো না তোমরা। কী অদ্ভুত মানুষ সব! মাঝে মাঝে তোমাদের জানোয়ার মনে হয়, মাঝে মাঝে একেবারে বাচ্ছার মতো... (বেরিয়ে গেল। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে যেতে দেখল লেভশিন।)

ইয়াগোদিন। ধম্মকথা আবার?

লেভশিন। আজব আদমী... বিলকুল আজব... কী বাতায়? নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সমঝে না!

ইয়াগোদিন। ইনসাফ্ চায় বলছিল...

লেভশিন। যা বলেছিস!

ইয়াগোদিন। চল্... ওরা আসছে!..

(বাগানের গভীরে চলে গেল দুজনে। স্টেজের ডানদিকে এল তাতিয়ানা, নাদিয়া, ইয়াকভ ও সিন্‌ৎসভ।)

নাদিয়া। গোলোক-ধাঁধায় খালি ঘুরছি... স্বপ্নে যেন।

তাতিয়ানা। মাতভেই নিকোলায়েভিচ, কিছু খাবেন না কি?

সিন্‌ৎসভ। এক কাপ চা খেলে হয়। আজ এত বক বক করেছি যে গলা ধরে গিয়েছে।

নাদিয়া। আপনার ভয় বলে কিছু নেই?

সিন্‌ৎসভ (টেবিলের ধারে বসে)। আমার? না, নেই!

নাদিয়া। আমার ভয় করছে!.. সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে, কে ঠিক, কে বেঠিক... মাথায় ঢুকছে না।

সিন্‌ৎসভ (হেসে)। জট ছেড়ে যাবে। ভাবতে কখনো ভয় পাবেন না কিন্তু... নির্ভয়ে আগাগোড়া শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখবেন!.. মোটামুটি ভয় পাবার কিছু নেই।

তাতিয়ানা। সবকিছু শান্ত হয়ে এসেছে ভাবছেন?

সিন্‌ৎসভ। হ্যাঁ। মজুরদের জয় হয় ক্বচিৎ কখনো, ওরা অল্পতে মহা সন্তুষ্ট।

নাদিয়া। আপনি ওদের ভালোবাসেন?

সিন্‌ৎসভ। 'ভালোবাসা' কথাটা ঠিক নয়। আমি ওদের সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি, ওদের চিনি, ওদের শক্তি দেখেছি... ওদের বুদ্ধিতে বিশ্বাস করি...

তাতিয়ানা। বিশ্বাস করেন ওদের ভবিষ্যতে?..

সিন্‌ৎসভ। হ্যাঁ, তাও করি।

নাদিয়া। ভবিষ্যৎ... ভবিষ্যৎ কী জানি না।

তাতিয়ানা (হেসে)। আপনার এই প্রলেতারিয়ানরা কিন্তু বেশ সেয়ানা লোক! ওদের সঙ্গে নাদিয়া আর আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম... কিন্তু কোন ফল হল না...

নাদিয়া। কেমন যেন ব্যবহারটা। বুড়ো এমন ভাবে কথা বলল যেন আমরা খারাপ লোক... স্পাই-টাই গোছের কিছু! কিন্তু ওদের আর একজন... গ্রেকভ... অন্য ভাবে লোককে দেখে। বুড়োর মুখে হাসি লেগেই আছে... যেন আমাদের কৃপার চোখে দেখে, যেন আমরা অসুস্থ লোক!..

তাতিয়ানা। অত বেশী মদ খেয়ো না ইয়াকভ। বিচ্ছিরি লাগে।

ইয়াকভ। আর কী করার আছে?

সিন্‌ৎসভ। আর কিছু করার নেই?

ইয়াকভ। কাজকর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা... অসীম বিতৃষ্ণা। বুঝলেন কিনা, আমি হলাম তৃতীয় গোত্রের লোক...

সিন্‌ৎসভ। কী রকম?

ইয়াকভ। তৃতীয় গোত্র! লোকজনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: এক দল সারা জীবন খেটে মরে, দ্বিতীয় দল টাকা জমায়, আর এক দল পেটের জন্য গতর খাটাতে চায় না, কারণ এটা অর্থহীন! তারা টাকা জমাতে পারে না, কারণ টাকা জমানোটা নির্বুদ্ধিতা, ওদের যোগ্য নয়। আমি হলাম তৃতীয় গোত্রের লোক। লাফাঙ্গা, ভবঘুরে, সন্ন্যাসী, ভিখিরী, দুনিয়ার সব পরগাছা এই গোত্রে পড়ে।

নাদিয়া। মিছিমিছি বাজে কথা বলো কেন, মেসোমশাই! তুমি মোটেই ওদের মতো নও। তোমার দয়ামায়া আছে, তোমার হৃদয়টা কোমল।

ইয়াকভ। তার মানে, কোন কর্মের নয়। স্কুলে থাকার সময়েই সেটা আমি জেনে ফেলি। বয়স হবার আগেই লোকে তিনটে গোত্রের একটায় ঢুকে পড়ে...

তাতিয়ানা। নাদিয়া ঠিক বলেছে, তুমি বড়ো বাজে বকো ইয়াকভ...

ইয়াকভ। ওর সঙ্গে আমি একমত। মাতভেই নিকোলায়েভিচ, জীবনের কোন চেহারা আছে বলে তোমার মনে হয়?

সিন্‌ৎসভ। থাকতে পারে...

ইয়াকভ। আছে। আর চেহারাটা সর্বদাই কাঁচা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত জীবন আমাকে দেখত উদাসীনের মতো, কিন্তু

এখন দৃষ্টিটা বড়োই কঠোর, খালি যেন জিজ্ঞেস করে: 'তুমি কে হে? কোথায় যাচ্ছ?' (মনে হল ইয়াকভ কিছু একটায় ভয় পেয়েছে, হাসার চেষ্টা করাতে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, মুখে এল অসহায় বিকৃতি।)

তাতিয়ানা। থামো, ইয়াকভ!.. এই যে উকিলমশাই আসছেন— ওঁর সামনে এ ধরনের কথা বলাটা আমি চাই না।

ইয়াকভ। বেশ।

নাদিয়া (মৃদু কণ্ঠে)। সবাই অপেক্ষা করে আছে... ভীষণ কিছু একটা ঘটবে বলে। আমাকে মজুরদের সঙ্গে ভাব করতে দেয় না কেন? কী বোকামি!

নিকোলাই (কাছে এসে)। এক কাপ চা কি পেতে পারি?

তাতিয়ানা। নিশ্চয়।

(কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ করে রইল। দাঁড়িয়ে নিকোলাই চা নাড়াচ্ছে।)

নাদিয়া। আমি জানতে চাই কেন মজুররা মেসোমশাইকে বিশ্বাস করে না, কেন সাধারণত...

নিকোলাই (অপ্রসন্নভাবে)। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!'.. বলে যারা চেঁচায় শুধু তাদেরি ওরা বিশ্বাস করে... তাদেরি শুধু মানে!

নাদিয়া (কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ধীরভাবে)। দুনিয়ার সব মজুরদের উদ্দেশ্যে ডাকটা শুনলে... মনে হয়, যেন এই আমরা সবাই পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত...

নিকোলাই (উত্তেজিতভাবে)। ঠিক বলেছো! সভ্য লোক সবায়ের এটা বোঝা উচিত... আর আমার কোন সন্দেহ নেই যে শীগ্‌গীরই আর একটা ডাক শোনা যাবে, সেটা হল:

'দুনিয়ার সভ্যজনেরা সবাই এক হও!' ডাকার সময় হয়েছে, সত্যি সময় এসেছে! হাজার হাজার বছরের সভ্যতার যতকিছু ভালো তা দলিয়ে মাড়িয়ে চূর্ণ করে দিতে আসছে বর্বরের দল। ওরা আসছে, লোভ ওদের তাড়া করে নিয়ে আসছে...

ইয়াকভ। ওরা পেট সর্বস্ব, মন ব'লে পদার্থটা শূন্য উদরে ঢুকিয়ে আসছে... অবস্থাটা ভাবলেই মদ্যপানের ইচ্ছে হয়... (এক গেলাস বিয়ার ঢেলে নিল।)

নিকোলাই। উচ্ছৃঙ্খল গড্ডলিকা ওরা, লোভের তাড়নায় মত্ত, উদর সেবার বাসনা শুধু ওদের একজোট করেছে!

তাতিয়ানা (চিন্তান্বিতভাবে)। গড্ডলিকা... যেখানে যাও সেখানে ওরা, থিয়েটারে, গির্জায়...

নিকোলাই। দেবার মতো কী আছে ওদের? শুধু ধ্বংস করতে পারে, আর কিছু নয়... আর মনে রাখবেন, আমাদের দেশে ধ্বংসের চেহারাটা সবচেয়ে ভয়াবহ হবে...

তাতিয়ানা। মজুরদের উন্নত ধরনের লোক বললে অবাক আগে আমার! কথাটা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না...

নিকোলাই। মিঃ সিন্‌ৎসভ... আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে এক মত নন?..

সিন্‌ৎসভ (শান্তভাবে)। না।

নাদিয়া। তাতিয়ানা মাসী, বুড়ো পয়সার বিষয়ে কী বলেছিল মনে আছে? কত সহজে না কথাটা বলেছিল।

নিকোলাই। কেন এক মত নন, মিঃ সিন্‌ৎসভ?

সিন্‌ৎসভ। আমার চিন্তাধারা অন্য রকম।

নিকোলাই। যুক্তিসঙ্গত বটে! কিন্তু হয়ত অনুগ্রহ করে সেটা কী আমাদের বুঝিয়ে বলবেন?

সিন্‌ৎসভ। না, বলার ইচ্ছে নেই।

নিকোলাই। শুনে বিশেষ দুঃখিত হলাম! আশা করি যখন আবার দেখা হবে, আপনার মনোভাবটা বদলাবে। ইয়াকভ ইভানভিচ, যদি কিছু মনে না করেন... আমাকে বাড়ী পেঁছিয়ে দেবেন কি? আমার স্নায়ুর গতিক অত্যন্ত শোচনীয়...

ইয়াকভ (অত্যন্ত কষ্টে দাঁড়িয়ে)। নিশ্চয়, নিশ্চয়...

(দুজনে চলে যেতে লাগল।)

তাতিয়ানা। উকিলপ্রবরটি একেবারে চাঁড়াল। ওর কথায় সায় দিতে খারাপ লাগে।

নাদিয়া (দাঁড়িয়ে উঠে)। তাহলে সায় দাও কেন মাসী?

সিন্ৎসভ (হেসে)। কেন দেন, তাতিয়ানা পাভ্‌লভ্‌না?

তাতিয়ানা। আমার ভাবার ধরনটা ওর মতন, তাই...

সিন্ৎসভ (তাতিয়ানাকে)। আপনি ভাবেন ওঁর মতন, কিন্তু আপনার অনুভূতি আলাদা। আপনি বুঝতে চান, উনি চান না... বোঝার বালাই ওঁর নেই!

তাতিয়ানা। খুব সম্ভব ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

সিন্ৎসভ। হ্যাঁ। সহরে উনি রাজনৈতিক কেসগুলো করেন, গ্রেপ্তার যারা হয় তাদের প্রতি ওঁর মনোভাব ন্যক্কারজনক।

তাতিয়ানা। ভালো কথা, আপনার বিষয়ে ও নোটবইয়ে কী একটা টুকে নিয়েছে।

সিন্ৎসভ (হেসে)। তাতে সন্দেহ নেই। পলগির সঙ্গে পরামর্শ করেছেন... কোন কিছু ওঁর নজর এড়োয় না!.. তাতিয়ানা পাভ্‌লভ্‌না, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে...

তাতিয়ানা। বলুন, বিশ্বাস করুন আমার ক্ষমতা থাকলে সানন্দে করব।

সিন্‌ৎসভ। ধন্যবাদ। মনে হয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে ডাকা হয়েছে...

তাতিয়ানা। হ্যাঁ, ডাকা হয়েছে।

সিন্‌ৎসভ। অবশ্যই তার মানে ঘরদোর খানাতল্লাস হবে... আপনি আমার একটা জিনিষ লুকিয়ে রাখতে পারবেন?

তাতিয়ানা। আপনার ওখানে খানাতল্লাস হবে মনে করেন?

সিন্‌ৎসভ। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাতিয়ানা। আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে?

সিন্‌ৎসভ। তা মনে হয় না। গ্রেপ্তার করবে কেন? বক্তৃতা দিই বলে? জাখার ইভানভিচ জানেন যে বক্তৃতায় মজুরদের আমি সর্বদা শৃংখলা বজায় রাখতে বলি...

তাতিয়ানা। অতীতে আপনি... কিছু করেন নি?

সিন্‌ৎসভ। অতীত বলে আমার কিছু নেই... তাহলে আমার উপকারটা করবেন? যারা জিনিষগুলো লুকোতে পারে তাদের সবায়ের ঘরে কালকে খানাতল্লাস চলবে মনে করি, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি... নইলে করতাম না। (নিঃশব্দে হাসল।)

তাতিয়ানা (বিব্রত হয়ে)। আপনাকে তাহলে খুলে বলি... বাড়ীতে আমার যা অবস্থা তাতে আমাকে দেওয়া ঘরটা নিজের মতো ক'রে ব্যবহার করার ক্ষমতা আমার নেই...

সিন্‌ৎসভ। তার মানে, আপনি রাখতে পারবেন না। বেশ, তাহলে...

তাতিয়ানা। রাগ করলেন না তো!

সিন্‌ৎসভ। না, না! আপনার রাজী না হওয়ার অর্থটা বুঝি...

তাতিয়ানা। দাঁড়ান একটু। নাদিয়াকে বলে দেখি...

(বেরিয়ে গেল। সিন্‌ৎসভ টেবিলে টোকা দিতে দিতে তাকে দেখতে লাগল। সাবধানী পায়ের শব্দ গেল শোনা।)

সিন্‌ৎসভ (মৃদু কণ্ঠে)। কে এখানে?

গ্রেকভ। আমি। আপনি একা?

সিন্‌ৎসভ। হ্যাঁ। কিন্তু আশেপাশে লোক আছে... কারখানার কী অবস্থা?

গ্রেকভ (অল্প হেসে)। জানেন তো, যে গুলি করেছিল তাকে ধরিয়ে দেবে ওরা ঠিক করেছে। তদন্ত চলছে। এখন কয়েক জন চেঁচামেচি করছে: 'সোশ্যালিস্টদের কাণ্ড!' — নিজেদের বাঁচাবার জন্য চেঁচাচ্ছে।

সিন্‌ৎসভ। কে গুলি করেছিল জানেন?

গ্রেকভ। আকিমভ।

সিন্‌ৎসভ। সত্যি? যাঃ... বিশ্বাস হয় না। লোকটা বেশ ভব্য, বুদ্ধিমান...

গ্রেকভ। মাথা গরম। এখন ধরা দিতে চাইছে... বৌ আছে, ছেলে আছে... আর একটা বাচ্ছা হবে... এইমাত্র লেভশিনের সঙ্গে কথা হল। লেভশিন অবশ্য যা-তা বকছে, বলছে আমাদের উচিত আকিমভের বদলে অন্য কারোর নাম করা, এমন কেউ যার মূল্য অতটা নয়...

সিন্‌ৎসভ। অদ্ভুত চিড়িয়া বটে... কিন্তু শুনে খারাপ লাগছে! (একটু থেমে।) শুনুন গ্রেকভ, সবকিছু মাটিতে পুঁততে হবে... লুকোবার আর জায়গা নেই।

গ্রেকভ। জায়গা একটা বের করেছি। টেলিগ্রাফ অপারেটর সব কটা জিনিষ রাখতে রাজী হয়েছে। কিন্তু আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো, মাতভেই নিকোলায়েভিচ!

সিন্‌ৎসভ। না, আমি কোথাও যাচ্ছি না।

গ্রেকভ। আপনাকে গ্রেপ্তার করবে।

সিন্‌ৎসভ। করুক গে! আমি চলে গেলে মজুররা অন্য কথা ভাববে।

গ্রেকভ। তা বটে... কিন্তু আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে।

সিন্‌ৎসভ। বাজে বোকো না। দুঃখ হওয়া উচিত অ্যাকমভের জন্য।

গ্রেকভ। হ্যাঁ। কিন্তু করার কিছু নেই!.. ও ধরা দিতে চায়... মালিকদের সম্পত্তি পাহারার দলপতির ভূমিকাটা তোমার কিন্তু মজার!

সিন্‌ৎসভ (হেসে)। কী আর করি?.. দোস্তরা কী করছে, নাক ডাকাচ্ছে?

গ্রেকভ। না, শলাপরামর্শ করছে। রাত্তিরটা কিন্তু চমৎকার!

সিন্‌ৎসভ। চলে যেতাম এখান থেকে... কিন্তু আমাকে থাকতেই হবে... আপনাকেও খুব সম্ভব পাকড়াও করবে।

গ্রেকভ। করুক, চললাম। (প্রস্থান।)

সিন্‌ৎসভ। আচ্ছা! (তাতিয়ানা ঢুকল।) তাতিয়ানা পাভ্‌লভ্‌না, নিজেকে কষ্ট দেবেন না, সব ঠিক হয়ে গেছে। আসি তাহলে!

তাতিয়ানা। আমার সত্যি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে...

সিন্‌ৎসভ। চললাম!

(প্রস্থান। জুতোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল তাতিয়ানা। ইয়াকভের প্রবেশ।)

ইয়াকভ। ঘুমোতে যাচ্ছো না কেন?

তাতিয়ানা। ইচ্ছে করছে না। ভাবছি এখান থেকে চলে যাব...

ইয়াকভ। হুঁ। আমার কিন্তু যাবার জায়গা নেই... দেশবিদেশ ঘোরা আমার শেষ।

তাতিয়ানা। ভারী মনমরা জায়গাটা। সবকিছু অস্থির, মাথা ঘোরে। মিথ্যে কথা না বলে পারি না, অথচ মিথ্যে বলা আমার অসহ্য।

ইয়াকভ। সত্যি... মিথ্যে তোমার সহ্য হয় না... আমার দুর্ভাগ্য সেটা... আমার দুর্ভাগ্য...

তাতিয়ানা (আপন মনে)। এইমাত্র তো মিথ্যে বললাম। নাদিয়া জিনিষগুলো লুকোতে রাজী হত নিশ্চয়, কিন্তু ও পথে ওকে নিয়ে যাবার কোন অধিকার আমার নেই।

ইয়াকভ। কীসের কথা বলছো?

তাতিয়ানা। আমি? কিছু না... কী অদ্ভুত সব... সেদিন পর্যন্ত জীবন ছিল সহজ, মনে হয়েছিল কী চাই তা জানি...

ইয়াকভ (মৃদু কণ্ঠে)। প্রতিভাবান মদ্যপ, সুপুরুষ নিষ্কর্মা, এক গেলাসের সব ইয়াররা আর আসর জমায় না!.. যতদিন আমরা দিন-আনা দিন-খাওয়ার বিরক্তি থেকে দূরে ছিলাম ততদিন লোকে আমাদের দেখেছে আগ্রহভরে... কিন্তু এখন দিনে দিনে জীবনের চেহারাটা হচ্ছে নাটকীয়... আর লোকে আমাদের উদ্দেশ্য করে চেঁচাচ্ছে: 'ওহে সং-এর দল, স্টেজ থেকে সরে পড়ো তো!..' কিন্তু তাতিয়ানা, স্টেজটা তো তোমার এলাকায় পড়ে!

তাতিয়ানা (অস্থিরভাবে)। আমার এলাকা?.. হ্যাঁ, এককালে মনে হয়েছিল স্টেজে বেশ গুছিয়ে দাঁড়িয়েছি... অনেক উঁচুতে উঠতে পারব... (বেশ জোর দিয়ে, যন্ত্রণায়।) লোকে কঠিন দৃষ্টিতে, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, যেন বলে: 'ও সবকিছু জানা আছে। বাসি পচা মাল ও সবকিছু!' তখন কষ্ট হয়, অসহায় লাগে। ওদের সামনে দুর্বল, অস্ত্রহীন বোধ করি নিজেকে... ওদের হৃদয় জয় করতে পারি না, সাড়া জাগাতে পারি না ওদের মনে!.. আমি চাই আনন্দে, ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁপুক, আমি চাই অগ্নিময় কথা বলতে, গভীর আবেগের আর ঘৃণার কথা উচ্চারণ করতে... ছুরির মতো ধারালো, মশালের মতো জ্বলজ্বলে সব শব্দ... খুলে দিতে চাই লোকজনের সামনে! লাগুক আগুন! চেঁচিয়ে

উঠুক ওরা, যাক পালিয়ে... কিন্তু সে রকম শব্দ নেই। অন্য কথা বলে ওদের থামাতাম — সুন্দর সব শব্দ এবারে, ফুলের মতন সুন্দর। আশা আর ভালোবাসা আর আনন্দে ভরা!.. কাঁদত ওরা... আমিও কাঁদতাম... সে চোখের জল কী সুন্দর!.. ওরা আমাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করত, ফুলের বৃষ্টিতে দিত ডুবিয়ে... তুলে ধরত ওপরে... মুহূর্তের জন্য ওরা থাকত আমার হাতের মুঠোয়... সমস্ত জীবনটা দানা বাঁধত সেই মুহূর্তে! কিন্তু — সে রকম জীবন্ত শব্দ নেই।

ইয়াকভ। শুধু মুহূর্তকালের জন্য বাঁচতে আমরা সবাই পারি...

তাতিয়ানা। জীবনের সেরা জিনিষ সব শুধু মুহূর্তের জন্য। আমি কায়মনে চাই লোকেরা হোক অন্য রকম, আবেগে সাড়া দিক তারা। আর জীবন হোক অন্য রকম — এত অসার নয়... সে জীবনে শিল্প হবে অপরিহার্য... সবায়ের কাছে, সর্বদা! তাহলে আমার একটা ঠাঁই মিলবে... (বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ইয়াকভ তাকিয়ে আছে অন্ধকারে।) তুমি এত মদ খাও কেন, বলো তো? নিজেকে একেবারে নষ্ট করেছো... এককালে তুমি সুন্দর ছিলে...

ইয়াকভ। ওকথা ছাড়ো...

তাতিয়ানা। আমার কত খারাপ লাগে বোঝো না?

ইয়াকভ (বিভীষিকায়)। নেশা যতই করি না কেন, সব বুঝি... সেটাই আমার দুর্ভাগ্য! মনের হাত থেকে নিস্তার নেই, চিন্তার পাকের শেষ নেই। বিরাম নেই এক মুহূর্ত! আর সবসময়ে সামনে দেখি একটা চওড়া, অপরিষ্কার, বিদ্রূপভরা মুখ, গোল গোল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে খালি জিজ্ঞেস করে: 'তাহলে?' একটা কথা শুধু: 'তাহলে?'

পলিনা (দৌড়িয়ে এসে)। তাতিয়ানা! শোনো তো, তাতিয়ানা একটু ওদিকে যাও... ওখানে ক্লিওপেত্রা... একেবারে

উন্মাদ হয়ে গিয়েছে! সবাইকে গালিগালাজ করছে... তুমি হয়ত ওকে শান্ত করতে পারবে।

তাতিয়ানা (বিষণ্ণভাবে)। তোমাদের ঝগড়াঝাটিতে আমাকে টেনো না! ইচ্ছে হলে পরস্পরের মুণ্ডুপাত করতে পারো, কিন্তু অন্য লোকের পথ জুড়ে থাকার দরকার নেই!

পলিনা (বিস্মিত হয়ে)। তাতিয়ানা!.. কী হল তোমার? কী বলছো?

তাতিয়ানা। তোমাদের কী দরকার? কী চাও?

পলিনা। একবার ওকে চেয়ে দেখো... এই যে আসছে!

জাখার (নেপথ্যে)। চুপ করুন, দোহাই আপনার!

ক্লিওপেত্রা (নেপথ্যে)। আমার সামনে চুপ করে থাকা অবশ্য উচিত কার? আপনার!

পলিনা। ও এখানে এসে চেঁচাবে... লোকজন চারপাশে... কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!.. তাতিয়ানা, দোহাই তোমার...

জাখার (ঢুকে)। শুনুন... মনে হচ্ছে আমার মাথা খারাপ হবার উপক্রম!

ক্লিওপেত্রা (পিছু পিছু ঢুকে)। কোথায় পালাবেন? আমার কথা শুনতেই হবে আপনাকে!.. মজুরদের কাছে মান বাড়াবার জন্য ওদের লাই দিয়েছেন. খেঁকি কুকুরের সামনে যেমন করে লোকে একটুকরো মাংস ছুঁড়ে দেয় ঠিক তেমনি করে একটা মানুষের জীবন ওদের দিয়ে দিলেন! অন্যের খরচায়, অন্যের রক্তপাত করে আপনি মানবতা দেখাতে চান!

জাখার। কী বলছেন ইনি?

ইয়াকভ (তাতিয়ানাকে)। তুমি এখান থেকে যাও। (নিজে চলে গেল।)

পলিনা। শুনুন! আমাদের মানসম্ভ্রম আছে, আপনার মতো বদনামী স্ত্রীলোকের চেঁচামেচি সহ্য করব না...

জাখার (চমকে উঠে)। দোহাই তোমার... পলিনা, চুপ করো!

ক্লিওপেত্রা। মানসম্ভ্রম আছে, তাই বুঝি! কেন শুনি? রাজনীতি নিয়ে বকবক করেন বলে? জনসাধারণের দুরবস্থা, প্রগতি, মানবতা এসব নিয়ে আলোচনা চলে, সেজন্য?

তাতিয়ানা। ক্লিওপেত্রা পেৎরভনা, থামুন!.. যথেষ্ট হয়েছে!

ক্লিওপেত্রা। আপনার সঙ্গে কথা বলছি না! আপনি এখানকার নন, আপনার মাথাব্যথার দরকার নেই!.. আমার স্বামী ছিলেন সৎপুরুষ... সৎ ও স্পষ্টবক্তা... আপনাদের চেয়ে ভালো করে জনসাধারণকে তিনি চিনতেন... আপনাদের মতো সব জায়গায় বকবক করে বেড়াতেন না... আর ওঁকে ডোবালেন আপনারা, আপনাদের ভয়ংকর নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রাণ দিতে হল ওঁকে!..

তাতিয়ানা (পলিনা ও জাখারকে)। এখান থেকে যাও তোমরা!

ক্লিওপেত্রা। আমি চলে যাচ্ছি! আপনারা ঘৃণ্য লোক... আপনারা সবাই! (প্রস্থান।)

জাখার। পাগলিনী বলে একেই!

পলিনা (সজল চোখে)। সবকিছু ছেড়েছুড়ে... আমাদের চলে যাওয়া উচিত! লোককে এমন ভাবে অপমান করা...

জাখার। ওর কী হয়েছে বলো তো?.. তাও যদি স্বামীকে ভালোবাসত, সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করত... বছরে অন্তত দুটো ক'রে প্রেমিক বদলায়... তারপর আবার চেঁচানি!

পলিনা। কারখানাটা বেচে ফেলা দরকার!

জাখার (বিরক্ত হয়ে)। ছেড়েছুড়ে দেওয়া, বেচে দেওয়া... কী সব বলছো! ওতে কিছু হবে না! ভেবেচিন্তে দেখা চাই... ভালো করে ভাবা চাই!.. নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচের

সঙ্গে কথাবার্তা বলছি... এমন সময়ে ভদ্রমহিলাটি পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিলেন আমাদের...

পলিনা। নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচও আমাদের দেখতে পারেন না... বীভৎস মানুষ উনি!

জাখার (অনেকটা নিজেকে সামলে নিয়ে)। উনি চটেছেন, ঘা খেয়েছেন বেশ, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক, আমাদের ঘৃণা করার কোন কারণ নেই ওঁর। মিখাইলের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে একত্রে থাকার অনেক বাস্তব কারণ আছে ওঁর... হ্যাঁ!

পলিনা। ওঁকে আমি ভয় পাই, বিশ্বাস করি না একেবারে... তোমাকে উনি ঠকাবেন!

জাখার। আঃ পলিনা, বাজে বোকো না!.. বিচারবুদ্ধি ওঁর বিলক্ষণ আছে... সত্যি আছে! আসল কথাটা হল, মজুরদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সত্যি খোলাখুলি ছিল না... সেটা আমাকে মানতেই হবে। সেদিন সন্ধ্যায় যখন ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম... ওরা আমাদের কতটা বিরুদ্ধে কল্পনা করতে পারবে না, পলিনা...

পলিনা। তোমাকে বলেছিলাম... বলি নি! ওরা সর্বদাই আমাদের শত্রু! (মৃদু হেসে তাতিয়ানা চলে গেল। তার দিকে তাকিয়ে, ইচ্ছে করে কণ্ঠস্বর উঁচু করে পলিনা বলে চলল।) সবাই আমাদের শত্রু! ওরা সবাই আমাদের হিংসে করে... আর তাই ওরা আমাদের বিরুদ্ধে!..

জাখার (দ্রুত পায়চারি করতে করতে)। সেটা... কিছুটা সত্যি অবশ্য! নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ বলে, এটা শ্রেণীসংগ্রাম নয়, লড়াইটা হল দুটো জাতে: শাদায় — কালোয়!.. কথাটা একটু স্থূল — যাকে বলে বাড়াবাড়ি করা... কিন্তু যখন ভেবে দেখি যে আমরা, সভ্য লোকেরাই বিজ্ঞান, শিল্প, সবকিছু সৃষ্টি করেছি... তখন সাম্যের কথা, স্থূল

সাম্যের কথাটা... ইয়ে... যাক গে। কিন্তু ওরা আগে মানুষ হোক, সভ্য হোক... তারপর সাম্যের কথা বলা যাবে!..

পলিনা (মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে)। এর আগে তোমার মুখে এ ধরনের কথা শুনি নি...

জাখার। আমার চিন্তাধারা নক্সার মতো দানা বাঁধে নি এখনো, সবকিছু তলিয়ে ভাবি নি। আসল কথা হল নিজেকে চেনা!..

পলিনা (জাখারের হাত ধরে)। তোমার মনটা বড্ড নরম ওগো, সেজন্য এত সইতে হয়!

জাখার। আমরা জানি খুব কম, তাই বার বার অবাক লাগে... এই ধরো, সিন্‌ৎসভ — ওকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, ভালো লাগলো ওকে... এত সহজ... এত পরিষ্কার বুদ্ধি!.. দেখা গেল লোকটা সোশ্যালিস্ট, আর তাই এত পরিষ্কার ওর বুদ্ধি, এত সহজ!..

পলিনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ... মানুষটা লোকের দৃষ্টি বেশ আকর্ষণ করে সন্দেহ নেই... কিন্তু দেখতে মোটেই ভালো নয়!.. এবার তোমার জিরিয়ে নেওয়া উচিত... বাড়ী গেলে হয় না?

জাখার (তার পিছনে যেতে যেতে)। আর একজন মজুর, গ্রেকভ... বেজায় বেয়াড়া লোক! ওর বক্তৃতা নিয়ে নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে এইমাত্র আলোচনা করছিলাম... পুঁচকে ছোঁড়া... কিন্তু কথা বলার ধরনটা... কী উদ্ধত...

(প্রস্থান। নিস্তব্ধতা। স্টেজের বাইরে গানের শব্দ, তারপর মৃদু কণ্ঠের আওয়াজ। ইয়াগোদিন, লেভশিন ও রিয়াব্‌ৎসভের প্রবেশ। শেষোক্তটি কমবয়সী, প্রায়ই মাথা ঝাঁকায়। মুখটা গোল গোল, ভালোমানুষের মতো চেহারা। গাছের নিচে তিনজনে দাঁড়াল।)

লেভশিন (মৃদু কণ্ঠে, যেন গোপন কথা বলছে)। পাভেল, সবাইকার জন্য এটা করতে বলছি।

রিয়াব্‌ৎসভ। জানি।

লেভশিন। সবায়ের জন্য, সব আদমীর জন্য বলছি... দোস্ত, যাদের জান বড়ো তাদের কিস্মৎ অনেক এখন। আদমীরা জেগে উঠছে, শুনছে, পড়ছে, ভাবছে... আর ওদের মধ্যে যারা বুঝতে শিখেছে তাদের কিস্মৎ অনেক...

ইয়াগোদিন। ঠিক কথা পাভেল...

রিয়াব্‌ৎসভ। সমঝেছি... বাতচিত করে কী হবে? যা বলছো করব।

লেভশিন। ঝোঁকের মাথায় কিছু করা উচিত নয়। ভেবে দেখা দরকার... তুমি জোয়ান লেড়কা, আর ওটা করার মানে — সারা জীবন জেলে কাটান...

রিয়াব্‌ৎসভ। ঠিক হ্যায়। ওখান থেকে কেটে পড়ব...

ইয়াগোদিন। সারা জীবন জেলে হয়ত কাটাতে হবে না! নির্বাসন দেবে না! তোমার বয়স কম, অত সাজা নাও দিতে পারে...

লেভশিন। ধরে নেওয়া যাক দেবে! যতখানি খারাপ হতে পারে ততখানি ভেবে নেওয়া ভালো। সবচেয়ে কঠিন সাজা মানতে রাজী হবার মানে লোকটা মনস্থির করে ফেলেছে!

রিয়াব্‌ৎসভ। আমি তো ঠিক করেই ফেলেছি।

ইয়াগোদিন। তাড়াহুড়ো কোরো না। ভেবেচিন্তে দেখো...

রিয়াব্‌ৎসভ। ভাববার কী আছে? লোকটা মারা পড়েছে, একজন কাউকে তার দাম দিতে হবে...

লেভশিন। ঠিক কথা! দিতেই হবে। আর একজন কেউ এগিয়ে না এলে অনেককে ভুগতে হবে। আমাদের সেরা লোকদের ওরা ভোগাবে পাভেল; আমাদের কাজে তোমার চেয়ে তাদের দাম বেশী।

রিয়াব্‌ৎসভ। আমি কি গররাজী?.. আমি ছোকরা হতে পারি, কিন্তু বুঝি সব। মিল্‌কে চলতে হবে আমাদের... যেন এক শেকলে বাঁধা...

লেভশিন (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। হ্যাঁ।

ইয়াগোদিন (হেসে)। হাতে হাত মেলাব, ঘেরাও করব ওদের, কোণঠেসা করব, ব্যস!

রিয়াব্‌ৎসভ। ঠিক হ্যায়। ব্যস! আমি একলা, সংসারে কেউ নেই। কিন্তু বেটার বদরক্তের জন্য এতটা দাম দিতে হবে, সেটাই বিচ্ছিরি...

লেভশিন। দাম দিতে হচ্ছে দোস্তদের জন্য, ওর রক্তের জন্য নয়...

রিয়াব্‌ৎসভ। জানি, কিন্তু লোকটা ছিল বিলকুল জানোয়ার... একেবারে অপদার্থ, তাই বলছি...

লেভশিন। আর সেজন্য খুন হল লোকটা। ভালো লোক ভালোভাবে মরে, তাদের ছেঁটে ফেলতে কেউ চায় না।

রিয়াব্‌ৎসভ। আর কিছু বলার আছে?

ইয়াগোদিন। না, পাভেল। তাহলে কাল সকালে ওদের বলছো?

রিয়াব্‌ৎসভ। কাল পর্যন্ত সবুর করে কী হবে? গিয়ে এখুনি বলছি।

লেভশিন। না, কাল পর্যন্ত সবুর করা উচিত! রাত্তির হল মায়ের মতো, ভালো বুদ্ধি বাতলায়...

রিয়াব্‌ৎসভ। আচ্ছা... তাহলে আসি এখন?

লেভশিন। ভগবান তোমাকে দোয়া করুন!

ইয়াগোদিন। যাও ভাই, শক্ত হয়ে থেকো...

(আস্তে আস্তে চলে গেল রিয়াব্‌ৎসভ। হাতের লাঠিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল ইয়াগোদিন। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল লেভশিন।)

লেভশিন (মৃদু কণ্ঠে)। আজকাল অনেক খাসা লেড়কা বেড়ে উঠছে তিমফেই!

ইয়াগোদিন। ভালো বৃষ্টিজল, ভালো ফসল...

লেভশিন। হাঙ্গামাটা কাটিয়ে উঠতে পারব মনে হচ্ছে।

ইয়াগোদিন (দুঃখিতভাবে)। ছোকরাটার কথা ভেবে ভয়ানক খারাপ লাগছে...

লেভশিন (মৃদু কণ্ঠে)। সত্যি! আমারো খারাপ লাগছে। জেলে যাবে, তাও আবার খুনের দায়ে। একমাত্র সান্ত্বনা যে বন্ধুদের জন্য যাচ্ছে।

ইয়াগোদিন। হ্যাঁ...

লেভশিন। চুপ করে থাকিস কিন্তু!.. আঃ! আকিমভটা মিছিমিছি গুলি ছুঁড়তে গেল! খুন করে কী ফায়দা? কোন ফায়দা নেই। একটা কুকুর মারলে, মালিক আর একটা কেনে... ব্যস!

ইয়াগোদিন (বিষণ্ণভাবে)। আমাদের কত জনের জীবন দিয়ে দণ্ড দিতে হয়...

লেভশিন। চল পাহারাদার, মালিকের সম্পত্তি পাহারা দিই গে! (যেতে যেতে) ধুত্তোর ছাই!..

ইয়াগোদিন। কী হল?

লেভশিন। কী ছাই জিন্দ্‌গী! তাড়াতাড়ি যদি কিছু একটা করা যেত!

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক

বার্দিনদের বাড়ীর একটি বড়ো ঘর। পিছনের দেয়ালে চারটি জানলা, বারান্দায় যাবার দরজা একটি। কাঁচের জানলাগুলি দিয়ে চোখে পড়ে সৈনিক, সশস্ত্র পুলিশ ও এক দল মজুর, শেষোক্তদের মধ্যে **লেভশিন** ও **গ্রেকভ** আছে। ঘরে মনে হয় কেউ থাকে না: আসবাবপত্র নামমাত্র, পুরনো ও বিদঘুটে। দেয়ালের কাগজ খসে পড়ছে। ডানদিকে বড়ো একটি টেবিল বসানো হয়েছে। টেবিলের চারপাশে **কন** সক্রোধে এদিক-ওদিক চেয়ার সরাচ্ছে, মেঝে সাফ করছে **আগ্রাফেনা**। ডান ও বাঁদিকের দেয়ালে বড়ো দু'পাল্লার দরজা।

আগ্রাফেনা। আমার ওপর গোসা করে কী হবে...

কন। রাগছি না। জাহান্নমে যাক সবকিছু... আমার তো বয়ে গেল। যা দেখছি শীগ্‌গীরই পটল তুলব... বুকের অবস্থা খারাপ।

আগ্রাফেনা। মরব আমরা সবাই... জাঁক কোরো না বাপু।

কন। অনেক হয়েছে... আর পারি না! পঁয়ষট্টি বছর বয়সে দাঁত দিয়ে বাদাম ভাঙা চলে না... ওদের বদবুদ্ধি বোঝা তো দূরের কথা... সব কটাকে পাকড়াও করে... বৃষ্টিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে দেখো...

(বাঁদিকের দরজা দিয়ে এল ক্যাপ্টেন ববয়েদভ ও নিকোলাই।)

ববয়েদভ (খুসী হয়ে)। তাহলে এখানে আমাদের এজলাস বসবে? চমৎকার! আপনি আপনার সরকারী ভূমিকায় নামছেন আশা করি?

নিকোলাই। হ্যাঁ! কন, করপোরালকে তলব দাও!

ববয়েদভ। তাহলে আমরা সম্বর্ধনার বন্দোবস্তটা এভাবে করি — ঘরের মধ্যিখানে... ওকে... লোকটার কী যেন নাম?

নিকোলাই। সিন্‌ৎসভ।

ববয়েদভ। সিন্‌ৎসভ... মর্মস্পর্শী বটে! আর ওকে ঘিরে সারা দুনিয়ার মজদুর, কী বলেন?.. চিত্ত বিগলিত করা দৃশ্য একেবারে... এ বাড়ীর মালিক খাসা লোক... অত্যন্ত খাসা লোক! ওঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল অন্য রকম। ভরোনেজের থিয়েটারে ওঁর ভাই-এর বৌকে দেখেছি... চমৎকার অভিনয় করেন। (বারান্দা থেকে ক্‌ভাচ এল।) কী খবর ক্‌ভাচ?

ক্‌ভাচ। সবাইকে খানাতল্লাস করা হয়েছে হুজুর।

ববয়েদভ। কী পাওয়া গেল?

ক্‌ভাচ। কিছু না... সবকিছু লুকোনো! পেশ করছি: পুলিশের কর্তা খুব তাড়াহুড়ো করছেন হুজুর, কাজে তাঁর মোটেই মন নেই।

ববয়েদভ। তা বটে। পুলিশের দৌড় আমার জানা আছে! ওদের ঘরে কিছু পাওয়া গেল?

ক্‌ভাচ। লেভশিনের কামরায় আইকনের পেছনে কয়েকটা মাত্র জিনিষ ছিল।

ববয়েদভ। আমার ঘরে সবকিছু নিয়ে এসো।

ক্‌ভাচ। আজ্ঞে! হুজুর, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সেই ছোকরাটা, ওই যে ঘোড়সওয়ার পল্টন থেকে এসেছে...

ববয়েদভ। কী হল তার?

ক্‌ভাচ। হুজুর, সে-ও ভালোভাবে কাজ করে নি।

ববয়েদভ। ওকে তুমি নিজেই ঠিক ক'রো। যাও! (ক্‌ভাচের প্রস্থান।) লোকটা বেজায় সেয়ানা! দেখতে কিছু নয়, এমন কি মনে হয় একটু বোকা, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি — কুকুরের মতো।

নিকোলাই। বগদান দেনিসভিচ, কেরাণীটির প্রতি বিশেষ নজর দিতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

ববয়েদভ। তা আর বলতে! বেটাকে নাজেহাল করে ছাড়ব!

নিকোলাই। সিন্‌ৎসভের কথা বলছি না, পলগির কথা বলছি। ও আমাদের কাজে লাগতে পারে মনে হয়।

ববয়েদভ। ও, সেই আমাদের সহালাপী! হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওকে এর মধ্যে টেনে আনব...

(টেবিলের কাছে গিয়ে নিকোলাই সযত্নে কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে রাখল।)

ক্লিওপেত্রা (ডানদিকের দরজা থেকে)। ক্যাপ্টেন, আর এক কাপ চা খাবেন?

ববয়েদভ। আচ্ছা দিন, ধন্যবাদ! জায়গাটা সুন্দর... অত্যন্ত সুন্দর!.. দেখা গেল শ্রীমতি লুগোভায়ার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে! উনি ভরোনেজ থিয়েটারে অভিনয় করতেন, তাই না?

ক্লিওপেত্রা। বোধ হয় করতেন... খানাতল্লাস করে কিছু পেলেন?

ববয়েদভ (অনুগ্রহের সুরে)। সবকিছু। সমস্ত কিছু পাওয়া গিয়েছে! আর যাকিছু আছে আমরা বের করব, অস্থির হবেন না! কিছু না থাকলেও বের করব...

ক্লিওপেত্রা। আমার স্বামী এদের সব ইস্তাহারে বিশেষ কান দিতেন না। উনি বলতেন কাগজে কলমে বিপ্লব হয় না...

ববয়েদভ। হুঁ... কথাটা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়!

ক্লিওপেত্রা। উনি বলতেন ইস্তাহার হল বধিরের প্রতি অন্ধের আদেশের মতো।

ববয়েদভ। কথাটি সরস... কিন্তু তাও ঠিক নয়!

ক্লিওপেত্রা। আর দেখছেন তো, এখন ওরা কাগজ থেকে কাজে নেমেছে...

ববয়েদভ। বিশ্বাস করুন, ওদের কঠিন সাজা মিলবে, অত্যন্ত কঠিন শাস্তি পাবে!

ক্লিওপেত্রা। শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত লাগছে। আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি!

ববয়েদভ। লোকের মনে আশ্বাস জোগানো আমাদের কর্তব্য...

ক্লিওপেত্রা। জীবন নিয়ে সুস্থভাবে, পুরোপুরি খুসী কাউকে দেখলে কত ভালো লাগে আপনাকে বলতে পারি না... আজকাল এরকম লোক প্রায় বিরল!

ববয়েদভ। আমাদের এই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সবাই বাছাই-করা লোক!

ক্লিওপেত্রা। চলুন, টেবিলে বসি!

ববয়েদভ (যেতে যেতে)। সানন্দে। আচ্ছা বলুন তো, এবারে শ্রীমতী লুগোভায়া কোথায় অভিনয় করবেন?

ক্লিওপেত্রা। জানি না।

(বারান্দা থেকে এল তাতিয়ানা ও নাদিয়া।)

নাদিয়া (উত্তেজিতভাবে)। দেখলে, বুড়ো লেভশিন কীভাবে আমাদের দিকে তাকাল?

তাতিয়ানা। দেখেছি...

নাদিয়া। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার... কী লজ্জাকর! নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ, এমনটা কেন? কেন সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

নিকোলাই। গ্রেপ্তারের যথেষ্ট কারণ আছে... আর যতক্ষণ ওরা ওখানে ততক্ষণ বারান্দায় না গেলে খুসী হব...

নাদিয়া। যাব না... যাব না...

তাতিয়ানা (নিকোলাই-এর দিকে তাকিয়ে)। সিন্‌ৎসভকেও ধরা হয়েছে?

নিকোলাই। হ্যাঁ, মিঃ সিন্‌ৎসভকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নাদিয়া (ঘরে পায়চারি করতে করতে)। সতেরোজন লোক! গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঝি-বউরা কাঁদছে... আর সেপাইগুলো ওদের ঠেলাঠেলি করছে, হাসছে! সেপাইদের বলুন অন্তত ভদ্র ব্যবহার করতে!

নিকোলাই। ওটা আমার এলাকায় পড়ে না। সেপাইদের ভার লেফটেনাণ্ট স্ত্রেপেতভের ওপরে।

নাদিয়া। গিয়ে তাঁকে বলছি...

(ডানদিকের দরজা হয়ে বেরিয়ে গেল। তাতিয়ানা হেসে এলো টেবিলের কাছে।)

তাতিয়ানা। শুনুন আইনের বস্তামশাই, জেনারেল তো এই নামে আপনাকে ডাকেন...

নিকোলাই। জেনারেলকে আমার রসিক লোক বলে মনে হয় না। ওঁর ঠাট্টা ইয়ার্কির পুনরুক্তি আমি করতাম না।

তাতিয়ানা। ও, একটা ভুল হয়েছে। জেনারেল আপনাকে বলেন — আইনের জাহাজ। আপনার মনের মতো নয় কথাটা?

নিকোলাই। হাসিতামাসা করার মতো মনের অবস্থা আমার নয়।

তাতিয়ানা। আপনি যে গুরুগম্ভীর লোক কথাটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?..

নিকোলাই। দাদা কালকে খুন হয়েছেন — আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই।

তাতিয়ানা। তাতে আপনার কী?

নিকোলাই। মাপ করবেন, কিন্তু...

তাতিয়ানা (বিদ্রূপের হাসি হেসে)। ভান করা রাখুন।

দাদার জন্য আপনি শোক করছেন না... কারোর জন্য কষ্ট আপনি পান না... দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমার মতো। মৃত্যু, মানে হঠাৎ মৃত্যু, সর্বদাই লোককে বিচলিত করে... কিন্তু আমি স্থির জানি যে ভাই-এর জন্য সত্যিকার শোক, মানুষের মতো শোক আপনার এক মুহূর্তের জন্যও হয় নি... ওটা আপনার স্বভাবে নেই!

নিকোলাই (কোনক্রমে নিজেকে সামলে)। ইনটেরেস্টিং বটে। আমার কাছে আপনি কী চান?

তাতিয়ানা। আপনি আর আমি এক গোত্রের লোক, সেটা লক্ষ্য করেন নি? করেন নি? দুর্ভাগ্য! আমি হলাম অভিনেত্রী, হৃদয়ের বালাই নেই, একটা মাত্র বাসনা আমার — সেটা হল মনের মতো ভূমিকায় নামা। আপনারো হৃদয়ের বালাই নেই — ভালো ভূমিকায় নামতে আপনিও সমান ব্যস্ত। বলুন তো, সরকারী উকিল হতে কি আপনি সত্যি চান?

নিকোলাই (মৃদু কণ্ঠে)। এবার থামলে পারেন...

তাতিয়ানা (একটু থেমে, তারপর হেসে)। না, আমার কূটবুদ্ধি বিশেষ নেই দেখছি। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে... আপনার কাছে এসেছিলাম, মানে, বেশ মিষ্টিমধুর ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম... কিন্তু আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অপমান করতে শুরু করলাম... আপনাকে দেখলেই মনে হয় অপমান করে কথা বলি... যখনি দেখি তখনি... আপনি বসে আছেন কিম্বা দাঁড়িয়ে আছেন, বা অন্য লোক সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন — সবসময়ে... ভেবেছিলাম আপনাকে একটা অনুরোধ করব...

নিকোলাই (অল্প হেসে)। কী চান আঁচ করতে পারি!

তাতিয়ানা। হয়ত পারেন। কিন্তু বড্ডো দেরী হয়ে গিয়েছে বোধ হয়?

নিকোলাই। যখনই হোক, দেরী হয়ে গিয়েছে। মিঃ সিন্‌ৎসভ বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছেন।

তাতিয়ানা। কথাটা আমাকে শোনাতে আপনার বেশ লাগছে মনে হয়, তাই না?

নিকোলাই। হ্যাঁ... লুকোবার চেষ্টা করছি না।

তাতিয়ানা (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। এ থেকে দেখা যায় আপনার আমার মধ্যে কতটা মিল। আমারো মনটা অত্যন্ত নীচ আর সংকীর্ণ... আচ্ছা বলুন তো, সিন্‌ৎসভ কি একেবারে আপনার আওতায়? মানে... বিশেষ করে আপনার আওতায়?

নিকোলাই। অবশ্য তাই!

তাতিয়ানা। যদি আপনাকে বলি ওকে ছেড়ে দিতে?

নিকোলাই। বলে কোন লাভ হবে না।

তাতিয়ানা। যদি খুব বেশী করে অনুরোধ করি?

নিকোলাই। কিছু এসে যাবে না... অবাক করলেন বটে!

তাতিয়ানা। তাই না কি? কেন?

নিকোলাই। আপনি সুন্দরী... আর আপনার মনটা যে স্বকীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই... আপনার ব্যক্তিত্ব আছে। স্বচ্ছন্দে, আরামে জীবনযাপনের অসংখ্য সুযোগ আপনার... অথচ একটা অপদার্থ লোককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন! খামখেয়ালীপনা ব্যাধির মতো। যে কোন সভ্য লোক আপনার ব্যবহারে চটে যাবে... মেয়েদের যারা তারিফ করে, সৌন্দর্যের মর্যাদা বোঝে, তারা আপনাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

তাতিয়ানা (সকৌতূহলে নিকোলাই-এর দিকে তাকিয়ে)। তাহলে আমার সম্বন্ধে আপনার রায় হল এই... হায়রে! সিন্‌ৎসভের বিষয়ে একই কথা বলছেন?

নিকোলাই। আজ সন্ধেবেলায় ভদ্রলোকটি জেলে যাচ্ছেন

তাতিয়ানা। শেষ কথা হল এই?

নিকোলাই। হ্যাঁ।

তাতিয়ানা। ভদ্রমহিলার খাতিরেও কিছু দয়া দেখাবেন

না? আমার বিশ্বাস হয় না! যদি অত্যন্ত জোর দিয়ে চাইতাম, তাহলে সিন্‌ৎসভকে আপনি ছেড়ে দিতেন।

নিকোলাই (রুদ্ধ কণ্ঠে)। জোর দিয়ে চেয়ে দেখুন... যত খুসী জোর দিয়ে।

তাতিয়ানা। পারব না। কী করে চাইতে হয় জানি না... কিন্তু সত্যি বলুন, জীবনে একবার অন্তত সত্যি কথা বলতে বিশেষ কষ্ট হবে না আপনার — ওকে কি ছেড়ে দিতেন?

নিকোলাই (একটু থেমে)। জানি না...

তাতিয়ানা। আমি জানি! আমরা কী জঘন্য লোক...

নিকোলাই। কয়েকটা জিনিষ আছে যা মেয়েমানুষের মধ্যে দেখলেও ক্ষমা করা যায় না।

তাতিয়ানা (বেপরোয়াভাবে)। তাই বুঝি? কী এসে যায়? এখানে আমরা দুজন... আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনছে না। আপনাকে এবং নিজেকে বলার অধিকার আমার আছে যে আমরা দুজনেই...

নিকোলাই। দোহাই আপনার... আমি আর শুনতে চাই না...

তাতিয়ানা (শান্ত কণ্ঠে, জোর দিয়ে)। তবুও, নীতির চেয়ে নারীর চুম্বন আপনার কাছে বেশী দামী!

নিকোলাই। আপনাকে তো বলেছি, আর শুনতে চাই না।

তাতিয়ানা (শান্তভাবে)। তাহলে চলে যান। আপনাকে আটকে রাখতে চাই না অবশ্য।

(দ্রুতপায়ে নিকোলাই চলে গেল। শাল গায়ে জড়িয়ে তাতিয়ানা ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বারান্দার দিকে তাকিয়ে রইল। ডানদিকের দরজা থেকে লেফটেনাণ্ট ও নাদিয়ার **প্রবেশ**।)

লেফটেনাণ্ট। শপথ করে বলছি সৈন্যরা কখনো অপমান করে না! সৈন্যদের কাছে মেয়েরা পবিত্র জিনিষ...

নাদিয়া। বেশ, দেখবেন...

লেফটেনাণ্ট। অসম্ভব! শুধু সৈন্যদের মধ্যে মেয়েদের প্রতি শিভাল্‌রির ভাব এখনো টিকে আছে...

(বাঁদিকের দরজার কাছে দুজনে গেল। পলিনা, জাখার ও ইয়াকভের প্রবেশ।)

জাখার। দেখছো তো ইয়াকভ...

পলিনা। এছাড়া আর কী হতে পারত?

জাখার। আমরা এখন বাস্তবের মুখোমুখি, যা অবশ্যম্ভাবী তার মুখোমুখি...

তাতিয়ানা। কী নিয়ে কথা হচ্ছে?

ইয়াকভ। আমার বিষয়ে শোক সঙ্গীত চলছে...

পলিনা। কী অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা! সবাই আমাদের দোষ দিচ্ছে! এমন কি ইয়াকভ ইভানভিচ পর্যন্ত, এমনিতে যে এত নিরীহ... যেন আমরা সৈন্যদের ডেকে এনেছি! সশস্ত্র পুলিশের লোককেও কেউ ডাকে নি। ওরা সবসময়ে তো নিজে থেকে আসে।

জাখার। ধরপাকড়ের জন্য আমাকে দোষ দিচ্ছে...

ইয়াকভ। আমি দিচ্ছি না...

জাখার। মুখে দিচ্ছো না বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে...

ইয়াকভ (তাতিয়ানাকে)। ওখানে বসেছিলাম, দাদা এসে বলল: 'তাহলে'? আর আমি বললাম: 'বিচ্ছিরি ব্যাপার!' ব্যস, আর কিছু নয়!

জাখার। কিন্তু এখানে সমাজতন্ত্রের বুলি যে ভাবে প্রচার করা হচ্ছে সে ভাবে আর কোথাও সম্ভব হত না, সেটা বোঝো না কেন? একেবারে সম্ভব হত না...

পলিনা। পলিটিক্সে সবায়ের আগ্রহ থাকা উচিত, কিন্তু সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পলিটিক্সের কী সম্পর্ক? জাখারের বক্তব্য হল এটা, আর ও ঠিক বলছে!

ইয়াকভ (বিরসভাবে)। বুড়ো লেভশিন কী ধরনের সোশ্যালিস্ট? অতিরিক্ত খাটুনির ফলে আর ক্লান্তিতে ওর মাথাটা একটু বিগড়ে গেছে.. এই যা...

জাখার। ওদের সবায়ের মাথা খারাপ!

পলিনা। আমাদের একটু দয়ামায়া দেখালে হয়! আমাদের কত না সইতে হয়েছে!

জাখার। বাড়ীটা আদালত বানিয়ে ছেড়েছে, সেটা আমার খারাপ লাগে না ভাবছো? এসবের মূলে হল নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ, কিন্তু যা করুণ ব্যাপার ঘটেছে তার পরে... ওর সঙ্গে তর্ক করা চলে না!

ক্লিওপেত্রা (দ্রুতপায়ে এসে)। শুনেছেন? খুনী ধরা পড়েছে... ওকে এখানে নিয়ে আসছে।

ইয়াকভ (বিড়বিড় ক'রে)। বাবা রে...

তাতিয়ানা।। লোকটা কে?

ক্লিওপেত্রা। ছোকরা একটা... আমার খুসী লাগছে... মানবতার দিক থেকে কথাটা হয়ত ভালো শোনাল না, কিন্তু আমি খুসী হয়েছি! সত্যি যদি অল্পবয়সী হয় তাহলে বিচার না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন লোকটাকে চাবকানো দরকার... নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ কোথায়?.. ওকে দেখেছেন? (বাঁদিকের দরজার কাছে যেতে জেনারেলের সঙ্গে দেখা হল।)

জেনারেল (বিরসভাবে)। এই যে!.. সবাই ভিজে কাকের মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।

জাখার। বড়ো অপ্রীতিকর জ্যাঠামশাই...

জেনারেল। সশস্ত্র পুলিশের কথা বলছো তো? হ্যাঁ...

ক্যাপ্টেনটা বেয়াদব! ওদের একটা তামাসা দেখালে হয়... রাত্তিরটা ওরা এখানে কাটাচ্ছে?

পলিনা। মনে তো হয় না... রাত্তিরে কেন থাকবে?

জেনারেল। আফসোস কি বাত! থাকলে... বেটা যখন শুতে যেত তখন এক বালতি ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে দেবার ব্যবস্থা করতাম! আমার দলের মিনমিনে ক্যাডেটদের চিকিৎসা ও রকম ভাবে করা হত... গায়ে কাপড়চোপড় নেই, ভিজে সপসপে, একপায়ে লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, এর চেয়ে মজার দৃশ্য আর কিছু নেই!

ক্লিওপেত্রা (দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে)। এটা আপনি কী বলছেন, জেনারেল! ক্যাপ্টেনটি অতিশয় ভদ্র আর উদ্যমী লোক... এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ধরপাকড় করার আদেশ দেন! সেজন্য তারিফ করা উচিত ওঁকে! (বেরিয়ে গেল।)

জেনারেল। হুঁ... ইয়া বড়ো গোঁফ থাকলেই এনার কাছে যে কেউ ভদ্রলোক বনে যায়। কিন্তু নিজের জায়গা ঠিক জানা সবায়ের উচিত। সেটাই হল আসল কথা... ভদ্রতার মূল কথা সেটা! (বাঁদিকের দরজায় গিয়ে।) এই কন!

পলিনা (মৃদু কণ্ঠে)। ক্লিওপেত্রাকে দেখলে মনে হয় সবকিছুর ভার ওর ওপর! রকমখানা দেখলে তো!.. রূঢ়, অসভ্য...

জাখার। তাড়াতাড়ি সেরে ফেললে বাঁচি! শান্ত... স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে!

নাদিয়া (দৌড়িয়ে এসে)। তাতিয়ানা মাসী, লেফটেনাণ্টটা অসম্ভব লোক!.. সৈন্যদের মারধোর করে মনে হয়... কী রকম ভাবে ছুটোছুটি করছে, চেঁচাচ্ছে আর মুখ বেঁকাচ্ছে যদি দেখতে... মেসোমশাই, যাদের ধরেছে তাদের বউদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া উচিত... ওদের

পাঁচজনের বৌ আছে!.. ক্যাপ্টেনটাকে গিয়ে বলো না... ওর হাতে সব ভার।

জাখার। কিন্তু দেখ্‌ নাদিয়া...

নাদিয়া। তুমি নড়বে না দেখছি!.. যাও না, বাইরে গিয়ে ওকে বলো!.. ওরা কাঁদছে... যাও না, মেসোমশাই!

জাখার (যেতে যেতে)। তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না...

পলিনা। নাদিয়া, তুই সবসময়ে সবাইকে উত্ত্যক্ত করে মারিস!

নাদিয়া। সবাইকে উত্ত্যক্ত করো তোমরা, আমি না।

পলিনা। আমরা? কী বলছিস...

নাদিয়া (উত্তেজিত হয়ে)। আমরা সবাই... আমি, তুমি, মেসোমশাই... আমরা সবাই লোককে উত্ত্যক্ত করে ছাড়ি! আমাদের কোন কাজ নেই, কিন্তু আমাদের খাতিরে এরা সবাই এসেছে — সৈন্যরা, সশস্ত্র পুলিশ... শুরু হয়েছে এই কাণ্ডকারখানা! লোকগুলোকে ধরেছে... মেয়েরা কান্নাকাটি করছে... সবকিছু আমাদের জন্য!

তাতিয়ানা। এদিকে আয় নাদিয়া...

নাদিয়া (কাছে গিয়ে)। এসেছি... তারপর?

তাতিয়ানা। ধীর হয়ে বোস... তুই বুঝিস না কিছু, কিছু করার ক্ষমতা তোর নেই...

নাদিয়া। তোমার বলার কিছু নেই! আমি ধীর হতে চাই না, চাই না!

পলিনা। তোর মা ঠিকই বলেছিল, তোর মনটা এমন যে তোকে সামলানো দায়।

নাদিয়া। হ্যাঁ, তিনি ঠিক বলেছিলেন... তিনি গতর খাটিয়ে খেতেন। কিন্তু তোমরা... তোমরা কী করো? কার পয়সায় খাচ্ছো?

পলিনা। আবার শুরু হল! নাদিয়া, কথা বলার ধরনটা বদলাতে হবে তোকে... গুরুজনদের সামনে মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলছিস, কী আস্পর্ধা!

নাদিয়া। গুরুজন তোমরা নও! গুরুজন কী করে হলে?.. তোমাদের বয়স হয়েছে, এই যা!

পলিনা। তাতিয়ানা, এ সমস্ত হয়েছে তোমার প্রভাবে! ওকে তোমার বলা দরকার যে ও অত্যন্ত বোকা মেয়ে...

তাতিয়ানা। শুনছিস? বোকা মেয়ে তুই... (পিঠ চাপড়ে দিল।)

নাদিয়া। শুনছি। আর কিছু বলার নেই তোমাদের!.. কিছু আর নেই! এমন কি নিজেদের পর্যন্ত সমর্থন করতে জানো না... অদ্ভুত লোক বটে! কী করতে পারো তোমরা? কিছু না। এমন কি নিজের বাড়ীতে বসেও অসহায় তোমরা! কিস্‌সু পারো না!

পলিনা (কঠিন সুরে)। কী বলছিস জানিস?

নাদিয়া। তোমাদের এখানে কে না এসেছে – সৈন্যসামন্ত, সশস্ত্র পুলিশ, গুঁফো গাধা সব, আর কী ওরা করছে? হুকুম জারি চলেছে, চা খাচ্ছে, তলোয়ারের ঝনঝন, বুটের খটখট, জোরে হেঁটে বেড়াচ্ছে, হাসছে... আর লোকজনকে পাকড়িয়ে তাদের গালিগালাজ করছে, শাসাচ্ছে, মেয়েদের কাঁদাচ্ছে... আর তোমরা? এখানে তোমাদের থেকে কী লাভ? তোমাদের তো কোণঠেসা করে রেখেছে...

পলিনা। বাজে বকবক করিস না! ওরা আমাদের রক্ষা করতে এসেছে।

নাদিয়া (তিক্তভাবে)। আঃ মাসী! নির্বুদ্ধিতার হাত থেকে সৈন্যরা কাউকে রক্ষা করতে পারে না, সত্যি পারে না!

পলিনা (চটে উঠে)। কী-ই?

নাদিয়া (হাত বাড়িয়ে)। চোটো না! আমি সবায়ের কথা বলছি! (দ্রুতপায়ে পলিনা বেরিয়ে গেল।) হায় রে... পালিয়ে গেল! মেসোমশাইকে গিয়ে লাগাবে যে আমি অভদ্র, আমাকে সামলানো দায়... আর মেসোমশাই আমাকে এমন একটা লম্বা বক্তৃতা দেবে না যে... ক্লান্তির চোটে মাছিগুলো পর্যন্ত খাবি খাবে!

তাতিয়ানা (চিন্তান্বিতভাবে)। তুই এ দুনিয়ায় কী করে বেঁচে থাকবি আমার মাথায় তো ঢোকে না!

নাদিয়া (চারপাশে হাত দিয়ে দেখিয়ে)। এ রকম ভাবে বাঁচব না, কখ্খনো! কী করব জানি না... কিন্তু তোমরা যে ভাবে চলো সে ভাবে একেবারে নয়! এইমাত্র লেফটেনাণ্টটার সঙ্গে বারান্দা হয়ে গেলাম... গ্রেকভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ খাচ্ছিল, আমাদের দেখল... আর চোখে হাসি। কিন্তু ও তো জানে যে... জেলে যাবে! বুঝলে তো? নিজেদের মতো করে যারা থাকে তারা কিছু ডরায় না... সমস্ত সময়ে তারা হাসিখুসী! লেভশিন আর গ্রেকভের দিকে তাকাতে আমার লজ্জা করে... অন্যদের জানি না, কিন্তু ওরা দুজন! কখনো ভুলব না ওদের... গুঁফো গাধাটা আসছে... এই রে!..

ববয়েদভ (ভিতরে এসে)। কী ভয়াবহ! কাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিলেন?

নাদিয়া। আপনাকে ভয় পাই... স্বামীদের সঙ্গে মেয়েদের দেখা করতে দেবেন না?

ববয়েদভ। না, দেব না। আমি লোকটা দুর্বৃত্ত!

নাদিয়া। সশস্ত্র পুলিশের লোক হলে দুর্বৃত্ত না হয়ে উপায় নেই। মেয়েদের যেতে দেবেন না কেন?

ববয়েদভ (ভদ্রভাবে)। বর্তমানে সেটা অসম্ভব! পরে মজুরদের যখন নিয়ে যাওয়া হবে তখন বিদায় নিতে দেবো।

নাদিয়া। কিন্তু অসম্ভব কেন? আপনার ওপরে তো সব নির্ভর করছে, তাই না?

ববয়েদভ। হ্যাঁ, আমার ওপরে... মানে, আইনের ওপরে।

নাদিয়া। আইনের সঙ্গে কী সম্পর্ক? ওদের যেতে দিন, দোহাই আপনার!

ববয়েদভ। আইনের সঙ্গে কী সম্পর্ক? আপনিও তাহলে আইনের বিরুদ্ধে? ছি!

নাদিয়া। আমার সঙ্গে ও রকম ভাবে কথা বলবেন না! আমি শিশু নই...

ববয়েদভ। শিশু নন? আইনের বিরোধিতা করে শুধু শিশুরা আর বিপ্লবীরা।

নাদিয়া। আমি তাহলে বিপ্লবী।

ববয়েদভ (হেসে)। তাই না কি? তাহলে তো আপনাকে জেলে পাঠাতে হবে... গ্রেপ্তার করে সটান জেলে...

নাদিয়া (বিমর্ষভাবে)। ঠাট্টা করবেন না! ওদের যেতে দিন!

ববয়েদভ। সেটা পারি না... আইন তো আছে!

নাদিয়া। বিদঘুটে আইন!

ববয়েদভ (গম্ভীরভাবে)। হুঁ... ওটা বলা উচিত নয় আপনার! আপনি শিশু নন বলছেন, তাহলে তো আপনার মানা উচিত যে যাঁদের হাতে শাসনের ভার তাঁরা আইন বানান, আর আইন ছাড়া রাষ্ট্র টিকতে পারে না।

নাদিয়া (উত্তেজিতভাবে)। আইন, শাসন, রাষ্ট্র... হে ভগবান! কিন্তু এ সবকিছু তো মানুষের জন্যেই হয়েছে?

ববয়েদভ। হ্যাঁ, ইয়ে... তা বটে! মানে, শৃঙ্খলার জন্য প্রথমত!

নাদিয়া। কিন্তু তার ফলে লোকে যদি কাঁদে তাহলে ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই ঠিক নয়। লোকে কাঁদলে শাসনশক্তি, রাষ্ট্র, কোন কিছুর দরকার নেই আমাদের! রাষ্ট্র বটে... বোকার মতো

কথা! রাষ্ট্র নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? (দরজায় গিয়ে।) রাষ্ট্র! যা বোঝে না তা নিয়ে লোকে বকবক করে কেন? (বেরিয়ে গেল। ববয়েদভ হতভম্ব।)

ববয়েদভ (তাতিয়ানাকে)। মেয়েটি অসাধারণ! তবে চিন্তাধারার ঝোঁকটা বিপজ্জনক... ওর মেসোমশাই মনে হচ্ছে উদারপন্থী মতামতে বিশ্বাস করেন। ঠিক বলছি না?

তাতিয়ানা। সেটা আপনার ভালো জানা উচিত। উদারপন্থী মতামত কাকে বলে আমি জানি না।

ববয়েদভ। জানেন না বুঝি? সবাই তো জানে!.. উদারনীতির মানে, যারা রাজ্য চালায় তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা!... কিন্তু ভালো কথা, আপনাকে আমি ভরোনেজে দেখেছি, মাদাম লুগোভায়া! সত্যি বলছি, আপনার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। অদ্ভুত ভালো অভিনয়! আপনি হয়ত আমাকে দেখে থাকবেন — ছোট লাটের পাশে বসতাম। সে সময়ে ওখানে আমি ছিলাম অ্যাড্‌জুটেণ্ট...

তাতিয়ানা। হয়ত দেখেছি... ঠিক মনে পড়ছে না। প্রত্যেক সহরেই তো সশস্ত্র পুলিশের আড্ডা, তাই না?

ববয়েদভ। তা বই কি! প্রত্যেকটি সহরে, কোন সহর বাদ পড়ে না! আপনাকে না বলে পারছি না যে আর্টের আসল ভক্ত হলাম আমরা অফিসাররা! আর হয়ত ব্যবসাদাররা। এই ধরুন না, কোন প্রিয় অভিনেতার সাহায্যার্থে অভিনয়ের দিনে... যখন টাকা তুলে উপহার কেনা হয় তখন চাঁদার খাতায় সবসময়ে দেখবেন আমাদের সশস্ত্র পুলিশের অফিসারদের নাম। ওটা হল গিয়ে আমাদের একটা রেওয়াজ! আসছে সিজন-এ কোথায় নামবেন?

তাতিয়ানা। এখনো ঠিক করি নি... অবশ্যই কোন সহরে, যেখানে আর্টের আসল ভক্তেরা বিদ্যমান! সেটা না করে উপায় নেই, কী বলুন?

ববয়েদভ (কথাটা বুঝতে না পেরে)। তা বই কি! প্রত্যেক সহরে ওরা আছে, থাকতেই হবে! দিনে দিনে লোকের রুচি তো বাড়ছে...

কুভাচ (বারান্দা থেকে)। হুজুর! যে লোকটা গুলি করেছিল... তাকে নিয়ে আসছে! কোথায় আনতে বলেন?

ববয়েদভ। এখানে... সবাইকে এখানে নিয়ে এসো! উকিলমশাইকে সেলাম দাও! (তাতিয়ানাকে) মাপ করবেন! এবার কিছুক্ষণ কাজে মন দিতে হবে।

তাতিয়ানা। ওদের জেরা করবেন?

ববয়েদভ (ভদ্রভাবে)। অল্পস্বল্প, ওপর-ওপর, যাতে আলাপ পরিচয়টা হয়... যাকে বলে নাম ডাকা!

তাতিয়ানা। আমি থাকতে পারি?

ববয়েদভ। হুঁ... অবশ্য সেটা ঠিক নিয়ম-মাফিক হবে না... রাজনৈতিক কেসে এ রকমটা চলে না। কিন্তু এটা ফৌজদারী কেস, তাছাড়া আমাদের অফিসে ব্যাপারটা হচ্ছে না, আর আপনাকে খুসী করতে চাই বলে...

তাতিয়ানা। আমাকে কেউ দেখতে পাবে না... আমি ওখান থেকে দেখব।

ববয়েদভ। বেশ, বেশ! আপনার অভিনয় দেখে যে আনন্দ পেয়েছি তার কিছুটা প্রতিদান দিতে পারছি বলে কৃতার্থ বোধ করছি। এখন গিয়ে কয়েকটা কাগজপত্র নিয়ে আসতে হয়। (বেরিয়ে গেল। বারান্দা থেকে রিয়াবৎসভকে নিয়ে এল দুটি মধ্যবয়সী মজুর। ওদের পাশে পাশে এল কন, বন্দীর মুখের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে। পিছু পিছু এল লেভশিন, ইয়াগোদিন, গ্রেকভ, অন্যান্য কয়েকজন মজুর, সশস্ত্র পুলিশ।)

রিয়াবৎসভ (ক্রুদ্ধভাবে)। হাত দুটো বেঁধেছো কেন? খুলে দাও বলছি!

লেভশিন। খুলে দাও!.. ওকে বেইজ্জত করে কী হবে?

ইয়াগোদিন। ও পালাবে না!

মজুরদের একজন। বেঁধে রাখার কথা। সেটাই কানুন! আইনের নির্দেশে ওর হাত দুটো বেঁধে রাখা দরকার...

রিয়াব্‌ৎসভ। আইন-ফাইন জানি না... খুলে দাও!

আর একজন মজুর (ক্‌ভাচকে)। খুলে দেব হুজুর? ছোঁড়াটা শান্ত... কাণ্ডটা ও করেছে বিশ্বাস করা শক্ত...

ক্‌ভাচ। আচ্ছা... খুলে দাও!

কন (হঠাৎ)। আপনারা ভুল আদমীকে ধরেছেন!... গুলি চলার সময়ে এ লোকটা নদীর ধারে ছিল... আমি নিজের চোখে দেখেছি, জেনারেলও দেখেছেন! (রিয়াব্‌ৎসভকে) চুপ করে আছিস কেন গাধা? ওদের বল, তুই গুলি করিস নি... কথা বলছিস না কেন?

রিয়াব্‌ৎসভ (দৃঢ়ভাবে)। না, আমিই গুলি করেছিলাম।

লেভশিন। সেপাইমশাই, সেটা ওই সবচেয়ে ভালো করে জানে...

রিয়াব্‌ৎসভ। আমিই।

কন (চেঁচিয়ে)। ঝুট বাত! বেটা বজ্জাত... (ববয়েদভ ও নিকোলাই স্ক্রোবতভের প্রবেশ।) গুলি যখন চলে তখন তুই নদীতে দাঁড় বাইছিলি আর গান গাইছিলি... ঠিক বল!

রিয়াব্‌ৎসভ (শান্তভাবে)। সেটা... পরের ব্যাপার।

ববয়েদভ। এই লোকটা?

ক্‌ভাচ। হ্যাঁ হুজুর!

কন। না, ও নয়!

ববয়েদভ। কী? ক্‌ভাচ, বুড়োটাকে বার করে দাও তো! বুড়ো এখানে ঢুকল কী করে?

ক্‌ভাচ। ও জেনারেলের কাজ করে হুজুর!

নিকোলাই (রিয়াব্‌ৎসভকে ভালো করে দেখতে দেখতে)। দাঁড়ান বগদান দেনিসোভিচ... ওকে ছেড়ে দাও, ক্‌ভাচ!

কন। ছাড়ো বলছি! আমিও সেপাই!

ববয়েদভ। ছেড়ে দাও ক্‌ভাচ!

নিকোলাই (রিয়াব্‌ৎসভকে)। তুমিই মনিবকে মেরেছিলে?

রিয়াব্‌ৎসভ। হ্যাঁ।

নিকোলাই। কেন?

রিয়াব্‌ৎসভ। উনি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন।

নিকোলাই। তোমার নাম কী?

রিয়াব্‌ৎসভ। পাভেল রিয়াব্‌ৎসভ।

নিকোলাই। ও! কন... তুমি কী বলছিলে?

কন (অত্যন্ত বিচলিতভাবে)। ও মারে নি! সে সময়ে ও ছিল নদীতে!.. হলপ করে বলতে পারি!.. জেনারেল আর আমি, দুজনেই ওকে দেখেছিলাম... জেনারেল এমন কি বললেন যে, লোকটার নৌকোটা উল্টে দিয়ে ওকে নাকানি-চোবানি খাওয়ালে বেড়ে হয় না... কী, শুনছিস ছোঁড়া? তোর মতলবটা কী?

নিকোলাই। ঠিক খুনের সময়ে ও নদীতে ছিল, এত জোর দিয়ে কথাটা বলছ কেন কন?

কন। ও যেখানে ছিল সেখান থেকে কারখানা ঘণ্টা খানেকের পথ।

রিয়াব্‌ৎসভ। আমি দৌড়ে এসেছিলাম।

কন। ও দাঁড় টানছিল আর গাইছিল। খুন করার পর লোকে গায় না।

নিকোলাই (রিয়াব্‌ৎসভকে)। তুমি জানো — মিথ্যে সাক্ষীও অপরাধীকে ঢাকার চেষ্টা করাটা আইনের চোখে কঠোর দণ্ডনীয়... কথাটা তোমার জানা আছে?

রিয়াব্‌ৎসভ। পরোয়া করি না।

নিকোলাই। বেশ। তাহলে তুমিই ম্যানেজারকে মেরেছিলে?

রিয়াব্‌ৎসভ। হ্যাঁ।

ববয়েদভ। বেটা জানোয়ার!..

কন। মিথ্যে কথা বলছে!

লেভশিন। সেপাইমশাই, তুমি বাপু রবাহূত!

নিকোলাই। কী?

লেভশিন। আমি বলছিলাম ও রবাহূত আর খালি বাগড়া দিচ্ছে...

নিকোলাই। আর তুমি বুঝি রবাহূত নও? খুনের ব্যাপারে তোমারো হাত আছে হয়ত?

লেভশিন (হেসে)। আমার? একবার লাঠি দিয়ে একটা খরগোসের জান নিয়েছিলাম, তারপর এক হপ্তা ঘুমোই নি...

নিকোলাই। তাহলে চুপ করে থাকো! (রিয়াব্‌ৎসভকে) রিভলভারটা কোথায়? যেটা দিয়ে গুলি করেছিলে?

রিয়াব্‌ৎসভ। জানি না...

নিকোলাই। কী ধরনের রিভলভার? বলো!

রিয়াব্‌ৎসভ (অস্বস্তির সঙ্গে)। কী ধরনের... এমনি, যেমন হয় তেমনি।

কন (খুসী হয়ে)। বেটা বেল্লিক! বাপের জন্মে রিভলভার দেখে নি!

নিকোলাই। কত বড়ো ছিল জিনিষটা? (হাতে আধ-গজের মতো দেখিয়ে) এত লম্বা?

রিয়াব্‌ৎসভ। হ্যাঁ... না, না, একটু কম...

নিকোলাই। বগদান দেনিসোভিচ, এক মিনিট। (ববয়েদভকে একপাশে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায়।) তলে তলে একটা কিছু চলেছে। ছোকরাটাকে আরো কড়কাতে হবে... করোনার না আসা পর্যন্ত ও একলা থাক।

ববয়েদভ। কেন? ওতো সবকিছু স্বীকার করছে...

নিকোলাই (গুরুত্বপূর্ণ)। আপনার ও আমার ধারণা যে ছোকরাটা খুন করে নি, আসল খুনীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। বুঝলেন?

(তাতিয়ানার পাশের দরজা থেকে ইয়াকভ এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল ওর নেশা হয়েছে। মাঝে মাঝে মাথাটা ঝুঁকে পড়ছে, যেন ঝিমোচ্ছে, তারপর হঠাৎ আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে, মুখে ভয়ের ছাপ।)

ববয়েদভ (কিছু বুঝতে না পেয়ে)। ও... হুঁ... হ্যাঁ, হ্যাঁ! দেখেছেন ব্যাপারটা!..

নিকোলাই। এটা ষড়যন্ত্র! খুনের জন্য দলকে দল দায়ী...

ববয়েদভ। কী রকম বদমাস দেখেছেন!

নিকোলাই। করপোরাল ওকে নিয়ে যাক। একেবারে আলাদা করে ওকে রেখে দিক! আমি একটু আসছি... কন, তুমি আমার সঙ্গে চলো! জেনারেল কোথায়?

কন। মাটিতে কেঁচো খুঁজছেন।

(দুজনে বেরিয়ে গেল।)

ববয়েদেভ। ক্ভাচ, একে এখান থেকে নিয়ে যাও। নজরে রেখো বেটাকে, কড়া নজরে, বুঝলে?

ক্ভাচ। জো হুজুর! চল রে।

লেভশিন (সস্নেহে)। যাও পাভেল! বিদায় দোস্ত!..

ইয়াগোদিন (বিমর্ষভাবে)। বিদায় পাভেল!..

রিয়াবৎসভ। আসি... এসব কিস্সু নয়!..

(রিয়াবৎসভকে নিয়ে গেল।)

ববয়েদভ (লেভশিনকে)। বুড়ো, তুমি ওকে চেনো?

লেভশিন। চিনব না কেন? একসঙ্গে কাজ করি।

ববয়েদভ। তোমার নাম কী?

লেভশিন। ইয়েফিম ইয়েফিমভিচ লেভশিন।

ববয়েদভ (তাতিয়ানাকে, মৃদু কণ্ঠে)। এবার মজা দেখুন! লেভশিন, তুমি বুড়োলোক, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, সত্যি কথাটা বলো তো বাপু। ওপরওয়ালাদের কাছে সবসময়ে সত্যি কথা বলতে হয়...

লেভশিন। মিথ্যে বলব কেন?..

ববয়েদভ (আত্মতুষ্টির ভঙ্গীতে)। বেশ, বেশ। তাহলে সত্যি বলো তো বাপু, তোমার বাড়ীতে আইকনের পেছনে কী লুকোনো আছে? নিছক সত্যি কথা জানতে চাই, বুঝলে?

লেভশিন (শান্তভাবে)। কিছু নেই।

ববয়েদভ। সত্যি বলছো?

লেভশিন। হ্যাঁ, সত্যি...

ববয়েদভ। ছি, ছি লেভশিন! তোমার চুল পাকা, টাক পড়তে শুরু করেছে, আর চ্যাংড়া ছেলের মতো মিথ্যে কথা বলছো!.. তোমাদের মনের ভাব পর্যন্ত ওপরওয়ালারা জানে, কাজকর্মের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম! ছি লেভশিন! আমার হাতের জিনিষগুলো কী?

লেভশিন। জানি না.. চোখে কম দেখি...

ববয়েদভ। আমি বলে দিচ্ছি। এগুলো হল বই, আমাদের সরকার এগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলা হয়েছে বইগুলোতে। তোমার বাড়ীতে আইকনের পেছনে এগুলো পাওয়া গেছে... কী?

লেভশিন (শান্তভাবে)। হুম।

ববয়েদভ। এগুলো কী তোমার?

লেভশিন। হতে পারে আমার... সব বইয়ের চেহারা তো এক রকম...

ববয়েদভ। বয়স হয়েছে, মিথ্যে কথা বলে কী লাভ?

লেভশিন। হুজুর, আপনাকে সত্যি কথা বলেছি। আপনি জিজ্ঞেস করলেন আমার বাড়ীতে আইকনগুলোর পেছনে কী মাল আছে, আর তখনি বুঝলাম কিছু নেই, যা ছিল আপনারা নিয়ে নিয়েছেন। সেজন্য বললাম কিছু নেই। আমাকে সরম দেবার চেষ্টা কেন করছেন? সরম পাবার মতো কিছু করি নি!

ববয়েদভ (বিব্রতভাবে)। তাই বুঝি? কিন্তু বকবকানিটা কমাও তো বাপু... আমি তোমার ইয়ার্কির পাত্র নই! বইগুলো তোমাকে কে দিয়েছে?

লেভশিন। কেন জানতে চাইছেন? কোথায় পেয়েছিলাম মনে নেই, কী করে বলি... ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, হুজুর।

ববয়েদভ। কী? আচ্ছা, বেশ... আলেক্সেই গ্রেকভ! গ্রেকভ কার নাম?

গ্রেকভ। আমার।

ববয়েদভ। কারিগরদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচারকার্য চালাবার জন্য তুমি স্মোলেন্‌স্কে ধরা পড়েছিলে?

গ্রেকভ। হ্যাঁ।

ববয়েদভ। বয়স এত কম, অথচ এত গুণধর তুমি? আলাপ করে অত্যন্ত খুসী হলাম! ওহে, এদের বারান্দায় নিয়ে যাও তো... ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ইয়াকভ ভিরিপায়েভ? বেশ, বেশ... আন্দ্রেই স্‌ভিস্তভ?..

(সশস্ত্র পুলিশ সবাইকে বাইরে নিয়ে গেল। তালিকা হাতে ওদের অনুসরণ করল ববয়েদভ।)

ইয়াকভ (আস্তে আস্তে)। লোকগুলোকে আমার পছন্দ!

তাতিয়ানা। হ্যাঁ। কিন্তু ওদের কাছে সবকিছু এত সহজ

কেন?.. ওরা এত সহজভাবে কথা বলে, তাকায় এত সহজভাবে। কেন? আবেগ বলে ওদের কিছু নেই? বীরত্ব বলে কিছু নেই?

ইয়াকভ। স্বধর্মের ন্যায্যতায় ওদের স্থির বিশ্বাস...

তাতিয়ানা। ওদের আবেগ নেই, বীরত্ব নেই, সেটা হতে পারে না! এখানকার সবাইকে... ওরা অবজ্ঞার চোখে দেখে, স্পষ্ট বোঝা যায়!

ইয়াকভ। লেভশিন মানুষটা অদ্ভুত!.. ওর চোখ দুটো কী বিষণ্ণ, আর কী স্নেহে আর জ্ঞানে ভরা। মনে হয় বলছে: 'এসব করে কী লাভ? শুধু আমাদের পথ ছেড়ে দাও... মুক্তি দাও আমাদের... শুধু পথ ছেড়ে দাও!'

জাখার (দরজা থেকে উঁকি মেরে)। আইনের প্রতিনিধিদের নির্বুদ্ধিতার সীমা নেই সত্যি! বেশ একটা প্রহসন চালিয়েছে... নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচের ভাবটা যেন বিশ্ববিজয়ী...

ইয়াকভ। দাদা, তোমার একমাত্র আপত্তি হল যে এ সবকিছু তোমার চোখের সামনে ঘটছে?

জাখার। আমাকে রেহাই দিলে পারত!.. নাদিয়ার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে... আমাকে আর পলিনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলল, ক্লিওপেত্রাকে বলল বুনো বেড়াল, আর এখন ডিভানে হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে অঝোর ঝোরে কাঁদছে... কী ঘটছে শুধু ভগবান জানেন!...

ইয়াকভ (চিন্তান্বিতভাবে)। প্রতি মুহূর্তে আমার বিতৃষ্ণা বেড়ে যাচ্ছে দাদা।

জাখার। আমি বুঝি... কিন্তু কী করতে পারি? আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করতে হয় মানুষকে। গোটা বাড়ীটায় এমন একটা জায়গা নেই যেটাকে নিজের মনে হয়... লণ্ডভণ্ড হয়ে

গিয়েছে সমস্ত! আর বৃষ্টির জন্য আরো ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে লাগছে!.. এবারে হেমন্ত এসেছে অকালে!

(উত্তেজিত অবস্থায় নিকোলাই ও ক্লিওপেত্রার প্রবেশ।)

নিকোলাই। ওকে ওরা ঘুষ দিয়েছে আমার কোন সন্দেহ নেই এখন...

ক্লিওপেত্রা। ওরা নিজেরা এটা সাজাতে পারে নি... বেশ বুদ্ধিমান কোন লোক এসবের পেছনে আছে।

নিকোলাই। সিন্‌ৎসভের কথা ভাবছেন?

ক্লিওপেত্রা। তাছাড়া আর কে হবে? এই যে, মিঃ ববয়েদভ...

ববয়েদভ (বারান্দা থেকে ঢুকতে ঢুকতে)। হুজুরে হাজির!

নিকোলাই। আমার দৃঢ় ধারণা যে ছোঁড়াটা ঘুষ খেয়েছে... (ফিসফিস করে কী বলল।)

ববয়েদভ (নিচু গলায়)। ও? তাই...

ক্লিওপেত্রা (ববয়েদভকে)। বুঝেছেন?

ববয়েদভ। হুঁ... দেখালে বটে! বদমাস বেটারা!

(উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে নিকোলাই ও ক্যাপ্টেন দরজা হয়ে বেরিয়ে গেল। চারিদিকে তাকাতে তাতিয়ানাকে দেখতে পেল ক্লিওপেত্রা।)

ক্লিওপেত্রা। এই যে... আপনি তাহলে এখানে?

তাতিয়ানা। আর কিছু ঘটেছে না কি?

ক্লিওপেত্রা। তাতে আপনার কিছু এসে যায় বলে তো মনে হয় না... সিন্‌ৎসভের কথাটা শুনেছেন?

তাতিয়ানা। শুনেছি।

ক্লিওপেত্রা (জোর দিয়ে)। ওকে গ্রেপ্তার করেছে! কারখানার সব কটা খারাপ লোককে শেষ পর্যন্ত ধরেছে বলে আমার বেজায় খুসী লাগছে... আপনার লাগছে না?

তাতিয়ানা। আমার কেমন লাগছে তাতে আপনার কিছু এসে যায় না মনে হয়...

ক্লিওপেত্রা (বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দে)। সিন্‌ৎসভের ওপর আপনার মায়া ছিল কিনা! (তাতিয়ানার মুখ দেখে সুরটা নরম হয়ে এল।) আপনাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে... মুখে কেমন টানটান ভাব... কেন বলুন তো?

তাতিয়ানা। খুব সম্ভব আবহাওয়ার জন্য।

ক্লিওপেত্রা। (কাছে এসে)। শুনুন... হয়ত বোকামি করছি... কিন্তু আমি স্পষ্ট কথার লোক! অনেক কিছু দেখেছি জীবনে! সয়েছি অনেক কিছু... মনটা একেবারে বিষিয়ে গেছে! কিন্তু আমি জানি যে শুধু মেয়েছেলেরাই মেয়েছেলের বন্ধু হতে পারে...

তাতিয়ানা। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান?

ক্লিওপেত্রা। বলতে চাই, জিজ্ঞেস করতে নয়! আপনাকে আমার ভালো লাগে... আপনার চালচলন এত স্বচ্ছন্দ, ভালো জামাকাপড় পরেন... পুরুষদের সঙ্গে সহজে মেশেন। আপনার চলন, আপনার কথা বলার ধরন দেখে... হিংসে হয়... কিন্তু মাঝে মাঝে আপনাকে খারাপ লাগে... ঘেন্না পর্যন্ত ধরে যায়!

তাতিয়ানা। ব্যাপারটা ইনটেরেস্টিং। কেন?

ক্লিওপেত্রা (অদ্ভুত গলায়)। আপনি কে?

তাতিয়ানা। তার মানে?

ক্লিওপেত্রা। আপনি কেমন ধরনের মানুষ বুঝি না। লোকজনকে স্পষ্টভাবে দেখতে আমি চাই, তারা কী চায় জানতে চাই! নিজেরা কী চায় সেটা ঠিক জানে না যারা তাদের বিপজ্জনক লোক বলে মনে হয়! বিশ্বাস করা যায় না তাদের!

তাতিয়ানা। অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি! আপনার মতামত আমাকে জানাচ্ছেন কেন?

ক্লিওপেত্রা (অধীর আতঙ্কিতভাবে)। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো থাকা উচিত মানুষের, বিশ্বাস করা দরকার পরস্পরকে! কী ঘটছে দেখছেন না? ওরা আমাদের মেরে ফেলছে, আমাদের সবকিছু কেড়েকুড়ে নিতে চায় ওরা! যারা ধরা পড়েছে তাদের মুখে কেমন চোরের ভাব দেখলেন না? ওরা জানে ওরা কী চায়। ওরা থাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো, পরস্পরকে বিশ্বাস করে ওরা... ঘেন্না করি ওদের আর ভয় পাই! আর আমরা থাকি শত্রুর মতো, কোন কিছুতে আমাদের বিশ্বাস নেই, টান নেই কিছুর প্রতি, প্রত্যেকে বাঁচে শুধু নিজের জন্য... সেপাই আর সশস্ত্র পুলিশ হল আমাদের ভরসা — ওরা ভরসা রাখে নিজেদের ওপর... আর ওদের শক্তি আমাদের চেয়ে বেশি!

তাতিয়ানা। আমিও আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই... স্বামীকে নিয়ে আপনি সুখী ছিলেন?

ক্লিওপেত্রা। কেন জিজ্ঞেস করছেন?

তাতিয়ানা। কৌতূহল শুধু, আর কিছু নয়!

ক্লিওপেত্রা (মুহূর্তকাল ভেবে)। না। উনি অন্য কাজ নিয়ে সবসময়ে ব্যস্ত থাকতেন, আমাকে নিয়ে নয়...

পলিনা (ভিতরে এসে)। খবরটা শুনেছো? দেখা গেল যে কেরাণী সিন্‌ৎসভটা সোশ্যালিস্ট! আর জাখার কিনা সবকিছু ওকে বলত, এমন কি ওকে সহকারী খাজাঞ্চি পর্যন্ত করতে চেয়েছিল! অবশ্য সেটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়, কিন্তু জীবন কত জটিল হয়ে পড়েছে ভেবে দেখো একবার! কালসাপ একেবারে পাশে, অথচ আমরা টের পাই না!

তাতিয়ানা। আমি ধনী নই, তাই বাঁচোয়া!

পলিনা। বুড়ী হলে কথাটা বলবে! (নরমভাবে

ক্লিওপেত্রাকে।) ক্লিওপেত্রা পেৎরভনা, আরেকবার গাউনটা পরিয়ে দেখতে চায় আপনাকে... তাছাড়া ক্রেপও নিয়ে এসেছে...

ক্লিওপেত্রা। আচ্ছা। বুকটা এমন ধড়ফড় করছে... অসুস্থ থাকা ভালোবাসি না!

পলিনা। কয়েক ফোঁটা ওষুধ দেব না কি? সত্যি খুব কাজ দেয়।

ক্লিওপেত্রা (চলে যেতে যেতে)। ধন্যবাদ!

পলিনা। আমি এখ্খুনি আসছি। (তাতিয়ানাকে) ওর সঙ্গে আমাদের আরো নরম ব্যবহার করতে হবে — ওষুধের মতো কাজ দেয় সেটা! ওর সঙ্গে কথা বলেছো বলে আমি খুসী... সবসময়ে বেশ একটা আরামের, ছাড়াছাড়া ভাব নেবার ক্ষমতা তোমার আছে!.. যাই, ওকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে আসি।

(তাতিয়ানা একলা। বারান্দার দিকে তাকাল। গ্রেপ্তার যারা হয়েছে তাদের সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে সেখানে। ইয়াকভ দরজা দিয়ে মাথা বাড়াল।)

ইয়াকভ (চটাবার জন্য)। এখানে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ আড়ি পেতেছি।

তাতিয়ানা (অন্যমনস্কভাবে)। আড়ি পাতা... খারাপ, লোকে বলে।

ইয়াকভ। লোকে যা বলছে শুনে ফেললে খারাপ লাগে। দুঃখ হয় ওদের জন্য... শোনো তাতিয়ানা! আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি...

তাতিয়ানা। কোথায়?

ইয়াকভ। ঠিক জানি না... বিদায়!

তাতিয়ানা (সস্নেহে)। বিদায়!.. চিঠি লিখো!

ইয়াকভ। এ জায়গাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে!

তাতিয়ানা। কখন যাচ্ছো?

ইয়াকভ (অদ্ভুতভাবে হেসে)। আজ... তুমিও যাবে না কি?

তাতিয়ানা। হ্যাঁ, আমিও যাব। হাসছো কেন?

ইয়াকভ। এমনি... হয়ত আমাদের আর কখনো দেখা হবে না...

তাতিয়ানা। কী ছাই বলছো!

ইয়াকভ। আমার দোষ সব ভুলে যেও! (তাতিয়ানা ওর কপালে চুমু খেল। অল্প হেসে ইয়াকভ সরিয়ে দিল ওকে।) এমন ভাবে চুমু খেলে যেন আমি মড়া... (আস্তে আস্তে চলে গেল। ওকে দেখতে দেখতে তাতিয়ানার হঠাৎ ইচ্ছে হল সঙ্গে যায়, কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে অসহায় ভঙ্গী করল একটা। ঘরে এল নাদিয়া, হাতে একটা ছাতা।)

নাদিয়া। আমার সঙ্গে বাগানে চলো না একবার... কেঁদে কেঁদে মাথা ভার... বোকার মতো অনেক কেঁদেছি! একলা থাকলে আবার কাঁদতে শুরু করব।

তাতিয়ানা। কেঁদে কী হবে শুনি? কাঁদার কী আছে?

নাদিয়া। এমন বিরক্ত লাগছে। কিছুই ঢুকছে না মাথায়। কে ঠিক? মেসোমশাই বলেন তিনি ঠিক... কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না! তাই না? আগে মনে হত সেটা... কিন্তু এখন... ঠিক জানি না! উনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলেন তখন নিজেকে মনে হয় বদ আর বোকা... কিন্তু যখন ওঁর কথা ভাবি... নিজেকে প্রশ্ন করি... তখন সবকিছু গুলিয়ে যায়!

তাতিয়ানা (বিষণ্ণভাবে)। নিজেকে সব কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলে বিপ্লবী বনে যাবি... তোর সইবে না সেটা, বাছা!..

নাদিয়া। আমাকে একটা কিছু তো হতে হবে, হবে না? (তাতিয়ানা মৃদু হাসল।) হাসছো কেন? আমাকে কিছু

একটা হতেই হবে! কিস্সু না বুঝে, হাঁ করে তো আর বাঁচা যায় না!

তাতিয়ানা। আজ সবাই একই কথা বলছে হঠাৎ, তাই হাসছি।

(দুজনে বেরিয়ে যাবার সময় দেখা হয়ে গেল জেনারেল ও লেফটেনাণ্টের সঙ্গে। শেষোক্তটি নিপুণভাবে রাস্তা ছেড়ে দিল।)

জেনারেল। সৈন্য-যোজন অতি আবশ্যক লেফটেনাণ্ট! ওতে এক ঢিলে দুটো পাখি... (নাদিয়া ও তাতিয়ানাকে।) আর তোমাদের কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

তাতিয়ানা। বেড়াতে।

জেনারেল। ওই কেরাণীটিকে যদি দেখ... কী যেন ওর নাম? লেফটেনাণ্ট কী নাম ওই লোকটার, যার সঙ্গে হালে আপনার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম?

লেফটেনাণ্ট। প্যাকাটি স্যার।

জেনারেল (তাতিয়ানাকে)। ওকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। আমি খাবার-ঘরে আছি, চা খাব ব্র্যাণ্ডি আর লেফটেনাণ্টের সঙ্গে। হাঃ, হাঃ, হাঃ! (মুখে হাত চাপা দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে।) ধন্যবাদ লেফটেনাণ্ট! আপনার স্মরণশক্তি প্রখর! অত্যন্ত প্রশংসনীয়! নিজের দলের প্রত্যেকটি সৈনিকের নাম আর মুখ অফিসারদের মনে রাখা উচিত। নতুন যখন বাহিনীতে ঢোকে তখন সৈনিকগুলো বেজায় পাজী, জানোয়ারের মতো পাজী, বোকা আর অলস। ওদের চামড়া ঘষেমেজে জানোয়ার থেকে মানুষ বানায় ওদের অফিসাররা — নিজের কাজ বোঝে এমন বুদ্ধিমান মরদ বানায়...

(উৎকণ্ঠিত মুখে জাখারের প্রবেশ।)

জাখার। জ্যাঠামশাই, ইয়াকভকে দেখেছেন?

জেনারেল। না, দেখি নি... ওখানে চা আছে?

জাখার। আছে, আছে! (জেনারেল ও লেফটেনাণ্টের প্রস্থান। উস্কোখুস্কো রাগী চেহারায় কন এল বারান্দা থেকে।) কন, ইয়াকভকে দেখেছো?

কন (বিরসভাবে)। না। আমি আর কিছু বলব না। কাউকে দেখে থাকলেও বলব না... মুখ দিয়ে রা বেরোবে না... যথেষ্ট হয়েছে! যা বলার বলেছি, আর নয়...

পলিনা (ঢুকে)। চাষীগুলো আবার এসেছে, বলতে চায় এখন যেন খাজনা না নেওয়া হয়।

জাখার। ঠিক সময় বেছেছে... বটে!

পলিনা। ওরা অনুযোগ করছে এবার ফসল ভালো হয় নি, খাজনা দেবার পয়সা নেই।

জাখার। ওদের অনুযোগের অন্ত নেই!.. ইয়াকভকে দেখেছো?

পলিনা। না। কী বলব ওদের?

জাখার। চাষীদের? অফিসে যেতে বলো... ওদের সঙ্গে কথা বলার মতলব আমার নেই!

পলিনা। কেউ নেই অফিসে! সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে জানোই তো দুপুরের খাবারের সময় প্রায় হল, কিন্তু ক্যাপ্টেন খালি চা চাইছে... সেই সকাল থেকে খাবার-ঘরে সামোভারটা পড়ে আছে। পাগলা-গারদ একেবারে!

জাখার। জানো, ইয়াকভ হঠাৎ ঠিক করেছে এখান থেকে চলে যাবে?

পলিনা। বেশ করেছে, যদিও উচিত বললাম না হয়ত...

জাখার। তা বটে। ইয়াকভ হালে কেমন যেন হয়ে গিয়েছে — ওর কথার মাথামুণ্ডু নেই... কিছুক্ষণ আগে আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল আমার রিভলভারটা দিয়ে

কাক মারা যায় কিনা, জ্বালিয়ে ছেড়েছিল একেবারে। ব্যবহারটা অত্যন্ত অপমানকর। তারপর রিভলভারটা নিয়ে চলে গেল... সর্বক্ষণ নেশা করে থাকে...

(দুজন সশস্ত্র পুলিশ ও কুভাচের সঙ্গে বারান্দা থেকে সিন্‌ৎসভের প্রবেশ। লরনেট দিয়ে ওকে একবার দেখে পলিনা চলে গেল। বিব্রতভাবে চশমা ঠিক করে নিয়ে জাখার সরে যেতে যেতে বলল।)

জাখার (ভর্ৎসনার সুরে)। দুঃখের ব্যাপার মিঃ সিন্‌ৎসভ... আমি অত্যন্ত দুঃখিত... অত্যন্ত!

সিন্‌ৎসভ (হেসে)। উতলা হবেন না... কী আর হয়েছে?

জাখার। দুঃখের ব্যাপার বই কি! পরস্পরকে দরদ দেখানো উচিত মানুষের... এমন কি যাকে বিশ্বাস করতাম সে যদি বিশ্বাসের অযোগ্য হয় তাকেও। বিপদের সময়ে তাকে দরদ দেখানো আমি এখনো কর্তব্য বলে মনে করি... আমার তো তাই মনে হয়! তাহলে আসি, মিঃ সিন্‌ৎসভ!

সিন্‌ৎসভ। আসুন!

জাখার। আমার বিষয়ে আপনার... কোন অভিযোগ আছে?

সিন্‌ৎসভ। কোন অভিযোগ নেই!

জাখার (বিব্রতভাবে)। বেশ, বেশ। আচ্ছা, নমস্কার! আপনার মাইনেটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে... (যেতে যেতে।) অসম্ভব কাণ্ড! আমার বাড়ীটা সশস্ত্র পুলিশের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে!

(সিন্‌ৎসভ হেসে উঠল। কুভাচ একাগ্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, বিশেষ করে হাত দুটো লক্ষ্য করছে। সেটা নজরে পড়তে সিন্‌ৎসভও ওর দিকে তাকাল। কুভাচ হেসে উঠল।)

সিন্‌ৎসভ। হাসির কী হল ?

ক্‌ভাচ (প্রফুল্লভাবে)। কিছু না… কিছু না !

ববয়েদভ (ভিতরে ঢুকে)। মিঃ সিন্‌ৎসভ, আপনাকে সহরে চালান করা হচ্ছে।

ক্‌ভাচ (প্রফুল্লভাবে)। হুজুর, ইনি মিঃ সিন্‌ৎসভ নন !..

ববয়েদভ। তার মানে ? খুলে বলো দেখি !

ক্‌ভাচ। ওঁকে আমি চিনি ! ব্রিয়ান্‌স্ক কারখানায় উনি কাজ করতেন, সেখানে ওর নাম ছিল মাক্সিম মারকভ !.. দু'বছর আগে উনি গ্রেপ্তার হন হুজুর !.. ওঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে নখ নেই। চেনা লোক, হুজুর ! নাম ভাঁড়িয়েছেন যখন তখন নিশ্চয়ই জেল থেকে পালিয়েছেন !

ববয়েদভ (খুসী হয়ে, সবিস্ময়ে)। কথাটা সত্যি মিঃ সিন্‌ৎসভ ?

ক্‌ভাচ। বিলকুল সাচ্‌ বাত হুজুর !

ববয়েদভ। তাহলে আপনি মোটেই সিন্‌ৎসভ নন ! বেশ. বেশ, বেশ !..

সিন্‌ৎসভ। আমি যাই হই না কেন, আপনার ভদ্রভাবে কথা বলা উচিত… সেটা ভুলবেন না !

ববয়েদভ। ওহো ! ইয়ার্কি করার মতো লোক আপনি নন দেখতেই পারছি। ক্‌ভাচ, ওর ভার তোমার হাতে !.. কড়া নজরে রেখো !

ক্‌ভাচ। জো হুজুর !

ববয়েদভ (প্রফুল্লভাবে)। তাহলে মিঃ সিন্‌ৎসভ, আপনার নাম যাই হোক না কেন, সহরে পাঠানো হচ্ছে আপনাকে। ক্‌ভাচ, তুমি ওখানে গিয়েই এঁর সম্বন্ধে যা জানো কর্তৃপক্ষদের জানিও, আর ওঁর পুলিশ রেকর্ড চেও… আচ্ছা, সেটা না হয় আমি দেখব ! তুমি একটু দাঁড়াও ক্‌ভাচ… (তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।)

ক্‌ভাচ (অমায়িকভাবে)। তাহলে আমাদের আবার দেখা হয়ে গেল।

সিন্‌ৎসভ (হেসে)। তোমার খুসী লাগছে?

ক্‌ভাচ। লাগবে না কেন? পুরনো আলাপী!

সিন্‌ৎসভ (বিতৃষ্ণায়)। এ কাজে তোমার ঘেন্না ধরে যাওয়া উচিত ছিল, আমার মতে' চুল পেকে গিয়েছে, তবু কুকুরের মতো লোক খুঁজে বের করা... কাজটা জঘন্য লাগে না?

ক্‌ভাচ (অমায়িকভাবে)। গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে! তেইশ বছর ধরে করছি কিনা... তাছাড়া, কুকুরের মতো মোটেই নয়! ওপরওয়ালারা আমার কাজে খুসী... পুরস্কার দেবে কথা দিয়েছে। এবার সেটা মিলবে সন্দেহ নেই!

সিন্‌ৎসভ। আমার জন্যে?

ক্‌ভাচ। হ্যাঁ, আপনার জন্য! কোথা থেকে পালানো হয়েছিল?

সিন্‌ৎসভ। যথা সময়ে জানতে পারবে।

ক্‌ভাচ। তা পারব! ব্রিয়ান্‌স্ক কারখানার সেই কালো-চুল, চশমা-পরা লোকটাকে মনে আছে — সাভিৎস্কি? মাষ্টার ছিল মনে হয়। ওকে আবার আমরা ধরেছিলাম... এই কিছুদিন আগে। কিন্তু জেলে মারা গেল লোকটা... অত্যন্ত রুগ্‌ণ ছিল কিনা! শেষ পর্যন্ত, আপনাদের দলটা খুব ভারী নয়!

সিন্‌ৎসভ। সবুর করো... আমাদের মতো লোক অনেক হবে!

ক্‌ভাচ। শুনে খুসী হলাম! রাজনৈতিক আসামী যত বাড়ে ততই আমাদের ভালো!

সিন্‌ৎসভ। তত বেশী পুরস্কার?

(দোরগোড়ায় দেখা গেল ববয়েদভ, জেনারেল, লেফটেনাণ্ট, ক্লিওপেত্রা ও নিকোলাইকে।)

নিকোলাই (সিন্‌ৎসভের দিকে তাকিয়ে নিয়ে)। এ রকমটাই মনে হচ্ছিল... (অদৃশ্য হয়ে গেল।)

জেনারেল। খাসা লোক বটে!

ক্লিওপেত্রা। কে ইন্ধন জুগিয়েছিল এবার বোঝা গেল!

সিন্‌ৎসভ (বিদ্রূপ ক'রে)। ক্যাপ্টেন, আপনি বিসদৃশ ব্যবহার করছেন মনে হচ্ছে না?

ববয়েদভ। আমাকে... শিক্ষা দেবার দরকার নেই!

সিন্‌ৎসভ (জোর দিয়ে)। আমাকে বলতেই হচ্ছে! এই হাস্যকর দৃশ্যটা থামান!

জেনারেল। ও... শুনলেন তো?

ববয়েদভ (চেঁচিয়ে)। ক্‌ভাচ, ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে!

ক্‌ভাচ। জো হুজুর! (সিন্‌ৎসভকে নিয়ে গেল।)

জেনারেল। আস্ত বাঘ একেবারে, অ্যাঁ? কী গর্জন, অ্যাঁ!

ক্লিওপেত্রা। সব নষ্টের মূলে ও, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ববয়েদভ। সম্ভব... খুব সম্ভব!

লেফটেনাণ্ট। আদালতে বিচার হবে?

ববয়েদভ (হেসে)। নুনলঙ্কা ছাড়াই ওদের গিলে ফেলি... এমনিতেই খেতে বেশ!

জেনারেল। খাসা! একেবারে ভাজা চিংড়ীর মতো... মচাৎ!

ববয়েদভ। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! শিকারটা ভাগাভাগি করে ফেলব তাড়াতাড়ি, আপনাদের বেশীক্ষণ আর জ্বালাতন করব না। নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ, কোথায় গেলেন?

(সবাই বেরিয়ে গেল। বারান্দা থেকে পুলিশের কর্তার প্রবেশ।)

পুলিশের কর্তা (কনকে)। তদন্ত এখানে হবে?

কন (বিরসভাবে)। জানি না... কিছু জানি না!

পুলিশের কর্তা। টেবিল আর কাগজ আছে দেখছি... তাহলে এখানেই হবে মনে হচ্ছে! (বারান্দায় একজনকে উদ্দেশ্য ক'রে) ওদের সবাইকে এখানে নিয়ে এসো! (কনকে।) মৃত ম্যানেজারমশাই একটু ভুল করেছিলেন। বলেছিলেন: লাল-চুলো লোক গুলি করেছে, কিন্তু দেখা গেল খুনের চুলটা কাল্‌চে!

কন (বিড়বিড় ক'রে)। জ্যান্ত লোকেও ভুল করে...

(গ্রেপ্তার যারা হয়েছে তাদের আবার আনা হল।)

পুলিশের কর্তা। সার বেঁধে... ওখানে দাঁড় করাও! বুড়ো, তুমি লাইনের শেষে দাঁড়াও! লজ্জা করে না তোমার? বেটা শয়তান!

গ্রেকভ। মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন?

লেভশিন। ছাড়ো আলেক্সেই! গ্রাহ্য কোরো না ওকে...

পুলিশের কর্তা (ভয় দেখিয়ে)। টের পাওয়াব মজাটা!

লেভশিন। কিছু না! ওঁর কামই হল... লোককে অপমান করা...

(নিকোলাই ও ববয়েদভ এসে টেবিলের পাশে বসল। কোণের একটা কেদারায় জেনারেল, লেফটেনান্ট পিছনে দাঁড়িয়ে। দোরগোড়ায় ক্লিওপেত্রা ও পলিনা, পরে তাদের পিছনে তাতিয়ানা ও নাদিয়া এসে দাঁড়াল। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে অপ্রসন্ন মুখে তাকিয়ে দেখতে লাগল জাখার। পলাগি প্রবেশ করল, সাবধানে পথ করে যেতে যেতে টেবিলে যারা ব'সে তাদের মাথা নিচু

করে অভিবাদন করল, ঘরের মাধ্যখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বিব্রতভাবে। ইশারায় তাকে ডাকল জেনারেল। পা টিপে টিপে গিয়ে পলগি দাঁড়াল জেনারেলের কেদারার পাশে। রিয়াব্‌ৎসভকে নিয়ে আসা হল।)

নিকোলাই। শুরু করা যাক। পাভেল রিয়াব্‌ৎসভ...

রিয়াব্‌ৎসভ। কী ?

ববয়েদভ। 'কী' নয় বেটা আহাম্মক, বল : 'আজ্ঞে হুজুর !'

নিকোলাই। তুমি এখনো বলছো যে ম্যানেজারকে তুমিই মেরেছিলে ?

রিয়াব্‌ৎসভ (বিরক্ত হয়ে)। বলেছি তো... আর কী বলব ?

নিকোলাই। তুমি আলেক্সেই গ্রেকভকে চেনো ?

রিয়াব্‌ৎসভ। কে সে ?

নিকোলাই। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে।

রিয়াব্‌ৎসভ। ও তো আমাদের এখানে কাজ করে।

নিকোলাই। ওর সঙ্গে চেনা পরিচয় আছে ?

রিয়াব্‌ৎসভ। আমরা সবাই সবাইকে চিনি।

নিকোলাই। বুঝলাম। কিন্তু ওর ওখানে গিয়ে অবসর সময় কাটানো হত... মানে, ওকে বেশ ভালো করে চেনো ? বন্ধু কিনা জিজ্ঞেস করছি।

রিয়াব্‌ৎসভ। ফুরসৎ পেলে সবায়ের সঙ্গে সময় কাটাই। আমরা সবাই দোস্ত।

নিকোলাই। বটে ? মনে হচ্ছে কথা চাপা দিচ্ছো। মিঃ পলগি, রিয়াব্‌ৎসভ আর গ্রেকভের মধ্যে ঠিক কী সম্পর্ক দয়া করে বলবেন ?

পলগি। গলায় গলায় বন্ধুত্ব... এখানে দুটো দল। কমবয়সীদের দলের পাণ্ডা হল গ্রেকভ, ওপরওয়ালাদের প্রতি

তার দৃষ্টিভঙ্গী অতিশয় উদ্ধত। বয়স্কদের দলের পাণ্ডা হচ্ছে ইয়েফিম লেভশিন। কথাবার্তা তার অদ্ভুত, আর আচরণ ধূর্ত শেয়ালের মতো...

নাদিয়া (মৃদু কণ্ঠে)। কী হতচ্ছাড়া!

(পলগি ফিরে নাদিয়ার দিকে তাকাল, তারপর নিকোলাই-এর দিকে, জিজ্ঞাসু ভঙ্গীতে। নিকোলাইও তাকাল নাদিয়ার দিকে।)

নিকোলাই। হুঁ... তারপর!

পলগি (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। ওদের যোগসূত্র হলেন মিঃ সিন্‌ৎসভ, সবায়ের সঙ্গে হৃদ্যতা তাঁর। সাধারণ চরিত্রের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভদ্রলোকটির কোন সাদৃশ্য নেই। উনি নানান রকমের বই অধ্যয়ন করেন, প্রত্যেকটি বিষয়ে নিজস্ব মতামত পোষণ করেন। ওঁর ফ্ল্যাট ঠিক আমার ফ্ল্যাটের উল্টো দিকে, সেখানে তিনটি কামরা...

নিকোলাই। খুঁটিনাটি না জানালেও চলবে...

পলগি। মাপ করবেন... কিন্তু সত্যের চেহারা সর্বাঙ্গীন হওয়া প্রয়োজন! রকমারি লোক ওঁর ঘরে যায়, এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের কয়েকজন তাদের অন্তর্গত, যেমন ধরুন, গ্রেকভ...

নিকোলাই। সত্যি গ্রেকভ?

গ্রেকভ (শান্তভাবে)। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না — জবাব পাবেন না।

নিকোলাই। কী মুশকিল!

নাদিয়া (সজোরে)। মুখের মতন জবাব!

ক্লিওপেত্রা। মানে?

জাখার। নাদিয়া, সোনা...

ববয়েদভ। শ্‌-শ্‌!

(বারান্দায় গণ্ডগোল।)

নিকোলাই। যারা বাইরের লোক তাদের এখানে থাকার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না...

জেনারেল। হুঁ... বাইরের লোক বলতে ঠিক কাদের বোঝাচ্ছেন ?

ববয়েদভ। কুভাচ, গিয়ে দেখো তো কেন গোলমাল হচ্ছে ?

কুভাচ। কে একটা জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছে হুজুর ! গালিগালাজ করছে, জোর করে আসতে চাইছে !

নিকোলাই। কী চায় ? লোকটা কে ?

ববয়েদভ। বাইরে গিয়ে দেখো তো।

পলাগ। আমি আরো বলব, না আমার জবানবন্দী বন্ধ করে দেব, কী অভিলাষ আপনাদের ?

নাদিয়া। জানোয়ার কোথাকার !

নিকোলাই। একটু থামুন... বাইরের লোকদের চলে যেতে বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি !

জেনারেল। তার মানে ?..

নাদিয়া (সজোরে চেঁচিয়ে)। বাইরের লোক হলেন আপনি ! আমি না, আপনি ! কোথাও আপনার ঠাঁই নেই... এটা আমাদের বাড়ী ! আপনাকে চলে যেতে বলার অধিকার আমার আছে...

জাখার (বিরক্ত হয়ে, নাদিয়াকে)। যাও ! এখ্খুনি... এখান থেকে চলে যাও !

নাদিয়া। সত্যি বলছো ? বেশ !.. তার মানে আমি... আমি এখানকার নই ! বেশ চলে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে বলি...

পলিনা। ওকে সামলাও... নইলে যাচ্ছে-তাই কিছু একটা বলে বসবে !

নিকোলাই (ববয়েদভকে)। আপনার লোকদের বলুন দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে !

নাদিয়া। তোমাদের বিবেক বলে কিছু নেই... হৃদয় বলে কিছু নেই... তোমরা সবাই নিচ... হতভাগ্য...

কুভাচ (ঢুকে, সানন্দে)। আর একজন দোষ স্বীকার করতে চাইছে, হুজুর!

ববয়েদভ। কী বললে?

কুভাচ। আর একটা খুনে ধরা দিতে চাইছে!

(ধীরেসুস্থে টেবিলের কাছে এল আকিমভ, লালচে চুল, লম্বা গোঁফ।)

নিকোলাই (চমকে উঠে)। কী চাও তুমি?

আকিমভ। আমি ম্যানেজারকে মেরেছি।

নিকোলাই। তুমি?

আকিমভ। হ্যাঁ, আমি।

ক্লিওপেত্রা (নিচু গলায়)। ওঃ... পাপিষ্ঠ! তাহলে তোমার বিবেক বলে একটা জিনিষ আছে!..

পলিনা। হে ভগবান! কী ভয়ংকর লোক এরা!

তাতিয়ানা (শান্তভাবে)। শেষ পর্যন্ত ওদেরই জয় হবে!

আকিমভ (বিরসভাবে)। এই তো ধরা দিলাম। নিন, খান এবার আমায়!

(সবাইকার অস্বস্তি। নিকোলাই ফিসফিস করে কী যেন বলল ববয়েদভকে, ববয়েদভের মুখে বিব্রত হাসি। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা নির্বাক, নিশ্চল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আকিমভকে তাকিয়ে দেখছে নাদিয়া, আর কাঁদছে। পলিনা ও জাখার ফিসফিস করে কথা বলছে। স্তব্ধতার মধ্যে তাতিয়ানার শান্ত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল।)

তাতিয়ানা (নাদিয়াকে)। কাঁদিস না, শেষ পর্যন্ত ওদেরই জয় হবে!..

নিকোলাই। এবার, মিঃ রিয়াবৎসভ! এবার আপনার কি হবে?

রিয়াব্‌ৎসভ। (বিহ্বলভাবে)। কিছুই না...

আকিমভ। চুপ পাভেল! চুপ কর!

লেভশিন (আনন্দভরে)। ওরে, ভাইরা আমার!..

নিকোলাই (টেবিলে ঘুঁষি মেরে)। চুপ!

আকিমভ (শান্তভাবে)। চেঁচাবেন না কর্তা, আমরাও চেঁচাচ্ছি না।

নাদিয়া (আকিমভকে, জোরে)। শুনুন... কী আপনি মেরেছেন? এটা... ওরা সকলকে মারছে... ওরা সারা জীবন নিজেদের লোভে আর ভয়ে সকলকে মেরে বেড়াচ্ছে... (সকলকে) এটা তোমরা... তোমরা অপরাধী!

লেভশিন (গরমভাবে)। সত্যি, দিদিমণি। খুন করেছে যে মেরেছে সে নয়, যে পাপের জন্ম দিয়েছে,... সত্যি।

(সকলে মিলে হৈ-হল্লা)

লেভশিন। ছি আকিমভ! তোমার এটা করা উচিত হয় নি...

ববয়েদভ। চুপ!

নাদিয়া (আকিমভকে)। আপনি কেন করলেন এটা? কেন?

লেভশিন। চেঁচাবার দরকার নেই সাহেব! তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো।

আকিমভ (নাদিয়াকে)। এ ব্যাপারে কিছু বোঝেন না। এখান থেকে আপনার চলে যাওয়া ভালো...

ক্লিওপেত্রা। হতচ্ছাড়া বুড়ো কেমন সাধু সেজেছিল দেখলে তো!

ববয়েদভ। ক্‌ভাচ!

লেভশিন। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছো কেন আকিমভ? ওদের বলে দাও... বলে দাও কেমন করে ম্যানেজার তোমার বুকে রিভলভার দিয়ে চেপেছিল, আর সেজন্য তুমি...

ববয়েদভ (নিকোলাইকে)। মিথ্যেবাদী বুড়োটা কী রকম তালিম দিচ্ছে দেখছেন তো!

লেভশিন। মিথ্যেবাদী আমি নই...

নিকোলাই। এবার! এখন কেমন লাগছে, রিয়াব্‌ৎসভ?

রিয়াব্‌ৎসভ। কেমন আবার...

লেভশিন। কথা বলিস না! চুপ করে থাক। এরা সেয়ানা লোক, কথা কাজে লাগাতে ওস্তাদ...

নিকোলাই (ববয়েদভকে)। এটাকে বের করে দিন!

লেভশিন। সেটি আর হচ্ছে না! আমাদের বের করে দিতে পারবেন না, কখ্‌খনো পারবেন না! জবরদস্তি অনেক করেছেন, আর নয়! অনেক দিন আমাদের খালি হাতে আঁধারে রেখেছেন, এখন জ্বলে উঠেছি আমরা, হুমকিতে সে আগুন নিভবে না, কোন হুমকিতে নিভবে না!

যবনিকা পতন।

১৯০৬